INDEX

GOVERNMENT OF TRIPURA

ADMINISTRATOR

Shri Santipriya Mukherjee

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble SACHINDRA LAL SINGH, *Chief Minister*, Minister-in-charge of Confidential and Cabinet, Home (excluding Jails), Secretariat Administration, Appointment & Services, Finance, Revenue, Food & Civil Supplies and Public Works.

The Hon'ble SUKHAMOY SEN GUPTA, *Minister-in-charge* of Development, Industries, Labour, Agriculture, Animal Husbandry and Veterinary Services, Medical & Public Health, Law, Local Self Government, Education, Transport, Rehabilitation Department and Jails.

DEPUTY MINISTERS

Shri Manindra Lal Bhowmick
Shri Binode Behari Das
Shri Raj Prasad Chowdhury

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker ... The Hon'ble Upendra Kumar Roy
Deputy Speaker ... Shri Ershad Ali Chowdhury

SECRETARIAT

Secretary ... Shri Nandalal Deb Varman

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

1. Shri Abdul Wazid (Kurti)
2. „ Aghore Deb Barma (Charilam)
3. „ Atiqul Islam (Sonamura North)

B

4. Shri Birchandra Deb Barma (Takarjala)
5 „ Bulu Kuki (Dumburnagar)

D

6. Shri Dinesh Deb Barma (Kulaihour)
7. „ Dasami Reang (Birganj)

G

8. Shri Gopesh Ranjan Deb (Fatikroy)

H

9. Shri Hemanta Deb (Old Agartala)
10. „ Hlura Aung Mag (Muhuripur)

K

11. Shri Karunamoy Nath Chowdhury (Dharmanagar North)
12. „ Krishnadas Bhattacharjee (Agartala Town I)

M

13. Shri Monchor Ali (Sonamura South)
14. „ Monoranjan Nath (Dharmanagar South)

N

15. Shri Nishi Kanta Sarkar (Radhakishorepur)
16 „ Nripendra Chakravorty (Khowai)

P

17. Shri Prafulla Kumar Das (Teliamura)
18. „ Promode Ranjan Das Gupta (Mohanpur)

R

19. Shri Rajkumar Kamaljit Singh (Nominated)
20. „ Ram Charan Deb Barma (Kalyanpur)
21. Smt. Renu Chakraborty (Nominated)

S

22. Shri Sudhanwa Deb Barma (Agartala Sadar III)
23. „ Sunil Chandra Dutta (Kamalpur)
24. „ Sunil Kumar Chowdhury (Sabroom)

U

25. Shri Umesh Lal Singh (Bishalgarh)

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

28th September, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 28th September, 1964.

PRESENT.

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty one Members.

Mr. Speaker :—The first item to-day is Oath or affiermation of allegiance. Any member who has not taken oath may do so.

Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ব্লকের বিধান সভার সদস্য সর্ব্বশ্রী বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা, সুধন্য দেববর্ম্মা, হেমন্ত দেববর্ম্মা এবং রামচরণ দেববর্ম্মা এই হাউসের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমি অনুরোধ করব তাঁদের oath দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

(The following members took oath)

1. Sri Bir Chandra Deb Barma, M. L. A.
2. Sri Sudhanya Deb Barma, M. L. A.
3. Sri Hemanta Deb Barma, M. L A.
4. Ram Charan Deb Barma, M. L. A.

Mr. Speaker :—I announce to make an obituary reference on the sad demise of Jawaharlal Nehru, the late Prime Mimister of India.

OBITUARY REFERENCE

Honourable members of the Assembly—The House is meeting for the first time after the great national calamity that has recently befallen us—I mean the sad demise of our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Honourable members, would refer to the melancholy event of the passing away of our beloved leader from our midst.

On the 27th May, 1964 All India, nay the whole world was stunned by the news of the death of Sri Nehru. It was a great shock not only to his country-men but also to the people of the every corner of the globe. "He was a fighter for freedom of India ; he was a maker of modern India and with his death an epoch in Indian History has come to a close." For fifty years his life has been

part of Indian history, a period illumined by a grandeur of mind and spirit so rare that we must consider ourselves blessed having had this wonderful man to lead us He merged himself spontaneously into the hopes and fears of the teeming millions of his countrymen. They adored him, followed him along tracks of suffering and sacrifice. And he brought them to the promised land of freedom. That, however, was not the jonrney's end. With freedom as the sustaining force he led them to the promised land of prosperity.

He is the architect of modern India and has carved the image of the India of every toiler's dreams—dedicated to peace and peaceful co-existence, to struggle against imperialism and colonialism, to democratic socialism and secularism.

Pandit Nehru played a conspicuous role, not only in the history of modern India but in the contemporary history of the entire mankind. If he had love of liberty, it was not merely for his own people, but for all people of the world without distinction of class, creed or country. He was an emancipator of the human race, one who has given all his life and energy to the freeing of men's minds from political bondage, economic slavery. social oppression and cultural stagnation. This is why he expressed sympathy and support for all liberation movements in Africa, Asia and South America.

Pandit Neharu is a great believer in the dignity of man and the unity of nations, in world peace and the concept of one world community. He has shown firm faith in the principles of the United Nations and deep allegiance to its charter.

He was a man sustained by deeply held ideals—socialism, internationalism and humanism.

The Assembly has met to pay homage to the Departed Great.. The best way to do it, methinks, is to realise his philosophy of life and follow his ideals so dear to him and complete his task of building up a prosperous India.

This dedicated active man has at last gone to his final rest. Nehru is dead long live Nehru.

Shri Umesh Lal Singh :—Hon'ble Speaker, may I draw your attention to the word '22nd May'. We say this is wrong.

Mr. Speaker :—I have corrected it and I have uttered 27th.

Mr. Speaker :—Now I shall request the Hon'ble Chief Minister, the Leader of the House to move the resolution on the passing away of our beloved leader and late Prime Minister Jawaharlal Nehru. After the resolution has been moved the members may have a discussion on the resolution. Such discussion may continue not more than two hours.

Chief Minister :—Hon'ble Speaker, I move the resolution.

RESOLUTION

This House expresses its profound grief at the passing away of our beloved leader and late Prime Minister Jawaharlal Nehru, the architect of Modern India. His life epitomised a constant struggle for the highest ideals of mankind, dignity of man and unity of all nations. He was a symbol of secularism, altruism, universal brotherhood and was one of the strongest adeherents to the principles of United Nations and its charter.

Under the distinguished leadership of this great personage, our country has made rapid strides towards peace, national unity, solidarity and prosperity through democratic ways and methods. Jawaharlal Nehru dedicated himself completely to the great principles of humanism and socialism as applied in national and international spheres.

While we deeply mourn the irreparable loss that the nation has sustained, we firmly resove to strive for the ideals for which our beloved leader lived. We also pray that we may be granted vision and courage to live up to his ideals.

Chief Minister :—Let me read the Bengali version.

Mr. Speaker :—No need. Now you may speak in Bengali if you like.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ২৭শে মে, ১৯৬৪—জাতির (মুখ্যমন্ত্রী)।

জীবনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অবসানের সাথে সাথে পৃথিবীর মানুষ ভারতবর্ষের সাথে সমস্বরে তার সমবেদনায় অংশ গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতবর্ষের এই দুঃখে শরিক হয়েছে—শরিক হয়েছে এইজন্য যে, পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন মানবতার এবং শান্তির অগ্রদূত। যিনি কেবল ভারতবর্ষে পরাধীনতার সংগ্রামে মহান অংশ গ্রহণ করেন নি, তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামে। এবং সেই নেতৃত্ব, স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতবর্ষের আপামর জন সাধারণকে টানতে পেরেছে। তার কারণ হল এই যে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাচ্ছি—ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, কেবল গণতান্ত্রিক অধিকারই নয়, আর অর্থনৈতিক যে পরাধীনতা আছে তা থেকে মুক্তির জন্য হ'ল এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের সাথে সাথে তিনি চিন্তা করেছেন, বৃটিশ ভারতে যে মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেই আন্দোলন ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলিতেও প্রসারিত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে, কারণ দেশীয় রাজন্যবর্গ ছিল বৃটিশ শাসনের স্তম্ভ স্বরূপ। অতএব এই স্তম্ভগুলিকেও চুরমার করতে হবে। সেইজন্য যে All India State Peoples conference করা হইয়াছিল। দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দকেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন; ত্রিপুরা রাজ্যও তার নেতৃত্বাধীনে কাজ করেছে সেইজন্য আমরা গর্ব্বিত। পরাধীন ভারতবর্ষের Planning স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে কি হবে তারও একটি বিশদরূপ তিনি ভারতের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন বৃটিশ চলে যাওয়ার সাথে একটি বিরাট Gap সৃষ্টি হবে। এই ভারতবর্ষে সেই Gap পূরণ করতে গেলে পরে যে কংগ্রেসের প্রয়োজন সেই কংগ্রেসকে তিনি স্থাপন করে গেছেন। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য যে সংকল্প ও দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন

সেই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল। সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছিলেন বলেই ভারত-বর্ষের আপামর জনসাধারণকে সেই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাই আমরা দেখছি তাঁরই নেতৃত্ব স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের এই গণতন্ত্রকে সমগ্র বিশ্বে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ গণতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। আজ সমগ্র বিশ্বের মানুষ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে সেই বিশাল ভারতবর্ষের দিকে এই ভেবে যে সেখানে গণতন্ত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যেখানে অল্প শিক্ষিত প্রথম নির্ব্বাচন, দ্বিতীয় নির্ব্বাচন এবং তৃতীয় নির্ব্বাচন করে পৃথিবীর মানুষকে তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষে তা সম্ভব। ঠিক এই জায়গায় যদি আমরা অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখব যে ভারতের সাথে বার্ম্মা, পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। চীনের অধিবাসীরা ৪০ বৎসর ধরে যুদ্ধ করেছে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কিন্তু তারাও আজ পর্য্যন্ত পারেনি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে যা পেরেছে ভারতবর্ষ। এই যে সফলতা তার মূলে আছে পণ্ডিত নেহেরুর দৃঢ় নেতৃত্ব। তার নেতৃত্ব শুধু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে। এবং তার জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছিল পঞ্চ বার্ষিকী পরি-কল্পনা। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের সাথে সাথে তিনি পরিকল্পনাকরেছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনার সুষ্ঠ পন্থা।

তিনি চেয়েছিলেন দেশের অভ্যন্তরে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করতে এবং যথাযথ ভাবে এই সমাজতন্ত্রবাদকে রূপায়িত করতে। পণ্ডিত নেহরু ছিলেন বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা। ঐতিহাসিক আফ্রো-এশিয়া সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রধান আহ্বায়ক। বান্দুং সম্মেলনে তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন বিশ্ব শান্তি, মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী। ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সাথে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান ছিল তাহার নীতি এবং তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রগুলির সাথে মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় কি Middle east কি South east যেখানেই যখন শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে সেখানেই পণ্ডিত নেহরু এগিয়ে এসেছেন শান্তির বাণী নিয়ে। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে একদিন ভারতবাসী রুখে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী চীনের হুঙ্কারের সামনে, যে চীনের সাথে আমাদের নীতি ছিল শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি। দেশের চরম বিপদ মূহুর্ত্তেও তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। "হিন্দী চীনি", 'ভাই ভাই' যে নীতি একদিন দেশবাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল সেই নীতিকেই তিনি ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন তারই নেতৃত্বে ভারতবর্ষ জাতীয় সংহতির শপথ গ্রহণ করে ছিল সুসংবদ্ধ ভাবে দেশকে রক্ষা করবার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। পণ্ডিত নেহরুর আহ্বানে বিশ্বের শান্তি-কামী জাতিগুলি সহানুভূতি ও সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য পণ্ডিত নেহরুর প্রতি সম্মান দেখানো হবে তখনই যখনই আমরা তার আদর্শকে তার চিন্তাধারাকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করতে পারব। তিনি চেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তিনি চেয়েছিলেন ভারত-বর্ষের প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে শান্তির বাণী পৌঁছিয়ে দিতে, তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। তাই আজ যদি ভারতের ৪৭ কোটি মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা তার আদর্শকে যথাযথ রূপায়িত করতে পারে তবেই হবে তার অবিনশ্বর আত্মার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা।

Mr. Speaker :—I would now request the leader of the Opposition or any other member

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে এই শুভ প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখ্ছি। আমি বাংলায় বল্তে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ এই House এর সামনে আমাদের Leader of the House বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গতঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুতে যে শোক প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তা আমি ব্যক্তিগত ভাবে ও আমার block এর পক্ষ থেকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। কারণ আমরা জানি স্বর্গতঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম প্রধান নেতা। স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও তিনি যে ভাবে নতুন ভারত গড়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তা অবশ্যই আমাদের জাতীয় জীবনে অনুকরণ যোগ্য। তিনি সর্ব্বদা দেশকে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাহার কর্ম্মময় জীবনকে নানা পথে পরিচালিত করেছিলেন। যদিও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আজ আমাদের মধ্যে থেকে বহু দূরে তবুও তার কর্ম্মবহুল জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ আজ তাঁকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে।

এই প্রস্তাবে অবশ্য তার আদর্শগুলিকে বেশ সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। তবুও আমি মনে করি তিনি চেয়েছিলেন ভারতের ঐক্য, জাতীয় সংহতি ও সমৃদ্ধি, এক কথায় ভারতে সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতকে শক্তিশালী করাই ছিল তার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমরা এখনও পৌছিতে পারিনি। অতএব পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমাদের সামনে আদর্শ রেখে গেছেন সেই আদর্শ যাতে আমরা রূপায়িত করতে পারি যেই দিকে অবিচল বিশ্বাস রেখে আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার। কাজেই সেই আহ্বান ও এই প্রস্তাবে থাকা উচিৎ ছিল। অতএব কিছু ত্রুটি থাকা সত্বেও আমি এই পবিত্র শোক প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে চাই না। আমি প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেছি।

দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু শুধু ভাবতবর্ষের নন সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে ছিলেন জনপ্রিয় ও পূজনীয়, তার কারণ তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও সুখ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ বিরোধী নীতি অবলম্বন করেছিলেন যাতে দেশে ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপন করা হয় এবং শান্তি যাতে চিরস্থায়ী হয় তার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সেই কারণেই আজ সারা পৃথিবীর লোক তাকে শান্তির দূত হিসাবে জানে। একটি ঘটনার কথা আজ আমার স্মরণ হয় যে তিনি যখন সমাজতন্ত্রী সোভিয়েৎ দেশ সফর করতে গেলেন তখন সে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাকে যে আদর ও আহ্বান জানিয়েছিল ফেরবার পথে তার উত্তরে তিনি তাদের জানিয়ে এলেন "আজ আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার মন ও আত্মাকে আপনাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি"। শুধু সোভিয়েৎ দেশে নয় আমাদের মুখ মন্ত্রী যে চীনিহিন্দি ভাই সম্বন্ধে একটা টিপ্পনি রেখেছেন সেই চীনি হিন্দী ভাই কথাটা আর কারও মুখ হতে নয় আমাদের স্বর্গতঃ পণ্ডিত নেহেরুর মুখ হতে উচ্চারিত হয়েছিল। এই কথা অস্বীকার করার কোন হতু নেই কারণ তিনি যখন চীন দেশে সফর করতে যান তখন সে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাও তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আজ হয়তো চীন সরকারের সঙ্গে আমাদের সরকারের বিরোধ আছে কিন্তু এ কথা ঠিক যে স্বর্গতঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মানব জাতিকে ও মানুষকে ভালবাসতেন, এই ছিল তার একটা মস্ত বড় গুণ। কাজেই আজ চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিরোধ আছে কিন্তু চীন দেশের জনসাধারণ বা চীনি ভাষাকে একটা শত্রুতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখার কোন প্রশ্নই উঠেনা কারণ আমি জানি তিনি যখন মৃত্যুর কিছু দিন আগে শান্তিনিকেতনে সমাবর্ত্তন উৎসবে যোগদান

করতে আসেন তখন তিনি বলেছিলেন যে চীন সরকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ হতে পারে কিন্তু চীনা জাতি বা চীনা ভাষার সহিত আমাদের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। তাই আমরা ইতিহাসে দেখি যে একটা রাষ্ট্রের বা সরকারের পরিবর্ত্তনের সাথে সেখানকার জনসাধারণ বা ভাষার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কাজেই সেই দিকে চিন্তা করে "চীনি হিন্দি ভাই ভাই" অর্থাৎ ভারতবর্ষের জন সাধারণের সাথে চীনা জন সাধারণের বন্ধুত্ব গড়ে উঠার ব্যাপারে কোন টিপ্পনি কাটার প্রশ্ন উঠে না। এই পবিত্র শোক প্রস্তাবের মধ্যে এগুলি অযথা টেনে আনার কোন হেতু নেই। অতএব আজকে এই শোক প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় ও সংগ্রামী নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে সে শোক প্রস্তাব এখানে রাখছি তা সমর্থন করতে গিয়ে খুব বেশী বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমি মনে করি না। আমি প্রস্তাবটি মোটামুটী ভাবে সমর্থন করি অর্থাৎ স্বর্গতঃ পণ্ডিত নেহেরুর মৃত আত্মার প্রতি আমার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—If any one from the right wishes to speak I would allow.

Shri K. Nath Chowdhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বাংলায় বলতে চাই।

Mr. Speaker :—Yes, বলুন।

Shri K. Nath Choudhury :—আজ আমরা আমাদের স্বর্গীয় জাতীয় নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি এবং তার জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে তাঁর সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হিসাবে আমার মনে যতটুকু এসেছে তাই বলব। সমস্ত মানব জাতির জন্য তাঁর যে পঞ্চশীল নীতি বিশ্ব শান্তির জন্য মূল ভিত্তি স্বরূপ রেখে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর বাণী হিসাবে সমস্ত পৃথিবীতে ধ্বনিত হবে এবং সেই গৌরবের অংশ আমরা ভোগ করব। আমরা অংশীদার হিসাবে এই পঞ্চশীলের গৌরব রক্ষা করতে পারি, আমি এদিকে আমার সহকর্মীর, আমার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সমস্ত পৃথিবীর মানব সমাজের শান্তি রক্ষিত হলে সমস্ত দেশ শান্তি ভোগ করবে; যে দেশে, যে পৃথিবীতে যুদ্ধ থাকবেনা, যেখানে যুদ্ধ বাদের চিন্তা শক্তি থাকবে না, সেখানে থাকবে শুধু মানব জাতির জীবন ধারণ, ধর্মীয় চিন্তা; সাহিত্য চিন্তা ও তার উন্নতির চিন্তা। এই যে মহাচিন্তা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন এই চিন্তায় যেন আমরা চিন্তিত হই। আমরা দেখেছি, পৃথিবীর মধ্যে যে কয়েকজন বিশ্ব শান্তির জন্য চেষ্টা করে গেছেন, আমাদের স্বর্গত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে যে হিংসার দাবানল জ্বলে উঠেছে, তা পূর্ব্বেও ছিল। বার বার শান্তির বাণী বহন করে বিভিন্ন দেশের শান্তির দূত এসেছেন। আর আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বর্গীয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে। আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আজকে ভারতবর্ষে আরেকটি কথা তিনি রেখে গেছেন যা ভারতবর্ষকে বার বার বিব্রত করেছে। যে সাম্প্রদায়িকতা বার বার যে দেশের ইতিহাসে এনেছে পরাধীনতা, বাহির থেকে বহু শক্তি এসে ভারতবর্ষকে পর্য্যুদস্ত করেছে। এই প্রকট সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি রেখে গেছেন অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র। আমি আশা করি যে সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের জাতি হিসাবে পরিচয় দেবার ভিত্তিভূমি তিনি স্থাপন করে গেছেন। আমি আশা রাখি যে এই ভিত্তিভূমির উপর থেকেই আমরা ভবিষ্যত পৃথিবীকে আলো দিতে পারব। আমরা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ রাখি আমরা যেন আমাদের এই অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ থেকে এক পাও বিচ্যুত না হই।

ভারতবর্ষের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যে সকল প্রতিশ্রুতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জনসাধারণ ভোগ করতে পারবে বলে জাতির পক্ষ থেকে জাতির হয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে আমাদের প্রিয়

স্বর্গগত নেতা ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে রক্ষা করে গেছেন। যার ইতিহাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নেই বললেই চলে। বহু দেশে নেই বললেই চলে। আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষ যখন আক্রান্ত হল তখন আমরা কিছুটা পর্য্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমাদের স্বর্গগত নেতা বিশ্বমৈত্রীর যে শান্তি পদযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, সেই শান্তির যে বারিধারা তা যেন অব্যাহত থাকে সে জন্য সমস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জনসাধারণ, তার সরকার, তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ভারতবর্ষের রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়েছিল। সেই নীতির জন্যই ভারতবর্ষ থেকে মানুষ ধনরত্ন পাবেনা। অন্য কিছু না পাক কিন্তু যে শান্তির বাণী পেয়েছে সমস্ত পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য বিশ্ব মানবতা রক্ষার জন্য যে মন্ত্র তারা ভারতবর্ষ থেকে পেয়েছে, তার জন্যই তারা ভারতকে রক্ষা করতে এসেছিল বলে আমার বিশ্বাস। আর এই শান্তি ও মৈত্রীর উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের স্বর্গগত পণ্ডিত নেহেরু। আমি এর পরই দেখি যে পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশে উপনিবেশবাদ রয়েছে, তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সমগ্র পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে আমরাও ছিলাম অংশীদার। আমাদের মহান নেতার নেতৃত্বে সমগ্র পৃথিবীতে যারা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মানব জাতির মুক্তির জন্য যারা লড়াই করে আমরা তাদের হাতে হাত মিলিয়েছি এবং তাদের সহায়তার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আমরা পালন করে যাচ্ছি। আমাদের দেশে যে দারিদ্র মহামারী আছে—যে মহা অভিশাপ আছে, তার বিরুদ্ধে যাতে আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বর্ত্তমান পৃথিবীতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারি, সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে যাতে আমরা সমতালে চলতে পারি সেই জন্য আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণ তথা সর্ব্বসাধারণের উন্নয়ণের যে প্রয়াস তিনি করে গিয়েছেন তজন্য আমরা শুধু তাঁর কাছে চির ঋণীই থাকবনা চিরকৃতজ্ঞই থাকবনা, তাঁর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি মানবের কল্যাণের জন্য আমরা যেন অগ্রসর হতে পারি আজ তাঁর প্রতি আমি আমার আনুগত্যের সঙ্গে সেই কথাই বলতে চাই আমরা যেন প্রতি মুহুর্ত্তে স্মরণ রাখি। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধবাদীদেরে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গেছেন, যে যুদ্ধে তারা যত সর্ব্বনাশ দেশের করুন তারা যদি উন্নয়নের দিকে একবার দৃষ্টিদেন তা হলে পৃথিবী অনেক সুন্দর হবে। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী তা পৃথিবীর যুদ্ধবাদী মানুষের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছে বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমরা শুধু আমাদের দেশ নয় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত অনুন্নত দেশ আছে সে সমস্ত দেশেও আমাদের স্বর্গগত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা, তার নীতি, তাঁর গঠন নীতির প্রতি আনুগত্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা একটি কথা এই বলে থাকি "ভারত আবার বিশ্ব সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"। মহাকবির এই যে উক্তি তাকে রূপ দেবার জন্য এই ভারতবর্ষেরই আমাদেরই সেই স্বর্গগত পণ্ডিত নেহেরু তাঁর সমস্ত জীবনের প্রতি অংশ তাঁর রাজনৈতিক জীবন হতে আরম্ভ করে সমাজ নৈতিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত তিনি ব্যয় করে গেছেন এবং তাকে আমরা একটা সার্থকরূপে দেখছি। আমি তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর তাঁর স্বর্গগত আত্মার প্রতি প্রার্থনা জানাচ্ছি যেন আমরা তাঁর বাণী, তাঁর কর্ম্মধারা বহন করতে পারি এই আশীর্ব্বাদ যেন তিনি করেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now request any one from the left.

And then no one coming from the left, I close the debate heie.

I am now putting the following resolution to vote.

"This House expresses its profound grief at the passing away of our beloved leader & late Prime Minister Jawahar lal Nehru, the architect of modern India.

His life epitomised a constant struggle for the highest ideals of mankind, dignity of man and unity of all Nations. He was a Symbol of Secularism, altruism, universal brotherhood and was one of the strongest adherents to the principles of United Nations and its charter. Under the distinguished leadership of this great personage, our Country has made rapid Strides towards Peace, national unity, Soliderity and prosperity through democratic ways and methods. Jawaharlal Nehru dedicated himself completely to the great principles of humanism and socialism as applied in national and international spheres.

While we deeply mourn the irreparable loss that the nation has sustained, We firmly resolve to strive for the ideals for which our beloved leader lived. We also pray that we may be granted vision & courage to live up his ideals."

The Resolution was carried unanimously.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Thursday, the 29th Sept. 1964.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

29th September, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 29th September, 1964.

PRESENT.

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty Members.

The sitting commenced at 11 A. M.

Item No. I

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business is Oath or affirmation of allegiance. Any member who has not made an Oath may kindly do so.

There is no such member to-day. Now the question hour begins. There is a number of questions given notice of. Of these Sri Nripendra Chakraborty, M.L.A. has not yet subscribed oath or affirmation, so, the questions standing in his name will not be called out.

The M.L.A Sri Atiqul Islam is also absent to-day, but he has authorised some other member to put the questions. First I will take up the questions given notice of by the members who are present. I would now call out Sri Aghore Deb Barma.

Sri Aghore Deb Barma :—Starred question No. 46

Sri M. L. Bhowmik :— The Minister-in charge of Labour Deptt :—

(a) The total no. of Rikshaw-pullers in Tripura—2,512.

(b) Division-wise break up of that number.

Name of Divn.		
	Sadar—	1238
	Sonamura	69
	Udaipur	250
	Kailasahar	125
	Dharmanagar	150
	Khowai	525
	Belon'a	54
	Subroom	nil
	Amarpur	nil
	Kamalpur	101
Total numbers		2,512

(c) the number of Rikshaw-pullers who own their rickshaws

Sadar	80
Sonamura	4
Udipur	25
Kailashahar	4
Dharmanagar	5
Belonia	19
Subroom	nil
Amarpur	nil
Khowai	90
Kamalpnr	35
Total No.	262

(d) Whether the Govt. has any scheme to provide loan to the rickshaw-pullers sothat they may start certain other business ?

The Govt. has no such scheme.

Mr. Speaker : If any supplementary required ?

Sri Aghore Deb Barma : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, question এর written reply টা আমাদিগকে supply করার দরকার। যেটা reply দেওয়া হয়েছে সেটা Member দিগকে supply দিলে অনেক সুবিধা হয়। যাহা হউক ১নং supplementary question হল Rickshaw ওয়ালাদের economic অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে service co-operative র মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ও সুযোগ সুবিধার জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করছি না কেন ?

২) অধিকাংশ রিক্সাওয়ালাদের নিজস্ব রিক্সা নাই। তারা প্রায় রিক্সা মালিকদের নিকট হতে ভাড়া করে রিক্সা নেয়। সারাদিন পরিশ্রম করে যা রোজগার করে রিক্সা মালিককে অত্যধিক হারে ভাড়া দিয়ে তাদের কিছুই থাকে না।

Mr. Speaker :—What is your question ?

You just put the suplementry question, no explanation, no statement.

Sri A. Deb Barma : Yes Sir, মালিকদের বর্তমান যে rate তা কমানো দরকার—এটা কমানো হচ্ছে না কেন ?

Sri A. Deb Barma :—(৩) প্রত্যেক রিক্সা stand গুলির মধ্যে union এর মাধ্যমে চা ডিম ইত্যাদি rikshaw ওয়ালাদের খাওয়ার জন্য দোকান খোলা হচ্ছে না কেন ?

Sri M. L. Bhowmik :

1) It is under consideration of the Govt.

2) We have not received any representation from the Publie with regard to the rate to be fixed for the rickshaws.

Mr. Speaker :—Then we are passing to the next question : That is also asked by Sri Aghore Deb Barma.

Sri A. Deb Barma :—Starred Question No. 47

Mr Speaker : 47 না 51

Sri A. Deb Bazma : No 47

Mr. Speaker : Yes, you are right.

Sri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, I am authorised by the Minister-in-charge to reply to the question.

Sri B. Das : (a) total amount of money spent—Rs. 98,237·10 nP.

b) Names of places where Ambar Charka centres have been started. (i) Belonia, Udaipur, Gokulnagar, Nehalchandra Nagar, Pandabpur, Bandherghat, Pratapghar, Arundhutinagar, old Agartala, Narshinghar, Ranirbazar, Jerania, Bamutia, Central Jail, Agartala.

c) the no. of Ambar Charkas are operating 55 nos.

d) the total monthly output from such charkas is Rs. 3,045 hanks per month.

e) the total no, of men & women employed in these Charkas ?

Total men	Total women	Grand Total
83	326	409

Sri A. Deb Barma :

১) উপজাতীয় এলেকাতে কতটা Ambar Charka Centre আছে।

২) কত জন উপজাতীয় মহিলা ঐ সকল কেন্দ্রে কাজ করে ?

Mr. Speaker :- Supplementary Question ?

Sri A. Deb Barma :- Yes.

Mr. Speaker : Ask one by one.

Sri A. Deb Barma :—একটা একটা করে বলছি।

(১) উপজাতির এলেকায় কয়টা Ambar Charka কেন্দ্র আছে।

Mr. Speaker :— Alright, the answer will come from that side.

Sri B. Das : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতি এলেকা বলতে কি বলতে চাইছেন এটা একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ।

Mr. Speaker :—Do you require any explanation ?

Sri A. Deb Barma :—উপজাতীয় এলেকা বলতে আমি এইটি বলতে চাইছি যে উপজাতিরা যেখানে বাস করে বা যে গ্রামে থাকে সেটাকে উপজাতীয় এলেকা বলছি অর্থাৎ উপজাতি অধ্যুষিত এলেকা বা যে গ্রামে শুধু উপজাতিরা বাস করে তাকেই উপজাতীয় এলেকা বলতে চাইছি।

Mr. Speaker :—Now give the answer to the former question.

Sri S. Sengupta :—মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যা বলছেন, ঠিক উপজাতীয় এলাকা বলে কোন ভাগ আছে কিনা আমার জানা নেই। সদস্য মহাশয় যদি ঐ উপজাতীয় এলাকাগুলিকে Sub-Division wise-এ বলতেন তা হলে তার উত্তর দেওয়া সুবিধা হত। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না clearly বলা হয় ততক্ষণ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাঁর ২য় প্রশ্ন হচ্ছে যে, সে সকল কেন্দ্রে কতজন উপজাতীয় মহিলা কাজ করে।

Mr. Speaker :—No, No. Not reply to that question.

Sri S. Sengupta :—Belonia-র কোন্ কোন্ এলাকাকে উপজাতীয় এলাকা বলা হয় সেটা জানলে উত্তর দিতে সুবিধা হয়। যখন প্রশ্ন করা হয় তখন বলা উচিত বিলনীয়ার কোন এলাকাটা উপজাতীয় এলাকা। তখন আমরা বলতে পারি ঐ জায়গাতে আমাদের কোন Centre আছে কিনা।

A. Deb Barma : - অধ্যক্ষ মহোদয় ২নং প্রশ্ন সম্বন্ধে মাননীয় ডেভেলাপমেণ্ট মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলছেন সে সম্বন্ধে আমার দু'একটি কথা বলতে হয়। কারণ আমরা জানি উপজাতীয়দের উন্নতির জন্য বিভিন্ন Deptt-র মাধ্যমে কতগুলি টাকা খরচ হয়। যে সমস্ত গ্রামে প্রধানতঃ উপজাতি লোকেরা থাকে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য ঐ সকল টাকা খরচ হয়।

Mr. Speaker :—I am sorry to observe here that the discussion is going on. This should not be taken in question hour. In question hour, the question should be put by one of the members, the minister concerned will please say whether he is in a position to answer onrot.

Sri A. Deb Barma :—No. 2 question হল কতজন উপজাতীয় মহিলা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সে সমস্ত Centre..................

Mr. peaker :—No need to explain the question. Number of tribal ladies working n each of them.

Sri B. Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমরা পরে জানাব।

Mr Speaker :—What, you want notice ?

Dr. B. Das :—"Yes"

Mr. Speaker :—Just at the moment they are not prepared with the answer. If you give notice they will give answer later on.

Sri A. Deb Barma :—আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে তাদের দৈনিক আয় কত?

Dr. B. Das, Dy. Minister :—এটা আমরা পরে জানাব। Notice চাই।

Sri A. Deb Barma :—তারপর হচ্ছে উপজাতীয় মহিলাদের আয় বাড়ানোর, কর্ম সংস্থানের এই প্রতিষ্ঠানের মারফত কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

Sri S. M. Sen Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে খাদি এবং Village Industry Board থেকে এবং অন্যান্য খাদি Centre থেকে খাদি উৎপাদনের জন্য যে সব চরকা চালু করা হচ্ছে তার মধ্যে উপজাতিদের জন্য নূতন Scheme করার চিন্তা সরকার করছেন এবং এটা Commission এর কাছে পাঠান হয়েছে এবং সেটা approve হয়ে আসলেই start করব।

Sri Hlura Aung Mag : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে Belonia-য় অম্বর চরকার কোন Centre আছে কিনা ?

Shri S. M. Sen Gupta—মাননীয় সদস্য যদি শুনে থাকেন তা হলে নিশ্চয় বুঝেছেন, কারণ এই প্রশ্নের জবাব পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

Shri Sudhanwa Deb Barma—অম্বর চরকা implement করতে গিয়ে কত টাকা খরচ হয়েছে তা বলতে পারেন কিনা ?

Shri S. M. Sen Gupta—সেটাও আগের প্রশ্নে উত্তর দেওয়া হয়েছে—categorically উত্তর দেওয়া হয়েছে কত টাকা খরচ করা হয়েছে।

Mr. Speaker Rs 93,237.

Shri S. C. Dutta— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন—যে এমন একটি অম্বর চরকা centre আছে যেখানে tribal পুরুষ ও মেয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ?

Shri S. M. Sen Gupta—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেটার সম্বন্ধে Notice দরকার।

Mr. Speaker—I call on Shri Aghore Deb Barma to call out his next question.

Shri A. Deb Barma—Question No. 79.

Shri S. L. Singh—I will give the answer to this question.

Question :	**Answer**
1. Whether the Govt. has any scheme to rehabilitate a section of newly influxed Refugees from East Pakisthan to Tripura ?	Govt. of Tripura is considering the possibility of resettling about 2,000 to 2,500 families in Tripura just to share the burden with other States of India.
2. If so, the reasons thereof ?	

Shri A. Deb Barma মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার ১ নং supplementary question হচ্ছে ত্রিপুরাতে মোট চাষের উপযোগী জমি কত ?

Shri S. L. Singh—চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ—৪,১১৬ বর্গ মাইল এবং তার মধ্যে প্রত্যেকটি জায়গাতেই চাষ হচ্ছে।

Shri A. Deb Barma—২নং প্রশ্ন হল যে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার পর নূতন আগত লোকদের জমি দেওয়া সম্ভব হবে কিনা ?

Shri S. L. Singh—এই খানেই question টা clearly আছে। Govt. of Tripura is considering the possibility of reseltting about 2,000 to 2,500 families in Tripura just to share the burden with other States of India.

Shri Aghore Deb Barma—আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে বর্ত্তমানে registered কর্ম্মপ্রার্থী কত জন unemployed আছে ?

Shri S. L. Singh—I demand notice

Shri Aghore Deb Barma—নবাগতদের চাকুরী দেওয়া সম্ভব কিনা এবং তাদের ত্রিপুরার বাহিরে পাঠাবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

Shri S. L. Singh—ত্রিপুরার বাইরে পাঠাবার পরিকল্পনা আছে এবং সেটা হচ্ছে unemployed যারা আছেন। আমাদের এখানে কিছু technical ও graduate teacher এর post আছে। সেইগুলিতে উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলে চাকুরী দেওয়া হবে তবে অন্যান্যদের চাকুরী দেওয়ার অসুবিধা আছে।

Shri Sudhanwa Deb Barma—নবাগত যারা আসছেন তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দিতে গিয়া স্থানীয় কৃষকদের সাথে তাদের কোন land dispute আছে কিনা ?

Shri S. L. Singh— I demand notice. আমার জানা নেই।

Shri Prafulla Kr. Das—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে নবাগতদের মধ্যে কেবলমাত্র ২,০০০ হাজারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার চিন্তা করছেন, এর বেশী নয় কেন ?

Shri S. L. Singh—উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। কারণ সেখানে বলা হয়েছে possibility of reseltting about 2,000 to 2,500 families.

Shri Hlura Aung Mag—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এই refugee আসা মানে যারা জমি exchange করে আসছেন সেটা legalise কিনা ?

Shri S. L. Singh সরকার এই সম্বন্ধে অবগত নন।

Shri Sunil Kr. Chowdhury…নবাগত উদ্বাস্তুদের যে বাইরে পাঠান হবে সেই যে scheme সেটা কতদিনে পূর্ণ হবে ?

Shri S. L. Singh It depends on the availability of lands in other states.

Shri D. Deb Barma অমরপুর sub-division এ…………………………… · যে ঘটনা ঘটেছিল মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানেন কিনা ?

Shri S. L. Singh—ঠিক মত না বললে কিছুই বুঝা যায় না।

Shri D. Deb Barma--গোবিন্দ চন্দ্র রুদ্রপাল নামক জনৈক উদ্বাস্তু ৮ কাণি জমি খরিদ করতে গিয়ে জুমিয়াদের দখলিভুক্ত প্রায় ৬ দ্রোণ জমি দখল করে সেইখানকার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে কিনা এবং এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা ?

Shri S. L. Singh—Most probably this case does not relate to original question.

Shri Dinesh Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি—যে সমস্ত উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে পাঠান হচ্ছে তারা সেখান হতে অন্য কোন রাজ্যে ফিরে যাচ্ছে কিনা ?

Shri S. L. Singh—ত্রিপুরা হতে যাদের পাঠান হয়েছে তাদের কেউই অদ্যাবধি ফিরে আসেননি।

Shri Dinesh Deb Barma—কোন উদ্বাস্তু পরিবার ফিরে এসেছেন কিনা ?

Shri S. L. Singh—আমি পূর্ব্বেই বলেছি, যে ত্রিপুরাতে কেউই ফিরে আসেননি।

Shri S. C. Dutta—আমি একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে **starred** question যিনি করেন, তিনি অনেকগুলি **Supplementary** question করার অধিকারী এবং অন্যান্য **member** রা মানে আমরা প্রত্যেকে একটি করে অধিকারী। কিন্তু বিরোধী পক্ষের অনেক সদস্যই এই নিয়মটি মানছেন না। একের পরে এক তারা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। অন্যের **question** এ **we are entitled to ask one supplementary question only and not more.**

Mr. Speaker…এখানে আমাদের যা **rule** আছে তাতে কোন **hard and fast rule** নেই এ বিষয়ে।

Then we pass on to the next question.

I call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma…Question No. 72.

Shri S. L. Singh…I will reply the said question No. 72

(1) Whether the Govt. offers anv financial assistance for treatment of T. B. patients belonging to Sch. Tribes, Sch. Castes and other poorer sections of the people ;	**Financial assistance is given to displaced T. B. patients from East Pakistan as also to the Tribal T. B. patients of Tripura. Besides, all other patients get free anti-T. B. Drugs as also free X-Ray facilities for the entire period of treatment in the Chest Clinic.**

(2) if so, what is the nature of such financial assistance ; and

Financial assistance is given to bonafide refugee and Tribal T. B. patients as per Govt. of India instuctions under the scheme. The rate is upto Rs. 20/- per month per patient himself and Rs. 10/- per mensem for each dependent subject to a maximum of Rs. 50/- per month (inclusive of the patient) for a period not exceeding 12 months.

(3) whether the assistance is considered to be adequate.

Financial assistance given to T. B. patients as per scale laid down by the Government of India seems to be adequate.

Shri Dinesh Deb Barma···মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত জানতে চাই, কোন কোন patient র ক্ষেত্রে······

Mr. Speaker—I would draw the attention of the Hon'ble member, the proper form of the question is–Will the Hon'ble Minister be pleased to say ?

Shri Dinesh Deb Barma—অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে জানতে চাই···

Mr. Speaker···মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলিবেন কি ? জানাবেন কি ?

Shri D. Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যাদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পরবর্ত্তী সময় তাদের হাসপাতাল হতে ঔষধপত্র দেওয়া হয় তাহাদিগের চিকিৎসার জন্য কোন financial aid বা সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় কিনা।

Sri S. L. Singha : After discharge যদি প্রয়োজন হয় এবং ডাক্তার সেটাকে ঠিক মনে করেন তা হ'লে সে ক্ষেত্রে দেওয়া হতে পারে। It depends upon the medical advice.

Mr. Speaker : No Supplementary ? No other supplementary.

Then his next question put by Shri Dinesh Deb Barma.

Sri Dinesh Deb Barma : Question no. 73

Sri S. L. Singh : I wil give reply to the question of Hon'ble member.

1) Total number of Nyaya Panchayats in Tripura.

63 Nyaya Panchayat circles are so far established in 8 C.D Blocks, vis. Jirania, Panisagar, Kamalpur, Khowai Sonamura. Udaipur, Belonia, and Mohanpur, where Panchayat elections are already over.

2) whether they will get any remuneration ?	There is no provision for remuneratian for the Panches.

Sri D. Deb Barma : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ঐ সকল ন্যায় পঞ্চায়েৎদের কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিনা ? যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

Sri S. L. Singh : সমস্ত পঞ্চায়েতের যখন election হয়ে যা'ব তখন সে সমস্ত চিন্তা করা যাবে। ক্ষমতা দেওয়া হবে কিনা।

Sri D. Deb Barma : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ন্যায় পঞ্চায়েৎদের যে বেতন দেওয়ার কথা আছে-সে বেতন দেওয়া হয় কিনা এবং যদি দেওয়া হয়, কি পরিমাণে দেওয়া হয়।

Sri S. L. Singh : There is no provision for remuneration for the Panches which has been already mentioned.

Mr. Speaker : No other supplementary.

Then I would call out the question of absent member Sri Atiqul Islam. Sri Aghore Beb Barma has been authorised to put the question on behalf of him

Sri A. Deb Barma : Question no. 38

Sri S. L. Singh : I draw the Hon'ble Speaker's attention that the member is absent.

Mr. Speaker : 'Yes' The member is absent.

Sri S. L. Singh : whether he has authorised him (Sri A. Deb Barma).

Mr. Speaker : 'yes' I have the letter of authority.

There is the provision in the rules when all the questions for which oral answer is desired have been called, the Speaker may, if time permits, call again any question which has not been asked by reason of the absence of the member in whose name the question stands, and may also permit a member to ask a question standing in the name of another member if so authorised by him or if any other member is interested in such a question .

There is a wider scope. The speaker may allow him.

Sri B. Das : Hon'ble speaker, Sir, I am authorised by the Minister-in-charge to answer the question, whether............

Mr. Speaker : Need not mention these things you may simply give the answer.

(a) Whether Agartala Bidi Silpa Samabaya Samati applied for loan ;	Yes.
(b) if so, whether loan has been granted to that samity.	No.

(c) if not, the reasons thereof ?

The samity appplied for loan in the year 1961 (15th March '61) They prayed for loan of Rs. 5,000/-. According to Bye Law of the society the borrowing capacity of the samity is limited to 10 (ten) times of the paid up share capital. The society could not raise the paid up share capital to the extent of Rs. 500/- and as such the application could not be considered by the Industrial Advisory Board.

Sri A. Deb Barma: মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলিবেন কি—এই অর্থনৈতিক দুর্দিনে বিড়ি শিল্প সমবায় সমিতিদিগকে (apply করা সত্বেও) কোন loan or grant দেওয়া হচ্ছে না কেন ?

Sri B. Das : এ সম্বন্ধে আমরা বলেছি যে the society could not raise the paid up share capital to the extent of Rs. 500/- সেজন্য তাদের কোন loan বা grant দেওয়া হয়নি।

Sri A. Deb Barma : Next no 39.

Mr. Speaker : Next Question No. 39 by Sri Atiqul Islam.

Sri Manindra Bhowmick :

Question	Answer.
(a) Whether the Govt. is aware that the Bidi Industry in Tripura is facing crisis due to import of Bidi from out side the State;	Yes
(b) Wherther the crisis is leading to unepmloyment of a number of Bidi workers.	Yes
(c) Whether the Govt. proposes to impose any taxes on the entry of Bidi in Tripura from outside ?	No

Sri A. Deb Barma : No. I Supplementary question.

এই সংকটের কারণে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে কতজন unemployed হয়েছে।

Sri M. L. Bhowmick : We demand notice for the said question.

Sri A. Deb Barma : যে কারণে এই সংকট হচ্ছে মানে বাহির হতে বিড়ি আমদানীর ফলে এই সংকট সৃষ্টি হচ্ছে সেই সংকট হতে মুক্তি পাবার জন্য সরকার থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

Sri M. L. Bhowmik : Bidi generally are imported from other parts of India. But if these things are imported from out side India no imposition of tax is possible.

Sri A. Deb Barma : সরকারের পক্ষ থেকে বাহির থেকে ত্রিপুরাতে যে বিড়ি আমদানী করা হয় তাহা বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি—না ?

Sri S. M. Sen Gupta : এই সম্পর্কে এখানকার যারা বিড়ি শ্রমিক বা বিড়ির মালিক তারা যদি quality improve করে তাহলে competition করতে পারে। না হলে Govt. এর দিকে থেকে West Bengal বা Assam থেকে যে বিড়ি আসে সেগুলির উপর Tax impose করা বা restriction করা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়। সেই কারণেই এখানকার যারা বিড়ি শ্রমিক বা বিড়ির মালিক আছেন তারা যদি quality improve করেন তাহলেই competition করতে পারেন।

Sri A. Deb Barma : এখন ত্রিপুরাতে যে বিড়ি শিল্প আছে তা বর্ত্তমানে বাড়ছে না কমছে

Sri S. M. Sen Gupta : বাড়ছে। Increasing. বিড়ির মালিকদের সংখ্যা বাড়ছে বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু এখানকার যে বিড়ি তার কতকগুলো বিড়ি ঠিক Formation এর জন্য দেওয়া হয়েছে। এখানে কতগুলি বিড়ি Factory আছে যারা এখানকার বিড়ি পাতা দিয়ে বিড়ি খুব কমই তৈরী করে। তারা বাইর থেকে বিড়ি এনে এখানকার ছাপ দিয়ে এখানকার নামে বাজারে ছাড়ে। এ সম্পর্কে কোনরূপ প্রতিবাদ বা Representation আমাদের এখানে নেই। বিড়ি শ্রমিকদের পক্ষ থেকেও নেই, বিড়ি মালিকদের পক্ষ থেকেও নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে কথাটা আমি আগেই বলছি সেটা হলো এখানকার বিড়ি শ্রমিক বা বিড়িরমালিক যারা আছেন তারাই যদি qualityটা improve করতে পারেন তাহলেই বাইর থেকে যে বিড়ি আসে তার সঙ্গে competition এ দাঁড়াতে পারে ; এবং যদি compitition এ দাঁড়াতে পারে তাহলেই বাইরে থেকে বিড়ি আসা বন্ধ হতে পারে। এ ছাড়া Govt. কোন Tax impose করে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে মাল চলাচল করবে সেই ক্ষেত্রে কোন একটি অঞ্চলে বিশেষ সুবিধা দিয়ে মাল চলাচল বন্ধ করা হবে সেটা Constitution বিরোধী। সেটা সম্ভব হবে না।

Sri A. Deb Barma : এমন কোন ঘটনা আছে কিনা যে কোন কোন বিড়ির কারখানায় বিড়ির পাতা আছে, Permit আছে কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না ? Only for black marketing এমন কোন ঘটনা আছে কি...না ? মানে কারখানায় কোন কাজ কর্ম্ম নাই। কিন্তু Daily তার বিড়ির পাতা পাওনার কোটা যা আছে তা পাচ্ছে। সেগুলি Black হচ্ছে, এরূপ কোন ঘটনা আছে কি—না ?

Sri S. M. Sengupta : এই সম্পর্কে notice দরকার। এ সম্বন্ধে বিড়ি শ্রমিক, বিড়ি পাতা ব্যবসায়ী ও বিড়ি proprictor গুলির কাছ হতে ও আমাদের Govt এর কাছে এমন কোন অভিযোগ নেই, কাজেই এজন্য আমরা চিন্তাও করি না। তবে যদি কিছু বলতে হয় notice দিতে হবে।

Sri A. Deb Barma : Next question no. 40

Sri S. Ch. Dutta : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি—ত্রিপুরাতে বিড়ির শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

Mr. Speaker : No Supplimentary, we have passed to the next question. Yes, put the question no. 40.

Sri M. L. Bhowmik : Question No. 40.

Question	Reply
a) Whether there is any minimum scale of wages fixed up for the Bidi workers of Tripura and if so what is the rate ?	Yes, Re. 1·75 paise per thousand Bidis.
b) Whether the owner of the Bidi factories observe that rate ?	(b) & (c) We have recently received representation from Tripura Bidi Sramik Sangha that this minimum wages are not being paid. A conference of employers and employees representatives has been called to go into the entire question.
(c) Whether the rates need to be revised in view of the rising cost of living ?	

Sri A. Deb Barma : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিড়ি শ্রমিকদের যে wages দেওয়া হয় তা সাধারণ labour যা পায় তা হতেও কম—এটা স্বীকার করেন কিনা ?

Sri S. M. Sengupta : এ সম্পর্কে শ্রমিক union, মালিক ও Govt র পক্ষে একটা চুক্তি হয়েছিল। তাতে যদিও 1·75 Paise করে minimum wage ঠিক করা হয়েছিল কিন্তু তারা এই triparty চুক্তিতে agree করেছিল যে এর কম দিলেও তাদের কোন আপত্তি নেই অর্থাৎ শ্রমিকেরা সেটা agree করেছিল।

এতদিন পর্য্যন্ত সে ভাবেই চলেছিল। শ্রমিকদের কাছ থেকেও কোন representation আসে নাই। এই কিছুদিন আগে শ্রমিকদের কাছ হতে একটা representation পাওয়া গেছে। এবং এবং সেই representation এর উপর Govt. consider করছেন যাতে 1·75 Paise হিসাবে যা minimum wage দেওয়া আছে এখন যেন সে ভাবে payment দেওয়া হয়।

Sri A. Deb Barma : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কত ?

Sri S. M. Sengupta : এই সম্পর্কে notice চাই।

Sri S. Dutta : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, Tribal দের মধ্যে কি পরিমাণ শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হয়েছে ?

Sri S. M. Sengupta : এ সম্পর্কে unemployed হচ্ছে কিছু কিছু বিড়ি শ্রমিক কোন কোন জায়গায় নতুন employment হচ্ছে partime বা full time হিসাবে। কাজেই এই সম্বন্ধে কোন তারিখের, কোন সময়ের figure টা মাননীয় সদস্যরা জানতে চান সেটা জানালে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

Mr. Speaker : I think there is no other supplementary. Now starred questions are over. As regards unstarred questions the answers should be laid on the table.

Sri S. L. Singh : Now I am laying the replies to the unstarred questions on the table.

Unstarred question no 3 asked by Shri Atiqul Islam

Question	Answer
Total number of court cases instituted by the Government against the Co-operative Societies for recovery of loans :	No case has so far been instituted by the Government against any co-operative Society for recovery of loans to any Civil and Criminal Court. The number of dispute cases lodged by the Tripura State Co-operative Bank Ltd, against the Co-operative Societies for recovery of loans, to the Registrar of Co-operative Societies under section 54 of the Bombay Co-operative Societies Act, 1925 as extended to Tripura, is 137.
The names of such Societies.	Names of Societies against whom dispute cases have been filled by the Tripura State Co-operative Bank Ltd., is enclosed herewith.
3. Whether any Government employee (s) is among the accused ;	No
4, If so, the names of those employees ?	Does not arise.

CASES HAVE BEEN FILED

1. Churaibari Krishi Rindan Samabaya Samity Ltd.
2. Hitakari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
3. Chatilam Samabaya Kroy Bikroy Samity Ltd.
4. Hatileta Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
5. Harua Krishi Rindan Samabaya Samity Ltd.
6. Tripura Central Marketing Co-operative Society Ltd.
7. Tripura Co-operative Press Ltd.
8. Simna Samabaya Krishi Samity Ltd.
9. Kamalnagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
10. Yakubnagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.

11. Baghan Krishi Rindan Samabaya Samity Ltd.
12. Janata Co-operative Credit Society Ltd.
13. Adibashi Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
14. Tarapur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
15. Jaihind Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
16. Janakalyan Samudaik Krishi Unnayan Samity Ltd.
17. Chakmaghat Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
18. Tarapur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
19. Lalcherra Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
20. Sonavalley Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
21. Nabincherra Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
22. Kanchanpur Adibashi Cooperative Purchase & Sales Society Ltd
23. Bhati Machmara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
24. Dasda Cooperative Purchase & Sale Society Ltd.
25 Janata Cooperative Credit Society Ltd.
26. Adarsha Tripuri Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd
27. Kobra Khamar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
28. Pragati Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
29. South Pulinpur Multipurpose Cooperative Society Ltd,
30. Belfung Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
31. Takerjala Large sized Co-operative Credit Society Ltd.
32. Vivekananda Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
33. Ramkrishna Nagar Bastu Tayagi Samabaya Krishi Samity Ltd.
34. Kashi Co-operative Credit Society Ltd.
35. Bisramganj Betel Leaf Growers' Co-operative Society Ltd.
36. Jirania Co-operative Credit Society Ltd.
37. Khowai Dakshin Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
38. Kamalpur Co-operative Credit Society Ltd.
39. Madhupur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
40. Durgachoudhuripara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
41. Sonajalai Samabaya Krishi Samity Ltd.
42. Baghbasha Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
43. Adibashi Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
44. Pallisri Large-sized Co-operative Credit Society Ltd.
45. Ghilatali Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
46. Janata Co-operative Credit Society Ltd.
47. Kalkalia Large-sized Co-operative Credit Society Ltd.
48. Krishimangal Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
49. Krishak Kalyan Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
50. Sankungbari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
51. Tripura State Consumers' Co-operative Society Ltd.
52. Jirania Co-operative Marketing Society Ltd.
53. Kalshi Bazar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.

54. Raima Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
55. Nagicherra Praktan Sainik Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
56. Purba Borjala Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
57. Jaikrishna Kobra Service Cooperative Society Ltd.
58. Champahaur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
59. Kalagachia Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
60. Durganagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
61. Barjala Janata Service Co-operative Society Ltd.
62. Sankar Senapati Para Service Co-operative Society Ltd.
63. Janakalyan Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
64. Radhanagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
65. Manikbhandar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
66. Barkathal Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
67. Tilla Bazar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
68. Ratanpur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
69. Akhanda Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
70. Bisramgang Adibashi Samabaya Krishi Samity Ltd.
71. Tirthamukh Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
72. Abhanga Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
73. Asharambari Co-operative Credit Society Ltd.
74. Gayaprasadpur Co-operative Credit Society Ltd.
75. Ghorakapa Purchase & Sale Society Ltd.
76. Maheshpur Sarbartha Saddak Samabaya Samity Ltd.
77. Battali Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
78. Kamalpur Co-operative Credit Society Ltd.
79. Friends Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
80. Sakaibari Krishi Rindan Samabaya Samity Ltd.
81. Sarbong Gangrai Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
82. Jalaibari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
83. Kamalghat Large-sized Co-operative Credit Society Ltd.
84. Dhalai Janakalyan Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
85. Kashipur Co-operative Credit Society Ltd.
86. Puratan Agartala Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
87. Sarbong Co-operative Parcha e & Sale Society Ltd.
88. Hirapur Large-sized Co-operative Credit Society Ltd.
89. Sarbong Gongrai Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
90. Bijoynagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
91. Srinathpur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
92. Khilpara Samabaya Krishi Samity Ltd.
93. Uttar Anandanagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
94. Noabadi Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
95. Chakmapara Service Co-operative Society Ltd.

96. Nagrai Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
97. Nutanbazar Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
98. Chellagong Adibashi Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
99. Sarma Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
100. Ampinagar Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
101. Puran Rajbari Multipurpose Co-operative Society Ltd.
102. Manu Bazar Service Co-operative Society Ltd.
103. Kathaliacherra Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
104. Birchandranagar Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
105. Garjibazar Service Co-operative Society Ltd.
106. Manu Bankul Service Co-operative Society Ltd.
107. Sriguru Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
108. Gandacherra Adibashi Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
109. Sankungbari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
110. Chakmaghat Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
111. Kalkalia Large-sized Co-operative Credit Society Ltd.
112. Jamthungbari Co-operative Purchase & Sale Society Ltd.
113. Janmejoynagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
114. Kolra khamar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd
115. Rabindranagar Bastu-tyagi Krishi Samabaya Samity Ltd.
116. Dudracherra Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
117. Jirania Co-operative Credit Society Ltd.
118. Ranirbazar Co-operative Credit Society Ltd.
119. Vivekananda Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
120. Janakalyan Samudaik Krishi Unnayan Samabaya Samity Ltd.
121. Sarbong Gongrai Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
122. Harijoy Choudhurypara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
123. Paschim Tomakari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
124. Chandrapur Service Co-operative Society Ltd.
125. Salema Seva Samabaya Samity Ltd.
126. Lathabari Samabaya Kroy Bikroy Samity Ltd.
127. Thakkarbapanagar Samudaik Krishi Unnayan Samabaya Samity Ltd.
128. Kanania Service Cooperative Society Ltd.
129. Tripureswari Service Cooperative Society Ltd.
130. Baligaon Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
131. Charilam Samabaya Kroy Bikroy Samity Ltd.
132. Chandranagar Service Co-operative Society Ltd.
133. Jarul Bachai Service Co-operative Society Ltd.
134. Debari Para Service Co-operative Society Ltd.
135. Singhar Service Co-operative Society Ltd.
136. Janata Co-operative Credit Society Ltd.
137. Mandhai Nagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.

UNSTARRED QUESTION NO. 7—ASKED BY SHRI SUNIL CHOUDHURY

Subject : Motor accidents is Tripura.

Question	Answers
(a) Total number of motor accidents that took place in Tripura during 1962-63 and 1963-64 (upto March)	1962-63: 74; 1963-64: 86
(b) Whether the nnmber is on the increase :	Yes
(c) The causes of the accidents :	The cause of accident is due to rash and negligent driving, fault of drivers, mechanical defects and hily roads.
(d) Steps taken to minimise such accidents	As a preventive measure frequent raids are being held at different places on surprise and the offending drivers are being prosecuted. Mobile Courts are being also held from time to time. Speed is also being checked up at different places by traffic constables and Police officers. The owners of the vehicles have been warned to caution their drivers against rash driving. Strictness in issuing licenses to the drivers and fitness certificates to the vehicles are being observed by the concerning authority

Unstarred Question No. 10—by Shri Dinesh Deb Barma

Question	Reply
(a) whether the present rise in the cost of living index justifies revision of pay scales in Tea Gardens labourers of Tripura ; (b) if so, steps taken for such revision ;	(a) & (b). The Central Wage Board set up by the Government of India is considering the question. Meanwhile interim incresed wages recommended by that Board have been accepted
(c) whether the Govt proposes to call a Tripartite meeting immediately for the purpose ?	(c) Does not arise

Unstarred Question No. 11—by Shri Dinesh Deb Barma

Question	Reply
(1) How security of service is guaranteed to the tea garden labourers of Tripura ;	Yes. Tea Garden labourers are covered by the Industrial Employment (S O.) Act, 1936, the Industrial Disputes Act 1947 and the Plantations Labour Act.
(2) Whether a good number of lobour and employees lose their jobs due to lack of such security ?	No.

Unstarred Question No. 12—by Shri Dinesh Deb Barma

Question	Reply
(a) The names of the tea gardens who have failed to implement the housing scheme of the Central Government for their labourers ;	A list is attached.
(b) Steps taken by the Government to see that the scheme is implemented.	Liberalisation of the provision regarding security for the repayment of loans is under consideration as most of the planters are unable to furnish the security as per existing rules.

LIST OF TEA GARDENS WHO HAVE FAILED TO IMPLEMENT THE HOUSING SCHEME FO THE CENTRAL GOVERNMENT FOR THEIR LABOURS.

SADAR SUB-DIVISION

1.	Harishnagar	Tea Estate
2.	Malabati	,, ,,
3.	Ishanpur	,, ,,
4.	Mekhlipara	,, ,,
5.	Nripendranagar	,, ,,
6.	Adarini	,, ,,
7.	Harendranagar	,, ,,
8.	Durgabari	,, ,,
9.	Benodini	,, ,,
10.	Luxmilonga	,, ,,

11. Tufanialonga ,, ,,
12. Fatikcherra ,, ,,
13. Gopalnagar ,, ,,
14. Kalkalia (N) ,, ,,
15. Kalkalia (S) ,, ,,
16. Mohanpur ,, ,,
17. Kalacherra ,, ,,
18. Mantala ,, ,,
19. Meghlibundh ,, ,,
20. Krishnapur ,, ,,
21. Shimnacherra ,, ,,
22. Brahmakonda ,, ,,

KAMALPUR SUB-DIVISION

23. Mahabir ,, ,,
24. Garadtilla ,, ,,
25. Darangtilla ,, ,,

KHOWAI SUB-DIVISION

26. Khowai ,, ,,
27. Kalyanpur ,, ,,

SABROOM SUB-DIVISION

28. Lilagarh Tea Estate
29. Ludhua ,, ,,

KAILASHAHAR SUB-DIVISION

30. Devashhal ,, ,,
31. Hiracherra ,, ,,
32. Sonamukhi ,, ,,
33. Nottingcherra ,, ,,
34. Jagannathpur ,, ,,
35. Golokpur ,, ,,
36. Halaicherra ,, ,,
37. Sarojini ,, ,,
38. Kalishasan ,, ,,
39. Rang Rung ,, ,,
40. Sova ,, ,,
41. Anila ,, ,,
42. Manuvalley ,, ,,
43. Murticherra ,, ,,

DHARMANAGAR SUB-DIVISION

44.	Huplongcherra	”	”
45.	Dharmagar	”	”
46.	Maheshpur	”	”
47.	Sarala	”	”
48.	Brajendranagar	”	”
49.	Pearacherra	”	”
50.	Ranibari	”	”
51.	Madhusudhan	”	”

Unstarred Question No. 24 asked by Shri Bulu Kuki

Question	Answer
(a) Whether the number of T. B. patients in Tripura is on the increase ;	Actual position cannot be stated as no survey has so far been undertaken in the territory for the purpose.
(b) If so, the reasons thereof ;	Dose not arise in view of (a) above.
(c) What preventive measures have been taken to stop spread af T. B. in Tripura	i) Infected cases are made noninfected by free chemotherapeutic treatment.
	ii) Contacts of the T. B. patients are induced to get themselves examined so that source of infection can be traced out and treated.
	iii) Intensive public health education is being given to the patients as well as their family members regarding the nature of the diseases, disposal of sputum etc. by the Health Visitors.
	iv) House to house B. C. G. Vaccination are being given to non-infected persons so that resistance against T. B. Develops.
	v) A Plan for organising a T. B. control programme in the territory with the object of controlling the disease has been included in the Annual Plan for 1964-65 of the current plan.

Unstarred Question No. 27 by Shri Sunil Kumar Choudhury

Question	Answer	
(a) Total number of Hospital and Dispensaries in Tripura where there is no qualified Medical Officer :	i) Hospital	Nil
	ii) Primary Health Centre	Nil
	iii) Dispensary	25

Question	Answer
(b) Number of Hospitals and Dispensaries where there is inadequate number of qualified medical officer; and	i) Hospital 9 ii) Primary Health Centre 11 iii) There is no other Dispensary with inadequate number of Medical Officers except 25 Dispensaries quoted against (a) of the question above.
(c) Steps taken to have qualified Medical Officers in all Hospitals and Dispensaries	Requisitions have been sent to the Union Public Service Commission. Mean while steps have been taken to fill up the vacant posts temporarily. 11 doctors have so far been appointed and offer of appointment is being made to 3 more candidates.

Unstarred Question No. 28 by Shri Dinesh Deb Barma

Question	Answer
(a) What is the minimum yearly attendance required for a woman tea garden labour to get maternity benefit ;	(a) 150 days' attendance.
(b) Whether a large number of woman labourers are deprived of maternity benefit due to fixing of high minimum attendance ;	(b) No.
(c) If so, whether the Government proposes to lower their minimum attendance ?	(c) Does not arise.

Unstarred Question No. 30 by Shri Dinesh Deb Barma,

Question	Reply
(a) Whether Government considers Tripura Rules te be inadequate for the implementation of the plantation labour Act ;	(a) No.
(b) If so, whether the Govt. propose to revise these rules early ?	(b) Does not arise.

Unstarred Question No. 33 by Shri Bulu Kuki

Question.	Reply.
1. Whether the Dambor Hydro Electric Scheme has been included in the 3rd Plan of Tripura.	Yes.

2. If started, what is the stage of progress of that scheme ;	The work has not yet been started and the question of progress does not arise.
3. If not started, the reasons for it.	After investigation a scheme was drawn up and it is now under consideration of Govt. of India for finalisation.

Unstarred Question No. 41 by Shri Atiqul Islam

Question	Answer
(a) Whether it is a fact that the Central Government wanted the Tripura Government to carry out a Comprehensive survey of the water supply programme of Tripura with a view to assessing its upto-date progress ;	Yes.
(b) If so, whether any such survey has been carried out ; and	Yes.
(c) The outcome of such survey	Preliminary survey for the assessments of Rural drinking water requirements in the territory was undertaken. which has revealed that out of 4,944 villages in Tripura, about 1280 villages have been provided with drinking water facilies so far. It is estimated that at the end of Third Plan period, roughly 1474 villages having an approx. population of say 5,92,000 will be provided with proper drinking water facilities.

Unstarred question No. 43 asked by Shri Atiqul Islam.

Question	Answer
(a) The names of the persons and organisations which received industrial loan of Rs 5,000/- or above from the Relief & Rehabilitation Department of Tripura.	List enclosed

(b) whether the industries for which these loans were given are now in running condition;

(c) if not, the names of the persons and organisation who have either failed to start or closed those industries ;

(d) steps taken for the realisation of the loan advanced to these persons and organisations ?

In order to have a prove into the affairs of the above mentioned units a committee was set up by this Government. The report of that Committee about condition of the industries as well as their future scope is under consideration.

LIST OF THE NAMES OF PERSONS AND ORGANISATIONS WHO RECEIVED INDUSTRIAL LOAN OF Rs. 5.000/- OR ABOVE FORM RELIEF AND REHABILITATION DEPARTMENT.

Sl. No.	Name of loance	Trade	Amount of loan	Total amount of loan
1	2	3	4	5
1.	M/s Vishnu Agencies Priv. Ltd.	Spun pipe Industry.	Rs. 30,000/-	Rs. 30,000/-
2.	Brajapur S. S. S. S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Carpentry	7,000/-	
		Ghani	9,000/-	Rs. 50,000/-
3.	Champamura S.S.S S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Wood & Bamboo processing	7,000/-	
		Saw Mill	7,500/-	Rs. 58,000/-
4.	Desbondhu S.S.S.S. Ltd. Durjaynagar.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Dying & Weaving	7,500/	Rs. 51,000/-
5.	Daccaipally T.S.S. Ltd. Mohanpur			
		Weaving	7,500/-	Rs. 7,500/-

1	2	3	4	5
6.	Gopalkrishna Dutta Choudhuri Joynagar,	Slate Mfg.	5,300/-	Rs. 5,300/-
7.	Gandhigram S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Bidi	2,000/-	
		Tiles Mfg.	7,500/-	
		Fine Bamboo works	3,450/-	
		Ghani	9,000/	Rs.
8.	Hatipara Samabaya Tanti Samabaya Ltd. Gandhigram.			
		Weaving	7,400/-	Rs. 7,400/-
9.	Ishanpur Multipurpose Co-op. Society Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	Rs. 43,500/-
10	Jogendranagar S.S.S.S. Ltd			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Jute Twine	12,285/-	
		Weaving & Dyeing	7,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Saw Mill	7,500/-	
		Bamboo & Wood Processing	7,000/-	Rs. 69,7 5/-
11.	Konabon S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Wood & Bamboo processing	7,000/-	Rs. 50,500/-
12.	Luxmibill Consumers Co-op. Stores Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Carpentry	7,000/-	
		Roofing tiles	7 500/	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	Rs. 58,000/-

1	2	3	4	
13.	Madhuban S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Flour Mill	5,600/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Saw Mill	7,500/-	
		U. H. Mfg.	9,500/-	Rs. 66,100/-
14.	Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd, Old Agartala.	Roofing Tiles	7,500/-	Rs. 7,500/-
15.	Murabari Udbastu S.S.S.S. Ltd.			
		Weaving	7,500/-	
		Roofing Tiles	7,500/-	
		Cremary	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Carpentry	7,000/-	Rs. 38,500/-
16.	Nehal Chandranagar S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Hand Cotton Ginning	3,750/-	Rs. 47,250/-
17.	Narsinghgarh S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Flour Mill	5,600/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Saw Mill	7,500/-	Rs. 56,600/-
18.	Netaji S.S.S.S. Ltd.			
		Weaving	7,500/-	
		Brick Kiln	10,000/-	Rs. 17,500/-
19.	Praktan Chatra Silpa Samabaya Samity Ltd. Agartala.	Cabinet Making	7,500/-	
		Weaving	6,000/-	
		Boot making	7,100/-	Rs. 20,600/-
20.	Surendra Ch. Sarma, Nutannagar.			
		Weaving	5,000/-	Rs. 5,000/-
21.	Small Industries Handicraft Centre [illegible]	Handicraft	7,500/-	Rs. 7,500/-

1	2	3	4	
22.	Subal Chandra Deb. Agartala	Electroplating	7,000/-	Rs. 7,000/-
23.	Subodh Chandra Majumder, Agartala.	Photo Art	5,000/-	Rs. 5,000/-
24.	South Nehal Chandranagar S.S.S.S. Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	Rs. 27,000/-
25.	Sachindranagar Multipurpose Coop. Society Ltd.	Paddy Husking	25.000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving & Dyeing	7,500/-	
		Tape Making	7,000/-	
		Carpentry	7,000/-	
		U. H. Mfg.	6,000/-	
		Ghani	9,000/-	Rs. 63,500/-
26.	Tripura Rice & Oil Mills, Udaipur.	Rice & Oil Mill	25,000/-	
		Ginning	5,000/-	Rs. 30,000/-
27.	Tulakona S.S.S.S. Ltd,	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Carpentry	7,000/.	
		Sati Food	7,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Wood & Bamboo processing	7,000/-	Rs. 57,000/-
28.	Tripura Plywood Corporation Ltd. Agartala.	Match Factory.	50,000/-	Rs. 50,000/-
29.	Tripura Handicraft Coop. Society Ltd, Agartala.	U. H. Mfg	6,350/-	
		A. L. Craft	6,600/-	
		Tailoring	6,000/-	
		Cane & Bamboo	6,800/-	Rs. 25,750/-
30.	Uttar Devendranagar S.S.S.S. Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Carpentry	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	Rs. 43,500/-

1	2	3	4	
31.	Baluoherra S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Saw Mill	7,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Hand & Cotton ginning	3,750/-	
		Brick Kiln	10,000/-	Rs. 64,250/-
32.	Kalyanpur S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving & Dyeing	7,000/-	Rs. 43,000/-
33.	Khowai Asrambari S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Mat Making	4,500/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Carpentry	7,500/-	Rs. 55,500/-
34.	Teliamura S.S.S.S. Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	Rs. 43,500/-
35.	Bilash Chhara S.S.S.S. Ltd. Noagoan, Kamalpur.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Hand saw	7,500/-	Rs. 51.000/-
36.	Kulai Kanchanpur S.S.S.S. Ltd. Ambasa			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Carpentry	7,000/-	Rs. 50,500/-

1	2	3	4	5
37.	Kalacharra S.S.S.S. Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	Rs. 25,000/-
38.	Lutma S.S.S.S. Ltd., Kamalpur			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	Rs. 43,500
39.	Sevagram S.S.S.S. Ltd. Kamalpur			
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		U. H. Mfg.	6,000/-	Rs. 24,500/-
40.	Dudpur S.S.S.S. Ltd, Kailashahar			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	Rs 43,500/-
41.	Kailashahar Charma Silpa S.S. Ltd.			
		Tanning	10,000-	Rs. 10,000/-
42.	Maslicherra S.S.S.S. Ltd.	Paddy Husking	37,500/-	
		Weaving	7,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Bidi	4 000/-	Rs. 57,500/-
43.	Rajnagar S.S.S.S. Ltd. Kailashahar			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	Rs. 43,500/-
44.	Chandrapur Rasmani Bastra Ranjan S.S. Ltd.			
		Hand Printing & cloth & Dyeing	7,500/-	Rs. 7,500/-
45.	Dharmanagar Multipurpose Coop. Society Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving	7,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Carpentry	7,000/-	Rs. 50,000/

1	2	3		4
46	Luxmi S.S.S.S. Ltd. Dharmanagar			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	Rs. 43,500/-
47.	Kanchanpur S.S.S.S. Ltd,	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	Rs. 36,000
48.	Sripur Women's Co-op. Tailoring Society Ltd.			
		Tailoring	7,500/-	Rs. 7,500/-
49.	Uptakali S.S.S.S. Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7 500/-	
		Saw Mill	7,500/-	Rs. 51,000/-
50.	Uptakali U.H. Mfg. Co-op. Society Ltd.			
		Hand Printing of cloth and dyeing	7,500/-	Rs. 7,500/
51.	Challagong Multipurpose Co-op. Society Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	Rs. 27,000/-
52.	Challagong Udbastu Samabaya Kroy Bikroy Samity Ltd.	Weaving	7.500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Brick Kiln	7,500/-	
		Hand saw	7,500/-	Rs. 31,500/-
53.	Gardang Udbastu S.S.S.S. Ltd., Sabroom			
		Handsaw	7,500/-	
		Weaving	7,500/-	Rs. 15,000/-
54.	Goachand Udbastu S.S.S.S. Ltd. Sabroom			
		Weaving	7,500/-	
		Washing soap	4,600/-	Rs, 12,100/-
55.	Harira S.S S.S. Ltd.	U. H. Mfg.	7,000/-	Rs. 7,000/-

1	2	3	4	
56.	Jalefa Udbastu S.S.S.S. Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	
		Hand saw	7,200/-	
		Soap Mfg.	4,600/-	
		Ghani	9,000/-	
		Pottery	4,600/-	
		Weaving	7,500/-	
		Dyeing & Printing	7,500/-	
		Carpentry	7,000/-	
		Bidi	2,000/-	Rs. 74,400/-
57.	Manu Udbastu S.S.S.S. Ltd.	Sabroom		
		Paddy Husking	25,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Dyeing & Printing	7,500/-	Rs. 49,000/-
58.	Satchand Multipurpose Co-op Society Ltd.			
		Hand saw	7,000/-	Rs. 7,000/-
59.	Belonia Bastra Hara S.S.S.S. Ltd.			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Saw Mill	7,500/-	Rs. 51,000/-
60.	Kalinagar S.S.S.S. Ltd, Belonia,			
		Paddy Husking	25,000/-	Rs. 25,000/-
61.	Mahatmaji S.S.S.S. Ltd.	U. H. Mfg.	6,500/-	
		Bamboo mat	3,500/-	
		Tanning	6,450/-	
		Bidi	2,000/-	
		Hand made Paper	7,500/-	
		Boot, Shoes & Leather goods	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Dyeing & Printing	7 500/-	Rs. 57,450/-
62	Mahila Udbastu Khadi Gramdyog S.S Ltd.			
		Spinning & Weaving	7,200/-	Rs. 7,200/-

1	2	3		4
63.	Tripureswari S.S.S.S. Ltd, Belonia			
		Weaving	5,000/-	
		Ghur & Khandsari	7,500/-	Rs. 12,500/-
64.	Chandrapur S.S.S.S. Ltd,	Paddy Husking	20,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Bamboo mat & U. H. Mfg.	6,000/-	
		Ghani	9,000/-	
		Weaving	7,000/-	Rs. 44,000/-
65.	Tepania S.S.S S. Ltd., Udaipur.			
		Paddy Husking	20,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Bamboo Mat & U. H. mfg.	6,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Dyeing & Printing	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Carpentry	7,000/-	Rs. 59,000/-
66.	Melaghar Udbastu S.S.S S. Ltd			
		Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Weaving	7,500/-	
		Ghani	9,000/-	
		Pottery	3,750/-	Rs. 47,250/-
67.	Rabindranagar S.S.S.S. Ltd.	Paddy Husking	25,000/-	
		Bidi	2,000/-	
		Ghani	9,000/.	
		Weaving	7,000/-	
		Pottery	3,750/-	Rs. 46,750/-

Unstarred Question No. 44 – By Sri Atiqul Islam

Question.	Reply.
1. The total number of agricultural labour in Tripura.	1. 32,912
2. Whether the number is on the increase or decrease.	2. On increase.
3. Whether there is any minimum wage fixed by the Govt. for these labourers	3, Yes.

4. If so, what was it.

4. As in the Notification. (Copy attached)

5. What is the basis for fixing up of that rates.

5. As per advice of the Committee appointed by the Govt. with the representatives of employers and employees.

6. Whether the Govt. proposes to revise the scale in view of rising cost of living.

6. The rates of minimum wages for agricultural labours have been revised in 1961 (Copy of Notification enclosed). Further revision for this industry is not contemplated now .

NOTIFICATION

1. The following shall be the minimum rates of wages for the employees employed in agriculture throughout the Territory of Tripura :-

(a) Casual (adult & adolescent) labourers : Rs. 2/- in cash daily.

(b) The daily rate of cash wages so fixed shall be reduced for each principal meal (mid-day or night) supplied by the employers free by 0·25 nP.

(c) The attached adult and adolescent labour shall be paid Rs 200/- per year with atleast two principal meals free of charge and with free accomodation provided by the employers.

(d) Children below 15 years of age shall be paid at ½ of the cash rate fixed above for both and casual attached labourers respectively.

2. All other existing perquisites and amenities shall be continued in addition to the minimum rates of wages so fixed.

3. A day means eight working hours excluding interval for rest.

Unstarred question No 48 by Shri Aghore Deb Barma

QUESTION

ANSWER

1. Names of the Industries co-operatives in Tripura.

List enclosed at Annexure--'A'

2. The total loan advanced to them.

1) Under State Aid to Industries Rules :- Rs. 1,15,000/-

2) Under Rehabilitation Scheme Rs. 95,000/-

QUESTIONS.	ANSWERS.
3. The names of the Industrial co-operatives which have ceased functioning.	List enclosed at Annexure--'B'
4. The reason for their non-functioning.	1) Lack of managerial ablity among the artisan members to manage the affairs of an industrial concern. 2) Lack of skilled artisans. 3) Raw materials are to be imported from outside. Due to communication difficulties cost of raw materials is comperatively high. 4) Lack of ability in some cases to produce quality goods upto the taste of all types of consumers. 5) The products cannot compete with the products imported from out side Tripura.

ANNEXURE--A.

LIST OF INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETIES AS ON 20-5-64.

Sl. No. Name of the Societies with address.

1. Aparajita Co-operative Weaving Society Ltd. Maharajaganja Bazar, Agartala.
2. Udbastu Samabaya Tanti Samity Ltd. Kunjaban Colony, Agartala.
3. Gandhigram Tantubaya Samity Ltd. Gandhigram Colony. Gandhigram, Tripura.
4. Arundhutinagar Co-operative Weaving Society Ltd., P. O. Arundhutinagar, Agartala.
5. Radhanagar Manipuri Mahila Samabaya Silpa Pratisthan Ltd., Radhanagar, Agartala

1	2
6.	Dudpatil Tanti Samabaya Samity Ltd. Dudpatil, P. O. Ranirbazar, Tripura.
7.	Jogendranagar Adarsha Samabaya Tanti Samity Ltd P. O. Anandanagar, Tripura.
8.	Jagatpur Samabaya Tanti Samity Ltd., P. O. Abhoynagar, Tripura.
9.	Janakalyan Samabaya Tanti Samity Ltd., Old Agartala, Tripura.
10.	Daccaipalli Tantubaya Samabaya Samity Ltd, Taranagar, Mohanpur Tripura.
11.	Madhyabubanban Samabaya Tanti Samity Ltd., Madhayabhubanban, P. O Nutannagar, Tripura.
12.	Hatipara Samabaya Tanti Samity Ltd., Hatipara P. O. Abhoynagar, Tripura.
13	Durjoynagar Bayan Silpa Samabaya Samity Ltd., Durjoynagar, Nutannagar, Tripura.
14.	Tantubaya Kalyan Co-operative Society Ltd., Tie Road, Agartala.
15.	Nutannagar Samabaya Tanti Samity Ltd., P. O. Nutannagar, Tripura.
16.	Pandabpur Samabaya Bayan Silpa Prathistan, Pandabpur, P. O. Sekerkot, Tripura.
17.	Dighalia Samabaya Bayan Silpa Samity Ltd, Dighalia P. O Nutannagar, Tripura
18.	Sinaihani Samabaya Tanti Samity Ltd., Sinaihani, P. O. Nutannagar, Tripura.
19.	Tripura Samabaya Nari Silpa Pratisthan Ltd, Colonelbari, Krishnanagar, Agartala
20.	Sachindranagar Weavers Co-operative Society Ltd., Sachindranagar, P. O. Birendranagar, Tripura.
21.	Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., Joynagar, Birendranagar, Tripura
22.	Samabaya Nari Tant Silpa Samity Ltd., Candram P. O. Charilam, Tripura.
23.	Abhoynagar Maithiang Samabaya Samity Ltd., Ujan Abhoynagar, P. O. Abhoynagar, Tripura.
24.	Purbanchal Tani-O-Ranjan Silpa Samity Ltd., P. O. Ranirbazar, Tripura.
25.	Ritagna Silpa Samabaya Samity Ltd., Bhaskarkobra para, P. O. Birendranagar, Tripura.
26.	Sonatala Manipuri Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., Bamutia, Tripura.

1	2
27.	Purbaluxmibil Tanti Samabaya Samity Ltd., Purbaluxmibil, P. O. Bishalgarh, Tripura.
28.	Bisramganj Adibashi Tanti Silpa Samity Ltd., P. O. Bisramganj, Tripura.
29.	Mahila Sangha Samabaya Samity Ltd., P. O. Arundhutinagar, Tripura.
30.	Praktan Chhatra Silpa Samabaya Samity Ltd., College Tilla, Agartala.
31.	Teliamura Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O. Teliamura, Tripura.
32.	Milan Tantubaya Samabaya Samity Ltd., Charganki, P. O. Ganki, Khowai, Tripura.
33.	Goachand Tanti Samabaya Samity Ltd., P. O. Harinabazar, Sabroom, Tripura.
34.	Jalefa Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O. Jalepha Bazar, Tripura.
35.	Manubankur Weaving Industrial Co-op. Society Ltd. Rupaichari, P. O. Bankul, Sabroom.
36.	Ampinagar Mahila Tant Industrial Co-op. Service Society Ltd., Jantrana Para, P. O. Ampinagar, Tripura.
37.	Udaipur Refugee Samabaya Tanti Samity Ltd., P. O. Radhakisorepur, Tripura.
38.	Kanchanbari Mahila Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., East Kanchanbari, P. O. Rataoherra, Tripura.
39.	Jolaibari Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O. Jolaibari, Tripura.
40.	Belonia Tantubaya Samabaya Samity Ltd., P. O. Belonia, Tripura.
41.	Fultali Silpa Samabaya Samity Ltd., Dulugaon, P. O. Birendranagar, Kailasahar, Tripura.
42.	Mainama Upajati Nari Tant Silpa Samabaya Samity Ltd. Mainama, P. O. Manughat, Kailasahar, Tripura.
43.	Bidyanagar Mahila Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., Kailasahar, Tripura.
44.	Ramkrishna Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O. Kalyanpur, Tripura.
45.	Kamranga Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., Kamranga P. O. Halahali, Tripura.
46.	Maharani Tant Silpa Samabaya Samity Ltd., Maharani, P. O. Salema, Kamalpur, Tripura.
47.	Bhowliabasti Tant-O-Charka Silpa Samabaya Seva Samity Ltd., Bhowliabasti, P. O. Ambassa, Tripura.

1	2
48.	Dharmanagar Tantubaya Silpa Samabaya Samity Ltd., Dharmanagar, Tripura.
49.	Deochara Ramnagar Tantu Silpa Samabaya Samity Ltd., Ramnagar Bazar, Dharmanagar Tripura.
50.	Jalabasha Tantu Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O. Rowbazar, Dharmanagar, Tripura.
51.	Dumcherra Weavers' Co-operative Society Ltd., Dumcherra, Dharmanagar, Tripura.
52.	Rajbari Tantu Silpa Samabaya Samity Ltd., Rajbari, Dharmanagar, Tripura.
53.	Gobindapur Tantu Silpa Samabaya Samity Ltd., Gobindapur, Kalacherra, Dharmanagar, Tripura.
54.	Lasmiballey Mahila Silpa Samabaya Samity Ltd , Goldharpur, Kailasahar, Tripura.
55.	Microssapara Nari Tant Silpa Seva Samabaya Samity Ltd , Microssapara, P. O. Udendranagar, Sonamura.
56.	Taijiling Tripuri Nari Tant Silpa Seva Samabaya Samity Ltd Taijiling, P. O. Bisramganj, Tripura.
57.	Katuny Bayan Silpa Samabaya Samity Ltd , Chakmaghat, Tripura.
58.	Kanchigaon Tant Silpa Co-op. Service Society Ltd., Kanchigaon, P. O. Nalchara, Sonamura, Tripura.
59.	Puratan Boarding Manipuri Mahila Samabaya Silpa Prathisthan Ltd., No. 6, Sakuntala Road. Agartala, Tripura
60.	Sankar Bayan Silpa Samabaya Samity Ltd , Charilam, Sadar, Tripura

KHADI

1. Kashipur Khadi-O-Gramodyog Samabaya Samity Ltd., Kashipur, P O Reshambagan, Tripura.
2. Banamalipur Mahila Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd., Banamalipur, Agartala, Tripura
3. Durgachoudhury para Khadi-O-Gramodyog Silpa Samabaya Samity Ltd , Durgachuodhury para, P. O. Old Agartala, Tripura.
4. Tripura Mahila Samabaya Samity Ltd , Krishnanagar, Agartala, Tripura.
5. Dhaleswar Katuni Silpa Samabaya Samity Ltd., Dhaleswar, Agartala.
6. Ranjitnagar Khadi-O-Gramodyog Samabaya Samity Ltd., Ranjitnagar, Agartala, Tripura.
7. Indranagar Gramodyog Samabaya Samity Ltd., Indranagar, Abhoynagar, Tripura.

1	2
8.	Ramkrishnanagar Khadi Gramodyog Samabaya Mahila Samity Ltd., Ramkrishnanagar, P. O. Konaban, Tripura.
9.	Bhattapukur Khadi Gramodyog Silpa Samabaya Samity Ltd., Bhattapukur, P. O. Arundhutinagar, Tripura.
10.	Taranagar Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd., Taranagar, P. O. Mohanpur, Tripnra.
11.	Aralia Khadi-O-Gramodyog Silpa Samabaya Samity Ltd., Aralia, P. O. Anandanagar, Tripura.
12.	Sarbodoy Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd , Debinagar, P. O. Ranir bazar, Tripura.
13.	Adarsha Mahila Gramodyog Silpa Samabaya Samity Ltd., Jamirghat, P. O. Kamalghat, Tripura.
14.	Narayan Khamar Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd., Monoharpur, P. O. Sekerkot, Tripura.
15.	Udbastu Mahila Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd , Dakhin Belonia, P. O. Belonia, Tripura.
16.	Patabari Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd., Patabari P. O. Kulai, Kamalpur, Tripura.
17.	Pratapgarh Mahila Silpa Samabaya Samity Ltd., Pratapgarh, P. O. Arundhutinagar, Tripura.

BRASS

1. Abhoynagar Pital Silpa Samabaya Samity Ltd.,
P. O. Abhoynagar, Tripura.

DYEING AND PRINTING

1. Chandrapur Rashmani Bastra Ranjan Samabaya Samity Ltd.
P. O, Chandrapur, Dharmanagar, Tripura.

HOSIERY

1. Tripureswari Hosiery Silpa Samabaya Samity Ltd.,
P. O. Kailasahar, Tripura.

SMITHY

1. Bankabari Adibashi Lauha Silpa Samabaya Samity Ltd ,
Bankabari P. O. Amarpur, Tripura.

BIDI MAKING

1. Agartala Bidi Silpa Samabaya Samity Ltd.,
Maharajganj Bazar, Agartala.

1	2

UMBRELLA HANDLE MAKING

1. Radhamadhab Chhata Bat Silpa Samabaya Samity Ltd., Krishnanagar, Agartala, Tripura.
2. Uptakhali Umbrella Handle Making Co-operative Society. Uptakali, P. O. Rowbazar, Dharmanagar, Tripura.

POTTERY

1. Puran Agartala Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O. Old Agartala, Tripura.
2. Biswakarma Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd., Maharajganjbazar, P. O Agartala, Tripura.
3. Udbastu Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd , Melaghar, Sonamura, Tripura.
4. Rudra Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O Chebri, Khowai, Tripura.
5. Gandhimahar Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd., Nalichara, P. O. Kulai, Kamalpur, Tripura.
6. Bagurapur Mrit Silpa Co-op. Service Society Ltd. Bagurapur, P. O. Birchandranagar, Kailasahar, Tripura.
7. Jatiya Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd., Hatirleta P. O. Sekerkot, Tripura.
8. Golaghati Jatiya Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O. Golaghati, Tripura.

CARPENTRY

1. Ragna Carpentry Co-op. Society Ltd., P. O. Ragna, Dharmanagar, Tripura.
2. Durgapur Carpentry Co-op. Society Ltd., Paitarbazar, Kailasahar, Tripura.
3. Melaghar Sutradhar Silpa Samabaya Samity Ltd., Melaghar, Sonamura, Tripura.
4. Sadhugari Chhatra Silpa Samabaya Samity Ltd., P. O. Manikbhander, Kamalpur, Tripura.
5. Ghandhigram Carpenters' Co-op. Society Ltd., P. O. Ghandhigram, Tripura.
6. Khowai Silpa Samabaya Samity Ltd. P. O. Khowai, Tripura.

1	2

BAMBOO AND CANE WORKS

1. Champaknagar Samabaya Bet Silpa Samity Ltd.,
   P. O. Champaknagar, Tripura.
2. Tripura Handicrafts Co-operative Society Ltd.,
   H. G. Basak Road, Agartala.
3. Kanchanpur Sash Bet Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   P. O. Kanchanpur, Dharmanagar, Tripura.
4. Bhadarpalli Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   P O. Sadhanasram, Kailasahar, Tripura.
5. Kailasahar Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   Kailasahar, Tripura
6. Khowai Mahila Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   P O Khowai, Tripura
7. Purba Radhakishorepur Mahila Silpa Samabaya Samity Ltd.
   P. O. Radhakishorepur, Tripura.
8. Sammilita Nari Industrial Co-operative Service Society Ltd.,
   Indranagar, Abhoynagar, Tripura.
9. Karu Silpi Samabaya Samity Ltd.,
   College Tilla, Agartala.

TAILORING

1. Sripur Women Tailoring Co-operative Society Ltd.,
   Sripura, Halflongcherra, Dharmanagar.
2. Suchi Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   P. O. Dharmanagar, Tripura.
3. Samabaya Siban Silpa Niketan Ltd.,
   P. O. Gandhigram, Agartala, Tripura.
4. Mahila Silpa Samabay Samity Ltd.,
   P. O. Arundhutinagar, Agartala.
5. Nari Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   Bordowali, P. O. Arundhutinagar, Agartala.
6. Master Tailors' Co-operative Society Ltd.,
   Masjid Road, Agartala.

SOAP MAKING

1. Star Soap & Candle Works Co-operative Society Ltd.,
   Deshbandhu Chittaranjan Road, Agartala.
2. Soap Making Industrial Co-op. Service Society Ltd.
   P. O. Arundhutinagar, Agartala.

1	2

COBBLERS

1. Jogendranagar Charmakar Samabaya Samity Ltd.,
   Jogendranagar P. O. Anandanagar, Tripura.
2. Charma Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   Joynagar, Agartala, Tripura.
3. Kailasahar Charma Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   P. O. Kailasahar, Tripura.

BEE KEEPING

1. Khowai Bee-Keepers' Industrial Sales & Services Co-op. Society Ltd.,
   P. O. Khowai, Tripura.

GUR KHANDSARI

1. Gur Khandsari Industrial Co-op. Service Society Ltd.,
   Jalabasha, P. O. Rowbazar, Dharmanagar.
2. Ampi Gur Khandsari Industrial Co-op. Service Society Ltd.,
   Melohi, Ampinagar, Amarpur, Tripura.
3. Gur Khandsari Samabay Samity Ltd.,
   Lankamura, P. O. Airport, Tripura.

OTHER TYPES

1. Udbastu Mahila Samabaya Samity Ltd.,
   Narshingarh, P. O. Narsingarh, Tripura.
2. Bagafa Silpa Samabaya Samity Ltd.,
   Industrial Traing Institute, Bagafa, Tripura.
3. Fatikroy Silpa Samabay Samity Ltd.,
   Fatikroybazar, P. O. Fatikroy, Kailasahar, Tripura.

Unstarred Question No. 51
By Shri Aghore Dev Varma.

Question	Reply
1. The names of the organisations that received financial assistance from Government through the Khadi & Village Industries Association and Khadi Gramodyog Kendra during 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63 and 1963 64...	In Tripura there is no institution named Khadi & Village Industries Association and Khadi Gramodyog Kendra. Hence release of financial assistance from Government through these institutions to any organisation does not arise.
2. The amount of such assistance given to each of them	Does not arise.

Question	Reply
3. The names of the organisation which after receiving such assistance have ceased functioning...	Does not arise.
4. Steps taken for the realisation of the loans advanced to such organisations...	Does not arise.

Unstarred Question No. 56 by Shri Bulu Kuki.

Question.	Reply.
a) Whether there has been any cut in the 3rd Plan provisions of Tripura during the Emergency period.	No.
b) If so, what are the items on which such a cut has been made.	Does not arise.

Unstarred Question No. 77 by Shri Atiqul Islam.

Question	Reply
1) The total amount of loans advanced by the State Co-operative Bank during 1958-59, 1959-60, 1960-61 and 1961-62 for development of agriculture and industries in the State ;	Rs. 9,93,000/- Rs. 12,93,000/- Rs. 19,32,000/- Rs. 12,34,000/.
2) The total amount realised during those years.	Rs. 7,03,000/- Rs. 8,59,000/- Rs. 13,95,000/- Rs. 10,37,000/-

Unstarred Question No. 78 by Shri Atiqul Islam

Question	Answer
1. Total number of refugees who have entered Tripura from East Pakistan during and after the recent disturbance in East Pakistan.	15,173 families 62,391 persons.
2. Total number of Tribals among them.	692 families 3,678 persons.

Question	Answer
3. Total number of refugees now in different transit camps of Tripura and their division-wise break up.	3;013 families 12,338 persons. Division-wise break-up of these families is given in the Annexure-A.
4. Whether there is any Matriculate, I. A , B. A. or above among these refugees.	Yes.

ANNEXURE-A

	Sub-division	Families	Persons.
1.	Udaipur	139	610
2.	Sonamura	476	1,878
3.	Kailasahar	529	2,372
4.	Sabroom	32	156
5.	Khowai	193	902
6.	Kamalpur	5	16
7.	Dharmanagar	692	3,189
8.	Belonia	227	1,109
9.	Amarpur	67	356
10.	Sadar-Camps	428	1,875
	Durgabari & Childrens' Park	225	873
		Total—3,013	12,338

Unstarred Question No 83--by Sri Atiqul Islam, M. L. A.

Question	Reply
(a) Whether the 'Hospital' is classified as an 'Industry' under the Industrial Act of 1947.	(a) Yes, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947.
(b) If so, whether the grievances of the employees of the Hospitals of Tripura would be removed in accordance with the provisions of that Act ?	(b) Employees of the Hospitals in Tripura may avail themselves of the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 for removal of their grievances, if any.

Unstarred question No. 84 By Shri Atiqul Islam, M. L. A.

Question	Answer
1. Total number of Gram Panchayats elected in Tripura.	248

Question	Answer
2. Number of Gram Panchayats to which development budget has been transferred ;	There is no development budget for gram Panchayats. However, 12 selected Panchayats have been sanctioned grant-in-aid-cum--loans for starting remunerative projects to the extent of a total sum of Rs. 43,150/-
3. If the budget has not been transferred, the reasons thereof ?	Such transfer is to be made in gradual phases on the Panchayats gaining experience by their association with developmental activities in the Blocks.

Unstarred question No. 85 by Shri Atiqul Islam.

Question.	Reply.
1. What powers and functions have been transferred to the Panchayat formed under the Panchayat Raj Act ?	Transfer of powers to the Panchayats is under active consideration of the Government ;
2. Whether the Gram Panchayat of Tripura has been given any grant ?	Yes.
3. If so, what is the total amount of such grant ?	The total amount of grant so far issued to the Gaon Panchayats is Rs. 1,11,255/-.
4. What are the purposes for which such grant has been given ?	(a) All the Gaon Panchayats are in receipt of grant-in-aid by way of special assistance to meet Office contingent expenditure ; (b) Certain selected Gaon Panchayats which are considered economically backward have been sanctioned grant in-aid towards construction of Panchayat Ghars ; (c) Certain selected Gaon Panchayats have been given financial aid by way of grant-cum-loan with a view to start remunerative project viz., Pisciculture for building up community assests.

Question	Answer
5. Whether the grant is considered to be adequate for function of this Gram Panchayats ?	In view of; the existing functions of Gaon Panchayats the grant sanctioned is considered adequate.
6. If not, what are the reasons ?	Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 86 BY SHRI ATIQUL ISLAM M. L A.

QUESTION

(1) The Total number of shop assistants in Tripura.

REPLY

(1) 4,025.

(2) Division-wise breakup of that number.

(2)

NAME OF SUB-DIVISION		NO. OF SHOP ASSISTANT
Sadar	...	2,191
Kailashahar	...	220
Dharmanagar	...	210
Khowai	...	432
Udaipur	...	153
Amarpur	...	155
Sonamura	...	244
Belonia	...	141
Kamalpur	...	174
Sabroom	..	105
Total	...	4,025

(3) Whether the Government has received any charter of demands from the Union of the Shop-Assistant.

(3) Yes.

(4) If so, what steps have been taken in the matter ?

(4) The matter in under consideration of the Government.

UNSTARRED QUESTION NO. 87 BY SHRI ATIQUL ISLAM, M.L.A.

QUESTION	REPLY
(1) Whether the Government has received any charter of demands from the Motor Workers' Union of Tripura.	(1) Yes.
(2) Whether the Government is aware that the demands voiced in that charter are genuine and long-standing	(2) It is under examination.
(3) If so, what steps do they propose to take in the matter ?	(3) Decision will be taken after examination is over.

UNSTARRED QUESTION No. 88
by Sri Atiqul Islam

Question	Reply
(1) The names of the Co-operative Societies which have been wound up during the last 4 years 1960-63.	The following Co-operative Societies have been wound up during the last four years (1960-63). 1. Tripura Peoples Co-op. Bank Ltd. 2. Pratapgarh Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd. 3. Tripura Teachers' Co-operative Credit Society Ltd. 4. Raniganj Consumers' Co-operative Sooiety Ltd. 5. Jumerdhepa Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd. 6. Birchandra pur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd. 7. Sarvodayanagar Samudayik Krishi Unnayan Samabaya Samity Ltd. 8. Jharjharia Upajati Chhatra Silpa Samabaya Samity Ltd. 9. Abhoynagar Mahila Udbastu Industrial Co-operative Service Society Ltd. 10. Bishalgar Khadi-O-Kutir Silpa Samabaya Samity Ltd. 11. Bandhab Matsajibi Samabaya Samity Ltd. 12. Barpathari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd. 13. Santirbazar Consumers' Co-operative Society Ltd. 14. Srikrishna Milk Supply Co-operative Society Ltd.
(2) The reasons for their liquidation ;	The Societies at Sl. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14 have been wound up as they had not commenced working since their inception. The Societies at Sl. 2, 4, 5, 6 and 11 had ceased functioning for a pretty long time.
(3) What steps had been taken to re-establish those Societies ;	The members of the Societies were persuaded to start functioning by the field staff of the Department several times, with no effect.

UNSTARRED QUESTION NO. 89—by Shri Atiqul Islam

Question	Reply
(1) The names of the Agricultural Co-operative Societies of Tripura.	The Total number of agricultural Co-operative Societies in Tripura is 400 under the following categories :- a) Small-sized agricultural Societies including multipurpose societies. 217 b) Large-sized societies. 25 c) Service Co-operatives. 189 d) Farming societies : i) Joint Farming 1 ii) Collective Farming. 2 — 3 (e) Agricultural marketing. 15 f) Agricultural Apex Marketing. 1 The names of the Societies are being typed-out and will be sent as early as possible.
(2) Whether the accounts of these Societies have been audited ?	Out of 400 Societies as indicated in item (1) above, accounts of 388 Societies for the Co-operative year 1962-63, were due for audit. Of which accounts of 274 societies have since been audited, so far information received in this Office. For the remaining 79 Societies, the information as to whether these Societies have since been audited, is being collected and will be furnished in due course.
(3) Whether they are being run at a loss or at a profit ?	It will take at least two months time to furnish this information to ascertain as to whether the Societies are running at a loss or profit ; because accounts of each Society is to be examined thoroughly.
4) If at a loss, the reasons thereof.	In view of the fact stated in item 3 above, the question of indicating the reasons at this stage does not arise. The reason for loss, if any, will be intimated while furnishing the information of item 3.

UNSTARRED QUESTION NO. 90—By Shri Atiqul Islam M.L.A.

Question	Reply
(1) Whether a number of Tea Gardens in Tripura is being run on uneoonomic basis ?	(1) Yes.
(2) Whether some of them have been olosed ;	(2) Yes.
(3) If so, the name of such gardens.	(3) Pratapgarh T. E., Rajluxmi T. E., Jadavnagar T. E., Burma T. E, and Jamtium T.E.
(4) The number of workers and employees rendered unemployed due to such olosure.	(4) 125 workers (Approximately).
(5) Step taken by the Govt. to re-organise suoh gardens on economic basis.	(5) No steps have been taken by the Govt. to re-organise the closed gardens.

Mr. Speaker : —Next item of the business is notice for an adjournment motion or adjournment motions. I have received two motions for the adjournment of the House. I am taking them one by one. First one is from Shri Dinesh Deb Barma. He has given notice of an adjournment motion to be moved in this sitting of the House. The motion is about 'the infringement upon the rights and privileges of a member of the Tripura Legislative Assembly, namely Shri Bulu Kuki M. L. A., to perform his constitutional duty as a member of this House due to his arrest and prolonged detention under the West Bengal Security Act, now inforce in Tripura.' I am giving my ruling. The motion of Shri Dinesh Deb Barma is regarding arrest and detention of Sri Bulu Kuki, M. L. A., in which the question of previlege of the concerned member has been raised. But as per provision of Rule 59(4) of the Rules f Procedure & conduct of Business of Tripura Legislative Assembly this sort of question cannot be raised by an adjournment motion, I am reading out the rule about restriction on rights to make motion. Motion means adjournment motion. Rights to move the adjournment of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions. Of these, no. 4 restriotion is that the motion shall not raise the question of privilege. Besides, this is not a matter of so very urgent Public Importance as to require adjournment of the House for discussion of it and therefora I cannot give consent to this motion being moved.

The second motion is of Shri Agore Deb Barma. He has given notice of an adjournment motion to discuss the serious situtation caused due to the indiscriminate arrests of persons, including the Members of the Tripura Legislative Assembly on the 25th September, 1964 in conection with the peaceful Hartal observed on the 25th September, 1964 at Agartala Town demanding the immedi-

arrest of sky-rocketing prices of food stuff and other essential commodities in the country and thereby the civil liberties of the entire people of Tripura are seriously jeopardised."

This motion is of Shri Aghore Deb Barma regarding arrest of some of the M. L. A's and others on the 25th September, 1964. I am to observe that adjournment of the House is a very important thing. The matter must be firstly 'urgent', secondly "of public importance". Mr. Speaker Mavlankar has laid down the test of urgency in the following words. "The crucial test always is as to whether the question proposed to be raised has arisen suddenly and created an emergent situation of such a character that there is a prima facie case of urgency and the House must therefore leave aside all other business and take up the consideration of the urgent matter at the appointed hour. The urgency must be of such a character that the matter really brooks no delay and should be discussed on the same day the notice has been given."

I shall also mention here, what Mr. Speaker Peel said in the House of Commons "What, I think, was contemplated was the occurance of some sudden emergency, either in home or foreign affairs."

Then again, if there is adv scope for discussion on the subject otherwise the House need not be adjourned. In the present case, there is scope for discussion on this subject otherwise e, g. (1) calling attention notice under Rule 52 or (2) notice for discussion for short duration Rule 53. Of course, the matter of importance is always a relative question and we have to look at the importance of a matter in the background of the entire Administration of the State.

I am of opinion that this is not a matter of so very urgent public importance having created an emergent situation as to justify adjournment of the House for discussion of it leaving aside all other business of the House. So, I am not inclined to give my consent to this motion being moved.

The mover have the option if they want a calling attention or even discussion for a short duration say for 2 hours, this may be allowed. But I cannot allow adjournment motiou for reasons I have stated in details in my speech.

Shri Birchandra Deb Barma : I see the matter is very serious and of urgent importance and there should be an Adjournment Motion. So in protest we walk out for five minutes.

Mr. Speaker :—The next item is presentation of the report of the Business Advisory Committee. I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business for the session. In the meantime notice of Govt. Bill for the creation of a contingent fund for Tripura has been received and it will be included in list of business for the 30th September and 1st October, 1964. All Hon'ble Members have got the Report. So I think that need not be read out.

I now call on Shri Ershad Ali Chowdhury, Deputy Speaker, designated by me to move the Motion that "this House agrees with the allocation of time proposed by the committee".

Shri Ershad Ali Chowdhury, Dy. Speaker—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

Mr. Speaker—Is there any discussion. As there is no discussion, I put the Motion to vote. (The question was put from the chair and was carried)

Mr. Speaker So, the allocation time fixed by the Business Advisory Committee is accepted by the House.

Next item is laying of the Report of the Rules Committee. The next item in the list of business is the laying of the Report of the Rules Committee. I now call on Shri Sunil Chandra Dutta, the member of the Committee to proceed to lay before the House, the Report of the Rules Committee.

Shri Sunil Chandra Dutta - In pursuance of Sec. 33(1) of the Government of Union Territories Act, 1963 No. 20 of 1963 read with the Rules 248 of the u. p. Rules of Procedure and Conduct of Business applicable to Tripura Legislative Assembly, the Rules Committee was constituted on 11.10.63 with the following members :—

1. Shri Upendra Kumar Roy, Speaker—Chairman Ex-officio
2. „ Ershad Ali Chowdhury. Deputy Speaker, Member
3. ;, Krishnadas Bhattacharjee, M. L. A. -do-
4. „ Monoranjan Nath, M. L. A. -do-
5. „ Sunil Chandra Dutta, M. L. A. -do-
6. „ Aghore Deb Barma, M. L. A. -do-

The Committee was reconstituted on 31st March, 1964 with all the above mentioned members.

The Committee had a series of sittings for consideration of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly.

The Committee has drafted the Rules of Procedure and Conduct of Business and recommends them for consideration and adpatation of the same by the House. The Rules as drafted and recommended by the Committee are shown in the first schedule to this report.

Sir, I seek your permission to move the motion for consideration of the Report of the Rules Committee by the House.

Mr. Speaker—Yes.

Mr. Speaker—Sir, I beg to move that the Report of the Rules Committee be taken into consideration.

Mr. Speaker—Hon'ble Members have already received the procedure regarding consideration of the Reports of the Rules Committee and approval of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly. Any Member may give notice of any amendment to these recomendations of the Committee within 7 days. These amendments shall stand referred to the Committee and the final report of the Committee on cosideration of the

amendments will be placed before the House for approval. If no notice of amendment is given by any member within 7 days from now, the recommendations of the Committee just laid before the House shall be deemed to have been approved by the House.

Reports have been laid on the table. The Hon'ble Members may take delivery of the copies from the Notice office.

Next item is the laying of the reports of the Accountant General. Next item (Disturbances).

Mr. Speaker—I am speaking, I am speaking, you can't interfere.

Mr. Speaker—The next item in the List of Business is the laying of the Reports of Accountant General. I call on the Hon'ble Finance Minister to proceed to lay before the House, the Reports of Accountant General. The Reports after presentation in the House will stand referred to the Public Accounts Committee.

Hon'ble Members, I have already formulated Procedure to be followed in matter of discussion of the Audit Reports. This has also been circulated to the members for their information. However, I again announce the procedure in this respect.

(1) The Public Accounts Committee will submit a Report to the House after consideration of the Report.

(2) After the report has been presented to the House the Chairman of the Committee will move a motion that "the Report of the Public Accounts Committee be taken into Consideration".

(3) There may be discussion. After discussion the Chairman of the Committee will again move a motion that "the Report of the Public Accounts Committee be adopted by the House".

But all these will have to be followed after the report has been presented before the House by the Chairman of the Public Accounts Committee. Now Hon'ble Finance Minister will only present the Reports.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir,

Shri A. Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত স্বর্ণ শিল্পীরা এখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সহিত দেখা করতে আসছেন, মন্ত্রী মহোদয় যেন তাদের সঙ্গে দেখা করেন।

Mr. Speaker—Let us finish this item.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to lay before the House the Reports of Accountant General for the year 1960-61, 1961-62, 1962-63.

Mr. Speaker—Next item announcement by the Speaker regarding panel of Presiding Members.

In exercise of the powers conferred by Rule 11 of the Rules of Procedure & Conduct of Business, I do nominate the following members to form a panel of the Presiding Members :—

1. Shri Umesh Lal Singh
2. Shri Karunamoy Nath Chowdhury
3. Shri Sunil Chandra Dutta
4. Shri Birchandra Deb Barma

Mr. Speaker – I would now seek the opinion of the Hon'ble Chief Minister to the proposal made by Shri Aghore Deb Barma.

Shri S. L. Singh—We seek the the opinion of the Leader of the opposition for the same.

Mr. Speaker—No. Shri Singh, you are saying.

Shri A. Deb Barma—তারা অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছেন। তারা মুখ্য মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি অনুরোধ করব মুখ্য মন্ত্রীকে অন্ততঃ তাদের মিছিলকে এখানে আসতে দেওয়া ন হলেও তাদের মধ্যে যারা ডেপুটেশন দিবেন, অর্থাৎ যারা Leader তাদের সাথে যেন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী দেখা করেন. এটা হল আমার request.

Shri S. L. Singh—তারা যদি দেখা করতে চায় বা আলাপ আলোচনা করতে চায় তবে তারা যেন wait করেন। Hon'ble Speaker-এর আদেশ পেলে আমি দেখা করব।

Mr. Speaker—Then I adjourn the House half an hour before, as the Chief Minister agrees to meet with the deputationists.

The House stands adjourned till 2-30 P. M.

Private Members' Resolulion

(After launch)

Mr. Speaker—The next item in the list of business to-day is the 'Resolution' given notice of by Sri Dinesh Beb Barma, M. L. A. I call on Sri Dinesh Deb-Barma to move his Resolution.

Sri Dinesh Deb Barma : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে এই House এর সামনে যে প্রস্তাব রাখার ইচ্ছা করেছিলাম, সেই প্রস্তাবটি হচ্ছে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে উপজাতী আছে তার উপরে Dhabar Commission যে সুপারিশ করে Report করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই Report ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে কার্য্যকরী করা যেতে পারে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার নির্দ্দেশে এই প্রস্তাব আমি উপস্থিত করার চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্য বিধান সভার সদস্য হিসাবে এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে ১২ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে, তাদের উন্নতির জন্যে সব কিছু বিষয় ব্যবস্থা অসুবিধা গুলি দেখার জন্য আমরা বসেছি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১২ লক্ষ মানুষের মধ্যে উপ জাতী হচ্ছে ৩ লক্ষের উপর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই House এ যারা সদস্য আছেন তারা সকলে জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের একটা ইতিহাস আছে। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখি তা হলে এটা একান্ত সুস্পষ্ট যে এই তিন লক্ষের উপর উপজাতী, তারা সামন্ত শাসনে দীর্ঘদিন প্রায় তেরশত বৎসরের অধিক, তারা ত্রিপুরার মহারাজার

শাসনাধীন ছিল। কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে জনসাধারণ, উপজাতীয় জনসাধারণ, এক সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে যখন এখানে দলে দলে সেই পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু ভাইগণ ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করলেন তখন তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠে পরিণত হয়েছে। কাজেই আজকে সেই ত্রিপুরা রাজ্য সরকার, তথা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এই রাজ্যে যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ আছে সে সংখ্যা লঘিষ্ঠদের রক্ষা করার জন্য কতগুলি রক্ষা কবচ হিসাবে তার বিধি রচনা করা, এবং সেই বিধিকে কার্য্যকরী করা, যাতে সংখ্যা লঘিষ্ঠদের পুরাপুরি স্বার্থ রক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করা। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিধান সভা হয়েছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমি এ কথা বলব যে একেই বলে দায়িত্বশীল সরকার, যে সরকার শুধু উপজাতী নয় এই বার লক্ষ মানুষের উন্নতির জন্য সব সময়ে চিন্তা করবেন। সাথে সাথে এই উপজাতীয়দের কথাও চিন্তা করবেন ; কাজেই এই দিক দিয়ে আজকে এই ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র- প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সমাজতন্ত্র রূপায়ণ করার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি এবং বিধি রচনা করছি, আমরা Budget রচনা করছি, কাজেই আজকে যদি আমাদের এই সমাজতন্ত্র রূপায়ণের প্রচেষ্টা হিসাবে আমরা পদক্ষেপ করে থাকি তা হলে পরে আমি সর্ব্বাগ্রে এই কথা বলব যে রাজ্যে যারা অনুন্নত, যারা পিছিয়ে পড়ে আছে, যারা লেখা-পড়া, বিদ্যা, বুদ্ধিতে, কৃষিতে, অর্থনীতিতে, সমস্ত দিক দিয়ে যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের কথা প্রথমে চিন্তা করা দরকার। কারণ আপনারা জানেন যে, এই দেশে যদি এই ভাবে কিছু লোক অগ্রসর, কিছু লোক অনগ্রসর থেকে যায় তা হলে সেই দেশকে সবদিকে উন্নত করে, সুন্দর করে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত মুস্কিল হয়ে পড়ে এবং তা সুন্দর হয়না। কাজেই এই কথা আমি বলব যে আজকে এই উপজাতীয় শ্রেণী, সমস্ত দিক দিয়েই, আপনারা লক্ষ্য করলে বুঝবেন, যে এই উপজাতী অর্থনীতিতে, বিদ্যায়, বিজ্ঞানে সামাজিক ব্যবস্থায় তাদের পেছনে পড়ে আছে কাজেই এই পিছনে পড়া সমাজকে আমরা যদি তুলে ধরে যাতে তাদের সেই উন্নত সম্প্রদায় অগ্রসর জাতীর সঙ্গে এক তালে পরিচালনা করতে পারি তাহলে আজকে আমাদের এই যে সমাজ তন্ত্রের পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রের সেই স্বপ্ন সফল হবে। এর আগে কিছুতেই সেই সমাজতন্ত্র সফল হতে পারে না। কারণ আজকে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি এই কথা বলছিনা, আজকে তারা অর্থনীতিতে এমন ভাবে পিছনে পড়ে আছে, কারণ কিছুক্ষণ আগেই আমি বলেছি দীর্ঘদিন—প্রায় তেরশত বৎসরের উপরে সেই সামন্ততন্ত্রের শোষনের মধ্যে পড়ে তার সেই সময়ে যে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি সেই অর্থনীতিকে উপলক্ষ্য করে এই রাজ্যে বসবাস করেছিল। আজকে সেই সামন্ততন্ত্র ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে নেই, কাজেই সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আজকে লোপ পেয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নূতন শাসন ব্যবস্থা যখন প্রচলিত হয় তখন নূতন একটা অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই অর্থনীতির সঙ্গে তারা তাল মেলাতে পারছেনা। তাল মিলাতে না পেরে আজকে তাদের অর্থনৈতিক এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আপনারা যারা এলাকায় যান, পাহাড়ে যারা যান তারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে এই উপজাতীয় শ্রেণী নানাভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, শুধু সরকারের কাছেই ঋণগ্রস্ত হয়নি তারা Co operative Society র কাছেও, বিভিন্ন মহাজনদের কাছেও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এই ঋণের বোঝা সহ্য করতে না পেরে তারা তাদের ছেলে সন্তান, জমি জমা, তাদের সম্পত্তি পর্য্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই আমরা কি তাদের সেই দুঃখ দারিদ্রের কথা, সমস্যার কথা বিচার করবনা, কাজেই বিচার করিবার জন্য ধেবর কমিশনের

কতগুলি সুপারিশ যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে কার্য্যকরী করা হয় তার প্রস্তাব হিসাবে আমি উপস্থিত করব। প্রথম কথা হচ্ছে যে আজকে এই পেছনে পড়া জাতি, এটাকে রক্ষা করতে গেলে তার কতকগুলি বিধি অত্যন্ত জরুরী ভাবে প্রয়োগ করা দরকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার,সেইটা হচ্ছে তাদের জন্ম রিজার্ভ, বা সংরক্ষিত এলাকা করা এবং সেই সংরক্ষিত এলাকায় তাদের আয় উন্নতির কথা আমরা যাতে চিন্তা করতে পারি সেই চিন্তা যাতে রূপান্তরিত করিতে পারি এবং রূপান্তরিত করে তাদের যে অনগ্রসরতা সেই অনগ্রসরতা দূর করবার পক্ষে অত্যন্ত সহায়তা হবে সেইটা হল উপজাতীয় তপশীলভুক্ত এলাকা ঘোষণা করা এই ত্রিপুরা রাজ্যে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তখনকার সময়ে ত্রিপুরা প্রশাসনের যে নেতা সেই পট্টনায়েক সাহেব, তার কাছ থেকে কতকগুলি Report সংগ্রহ করেছেন। সেই Reportএ পট্টনায়েক সাহেব কতগুলি এলাকা সম্পর্কে সুপারিশ করেছেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই এই এলাকাগুলিকে তপশিল এলাকা বলে ঘোষণা করা সম্ভব। কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐ এলাকা গুলিকে তপশিল এলাকা ঘোষণা করে যাতে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে তার Guarantee হিসাবে Dhabar Commission Report দিয়াছেন, সেইটা Chief Commissioner এর মতে কাঞ্চনপুর, ছামনু, অমরপুর, তেলিয়ামুড়া ব্লক, সদর, বিলোনিয়া, সাবরুম মহকুমার কতক অংশ, অমরপুর ও তেলিয়ামুড়া ব্লকের সংলগ্ন উপজাতী এলাকাকে তপশিল এলাকা বলে ঘোষণা করা হউক। Dhabar Commission Report এর ৪৮৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় Paragraphএ পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে "At present there is no Scheduled area in this territory. The Chief Commissioner has suggested that the areas of Kanchanpur, Chhamanu. Amarpur, Teliamura blocks and some areas under sadar, Belonia, Sabroom Sub-Divisions which are continguous to Amarpur & Teliamura blocks and have a prepondance of Tribal Population may be declared scheduled areas' কাজেই আমি এই কথা বলছি; কারণ আজকে এই পিছনে পড়া উপজাতীয় অংশকে যদি আমরা রক্ষা করার জন্য তাদের সর্ব্বাঙ্গিন উন্নয়নের কথা আমরা চিন্তা করি তা হলে এই ভাবে Tribal area ঘোষণা করে সেখানে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকে পুনর্ব্বাসন এবং চাষ বাসের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাতে তাহাদেরকে লালন পালন করা যায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে Dhabar Commission এর Report এর ৪৮৪ পৃষ্ঠায় যে সুপারিশ করা হইয়েছে সেই সুপারিশ আমি এখানে উপস্থাপিত করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে scheduled এলাকা ঘোষণাতেই সমস্যার শেষ হয় না। দায়ীত্ব থেকে যায়। সেখানে বলা যেতে পারে যে সমস্ত Tribal এলাকা Scheduled এলাকা ঘোষনা করা হবে সেই সব উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসনের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা আজকে প্রবল ভাবে দেখা দিচ্ছে। কারণ ত্রিপুরায় যারা উপজাতীয় ভূমিহীন তাদেরকে আমরা জুমিয়া বলি। আবার কোন কোন জায়গায় আদিবাসী ও বলা হয়। কাজেই তাদের সমস্ত বিষয় বিচার বিবেচনা করলে সেই প্রশ্ন, উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসনের প্রশ্ন, আজকে এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমি এই কথা বলব যে Dhabar Commission এর Reportএ পরিষ্কার এই কথা উল্লেখ করা হইয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতীয়রা বহুদিন যাবত মহারাজার শাসনাধীন ছিল, তাদের তখনকার দিনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক ধরণের ছিল। আজকের দিনে উন্নত ধরণের অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে

পড়ে তারা সমান তালে পা ফেলে চলতে পারছে না। তাই তাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও প্রবল হয়ে উঠছে। তার উপরে আজকে তাদেরকে জুম Cultivation এর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। জুম cultivation সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার Tripura Govt. যে বিধি নিষেধ ঘোষণা করেছেন সেইটা invariably Jum cultivation এর অধিকার থেকে তাদেরকে পুরাপুরি বঞ্চিত করা হইয়েছে। কারণ আমি বলব এই ত্রিপুরা রাজ্যের ৪১১৬ বঃ মাইল যেখানে তার আয়তন সেখানে Reservation এর যে সীমনা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে সেই সীমানা নির্দ্ধারণ অনুসারে যে সমস্ত পাহাড় অঞ্চল আজকে Resreve মুক্ত নয়। কোন কোন খানে Reserve ভুক্ত করা হয়েছে, কোন কোন খানে সংরক্ষিত বন এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আজকে পাহাড় অঞ্চলে যারা জুম কেটে খায় যারা জুমের উপর নিভর্শীল তারা আজকে জুম কাটিতে পারছে না। তারফলে তারা এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে ত্রিপুরার বাইরে সেই আসামের কাটাখাল এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ষোল সতের বৎসর পরে, আজকে এখানে সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে, বিধান সভা হওয়ার পরে, দায়িত্বশীল শাসন পাওয়ার প'র, যদি এ রাজ্যের অধিবাসীদের এরাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তা হলে পরে তার চেয়ে কলঙ্কময় এবং দুঃখজনক কথা আর কিছু হতে পারে না। কাজেই এই দিক দিয়ে আমি বলছি সরকার সরকারী আইনে টাঙ্গিয়া Systemএ জুম কাটার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা Tempoıary. এক বৎসরের বেশী জুম করা সম্ভব নয়। অবশ্য আজকে সেখানে যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে যে জমির সার সংরক্ষণ করা, বৃষ্টির জলে জমির ক্ষয় ঠেকানো ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে যুক্তি তাকে আমি কম মনে করিনা। কিন্তু আমি এর থেকে আরো বেশী মনে করি এই সমস্ত উপজাতী যারা ভূমিহীন অবস্থায় জুম কাটার উপরে নির্ভরশীল আছে তাদেরকে রক্ষা করার কথাই আমি সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করব। কাজেই সেই হিসাবে এখানে Jum Cultivation সম্পর্কে এখানে Dhabar Commission যে সুপারিশ করেছেন সেই সুপারিশ আপনারা দেখুন। "We suggest that Jumming permitted, wherever possible and Jum Cultivation on Scientific basis, be introdued." আজকে যেখানে আমরা এই জুমকে উৎখাত করে এই জুমিয়াদের পাহাড় থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছি, সরকার পরিকল্পনা করেছেন। আজকে Dhabar Commission পরিস্কার এই কথা বলেছেন Jum Cultivation এখন বন্ধ করার প্রশ্ন নেই। জুম Cultivation যারা করে, Cultivators যারা, তারা যাতে উন্নত উপায়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় জুম করে ফসল উৎপাদন করতে পারে, আমাদের দেশের খাদ্য Solution হিসাবে আমরা তাদেরকে যাতে উৎসাহ দিতে পারি তার সুপারিশটা আমি এখানে উপস্থিত করছি। কাজেই আমি এই কথা বলব যদিও আজকে আমাদের অনেক কিছু প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অনুসারে আজকে আমরা কতটুকু কাজ করতে পারব এবং সরকারকে কতটুকু ওয়াকিবহাল করতে পারব সেইটা আমার সন্দেহ আছে। কারণ সরকার যে জানেন না তা নয় আজকে হাজার উপজাতী টিলাটংকরের উপরে যারা বসবাস করে আজকে তাদের সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর, কারন তারা জমি পাচ্ছে না, জমির ফসলের উপর তারা নির্ভর করতে পারছেনা, কৃষির দিকে তারা অনগ্রসর। এখন যদি ক্ষমতা বলে সরকার আইন করে টাঙ্গিয়া System, আর Foıst Villager এর কথা বলে আর সেখাণ থেকে জোর করে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয় তা হলে অত্যন্ত মারাত্মক হবে ত্রিপুরার পক্ষে। কাজেই সেই হিসাবে আমি আমা-

বক্তব্য রাখি যে এই জুমিয়াদের জোর করে উচ্ছেদ করা, জোর করে জুম কাটা বন্ধ করা সমীচিন হবে না, যতক্ষণ না এই ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে না পারে, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা যথোচিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই জুম চাষকে খোলা রাখা আমি প্রয়োজন মনে করি। কারণ এই পিছনে পড়া সম্প্রদায়, জাতিকে এক বৎসরে বা দুই বৎসরে সমাজের অগ্রসর জাতির সাথে জোর করে আমরা সমান তাদের নিতে পারি না। তা যদি করতে হয় তা হলে সেটা সময় সাপেক্ষ, তার পিছনে অনেক কিছুর প্রয়োজন, তার শিক্ষা, তার সাংস্কৃতি, তার সমস্ত দিক দিয়ে এটা অনেক সময়ের দরকার। তবে আজকে জোর করে এই Jum Cultivation কে বন্ধ করা কোন যুক্তি সঙ্গত বলে আমি মনে করি না। তবে আমি মনে করি যে সমস্ত এলাকায় plantation করা হয়েছে, সেই plantation এর বাইরে যে সমস্ত এলাকা সংরক্ষিত বন এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেই সমস্ত সংরক্ষিত বন এলাকাকে withdraw করে, মুক্ত করে জুম Cultivation যাতে আরো সহজ উপায়ে উন্নত ধরণের চাষের ব্যবস্থা করতে পারে তার প্রচেষ্টা হিসাবে চালান দরকার। তা যতক্ষণ আমরা এলাকার ঐ ব্যক্তিকে অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে না পারছি ততদিন পর্য্যন্ত এই আইন stop রাখার জন্য আমি প্রস্তাব করছি। আজকে যেখানে এই পুনর্ব্বাসনের জন্য পাঁচ কাণি জমি ও পাঁচশত টাকা পরিবার পিছু নির্দ্ধারণ করা হয়েছে এটা একটা পরিবারকে পুরাপুরি অর্থ নৈতিক পুনর্ব্বাসনের যে প্রশ্ন তার সমাধান হয় না, কারণ ইহা সকলেরই জানা আছে পাঁচশত টাকা দিয়ে এবং পাঁচকাণি জমি দিয়ে কোন দিনই একটা পরিবারের পুরোপুরি অর্থ নৈতিক পুনর্ব্বাসন হয় না। সেটা আপনারা দেখবেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারের দিকে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তা হলে দেখবেন এই উদ্বাস্তরা কৃষিজীবি ছিলেন, কৃষি কার্য্যে তারা নিপুণ ছিলেন, তথাপিও আজকে এই পাঁচকাণি জমি এবং ৫০০ টাকা দিয়ে তারা তাহাদের পরিবার বর্গকে ভরণ পোষণ করতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে একটা অনুন্নত সম্প্রদায়কে আমরা হঠাৎ করে কৃষিকার্য্যে নামিয়ে, কৃষির উপর নির্ভরশীল করে তার পরিবার বর্গকে পালন করার যে হুকুম এখান থেকে জারি করা হয়েছে এই হুকুম অত্যন্ত অদ্ভুত।

Dhabar Commission র সুপারিশে এই কথা বলেছেন যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের যে পরিকল্পনা জুমিয়াদের জন্য extend করা হয় যাতে জমির আবাদ আরও বৃদ্ধি হয়। কারণ কোন আইনের সাথে কোন আইনের খাপ খাচ্ছেনা—যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন আছে, সেই ভূমি সংস্কার আইনের আওতায় সেটা পড়ল না। কাজেই সেই হিসাবে আজকে আমাদের প্রয়োজন, যে সমস্ত আইন আমরা রচনা করব এবং যে সমস্ত বিধি আমরা রচনা করব, সেগুলি যেন ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ সমস্ত আইন রচনা করা হয়, তাহলে সেটা জাতি গঠনের পক্ষে, সমাজ গঠনের পক্ষে, রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে, অর্থনৈতিক গঠনের পক্ষে সুবিধাজনক হবে, উন্নত ধরণের হবে, এইটা হল আমার বক্তব্য। আজকে শুধু তাই নয়, পুনর্ব্বাসনের সংগ সংগে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নও এখানে উঠে। সেই শিক্ষার প্রশ্নে আপনারা দেখেছেন মহারাজার আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলের সংখ্যা ছিল খুব কম।

এইটা যখন আমরা এখানে আলোচনা করি তখন মন্ত্রী মহোদয় ও ruling party র সদস্যগণ বলে থাকেন, আমি সেটা অস্বীকার করি না যে মহারাজার আমল হতে বর্ত্তমানে স্কুলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি

হয়েছে। যেখানে প্রাথমিক স্কুল সেখানে নিম্ন বুনিয়াদি, উচ্চ বুনিয়াদি, হাইস্কুল ইত্যাদি পত্তন করা হয়েছে, এটা ভাল কথা। কিন্তু এসংগে প্রশ্ন শুধু স্কুল খুলেই কি সরকার দায়িত্ব খালাস করে ফেলতে চান? সেটা মোটে নয়, কারণ এই স্কুলে যারা পড়বেন, যাদের ছেলে মেয়ে পড়বেন তাদের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সত্যি সত্যি স্কুল খুলে দিয়ে আমার ছেলে মেয়ে বা আমার দেশবাসীর ছেলে মেয়ে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করতে পারছে কিনা তার ও চিন্তা করা দরকার। কারণ সেই হিসাবে আমরা বলব যে আজকে আপনারা যদি গ্রামাঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে উপজাতীয় ছেলেরা উচ্চ শিক্ষার সে সুযোগ, সুবিধা, সাহায্য তারা পাচ্ছেন না। তার কতগুলি কারণ আছে, আমাদের স্কুলের সংখ্যা উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে যে স্কুল আছে, তাতে যে seatর বরাদ্দ আছে তাও অত্যন্ত limited. কাজেই সে হিসাবে বর্তমান জনসংখ্যার তুলনায় যে ছাত্র আছে, সে সমস্ত Boarding এ Seatর ব্যবস্থা আছে সেটা যথোপযুক্ত নয়। কাজেই ঐগুলিকে সম্প্রসারণ করে যে সমস্ত Scheduled caste tribes এর ছেলে আছে, তারা যাতে বিনা বাধায় নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করতে পারে এবং সরকারী সাহায্য লাভ করতে পারে তার প্রচেষ্টা রাখা একান্ত দরকার।

সেজন্য Dhabar Commission র সুপারিশে পরিস্কার ভাবে বলেছেন "২২৩ পৃষ্টার 2nd Paragraph এ পরিস্কার লেখা আছে

We now propose to deal with some of the difficulties and handicaps that are experienced in promoting education among the Scheduled Tribes. For a tribal family, to send its grown up boy or girl to school is an economic proposition and entails dislocation in the traditional pattern of division of labour. Girls give every kind of help to their mothers in the work at home. During the Agricultural season, tribal boys work in the fields with their parents. At other seasons, they are busy in collecting minor forest produce and firewood, grazing, watching the crops, bringing water, hunting and fishing. Many parents just cannot afford to send their children to school. It was suggested to us that adequate provision for mid-day meals, clothing, a small amount of pocket money, say Rs. 2/- a month for the girls, the supply of free books, slates and stationery would surely attract tribal boys and girls to schools in sufficient numbers. While we, particularly, cannot accept the suggestion about allowance in all cases we would like to stress the need for midday meals, clothing, free books and stationery to all tribal children in areas where education has not made sufficient headway.

কাজেই যেখানে Dhabar Commission একথা সুপারিশ করেছেন, আজকে আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে লক্ষ্য করি ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত স্কুলে এই উপজাতিয় ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করে তাদের কি সুযোগ সুবিধা এই ত্রিপুরা সরকার দিতে পেরেছেন, তাদের একটা হিসাব নিকাশ পাওয়া আমাদের দেখা প্রয়োজন। কারণ আজকে এখানে পরিস্কার বলা হচ্ছে যে ছাত্ররা মাঠে কাজ করছে আর তাদের মায়েদের কোন কাজ নাই। সত্যিই এটা ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব সমস্যা, কাজেই এদিক দিয়ে

এই সরকার যদি উপজাতি ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দিত তাহলে পরে নিশ্চয় Dhebar Commissionএর সুপারিশের সেই সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতির প্রশ্ন, fooding এর প্রশ্ন, bookgrantsএর প্রশ্ন free books এর প্রশ্ন এগুলি আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখতাম। তার অর্থ এই নয় যে যাদের ছেলে অবস্থাবান তাদের ছেলে মেয়েকেও সমান ভাবে দিতে হবে; তা কেউ দাবী করে না। কাজেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই উপজাতীয়দের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই শত করা ৯৮ জন উপজাতীয় ছেলে দরিদ্র, তারা খেতে পাচ্ছে না, তাদের মা বাবা কাজ পাচ্ছে না। এই অবস্থায় আজকে যে ৯৮ জন লোক সর্ব্বনাশের পথে যাচ্ছে, সেই জন্য আজকে আমি এই House র সামনে প্রশ্ন রাখবো আজকের এই যে উপজাতিদের অবস্থা এটা কোন সভ্য মানুষের সংগে খাপ খায় কিনা? কাজেই আজকে আমি বলব শুধু স্কুলে দিয়েই এদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে যদি কেউ মনে করে, তা অত্যন্ত অযৌক্তিক হবে। কারণ স্কুলে যাতে তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। কেন এই উপজাতীয় ছেলেরা বিভিন্ন স্কুলের boarding এর সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত? আপনারা জানেন আমি গত কয়েক বৎসর আগে আঞ্চলিক পরিষদের আমল থেকে এই বিধান সভায় পর্য্যন্ত অনেকবার অনেক বক্তৃতা দিয়েছি। আজকে আপনারা খোঁজ করে দেখুন সেই বঙ্ক নমঃশুদ্রের ছেলে অবনী নমঃশুদ্র এখন কোথায় আছে? Boarding এ সে seat পেলনা। আমি এই সম্পর্কে বলতে পারি যে ruling পার্টির কোন কোন সদস্য তাকে hope দিয়েছিল "আমি নিশ্চয় তোমার ব্যবস্থা করে দিব, এই অমুককে বলে দিব, এই ১৫ দিন বা ১ মাস পরে এসো...এই ধরণের hope দিয়ে রাখা হয়েছে। আমি সে সম্পর্কে Concerning Minister এর সংগেও আলাপ করেছি, কিন্তু আজকে সে boarding এ সুযোগ সুবিধা পেল না। সে জন্য তার মা বাবা কান্নাকাটি করছে—আমরা কেমন করে এ ছেলেকে লেখা পড়া শিখাব তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে, শেষ সম্বল ঘরে যে হালের গরু ছিল সেগুলি এবার মাত্র গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে হালাহালির বাজারে ১১৫৲ বিক্রি করেছে যে গরু ১৭৫৲ টাকায় বিক্রি করা যেত। তার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে শুধু অনুরোধ করব। আজকে এই Umakanta Academy তে আমার পাড়ার একটি ছেলে রামচরণ দেববর্ম্মা, হয়তো আমার আগের বক্তৃতায় আপনারা শুনেছেন, সে একাডেমিতে পরীক্ষা দিল...কিন্তু সে এক বিষয়ে কিছু নম্বর কম পেয়েছে বলে তাকে ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হইল না...সে এখন খয়েরপুর Sr. Basic School এ লেখাপড়া করছে। বাড়ীতে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তার মা বাবা তার লেখা পড়ার খরচ চালাতে পারছে না। গত ৩ বছর ধরে তার বাবা দিন মজুরের কাজ করে, মাটির কাজ করেও তাকে মাসে ১০।১২ টাকা করে পাঠাতে পারছে না। সম্ভবতঃ কিছুদিনের মধ্যেই আগামী পূজা vacation এর পরে বাধ্য হয়ে বাড়ীতে তাকে ফিরে যেতে হবে। কাজেই আমি এখানে বলছি, সে অসুবিধার কারণ হচ্ছে যে অগ্রসর শ্রেণীর ছেলেদের সহিত একটা উপজাতীয় অনগ্রসর ছেলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। তার জন্য আমি অনুরোধ করব যে Dhebar Commission এ পরিস্কার এই কথা আছে যে অগ্রসর জাতির ছেলেদের সাথে অনগ্রসর জাতির ছেলেদের পরীক্ষার ব্যাপারে মার্কশীট তুলনা করা ঠিক নয়; একটু উনিশ বিশ করা উচিৎ। কিন্তু

কর্তৃপক্ষ যে রকম ভাবে চলছেন সে স্রেফ এক গুঁয়েমি···কারণ এই ত্রিপুরারাজ্যে মানুষের সমান চেতনা নাই, সমাজগত হিসাবে, সম্প্রদায়গত হিসাবে, জাতিগত হিসাবে সমান চেতনা নাই। তার চেতনার বিচার করতে হবে, তারা অনগ্রসর কাজেই সমস্ত বিষয়গুলি তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং ফলে কম নম্বর পাবে। তার জন্য কি তাকে আমরা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবো? তার জন্য তাকে আমরা কি বোর্ডিং হতে তাড়িয়ে দেবো? এটা কি ধরনের বিচার ও যুক্তি? উপজাতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে যাতে ধেবর কমিশনের সুপারিশগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে অন্ততঃ পক্ষে উপজাতীয়দের শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করা হয় তার জন্য আমি House কে, সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেণ্টকে অনুরোধ করব, এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় যাতে মূর্খ হয়ে, অন্ধ হয়ে, কানা খোঁড়া হয়ে থাকতে না হয়, তার জন্য যেন চেষ্টা করা হয়। কারণ আজকে আমরা বড় বড় পরিকল্পনা নিচ্ছি, এই পরিকল্পনাকে আমরা পথে বসাতে চাই না···এই পরিকল্পনাকে আমরা রূপায়িত করতে চাই। তবে তা যেন ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহায়ক হয় এবং তা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণকর হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। শুধু তা নয়, আজকে চাকুরীর ক্ষেত্রে, আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন সেই মহারাজার আমল থেকে যা চলছে তার উল্লেখ আর এখানে দরকার নেই। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে বিধান সভা হয়েছে, এটা সেন্টিমেণ্টের প্রশ্ন নয়, আমি অনুরোধ করব যাতে government র বিভাগগুলিতে উপজাতীয়দের মধ্য হতে অন্ততঃ থার্ড ক্লাশ ও ফোর্থ ক্লাশ কর্ম্মচারী নিযুক্তির বেলায় অন্যান্যদের থেকে বেশী পরিমাণে উপজাতীয়দিগকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আজকে ধর্ম্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত যে উপজাতীয় আছে এবং অনুন্নত সম্প্রদায় আছে তাদের অন্ততঃ Anti Malaria Department এ কাজ করার মত ক্ষমতা আছে। তাদের মধ্যে আজকে এই সব ডিপার্টমেণ্ট, যেমন এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট, এ্যানিমেল হাসবেণ্ডারী ডিপার্টমেণ্ট এই সমস্ত ডিপার্টমেণ্টে কাজ করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি আছে। আজকে Employment Exchange Office এ আপনারা যদি তাদের দরখাস্ত দেখেন তাহলে দেখবেন কত শত উপজাতীয় ছেলে তাদের চাকুরী পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে দরখাস্ত দিয়েছে। কিন্তু তারা ইণ্টারভিউ পায় নি। এমন ছেলেও আছে যারা ইণ্টারভিউ দিয়েছে অথচ তার চাকুরী পাওয়ার তারিখ পার হয়ে যাওয়ার খবরটাও তার বাড়ীতে পৌছে না। আমি এই কথা বলব না যে আপনারা শুধু পত্রিকার মধ্যে বিজ্ঞাপন দিয়েই এই সম্বন্ধে খবর দিবেন যে অমুক তারিখে অমুক ডিপার্টমেণ্টে ইণ্টারভিউ হবে, আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন দিক থেকে অসুবিধাজনক সেইটা আমি স্বীকার করি। তবে এই দেশে Postal Department এর যে অফিস আপনারা করেছেন তার থেকে গ্রামগুলি বহুদূর। তার ফলে এক একটা বিটএ গ্রামগুলিতে চিঠিপত্র পৌছতে এক সপ্তাহেরও উপর সময় লেগে যায়। যে চিঠি এক সপ্তাহ আগে Post Office এ এসেছে সেই চিঠি লোকের কাছে পৌছতে এক সপ্তাহ লেগে গেল। তার ফলে তার চাকুরী হলো না। এই রকম অসুবিধাগুলি চাকুরীর ক্ষেত্রে যাতে দূর করা যায় তার জন্য উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। ইহা খুবই যুক্তি সঙ্গত। আজকে আমরা শুধু কলোনী করে, কৃষি ঋণ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতীয়দের উন্নতির কথা চিন্তা করতে পারি না। যারা ক্ষমতাসম্পন্ন, যারা কাজ করতে পারে, তাদেরকে কাজ দিয়ে পুনর্ব্বাসনের কথা যাতে চিন্তা করা হয় সেইটাই আজকের দিনের বিচার বিবেচনার বিষয় বস্তু। কারণ আজকে পুনর্ব্বাসন বলতে আমরা কি বুঝি? সরকার পুনর্ব্বাসনের জন্য যা কিছুই করে থাকুক, পুনর্ব্বাসন

বলতে এই পাঁচটা বিষয়ই আমরা বুঝি। এটা হল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার কথা। তার পুনর্বাসন দিতে গেলে অর্থ নৈতিক দিকটার অর্থাৎ চাকুরীর কথাও বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। কারণ এটা একটা পার্মানেণ্ট ব্যবস্থা। যতদিন তার কর্ম ক্ষমতা থাকে ততদিন যদি সে চাকুরী করে তাহলে তার পরিবার বর্গকে প্রতিপালন করতে পারবে, খেতে পারবে। তার জন্য উপজাতীয়দের চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসন যেন থাকে, ধেবর কমিশনে...

Mr. Speaker : I would ask the Hon'ble member what is the recommendation of the Dhebar Commission about the employment or the percentage ?

Shri Dinesh Deb Barma : সংবিধানের ৪র্থ অধ্যায়ে ৩৩২ ধারায় বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের এবং তপশীলি লোকদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং উপজাতীয়দের জন্যও তা করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সারা ভারতব্যাপী চাকুরীর শতকরা ৫ ভাগ উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত।

Union Public Service Commission এর মাধ্যমে যে সব চাকুরী দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রেও প্রত্যেক এলাকাতেই সেই ব্যবস্থা আছে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেলায়ও উপজাতীয়দের জন্য সরকার সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছেন চাকুরীর শতকরা ৫ ভাগ। কম পক্ষে এই ব্যবস্থা আছে যে উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য অন্ততঃ পাঁচ শতাংশ চাকুরী সংরক্ষিত হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে প্রস্তাব তুলেছেন তার উত্তর আমি দিয়েছি।

আজকে আরেকটা কথা হচ্ছে যে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই উপজাতীয়রা নানাভাবে ঋণগ্রস্থ হয়ে আছে। কাজেই ঋণ থেকে যাতে তাদেরকে মুক্ত করা যেতে পারে তার জন্য কতকগুলি সুপারিশ ধেবর কমিশন রেখেছেন। তাদের এই সুপারিশে এই কথা বলেছেন যে মহাজনদের শোষণ হতে উপজাতীয়দের রক্ষা করার জন্য। Central Tribal Welfare Advisory Board সুপারিশ করেছেন... তিন ৩ বৎসর আগে যারা ঋণ গ্রহণ করেছে তাদের ঋণ বাতিল করা। তাদেরকে ঋণ মুক্ত করার কতকগুলি সুযোগ সুবিধা ধেবর কমিশন সুপারিশ করেছেন। সেইটা হল ছোট ছোট কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক ঋণদাতাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কোন উপজাতীয়কে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার হিসাব সরকারের নিকট দাখিল করতে হবে। নির্দ্দিষ্ট তারিখ পার হলে ঐ ঋণদাতা হিসাব দিতে না পারলে এই ঋণ বাতিল বলে ধরা হবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণদাতা যদি হিসাব পত্র কোর্টে দাখিল না করেন ঐ তারিখ পার হলে ঐ ঋণ ন্যায্য বলে গণ্য হবে না। (৩) ঋণের প্রমাণ ঋণদাতাকে দিতে হইবে। কোন লিখিত কাগজ বা দলিল ছাড়া মৌখিক সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। (৪) তারপর সুদের হার নির্দ্দিষ্ট হইতে হইবে। (৫) হিসাব পত্র করার পরে ঋণদাতা যে টাকা পাওনা হইবেন সুদে আসলে তাহা ছোট কিস্তিবন্দী করিয়া পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হইবে।

কমিশন এই সমস্ত ব্যাপারে আইন প্রণয়ণের জন্য সুপারিশ করেছেন। তা হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে, যেমন গত দুর্ভিক্ষের সময় এই ত্রিপুরা রাজ্যে যারা উপজাতী তারা হয়ত মাসে ১০।১২৲ টাকা সুদে বিভিন্ন মহাজন হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন। ধানের দর যখন ৩৲ টাকা থেকে ৫৲ টাকা তখনই তারা ফসল বিক্রি করে। অর্থাৎ ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের ধান বিক্রি করতে হয়। আর এখন কাঞ্চনপুর

বাজারে, ছেলেমা বাজারে ধানের দর ১৪৲ টাকা থেকে ১৬৲ টাকা এবং চাউলের দর ৩২৲ টাকা। এখন তাদের কিনে খেতে হচ্ছে। তবুও তাহারা মহাজনদের বিমুখ করে নাই। তাদের ঋণ পরিশোধ করেছে। আজকে তাদের এই অবস্থা থেকে যাতে তারা পরিত্রাণ পায় তার জন্য এখানে কতগুলি সুপারিশ করা হয়েছে।

কিন্তু এই সমস্ত আইনের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও আজকে তারা নিঃস্ব হ'য়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ১৯৬০ ইংরাজীতে সরকারের কাছ থেকে ৫০৲ টাকা ৬০৲ টাকা করে যে সমস্ত কৃষি দাদন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এইটা যেন মকুবের কথা চিন্তা করা হয় তার জন্য আমি বলছি। শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয় সরকারী ব্যাপারেও যদি এটা অনাদায় থাকে তবে তিন বছর পার হয়ে গেলে এই ঋণ খেলাপ হয়ে যায়। এবং সেই হিসাবে আমি প্রস্তাব করব যে এই ঋণের ৬০৲ টাকা মকুব করলে ত্রিপুরা সরকারের কোন ক্ষতি হবেনা। কারন আপনারা বলেছেন যে ১৯৫০।৫১ ইংরেজীতে উদ্বাস্তু ভাইয়েরা যখন আসেন তখন তাদের ৯৫৫৲ টাকা করে ঋণ দেওয়া হয়েছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার সেখানে এটাকে মকুব করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। আজকে উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে এই ৫০৲ টাকার জন্য যাতে তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম বা ক্রোক হয়ে না যায় এবং তাদের এই দাদনের টাকা যাতে মকুব করা হয় তার জন্য আমি এখানে সুপারিশ করছি। গত কিছু দিন আগে হালাহালী বাজারে ছেলেমা বাজারে ঋণ আদায় করার জন্য চেষ্টা চলছে। সেটা দেখলে আপনারা সত্যিই বুঝতে পারবেন যে এই উপজাতীয়দের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে কি না? তিন দিন সময় চেয়ে, কিস্তি করে ঋণ পরিশোধ করার জন্য সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিল সেই আবেদন cancell হয়ে গেল। তারা যেখানে সুদে আসলে ৫৭.২৫ পয়সা ছিল সেখানে তারা ১০০।১২৫ টাকার গরু মহিষ বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে; আপনারা জানেন এই D. M. Office বা চীফ্ কমিশনারের অফিস থেকে যে সমস্ত সংশিত নোটিশ issue করা হয় সেটা এক বৎসর আগে যায়। আজ আমি অবশ্য আপনাদের দেখাতে পারতাম যদি সে সমস্ত record পত্র নিয়ে আসতাম যে ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের সংশিত নোটিশ এইবার যখন S D. O সাহেব circle officer, তহশীলদার বাবু পিয়ন সহ যখন আদেশ জারী করতে গেলেন তখন তাদের পকেট থেকে সেই নোটিশ বের করে দিয়ে বলল তুমি এটায় সই করো। দস্তখত করার পর তার মাল ক্রোক হল। এই যে অবস্থা তার পরিবর্তন যদি না ঘটে তা হলে অত্যন্ত দুঃখজনক হবে। কারণ এই ঋণ আদায় করার যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেই সুযোগ সুবিধা এদের দেওয়া প্রয়োজন এবং আজকে যাতে উপজাতীয়রা এই স্বার্থপর মুনাফাখোর মহাজনদের কবলে না পড়ে সেইজন্য তপশীল এলাকা ঘোষণা করে তপশীল নেতাদের মারফতে যাতে ঋণ বিলিবণ্টন এবং আদায় করার ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য আমি আবেদন রাখব। আজকে বিভিন্ন প্রকারের ঋণের দায়ে তারা সর্বস্বান্ত হতে চলেছে। আপনারা দেখলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে এখন তারা আর খেতে পাচ্ছেনা। যে সমস্ত পাট তারা কষ্ট করে উৎপাদন করেছিল, যে সমস্ত ধান তারা উৎপাদন করেছিল ঐ সকল উৎপন্ন দ্রব্য তারা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করার জন্য সব দিয়েছে। এটা যাতে না হয়। কাজেই এখানে এমন একটি আইন প্রণয়ন করা দরকার, যে আইনের ফলে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য যাতে ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করতে পারে। আপনারা দেখেছেন যে, গত কিছুদিন আগে আগরতলার বাজারে ৪৭৲ টাকা পর্য্যন্ত পাটের দাম

উঠেছিল। সেই সময়ে এই পাটের দাম মফঃস্বল বাজারগুলিতে ২৮৲ টাকা, ৩০৲ টাকা, ৩৫৲ টাকা এবং মহাজনরা পাটের qualityর প্রশ্ন তুলে যে ন্যায্য দর দেওয়ার কথা ছিল তার থেকে দুএক টাকা কম দিয়েছে। অবশ্য আপনারা বলতে পারেন যে আপনারা Cooperative Societyগুলোকে তার দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা একটু অন্বেষণ করে দেখুন ঐ Cooperative Society গুলোর গুদামে কত মণ পাট আছে আর ঐ মুনাফাখোর মহাজনদের গুদামে কত মণ পাট আছে? আপনাদের হাতে ক্ষমতা আছে, আপনাদের হাতে কর্ম্মচারী আছে আপনাদের কর্ম্মচারীদের পাঠিয়ে দিয়ে দেখুন মহাজনদের গুদামেই বা কতমণ পাট আছে আর Cooperative Societyগুলোর গুদামেইবা কতমণ আছে। আমি এই মহাজনদের list দিতে পারি, গিয়ে দেখুন। আর আজকে আমাদের সমাজ উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত Cooperative Society গুলো করা হয়েছে তাদের হাতে কতমণ পাট আছে? শুধু তাই নয়, আজ এই অল্প মূল্যে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো প্রত্যহ বেশী দাম দিয়ে ক্রয় করছে। এইটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেজন্য Dhebar Commissionএর সুপারিশে ৪৮৪ পৃষ্ঠায় তৃতীয়, চতুর্থ Paragraph এ পরিষ্কার লেখা আছে যে from times immemorial, the Tribal people are under the clutches of Mahajans. Since the First plan, a number of purchase and sales Co-operative Societies Service & Multipurpose societies have been formed amongst the Tribals The Bombay Money Lenders Act has been extended to this Territory and land mortgage Bank has also been established. কাজেই আজকে Bombay Mahajani আইন ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করে এই সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় করতে পারে তার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা Dhebar Commission এ বলা আছে। আজকে আমি একথা বলছি যেন এ সব সুযোগ সুবিধা দিয়ে উপজাতিদিগকে রক্ষা করা হয় তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তপশীল এলাকা ঘোষণা করে সে সকল এলাকার জন্য নিয়ম শৃঙ্খলা ও আইনকানুন প্রণয়ন করে তাদেরকে প্রতিপালন করার দরকার হয়ে পড়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবী, গুরুত্বপূর্ণ কথা। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় জন সাধারণের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেএই সমস্ত বিধি রচনা করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে আমি দাবী করি। আজকে উপজাতিয়দের ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে ঐ সমস্ত পরিকল্পনা অনুসারে দেখা যায় তাদের ছন, বাঁশ বেত প্রভৃতি ঘর নির্ম্মাণের যে সুযোগ সুবিধা ছিল তা হতে ও তারা বঞ্চিত হয়েছে। Dhebar Commission এখানে সুপারিশ করেছেন যাতে উপজাতিয়রা তাদের ঘর নির্ম্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ছন, বাঁশ, বেত বিনা বাধায় সংগ্রহ করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখার জন্য। কাজেই ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু একথা যখন বলা হয় তখন বলা হয়ে থাকে যে তারা এসব জিনিষ অপচয় করে, পচিয়ে নষ্ট করে তাদের নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ পত্র সেগুলি তারা বাজারে বিক্রি করতে না পারুক তাতে আমি আপত্তি করি না কিন্তু তাদের যে ন্যায্য অধিকার নিজের ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করার সে সুযোগ সুবিধা যেন অন্ততঃ পেতে পারে তাই আমি এখানে দাবী করছি। কাজেই একথা আমি এখনও বলছি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই উপজাতীয়দের রক্ষা করার যে কবজ, এই কবজের উদ্দেশ্যে আইন রচনা না হচ্ছে, আইনের যথাযথ ব্যবস্থা না করা হচ্ছে ততক্ষন পর্য্যন্ত এই সমস্ত করা সম্ভব হবে না।

আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হিসাবে আমরা কলোনী স্থাপন করেছিলাম সে সমস্ত কলোনীগুলির মধ্যে জল সেচের ব্যবস্থা নেই, জল সেচের ব্যবস্থা যথাযথ না থাকায় ফসল উৎপাদন সুবিধাজনক হচ্ছে না। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য Dhebar Commission এর সুপারিশের মধ্যে উল্লেখ আছে। কাজেই আমি সর্ব্বশেষে একথা বলছি যে Dhebar Commission এর যে সুপারিশ আছে সেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিয়দের কল্যাণের জন্য যেন কার্য্যকরী করা হয়, আর তপশীলি এলাকা ঘোষণা করে এই উপজাতীয়দের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, এই বলে আমি আমার প্রস্তাব শেষ করছি।

Shri Aghore Beb Barma : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন আমি সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে পড়ে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "This Assembly is of opinion that the Government should take necessary steps immediately to implement the unanimous report embodying the recommendations related with Tripura of the scheduled areas and scheduled Tribes Commission headed by U. N. Dhebar." এই হচ্ছে প্রস্তাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধেবর কমিশনটা কি? কেনই বা এই ধেবর কমিশন formation হলো এবং কি রিপোর্ট বা কি রিকমেণ্ডেশন তারা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে রাখলো এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই বা তাদের সুপারিশ কি?

এই ধেবর কমিশন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করেছেন সেই সুপারিশগুলো ইম্‌প্লিমেণ্ট যাতে হয় সেই জন্যই আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা এই প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন। ১৯৬০ সালের ২৮শে এপ্রিল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ধেবরজীকে সভাপতি করে একটি কমিশন গঠিত হয় সেই কমিশনের নাম হচ্ছে ধেবর কমিশন; তাদের দায়িত্ব ছিল যে, বৃটিশ এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন থেকে, এই কমিশন গঠিত হওয়ার দিনটি পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের দেশীয় সরকারের শাসনে ভারতবর্ষের যে সমস্ত অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ সমাজ আছে তারা এ পর্য্যন্ত কিরকম উন্নতি করেছে—এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে তাদের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার সে সম্বন্ধে সুপারিশ করা। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের উপর এই দায়িত্ব দেন। ১৯৬১ সনের ১৭ই অক্টোবর কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের সুপারিশগুলো পেশ করেন এবং আমার ঠিক তারিখটি স্মরণ নেই—কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যখন এই রিপোর্টটি দাখিল করা হয় খুব সম্ভবতঃ গত বৎসর ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পার্লামেণ্টের কোনও এক সদস্য এই সুপারিশের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং ডেপুটি হোম মিনিষ্টার মিসেস চন্দ্রশেখরন্ একটি উত্তর দেন এবং সেই উত্তরে তিনি বলেন যে ধেবর কমিশনের সুপারিশের অধিকাংশই কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন এবং উক্ত সুপারিশগুলো ইমপ্লিমেণ্ট করার জন্য রাজ্য সরকারগুলোকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি ঘোষণা করেন পার্লামেণ্টে। এই হ'ল অবস্থা। এই ধেবর কমিশনের সব সুপারিশগুলো আমরা এখানে আলোচনা করছিনা—শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুপারিশগুলো করা হয়েছে সেগুলো প্রস্তাবাকারে আমরা এখানে আলোচনা করছি। ভারতের সংবিধান তপশীলি উপজাতীয়দের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। উহা সংবিধানের ৪৬ ধারায় আছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত অনুন্নত,

যে সমস্ত পশ্চাৎপদ সমাজ আছে তাদের রক্ষা করার জন্য, তাদেরকে অন্যান্য উন্নত সমাজের সমপর্য্যায়ে উন্নত করার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় উল্লেখ আছে। আর একটি কথা হলো যে, আইনের চক্ষে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিক সমান এটাও একটা দিক। কিন্তু এই আইন থাকা সত্বেও একথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও আইনের চোখে ভারতের সমস্ত নাগরিক সমান তথাপি সংবিধানের ১৫, ১৬ এবং ১৯ ধারাতে অনুন্নত এবং পশ্চাদপদ সম্প্রদায়গুলির দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের উন্নতি এবং অগ্রগতি যাতে হয় সেইভাবে আইন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা যে প্রস্তাব রেখেছি সেটা ত্রিপুরা সম্পর্কে যে সমস্ত সুপারিশগুলি আছে তার ইমপ্লিমেণ্টের জন্য। ত্রিপুরায় যে সমস্ত উপজাতি আছে তাদের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা ত্রিপুরাবাসী সকলেই জানেন, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সকল বিষয়ে আমাদের চেয়ে কম অভিজ্ঞতা রাখেন না। আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন থেকেই আমি দেখেছি ত্রিপুরার উপজাতীয়দের প্রতি তার একটা বিশেষ টান ছিল এবং এখনও আছে। আমি এটা আগেও উপলব্ধি করেছি এবং এখনও উপলব্ধি করি। তাই আমি এখানে একটা প্রশ্ন রাখব যে ধেবর কমিশনের রিকমেণ্ডেসান অনুযায়ী এখানে ট্রাইবেল সিডিউল্ড এরিয়া ঘোষণা করা হচ্ছেনা কেন? কারণ আমরা দেখতে পাই যে সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত সমস্ত উপজাতীরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, চিন্তায়, অর্থনীতিতে অন্যান্য ত্রিপুরাবাসীদের থেকে অনুন্নত, পশ্চাদপদ ও দুর্ব্বল। কাজেই দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পেরে উঠছেনা। স্বভাবতই একদিন যে উপজাতীয়রা এই ত্রিপুরায় মেজরিটি ছিল, যারা পাহাড় জঙ্গল কেটে ত্রিপুরাকে মানুষের বাসের উপযোগী করে তুলেছিল তারা আজকে মাইনরিটি হয়ে গেছে। শুধু মাইনরিটিই নয়, তারা আজকে চিন্তায়, বুদ্ধিতে সমস্ত দিকে পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছে এবং এই অবস্থায় তাদের জীবন যাত্রা বিপন্ন হতে চলেছে। এটা আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে জানি। আরেকটা কথা হচ্ছে ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল সিডিউল্ড এরিয়া করার মত জায়গা আছে কিনা? এই প্রশ্ন যদি কেউ করেন তবে এই কথা বলতে পারি যে যদিও ধেবর কমিশন ত্রিপুরাতে আসেন নাই তথাপি ত্রিপুরার প্রাক্তন চীফ কমিশনার শ্রীনগরি মোহন পট্টনায়ক এই ব্যাপারে পরিস্কারভাবে সমস্ত জায়গা উল্লেখ করে গেছেন। তিনি সমস্ত এলাকা এই কারনে উল্লেখ করে গেছেন যে আজকে যদি ত্রিপুরায় একটা বিরাট সম্প্রদায় অনুন্নত থাকে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে পশ্চাদপদ থাকে, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মৃত্যু বরণ করে তবে ত্রিপুরায় সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। কাজেই আজকে যদি সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার উন্নতি করতে হয় তবে এই সমস্ত উপজাতীয়দের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে ট্রাইবেল সিডিউল্ড এরিয়া ঘোষণা করতে হবে। কমিশন এই ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে সুপারিশ করে গেছেন। যদি কেউ কেউ এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন যে ট্রাইবেল সিডিউল্ড এরিয়া ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে পাহাড়ী বাঙ্গালী বিরোধ সৃষ্টি করা অথবা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা আছেন তাদের সে জায়গা হতে উঠিয়ে দেওয়া তবে তারা ভুল করবেন। কারণ ধেবর কমিশনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে যদি কোন এলাকায় শতকরা ৫০ জনও উপজাতীয় থাকে তবে তাকে ট্রাইবেল সিডিউল্ড এরিয়া ঘোষণা করা যায়। সেই হিসাবে যদি আমরা ট্রাইবেল সিডিউল্ড এরিয়া ঘোষণা করি তবে যারা অলরেডি পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন তাদের সে স্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে

নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। এখন যদি আমরা ইন রিলেশন টু মেন দেখতে চাই তবে আমরা দেখতে পাই যে যারা পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে এসেছেন তারা বুদ্ধি, চিন্তায়, শিক্ষায় অগ্রসর। ত্রিপুরাতে এমন কোন বড় শিল্প নেই যাতে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রমের বিনিময়ে বাঁচতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনেকবার বলেছেন যে ত্রিপুরাতে চাষোপযোগী জমি মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ। মানুষ যেখানেই যাক সেখানেই তার বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। বাঁচতে চাইলেই জমির প্রয়োজন। ত্রিপুরাতে যেহেতু বড় শিল্প নেই তাই চাকুরীর উপর নিভর করে এখানে বাঁচার সম্ভাবনা নেই। কাজেই জমির উপর নির্ভর করতেই হবে। তাই কৃষিজীবি মানুষ এখানে আসলেই জমির প্রতি দৃষ্টি দেয়। এখানে আমি অনেক ঘটনার কথা জানি এবং এই ব্যাপারে অনেক তথ্য আমি মাননীয় চীফ কমিশনার ও মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দিয়েছি এবং এখানেও অনেক তথ্য পরিবেশন করতে পারি। কয়েকটা ঘটনার কথা এখানে আমি উল্লেখ করব। একটি কথা আমি আবার বলছি যে উপজাতীয়রা বুদ্ধিতে, চেতনায়, শিক্ষায় অনেক অগ্রসর এবং এই কারণেই তাদের অনেক জমি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক ঘটনা আছে এখানে আমি একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

সাবরুমে রণাদী দেববর্ম্মা নামে একজনের ঘটনার কথা বলছি। ঘটনাটি চীফ কমিশনার ও মুখ্য-মন্ত্রী মহাশয় জানেন। উনারা এই ব্যাপারে কোন চেষ্টা করেননি এই কথা আমি বলবনা। উনারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। রণাদী দেববর্ম্মার ৫ কাণি জোতের জমি আছে। সেই জমিটা একজন নন্ ট্রাইবেল দখল করে ফলে। যেহেতু রণাদী দেববর্ম্মার শিক্ষা দীক্ষা নাই, আর্থিক স্বাচ্ছল্য নাই, সমস্ত দিক দিয়েই সে দুর্ব্বল সেই জন্যই তারা জমিটা দখল করতে সাহস করেছে। ঘটনাটা আমি চীফ কমিশনারকে জানাই। উনি সঙ্গে সঙ্গে একজন সার্কেল অফিসার পাঠিয়ে জমির সীমা রেখা ঠিক করান এবং জমিটী রণাদী দেববর্ম্মার দখলে আসে। সেই নন ট্রাইবেলটী বলে যে তার ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু যেইমাত্র সার্কেল অফিসারটী চলে আসেন সঙ্গে সঙ্গে রণাদী দেববর্ম্মার জমি সেই লোকটী দখল করে ফেলে। এইভাবে ৩।৪ বার তার জমি বেদখল হয়। অর্থাৎ যখনই সার্কেল অফিসার যায় তখনই সেই নন ট্রাইবেল লোকটী জমির দখল ছেড়ে দেয় আবার সার্কেল অফিসার ফিরে আসলেই জমি দখল করে। ইরূপ ঘটনা একটা নয়। অনেক ঘটনার কথাই আমি উল্লেখ করতে পারি। এইরূপ অনেক ঘটনা অমরপুরেও আছে সমস্ত জোত নম্বর পর্য্যন্ত আমি দিতে পারি। কেন আমরা এই ট্রাইবেল সিডিউলড এরিয়া ঘোষণা করার প্রস্তাব রাখছি? কারণ এটা আমাদের বহুদিনের দাবী এবং ধেবর কমিশনও মেনে নিয়েছেন যে উপজাতীয়দেরও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। একটা সম্প্রদায় যদি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে তবে সমগ্র জাতীর উন্নতি সম্ভব নয়। ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য উপজাতীয়দের সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা দরকার। হয়ত অনেকে এই কথা বলতে পারেন যে আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের উন্নতি, অগ্রগতির ব্যবস্থা করব। হয়ত একথাও কেউ কেউ বলতে পারেন যে Dhebar Commission এ alternative suggestion ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমাদের কি বলে। গত পরিকল্পনার আমল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতীয়দের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন খাতে টাকা পয়সা বন্টন ও খরচ হয়ে আসছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে একটা জুমিয়া উন্নতির জন্য অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে তাদের অর্থ-নৈতিক মানকে উন্নত করার জন্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক মান যদি উন্নত না হয় তবে কোন সমাজ বা জাতিকে

উন্নতির পথে নেওয়া যায় না। কিন্তু সেই তিনটী পরিকল্পনার দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখতে পাই যে সরকার বহু টাকা খরচ করে জুমিয়াদের উন্নতির জন্য আদর্শ জুমিয়া কলোনি, পাকা ভিটা টিনের ঘর করেছেন বলে অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়েছেন ; কিন্তু বাস্তবের সাথে তার কোন মিল নাই। সাবরুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত যদি আমরা উপজাতীয়দের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে এই কয়েক বছরে তাদের তো অর্থনৈতিক মান উন্নত হয়ই নাই বরং তাদের অবস্থা দিনের দিন অবনতির দিকে চলছে।

Mr. Speaker :- I request the Hon'ble member to speak about the recommendations of the Dhebar Commission.

Shri Aghore Deb Barma :—

তবে আমি অন্ততঃ মনেকরি Dhebar commission এর recommendation রাখছেন যে immediate Tribal Scheduled area ঘোষণা করা দরকার, যা নাকি কেন্দ্রীয় সরকার already গ্রহণ করেছেন সুতরাং ত্রিপুরার অনুন্নত অনগ্রসর উপজাতীয়দের রক্ষার জন্য সেই সুপারিশ ত্রিপুরাতে কার্য্যকরী করা দরকার। আর ঋনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পূর্বেও বলা হয়েছে—

Mr. Speaker :— I request the Hon'ble member to avoid the repeatation of the argument already placed before the House.

Shri Aghore Deb Barma : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় শিল্পের উন্নতির সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। শিল্পে ত্রিপুরা উন্নত হবে সেটা ভাল কথা, ইহা অস্বীকার করার কারণ নাই। শিল্প গড়বে বললেই রাতারাতি গড়া সম্ভব নয় কারণ তার পারিপার্শিক অবস্থার উপর নির্ভর করেই শিল্প গড়ে উঠে। এখানে কোন রেল লাইন নাই, কাঁচা মালের অভাব এবং শিল্প সামগ্রী বাইরে চালান দেওয়াও দরকার। কাজেই আমরা যদি Scheduled area ঘোষনা না করি তা হলে বাহির হতে যে অনবরত জনস্রোত আসছে তারা নিশ্চিত ভাবেই জমির ভিতর ঢুকে পড়ার চেষ্টা করবে। কাজেই সাবরুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত উপজাতীয়দের মনে সে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে যে আমরা আর এখানে থাকতে পারবো না, বাঁচতে পারবো না, এই ধরনের যে আতঙ্ক ভীতি সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিণতি খুবই খারাপ আকার ধারণ করবে। যেমন একদিকে Land dispute অপরদিকে বনকর জুলুম বা আর একদিকে মহাজনের জুলুম। সমস্ত কারণে এই যে একটা চাপ তাদের উপর পড়েছে, তাতে তারা এখানে টিকে থাকতে পারবে কিনা এই ভয়েই তারা আতঙ্কিত। অতএব ত্রিপুরায় উত্তরাঞ্চলের উপজাতীয়দের একটা অংশ সেই ভয়ে আসামে চলে গেছে। সুতরাং এখানে একটা কথা বলা দরকার যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, সুতরাং আমাদের দেশে আমাদের বাঁচার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। সেই দিকে দিয়াই আজকে Dhebar Commission অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে এখানকার অনুন্নত পশ্চাদপদ উপজাতীয়দের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে সুপারিশ রাখছেন অর্থাৎ scheduled Tribal area ঘোষণা করার জন্য তা অচিরেই ঘোষণা করা দরকার। সুতরাং সরকারের যদি এইরূপ determination হয় যে তারা বাঁচুক মরুক আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নাই। আমাদের কাজ আমরা চালিয়ে যাব, এইসব অসম্ভব ; কারণ একথা ঠিক তারা অনুন্নত, দিন দিন মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবে। যেমন গত বৎসর আমি দেখেছি অমরপুর, লংথরাই, আঠারমুরা প্রভৃতি পাহাড়ের আনাচে কানাচে ১৭ জন জুমিয়া না খেয়ে মারা গেছে। একথা বিশ্বাস করিনা যে কোন লোক হউক, ভারতের যে কোন লোক হউক, ত্রিপুরার বিরাট

একটা অংশ যারা অনুন্নত যারা পশ্চাদপদ তারা আজকে ধ্বংস হয়ে থাক একথা নিশ্চয় কেউ কামনা করবেনা। কাজেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজকে Scheduled tribal area ঘোষনা করলেই যে তারা তাদের চেষ্টায় বা তাদের কর্ম পন্থায় খুব অগ্রসর হতে পারবে একথা আমি মনে করিনা। Scheduled tribal area ঘোষণা করে দিলেই যে তা স্বর্গরাজ্য হয়ে যাবে সেটা আমি মনে করিনা। তবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

আর ভাষা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে প্রাথমিক শিক্ষাটা অন্ততঃ মাতৃভাষায় হওয়া দরকার। সুতরাং এই নীতিতেই ত্রিপুরার অধিকাংশ স্কুল বেসিক স্কুল করা হয়েছে। কাজেই যদি এই বেসিক পদ্ধতি আমরা observe করি তা হলে একথাও ঠিক যে উপজাতীদের প্রাথমিক শিক্ষাটাও মাতৃভাষায় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

Mr. Speaker :— Is there any recommendation of the Commission on this point ?

Shri Aghore Deb Barma : হঁা আমি ইহার উল্লেখ করেছি। এই সম্পর্কে Dhebar Commission উল্লেখ করেছে। নেফাতে Dhebar Commission বলেছে যে সেখানে পাঁচ বৎসরে ১৩টি বিভিন্ন ভাষায় শত শত বই ছাপাতে পারে, প্রচার করতে পারে, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে পারে, তা হলে ত্রিপুরাতে কেন তোমরা পার না ? কাজেই এখানে একটা বক্তব্য থেকে যায়। আমরা ত্রিপুরার যারা communist Party র লোক, গণমুক্তি পরিষদের লোক, তারা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে আসছি যে, ত্রিপুরী ভাষার উন্নতির জন্য যে সামান্য টাকাই দেওয়া হয় না কেন তা এই ব্যাপারে খরচ না হয়ে অন্য খাতে খরচ হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজে পরীক্ষার খাতা দেখেছি যে পরীক্ষা কি ভাবে নেওয়া হয়। Master এবং Inspector দের মধ্যে ত্রিপুরী ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হয় সেটা বেশ ভাল কথা। এমন কতকগুলি খাতা indirectly আমার নিকট এসেছে। যারা পাশ করে তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়, এবং এইভাবেই সমস্ত টাকা খরচ হয়ে যায়; ভাষার উন্নতির জন্য কিছুই করা হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ যদি Basic পদ্ধতি অনুমোদন করে থাকেন তবে একটা অনুন্নত পশ্চাদপদ সমাজকে যদি উন্নত করতে হয়, শিক্ষায় দীক্ষায় সবদিক দিয়া যদি তাদের উন্নত করতে হয় তাহলে অন্ততঃ প্রাথমিক stage এ তাদের শিক্ষাটা মাতৃভাষায় দেওয়া দরকার। সেইদিক দিয়ে যদি যথাসম্ভব টাকা পয়সা খরচ করার চেষ্টা করা হয় তবে এমন কথা বলার কোন কারণ নাই। ত্রিপুরার বিভিন্ন Tribes দের নিজস্ব যে ভাষা সে ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয় কি ? আমি আসামে থাকাকালীন দেখেছি সেখানে বিভিন্ন ধরণের Tribes আছে। যখন একটা বই বাহির হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি Translate করে তাদের নিজস্ব ভাষায় বই বাহির করা হয়।

সেখানকার মিজো, গারো প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের Tribes দের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের এখানে দুর্ভাগ্য বশতঃ কোনদিন তা হয় নাই এখন আমাদের করা দরকার। একথা ওঁরা বলতে পারেন···কোনদিন তো এ ব্যবস্থা ছিল না। কারণ তখনকার সামন্ত তান্ত্রিক রাজ্যে কোন রাজা এই জাতিকে উন্নত করতে হবে এই সমাজকে উন্নত করতে হবে, লেখ পড়া শেখাতে হবে, এমন কথা কেউ চিন্তা করেন নাই। কাজেই আমরা এখন পর্যন্ত অনুন্নত পশ্চাদপদ রয়ে গেছি এইটা আমাদের অভিশাপ বলতে হবে। আজ যখন আমাদের সামনে উন্নয়নমূলক programme গুলি আছে তখন সেইগুলি উপেক্ষা করার কথা উঠছে না। কাজেই ভাষাকে উন্নত করা দরকার।

কাজেই সবদিক দিয়ে একটা একটা করে বিস্তারিত ভাবে যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে সবগুলির বিষয়বস্তুই থাকবে সেই Tribal Schedule area. যদি সেই Tribal Schedule area ঘোষণা করা হয় তবে তার মাধ্যমে নিশ্চয়ই এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ইহা তাদের উন্নতির অগ্রগতির সহায়ক হবে। তাদের এই ধ্বংসমুখ অবস্থা থেকে অন্ততঃ রক্ষা করা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। অতএব Dhebar Commission যেমন তাদের প্রস্তাব unanimously নিয়ে Tribal দের রক্ষা করার সুপারিশগুলি দিল্লীতে পাঠিয়েছিল, আমি বিশ্বাস করি আজকে আমাদের House এ এই প্রস্তাব unanimously গৃহীত হবে।

Mr. Speaker : I request any one of the right.

Hon'ble Sachindralal Singha, Chief Minister: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য পেশ করছি। প্রথম বক্তব্যে বলা হয়েছিল যে ত্রিপুরাতে উপজাতীয় যারা আছে তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল। ১৯১০ সালে যদি আমরা population সংখ্যা দেখি তাহলে দেখব প্রায় ৪ লক্ষ লোক ছিল তার মধ্যে ৬৫ হাজার হল আদিবাসী। ১৯৫১ সালের census যদি দেখি তাহলে দেখব দুই লক্ষ ৩৭ হাজার। আর আজকে এই ১৯৬১ সালে তিন লক্ষ ৬০ হাজার।

(Noise)

Mr. Speaker : Point of order !

Sri A. Deb Barma : Point of clarification ?

Mr. Speaker : Ah ! Point of clarification.

Sri A. Deb Barma : Clarification এর জন্য আমি এ কথা বলছি। আমার point হচ্ছে এই figure টা কি Tripuri Tribe দের না সমস্ত Tribe দের ?

Hon'ble S. L. Singh, Chief Minister : ১৯৫১ সালের যে তথ্য এখানে আছে সেটা আমি মাননীয় সদস্যদের কথা অনুযায়ী পেস করছি প্রায় দুই লক্ষ ৩৭ হাজার সেটা হল ১৯৫১ সাল। তখন ছিল ত্রিপুরাতে ৬ লক্ষের মত লোক। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ তাদেরে করা হয়নি তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠই ছিলেন। তবে এখন ১৯৬১ সালের census এ দেখা যাচ্ছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজারের মত উপজাতী। তাহলে ত্রিপুরার এই যে constitution কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করেছেন। তাদের Special protection দেওয়া হয়েছে তাদের উন্নতি এবং সংরক্ষনের জন্য। সেই জন্যে কনষ্টিটিউশন এ বিধান রাখা হয়েছে এবং সেই বিধান অনুসারে কার্য্যাবলী হয়েছে বলেই ত্রিপুরায় তাদের লোক সংখ্যা ডাবল হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে এই জন্যে যে আমরা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে Special provision গুলো আছে তা হুবাহু পালন করে যাচ্ছি বলেই। এখানে একটা কথা বলা হয়েছে Scheduled area ঘোষণা করা সম্পর্কে। আমি এখানে Page 64এ Scheduled area হ'তে পারে সেই সমস্ত যায়গাতেই যেখানে শতকরা ৪০ জন লোক কনসেনট্রেটেড আছে। তাদেরই মতে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে, সেখানে ওয়ান থার্ড এরও কিছু কম আছে, সেই যায়গাতে এটা কি করে বলা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ত্রিপুরাতে, যেটা পাঠ করে শুনান হয়েছে ৪৭৮এ special protection সম্বন্ধে, তার হুবাহু আমি এখানে উল্লেখ করছি—তাদেরই কথা দিয়ে চিফ কমিশনারের ভাষণকে প্রতিপাদ্য স্বরূপে হাউসের সামনে তুলে ধরা হয়েছে সেটাকে আমি তাদেরই ভাসান দিয়ে হাউসের সামনে পেশ করছি। Alternatively

তার সাথে সাথেই আছে Alternatively the Tribal area stated above should be grouped under the Tribal Development Block, so that the bulk of the tribal population may be brought under intensive development programme. অতএব সেই অনুসারেই সেই কার্য্যগুলো সুপারিশ মতেই করা হয়েছে। সেই সুপারিশগুলোকে আমরা কোন দিক দিয়েই বাতিল করছি না। তবে তাদের চিন্তা ধারায় হয়ত অন্যরকম আছে। সেই জন্যই তারা এ কথা বলছেন। উপরন্তু বলা হয়েছে যে the influx of displaced persons from Pakistan to Tripura has been enormous and upset the local economy. Local economy যে upset হয়েছে তা আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখছি এবং বলছি এবং সেই অনুসারেই তাদের economic condition কে উন্নত করার জন্যই আজকে নয়—১৯৩৭ সাল থেকে একটা propaganda চালান হয়েছিল যে জুমিয়া রিহেবিলিটেশন চাই। অতএব সেই অনুসারে যদি জুমিয়া রিহেবিলিটেশন যদি না করা চলে তা হলে পরে তাদের economyর উন্নতি হতে পারেনা।

তবে আমরা দেখেছি যে এই যায়গাতে যখন সেই কাজ করতে যাওয়া হয়েছে তখন নানা প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু আজকে জুমিয়া রিহেবিলিটেশন অত্যন্ত papular programme এ পরিণত হয়েছে, কারণ জুমিয়াবা আজ বুঝেছে, আদিবাসী আজ বুঝেছে যে তাদের বাঁচতে হলে পরে জুমিয়া রিহেবিলিটেশন তাদের গ্রহণ করতে হবে; যদি তাদের অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে হয়। কারণ আজ জুমের যে অবস্থা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে 'জুমিং" হচ্ছে তার ফলে কোন জায়গাতে কোন বীজ নেই, অতএব সেই অনুসারে এই কমিশন যে ঘোষণা করেছেন সেই ঘোষণা অনুসারে এখানে আমরা বলব Forest Policyটা কি হবে? এ জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে 33.3% (১২৮ পৃষ্ঠা ধেবর কমিশন) landকে Forest রাখতেই হবে। না রাখলে পরে soil errosion এত বিরাট হয়ে যাবে যে সেই সমস্ত অঞ্চল মরুভূমিতে পর্য্যবসিত হবে। অতএব সেই অনুসারে plantation শুরু করতে হবে।

আর যদি না করা হয় তা হলে পরে denundationএর ফলে conservation of soil এত নষ্ট হয়ে যাবে ভূমি ক্ষয় এত বেড়ে যাবে যার ফলে flood হতে বাধ্য। সমতলে যে জমি থাকবে, সে জমিও মরুভূমিতে পর্য্যবসিত হতে পারে। আরও বিভিন্ন কারণে একে রাখা দরকার।

a) denundation in mountainous regions,

b) the erosion progressing pace along the treeless banks on the great rivers,

c) the invasion of sea—sands on coastal tracts, and the shifting of sand dunes,

iii) The need for establishment of tree-lands.

iv) The need for grazing, small wood and firewood,

v) The need for supply of timber and other forest produce required for defence, communications and industry ? and

vi) The need for the realisation of the maximum annual revenue in perpetuity consistently with the fulfilment of the needs enumerated above;

অতএব যারা জুম করার জন্য প্রচার করছেন, তারা এই ধেবর কমিশনের বিরুদ্ধে বলছেন। তাদের উন্নতির জন্য, বাঁচার জন্য যে ধেবর কমিশনকে ওরা তুলে ধরছেন, সেই জায়গাতে forestএ জুম করার জন্য চীৎকার করা হচ্ছে। অথচ সেই জায়গাতে reserve forest এর জন্য, গোচারণের জন্য তাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা যাতে free permit পেতে পারে তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেটা ধেবর কমিশনের বহু আগেই ত্রিপুরাতে প্রচলিত আছে। পরে economic factor সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ধেবর কমিশন বলেছেন যে তাদের মধ্যে Co-operative করতে হবে।

Cooperative করতে হবে তাদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য। সেই জন্য Purchasing Co-operative আছে। তাদের Purchasing Co-operative and Consumers Co-operative, Service Co-operative এই সমস্ত প্রত্যেক জায়গাতে খোলা হচ্ছে। আমি আশা করব এই Co-operative যাতে শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সেই ভাবে আমরা যদি চেষ্টা করি, তা হলে সত্যি আমরা যে ধেবর কমিশন গঠন করেছি, সেই ধেবর কমিশনের সুপারিশগুলিকে আমরা সঠিক ভাবে রূপায়িত করতে পারব। অতএব সেই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্যবৃন্দের নিকট আমি অনুরোধ রাখব যাতে সকলে একসাথে Co-operative এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজে আমরা যদি অগ্রসর হতে পারি, তা হ'লে তাদের অর্থনৈতিক মান উন্নত হতে পারে। ধেবর কমিশন হয়ত কতগুলি জায়গা ঠিক করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সে সকল জায়গায় first preferance পাবে জুমিয়া যারা তারা—for Jumia Rehabilitation এবং Tribal যারা তারা। তার পরে অন্য জাতিরা পাবে।
অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পাবে। অতএব ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল জমি পাওয়া যাবে, সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে Tribals। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে জুমিয়াদের জন্য, আদিবাসীদের জন্য ও উপজাতীয়দের জন্য আমরা সেই Privilege রেখেছি। অতএব যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে সেই কার্য্যগুলি করার জন্য চেষ্টা করি তাহলে আমরা কিছুটা উন্নতি করতে পারব। তারপরে বলা হয়েছে Protected forest সম্বন্ধে। তার Clarification দেওয়া হয়েছে—Protected forests, those to be preserved or created for physical & climatic consideration. National Forest is made for defence, industry and Communication and other general purpose of public importance. অতএব যারা বলছেন যে জুলুম করা হচ্ছে তারা এই ধেবর কমিশনের বিরুদ্ধে প্রচার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। এবং তাদের মধ্যে যাতে economic disturbance create করে তাদের সর্বসাধারণের সাথে ঠেলে দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যেন এইভাবে এখানে কথাগুলো বলা হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে আমরা চেষ্টা করব যাতে ঠিকঠিক ভাবে ধেবর কমিশনকে জয়যুক্ত করাতে পারি। অতএব সেই যায়গাতে যেমন reserve forest এর কথা বলা হয়েছে protected forest এর কথাও বলা হয়েছে। তারপর conservation of the soil এর কথাও বলা হয়েছে। সেই অনুসারে আমি এখানে conservation of the soil এর কথাও উল্লেখ করবো। ত্রিপুরায় আমরাও সেইগুলি হুবহু পালন করে যাচ্ছি। যেমন এই যায়গাতে লিখা আছে ১৫২ পৃষ্ঠাতে যে, Recommendation on the soil conservation—

(i) A phased programme of soil conservation, including contourbunding, gully-plugging, terracing and field-bunding should be prepared for every Tribal Development Block.

(ii) In preparing the schemes, those areas which have a tribal concentration should be given precedence.

(iii) Subsidies should be given for soil conservation measures on individual as well as community holdings The tribals' contribution, if at all, should be in the form of labour only.

(iv) Afforestation work should be taken up simultaneously. If necessary, research hould e undertaken to find out : --

(a) suitable grass and legumes for the locality,

(b) suitable techniques for gully-plugging (reclamation),

(c) fruit trees suitable for eroded soils.

এবং সেই অনুসারে সেই সমস্ত কাজ সুরু করা হয়েছে। কাজেই আমি অনুরোধ করবো যাতে আমরা সেই policy গুলোকে অনুধাবন করি এবং সেই ভাবে কার্য্য করাতে চেষ্টা করি। তাহলেই আমরা ধেবর কমিশনকে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পারবো এবং সত্যিই আমরা জুমিয়াদের উন্নতি করতে পারবো। কিন্তু ধেবর কমিশনের কথাগুলোকে হাউসের সামনে ঠিক ঠিক ভাবে না রেখে জনগণকে প্রতারিত করার জন্য যদি political aim নিয়ে আমরা যাই তাহলে আমরা জনসাধারণকে বিপন্ন করবো, উপজাতীয়দের বিপন্ন করবো। তাই আমার অনুরোধ থাকবে যে, যেন আমরা political motive টা বাদ দিয়ে জনসেবার জন্য যে কাজগুলো আমরা অনুধাবন করছি সেগুলোকে যেন আমরা মেনে নেই। তাহলেই আমার মনে হয় আমরা কাজগুলো করতে পারবো। আর একটা কথা বলা হয়েছে irrigation. Irrigation এর কাজ সুরু হয়েছে এবং অনেক যায়গাতে Tube-well ও lifting irrigation এর কাজ করা হয়েছে এবং lifting irrigation এর কাজ সে সমস্ত অঞ্চলে সুরু হয়েছে।

(Interruption)

(জনৈক সদস্য—অসম্ভব।)

আমি ১৫।৯।৬৪ইং সেটা open করে এসেছি চম্পকনগরে এবং কল্যাণপুরেতে আমি দেখে এসেছি সেটা করা হয়েছে। বাচাই বাড়ীতে আমি দেখে এসেছি সেটা করা হয়েছে। অতএব বলা অত্যন্ত সোজা কিন্তু আমি তো এখানে প্রমাণ দিচ্ছি। গিয়ে দেখে আসলে পরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো। তবে না জানারই কথা অনেকদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের সংযোগ থেকে বিচ্যুত থাকায় না জানাটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তা স্বাভাবিক।

তারপরে বল হয়েছে পাটের দামের কথা। পাট চাষ ত্রিপুরায় এখন Tribal রাও করছেন এবং Hills এ আপনারাও দেখবেন। পাটের দাম যখন পড়ে যাচ্ছিল তখন Jute security, Price security হিসাবে তার কাজ শুরু করা হয়েছিল এবং তারই ফলে আজ পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই অনুসারে সেই টাকা বরাদ্দ আছে। অতএব এই যে বৃদ্ধি হচ্ছে সেটাও security measure এর ফলেই, Price security measure যে নেওয়া হয়েছিল তারই ফলে হয়েছে এবং তাতে কৃষকদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্যই করা হয়েছে।

আপনারা Animal Husbandry সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন নি। তার কারণ সেইদিক দিয়ে

হয়তো খুব উন্নতি করা হয়েছে। সেই জন্যই আমার মনে হয় সেদিক দিয়ে কিছু বলা হয় নি এবং Piggery Scheme, Poultry Scheme ইত্যাদি যা আছে সেই সমস্ত Tribals এর মধ্যে যাতে বিলি করা যায়, তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে এই Plan কে এই Scheme কে according to ধেবর কমিশন, আমরা গ্রহণ করে তাকে চালু করেছি।

তারপরে বলা হয়েছে Industry সম্বন্ধে। Industry সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো এই... Industry করতে গেলে সময় লাগে সেটা সত্যি কথা। সেজন্য Industry র Plan করবো না, scheme করবো না তার কোন কারণ নেই। অতএব ত্রিপুরাকে উন্নত করার জন্য ঐ সকল Scheme করা হয়েছে এবং Rail Line নেই...৬ মাইল মাত্র এসেছে বাকী অঞ্চলে আসে নি। তারপর Hydroelectric Scheme হয় নি। অতএব আমরা জানি আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায় আছে। সেই জন্যই Hydro electric Scheme Umium থেকে এবং গোমতী থেকে সংগ্রহ করা যায় কিনা Plan Scheme করে তার কার্য্য শুরু করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। অতএব সেইদিক দিয়ে যেমন এই Scheme গুলি করা হবে, তার সাথে সাথে Cottage Industry developed হতে পারে সেজন্য প্রত্যেকটি মহল্লায় মহল্লায়, সেই Tribal Colony গুলিতে Service Co-operative যেমন করা হচ্ছে তার সাথে সাথে সেই Cottage Industry কে development করার জন্য Trainer রেখে সেই সমস্ত জায়গাতে সেই সমস্ত কাজগুলাকে তাদের নক্সা নমুনা অনুসারে যাতে তারা কাজ করতে পারে তার বিধি ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সূতা দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সমস্ত জায়গায় কাজ শুরু করা হচ্ছে। কারণ বড় Industry করতে সময় লাগবে। কাজেই যে সমস্ত Cottage Industry গুলি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেই সমস্ত Industry কে সংরক্ষণ করে পরিবর্দ্ধন করার জন্যই সমস্ত রকম ব্যবস্থাই করা হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে বাঁশের যে কাজ তারা করতো তাকে উন্নত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তারপরে বলা হয়েছে Tribal সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা সম্পর্কে। হয়তো মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে ১৯৫৪ সাল থেকে Radio তে ১৫ মিনিট Programme Tribal ভাষাতে দেওয়া হচ্ছে। কেবল তাই নয় Tribal দের যে Dialect আছে সেই সমস্ত Dialect কে যাতে পরিবর্দ্ধন করা যায় তার জন্য Dictionary করা হচ্ছে। এবং যে শিক্ষক এই Tribal Dialect গুলিকে গঠিত করবেন তার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করারও ব্যবস্থা আছে। অতএব এক নির্দ্দিষ্ট পথ নিয়েই আমরা সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি। কোন জায়গাতে কার্পণ্য করা হয় নি। একটা কথা বলা হয়েছে Primary Tribal boys দের জন্য ২২৩ নম্বরে "Poor Economic condition."

কেবল কৃষক এবং দিন মজুর Tribal দের ছেলেমেয়েরাই নয় অন্যান্য অন্যান্য মজুর এবং কৃষকদের ছেলেমেয়েরা তাদের পিতা মাতাদের সাথে থেকে তাদের কৃষি কর্ম্মে সাহায্য করে। অতএব তাদের লেখাপড়া করাতে গেলে যে যে ব্যবস্থা করা দরকার ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে সে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন বালোয়ারী Training Centre. যাতে ছেলেমেয়েরা সে সমস্ত অঞ্চলে লেখাপড়া করতে পারে এবং যাতে তারা শিক্ষার প্রতি অনুপ্রানিত হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বালোয়ারী Training Centre সেই সমস্ত জায়গায় খোলা হয়। এবং তাদের টীফিন দেওয়া হয় এবং অনেক অনেক জায়গাতে পোষাক supply করা হয়। অতএব দেওয়া হচ্ছে না তা নয়। এই সমস্ত কার্য্য অনেক আগে থেকেই

ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার সুরু করেছে। অতএব সেই দিকে কোন কার্পণ্য কোন জায়গাতে করা হয় নি। এবং এমন অনেক জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গাতে Tribal বোর্ডিং করা হচ্ছে। এবং সেই সমস্ত জায়গাতে শিশুরা যাতে পড়তে পারে তারও ব্যবস্থা অনেক জায়গাতে করা হচ্ছে। বলা হয়েছে নেফা অঞ্চলের, আসাম অঞ্চলের দুর দুর জায়গা থেকে আসতে হয় সেই সমস্ত জায়গাতে তাদের জন্যই এই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের Tribalদের অঞ্চলগুলিকে তারা বলেছেন যে এই সমস্ত জায়গাতে Tribals আছে। আমরা প্রত্যেক জায়গাতে দেখেছি Pry. school সেখানে start করা হয়েছে। বালোয়ারী স্কুল সেখানে start করা হয়েছে; অতএব সেই দিক দিয়ে কোন জায়গাতে কোন কার্পণ্য করা হয়নি অতএব আমি বলবো যাতে আমরা ঠিক সেই সমস্ত জায়গাতে যে কাজগুলি আছে সেই সেই কাজগুলির উন্নতির জন্য যদি আমরা একসাথে চেষ্টা করি তাহলে আমরা অনেক কিছু সে জায়গাতে করতে পারবো এবং শুধু তাই নয়, Tribal ও সেই সমস্ত বালোয়ারী কেন্দ্রেতে তাদের সুবিধা অনুসারে সেই সমস্ত জায়গাতে Tribal ও নিযুক্ত করা হয় এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সেই সমস্ত জায়গাতে পাট রাজার বসাবার ব্যবস্থা করা হয়। এবং গ্রামের মাতব্বরদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সেই সমস্ত tribal পদ্ধতির বালোয়ারী স্কুলের এবং Pry. স্কুলের অনেক জায়গাতে সেটা স্থির করা হয়।

এই জায়গাতে পট্টনায়ক সাহেবের যে সুপারিশ ওরা উদ্ধৃত করেছেন সেই সেই সুপারিশেরই কয়েকটি জায়গায় Indebtedness সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করছি তার প্রতিবাদে From times immemorial, the tribal people are under the clutches of Mahajans. Since the First Plan, a number of Purchase and Sales Co-operative Societies, Service and Multi-purpose Societies have been formed amongst the tribals. The Bombay Money lenders Act has been extended to this Territory and a Land Mortgage Bank has also been established. It is, however, found that a good number of the Tribal population still go to the Mahajans. They also find it still easier to market their produce through the Mahajans and not through the Co-operative Societies. We would suggest the establishment of a Co-operative Finance and Development Corporation for the Scheduled Tribes on the lines of the Andhra Scheduled Tribes Co-operative Finance and Development Corporation. This Corporation will collect the various agricultural produce and cottage industry products of the tribals and arrange for their marketing.

অতএব এই জিনিষগুলি করা হচ্ছে যাতে এই Co-operative Societyগুলি, Land Mortgage Bankগুলি এবং Bombay Money Lender Bankগুলি এখানে introduced করা হয়েছে তাদের সংরক্ষনের জন্য। অতএব আমরা যদি Political উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে কাজ করি তা হলে এই কাজগুলিকে শক্তিশালী করে আমরা ধেবর কমিশনকে শক্তিশালী করে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মানসিক বুনিয়াদকে সাইকোলজীকেল যে এ্যাটমোসফিয়ার সেটা ক্রীয়েট করে তাদিগকে আমরা উন্নত করতে পারবো। Not denouncing these plans and schemes which have been formulated for the good of the Tribals.

তারপর communication সম্বন্ধে বলা হয়েছে। Communication যত Tribal এলাকায় আছে ওরা মনে করছেন প্রত্যেকটি জায়গার উপর দিয়ে আমি বলবো সে সমস্ত রাস্তা প্রচলিত হচ্ছে এবং সেটাকে সংযোগ করা হচ্ছে। আমি এক এক করে সে রাস্তাগুলির নাম উল্লেখ করবো।

অমরপুরের কথা ওরা বলেছেন। অমরপুরকে তেলিয়ামুড়ার মধ্য দিয়ে অম্পির মধ্য দিয়ে নূতন বাজার পর্য্যন্ত এবং নূতন বাজার থেকে ডম্বুর পর্য্যন্ত প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেবল তাই নয় কাঁঠালিয়া যে কলোনী আছে কাঁঠালিয়া ছড়া তার মধ্য দিয়ে চেলাগাঙ পর্য্যন্ত; চেলাগাঙ থেকে শুরু করে জলাইয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। কলসী থেকে জলাইয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। তারপর সেই হরিণা থেকে আরম্ভ করে ঘোড়াকাপা পর্য্যন্ত রাস্তা প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে Communication development এর দিক দিয়ে আমরা যে ব্যবস্থা করেছি সেটা অনেক দিন আগের থেকেই করা হয়েছে। কেবল তাই নয় মনু থেকে বগাফা পর্য্যন্ত আর একটি রাস্তাও আমরা করছি আম্বাসার মধ্য দিয়ে সেটা কাঠালিয়া ছড়া হয়ে বগাফা পর্য্যন্ত। অতএব তাদের communication যাতে হ'তে পারে এই জন্য এবং তারা যাতে marketing facilities পায়, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য যাতে তারা বিক্রয় করতে পারে, যাতে ভাল মার্কেট পেতে পারে সেই জন্য এসব রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং মনু থেকে জম্পুই পর্য্যন্ত একটী রাস্তার Survey work চলছে। অতএব সেই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে কাজ করা হচ্ছে এবং তাই নয় শুধু আনন্দবাজার থেকে ঘাসিরাম পাড়া এবং কাঞ্চনপুর থেকে জমপুই পর্য্যন্ত। আরকাঞ্চনপুরের যে রাস্তা সে রাস্তা পেচারথল থেকে স্থরু করে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে এবং পেচারথল থেকে একটি রাস্তা মধ্যে দিয়ে গিয়ে আনন্দবাজারে মিশাবার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে অতএব প্রত্যেকটি যায়গাতে এই অল্পদিনের মধ্যে ট্রাইবেল ভ্রাতাদের সহযোগিতায় সেই কাজটি করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আমরা আশা করব এই যে, ঠিক এই ভাবে যদি আমরা জন সংযোগটি সংরক্ষণ করে চলি, সে সমস্ত কাজের এবং সেই সমস্ত রাস্তার যে প্রয়োজনীয়তা—যদি আমরা তাদের বুঝিয়ে দেই তাহলে তারা তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে এবং তা ত্বরান্বিত করার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করবে। সেইভাবে সে কাজগুলো করা হচ্ছে। খোয়াই থেকে একটি রাস্তা আশারাম বাড়ী পর্য্যন্ত সেই রাস্তাটির কাজও স্থরু হয়ে গেছে। সেই সমস্ত ব্লকের মধ্যেও অনেক interior এ অনেক রাস্তা করা হচ্ছে। জিরানীয়া ব্লকে ৬০ মাইল রাস্তা করা হয়েছে। অতএব রাস্তা করে communication অবস্থাকে উন্নত করা হচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার একথা জানেন যে, যদি আজকে আদিবাসীদের অবস্থার উন্নতি করতে হয় তাহলে পরে তাদের Jumia rehabilitation করাতে হবে, forest village রাখতে হবে। Tangia যে system আছে যেই system তারা ভালবাসে সেই সমস্ত জায়গাতে সেই সব কাজে তাদের মধ্যে চালু রাখতে হবে। তারা যে সমস্ত পশুপালনে অভ্যস্ত সেই সমস্ত পশুপালনের বিদ্যায় তাদিগকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নূতন নূতন ধরণের সে ducks থেকে আরম্ভ করে Poultry, birds এবং Pigs তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তারা যদি সেটাকে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে এবং রক্ষণ করে তাহলে তাদের economic condition কে তারা better করতে পারবে এবং সেই অনুসারে তাদের মধ্যে সে সমস্ত কার্য্যকে অনুধাবন করাবার জন্য এবং সে সমস্ত কার্য্য যেন তারা মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারে আমরা যদি সে ভাবে কাজ করি তাহলে পরে আমরা তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর

দাঁড় করাতে পারবে। আর এখন সেই অবস্থা হয়েছে, জুম করবো, জুম করবো বলা হচ্ছে অথচ লোক সংখ্যা বেড়ে গেলো ৩ লক্ষ ৬০ হাজার আর একই জায়গাতে পুনঃপুনঃ জুম হয় না—হতে পারেনা। জুম হলে পরেও তাদের খাটনির পরিমাণে তারা কিছু পাচ্ছে না। যারা তাদিগকে জুম করার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন, কৃষিকার্য্যে না দিয়ে, জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজে না দিয়ে তারা বুঝেছে যে, তাদের এই পথ বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আজকে আমরা দেখছি যে, তারা জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজে মন দিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছে। কারণ ৩০ হাজার জুমিয়া ফেমিলি আগে সংখ্যা ছিল, তার মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আরও ১৪ হাজার জুমিয়া পরিবার আছে। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা অতি দ্রুত সেই সমস্ত ভূমিতে তাদের বসাবার চেষ্টা করিতে পারি এবং তাদের পরিবেশে তাদিগকে বর্দ্ধিত করার চেষ্টা করি। তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি যা আছে সেটাকে সংরক্ষন করে সেটাকে পরিবর্ত্তন এবং উন্নত করার জন্য আমরা যেন চেষ্টা করি এবং যে সমস্ত আচার ব্যবহার তাদের মধ্যে অনিষ্টের কারণ হয় সেগুলোকে তারা যাতে গ্রহণ না করে এই ভাবে যদি আমরা অগ্রসর হই তা হ'লে আমরা অনেকটা কৃতকার্য্য হবো। আমরা দেখেছি যে তাদের মধ্যে অনেকগুলো community ছিল যারা মদ তৈরী করতো। মদ তৈরী করাতে মদ তারা খায়। কিন্তু জঙ্গলে গিয়ে দেখেছি যে, মদ যারা তৈরী করতো তারা আজ আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়েছে। This is due to through picture. Through teachings, through contact in the environments এবং তার সাথে সাথে তারা তাদের মনকে উন্নত করার চেষ্টা করছে। অতএব আমি আশা করব যে, আমরা যাতে এই দিক দিয়ে তাদিগকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করি এবং উন্নত ধরনের কৃষিকার্য্য করানোর জন্য চেষ্টা করি। তারপর এখানে জুম কালটিভেশন সম্পর্কে একটি Report-Scheme for rehabilitation of the tribal people practising shifting cultivation by settling them on land suitable for permanent cultivation was undertaken in the first plan period and a total sum of about Rs. 61 lacs 34 thousand has been spent by the end of the Second Plans. As the tribals are accustomed in jumming for centuries and are conservative by nature slow to adapt new method, there is need for creating a desire for changes to settled cultivation through a subtle and pursuasive propaganda. In many areas loss of good forests has already made them realise the limitde scope of Jhuming in future. But till such time as they are not weaned away completely from shifting cultivation, we suggest that Jhuming be permitted wherever possible, and scientific basis be introduced. Simultaneously the scheme for permanent settlement may be pursuaded with greater vigour. Owing to influx of refugees, the pressure on land in Tripura has increased considerably and it is becoming more and more difficult to find new paddy land for settlling Jhumia Tribals. অতএব আমরা যদি অনুভব করতে চেষ্টা করি যাতে তাদিগকে জুমিয়া রিহেবিলিটেশনের কার্য্যে আমরা অনুপ্রানিত করা যায় সেই দিক দিয়ে আমরা যদি চেষ্টা করি তাহলে আমার

বিশ্বাস ঐ যে ১৪ হাজার বাকী আছে তাদের আমরা সেই সকল জায়গাতে বসাতে পারবো এবং এই ভাবে তাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারবো।

Shri Sudhanwa Deb Barma : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Commission ত্রিপুরার জন্য যে recommendation করেছেন তা ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির সাথে জড়িত। এ সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী যে কথাগুলো বলেছেন তা যদি বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য থাকতো তাহলে আমি খুসী হতাম এবং যদি দেখতাম যে ত্রিপুরার উপজাতীয়দের আর্থিক অবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে অন্যান্য দিক দিয়ে খুব বিরাট একটা পরিবর্ত্তন না আসলেও সামান্য একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। অতএব তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন যে উপজাতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য special protection এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা কার্য্যকরী করা হয়েছ, আমি বুঝতে পারি না। যদি সত্যিই special protection এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকেতাহলে বর্ত্তমান উপজাতীয়দের এ দুর্দ্দশা কেন ? আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন বিভাগের উপজাতীয়দের হাতে যে জমি ছিল তার একটা বিরাট অংশ হস্তান্তরিত হয়েছে। আইনে তার protection আছে তা আমি স্বীকার করি। আইনে এই protect on রাখা হয়েছে যে উপজাতীয়দের জমি উপজাতীয়দের হাতে হস্তান্তর হতে পারবেনা। আইনের কিছু ফাঁক থাকাতে আইনের ঐ ফাঁকের সুযোগ গ্রহণ করে উপজাতীয়দের জমি কি ভাবে হস্তান্তর হচ্ছে যদি তার প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে ত্রিপুরার উপজাতীয়দের একটা বিরাট অংশের জমি হস্তান্তর হয়ে গেছে। যদি আমরা অফিসের রেকর্ড পাই তাহলে আমরা হিসাব করতে পারবো কতখানি জমি অউপজাতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে। সে হিসাব আমরা এখনও পাইনি।

কিন্তু যখন আমরা মফঃস্বলে Tribal এলাকাগুলোতে যাই তখন আমরা এ সমস্ত ঘটনা দেখি। তখন সমগ্র ত্রিপুরার চেহারা যে কি দাঁড়িয়েছে তা অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না। আইনের ফাঁক দিয়ে যে হস্তান্তর ঘটে সেই সম্পর্কে ধেবর কমিশনের report এর একটি জায়গায় বলা হয়েছে যে, এই যে ফাঁকটা বিশেষ করে ত্রিপুরায় এবং কেরলাতে এই ব্যাপারটা একটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তাহলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন ধেবর কমিশনের recommendation রক্ষা করা এবং পালন করার বিষয়ে আমারা খুব যত্ন নিয়েছি এবং তা হুবহু পালন করেছি। তহালে একথা কি তিনি অস্বীকার করতে পারবেন যে, এই report এ যা বলা হয়েছে সে জমি হস্তান্তর সমস্যাটা এই ত্রিপুরাতে একটা বিরাট আকার ধারণ করেছে এবং একটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তাছাড়া শুধু যে আইনের ফাঁকেই চলে গেছে তা নয়…বেআইনীভাবেও সেই জমি হস্তান্তরীত হয়েছে…সেটা যদি আমরা দেখি…এগুলো অবশ্য কোন রেকর্ডে নাই এবং পাওয়া যাবে না, কিন্তু মফঃস্বলে গেলে, পাহাড় অঞ্চলে গেলে সেখানে উপজাতীয়দের পাশাপাশি অউপজাতীয় মহাজন এবং কিছু কিছু শ্রমিক কৃষক যাদের হাতে টাকা আছে আমরা দেখতে পাবো সে unregistered ভাবে উপজাতীয়দের জমির একটা বিরাট অংশ তাদের হাতে চলে গেছে। আজকে তাদের আর্থিক সঙ্কটের দরুণ বর্ত্তমান অবস্থা এমন স্তরে নেমে এসেছে যে উপজাতীয় কৃষকরা সর্ব্বস্বান্ত হতে চলেছে এবং ধ্বংসের পথে চলেছে…এই চেহারাটা আপনারা দেখতে পাবেন।

আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেছেন যে, উপজাতীয়দের উন্নয়নের জন্য অনেক কিছুই করা হয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন যে জুমিয়া rehabilitation আজকে একটা মুখ্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হয়েছে। বলা চলে যে, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন আজ একটা শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। একথা তো আমরা সবাই স্বীকার

করবো যে, যারা জুমিয়া আছেন তারা যাতে জমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসন মারফত যাতে তারা অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে…যারা জুমিয়া তারা আজ এ কথা বুঝতে পারবে। ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্পর্কে যারা সচেতন তারাও এ কথা বুঝতে পারে আজকে পিছনে যে অংশ পড়ে রয়েছে তারা যাতে সেই মান্ধাতার আমলের জুম চাষ, সে জুম চাষের উপর কোন দিন মানুষ বাঁচতে পারে না। সেখান থেকে এসে তারা যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে হাল চাষ করে তার চেষ্টা করা। কিন্তু আজকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন করতে গেলে যে কথা চিন্তা করা দরকার সেই কথা চিন্তা করা হয়েছে কিনা সেটা হলো আমার প্রশ্ন? আজকে আমরা বুঝি এবং আমরাও একথা স্বীকার করি এবং বলেছিও যে বনরক্ষা করতে হবে। ভূমিকে রক্ষা করার জন্য যে বনের দরকার সেটা কেউ অস্বীকার করবেনা। আজকে ত্রিপুরার বন জঙ্গল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরাতে অনাবৃষ্টি সৃষ্টি হবে যারফলে সমগ্র ত্রিপুরা মরুভূমির আকার ধারণ করতে পারে। এই কথা কেউ অস্বীকার করবেনা। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে যারা জুমিয়া তাদের রাতারাতি কয়েক বছরের মধ্যেই জমিতে কোন রকমের একটা plan না নিয়ে নামিয়ে দেওয়া যায় কি না? অর্থাৎ আমি একথা বলতে চাই যে, যাদের জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজে কোন Planned wayতে নামান হলনা এ অবস্থায় জুম করার ব্যাপারে যদি এমন একটা নীতি গ্রহণ করা হয় যে, তারা জুম করতে পারবেনা তাহলে এখানে বনরক্ষা করাটা বড় হলো না মানুষ রক্ষা করাটা বড় হলো আজ বনরক্ষা করতে গিয়ে মানুষ মারার যে একটা উপায় হয়েছে এই কথাটাই তো আমি বলবো। কারণ আমরা দেখি যে, আজকে যারা জুমিয়া তাদের জুম করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যার ফলে আমরা দেখি যে অনাহারে অনেক জুমিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। অবশ্য অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে বললে সেটাকে অনেকে বিশ্বাস করবে না—বলবে অন্য কোন রোগে তার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু আজকে অনেক জুমিয়া পরিবার এমন অবস্থায় আছে যে তাদের আজ আর কোন উপায় নেই বাঁচবার। কারণ জুম ছাড়া তার বাঁচবার কিছু নেই। কাজেই আজকে বনরক্ষা করার চাইতে তাদের জীবন রক্ষা করাটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া কি উচিত নয়। জুমিয়া যারা আছে তাদের জমিতে বসাবার ব্যবস্থা করার পূর্ব্বেই তাদের জুম থেকে উৎখাত করাটা কি তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া নয়? জুমিয়া পুনর্ব্বাসন ত্রিপুরার যত জায়গায় হয়েছে বাস্তবিকই কি তার সুফল হয়েছে? কোন কোন ক্ষেত্রে তার কুফল হয়েছে একথা আমি অস্বীকার করবোনা। কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতে আমরা দেখি যে, যে যে কলোনীতে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেই সব কলোনীতে শতকরা ২০ জন জুমিয়া বর্ত্তমানে আছে কিনা সন্দেহ আমরা এই সদরে এই আগরতলা থেকে বেশী দূরে নয় বিশ্রামগঞ্জে যে জুমিয়া কলোনী করা হয়েছিল সেখানে আপনি গিয়ে দেখতে পারেন সেই কলোনীর অবস্থাটা কি? যেইখানে তাদের ছনের ঘরে থাকবার মতন অবস্থা ছিলনা—সেখানে টিনের ঘর পর্য্যন্ত তাদের দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই টিনের ঘরেও আজ তারা থাকতে পারলোনা কেন? তারা জানে যে, এই জমিতে পুনর্ব্বাসন হওয়ার মানে হ'ল মৃত্যু। এখানে কিছুই হবেনা এটা তারা জানে। যে জমি এবং যে মাটিতে তারা জুম পর্য্যন্ত করে না সেই যায়গাতে করা হইয়েছে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন। এভাবে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন করে যদি বলা হয় যে ত্রিপুরায় জুমিয়া পুনর্ব্বাসন করে আমরা উপজাতীয়দের পুনর্ব্বাসনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়েছি তাহলে এসম্বন্ধে আমার কিছু বলার থাকে না। শুধু এ একটা জুমিয়া কলোনীর কথাই আমি বলছিনা। এরূপ আরও জুমিয়া পুনর্ব্বাসন কলোনী আছে, তার সবগুলির কথা বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। বিশ্রামগঞ্জের জুমিয়া

কলোনীর মত এরকম আরও জুমিয়া কলোনী আছে, যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আছে কিনা সন্দেহ। Forest reserve বা বন সংরক্ষন: ফরেষ্ট রিজার্ভ বল্তে আমরা কি বুঝি? আজকে বলা হয়েছে বনরক্ষা করার জন্য Reserve Forest করে বন উন্নয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটা করতে গিয়ে জুমিয়াদের ট্রাইবেল কৃষকদের, শুধু ট্রাইবেল কৃষক নয়, ননট্রাইবেলদেরও অভিযোগ আছে, এমনকি Jote land পর্য্যন্ত ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে ঢুকিয়া নেওয়া হয়েছে, আমি অনেক রিজার্ভ ফরেষ্ট দেখেছি যে অনেক গ্রামও রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে পড়ে গেছে। কৃষকদের জমি, Jote land, পর্য্যন্ত সেখানে তাহাদের দখলিকৃত জমি পর্য্যন্ত খাস বলে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বন রক্ষার নামে আজকে কৃষকদের পর্য্যন্ত তাদের Jote land হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। একেই আমরা বলব বনরক্ষা। এই বনরক্ষা করার জন্য মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আমি দেখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে বলেছেন, বনরক্ষা আমরা করেছি—ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য উন্নতির জন্য, যে করা প্রয়োজন তা আমি মনে করি। কিন্তু এই বনরক্ষা করার নামে মানুষকে যেন না মারা হয় এটি আমার অনুরোধ। যে ত্রিপুরার উপজাতীদের জন্য আজকে Scheduled areas, এবং Tribal Commissionএর সুপারিশগুলি কার্য্যকরি করার জন্য প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে কেন, কেন তা রাখা হয়েছে? কারণ আজকে উপজাতীয়দের উন্নয়ণের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে, সেগুলি কার্য্যকরী করার ব্যাপারে কি ভাবে তা অপচয় করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে যদি আমি বিস্তৃত আলোচনা করতে যাই, তাহ'লে অনেক সময় দরকার। এই Houseএর কয়েকজন মেম্বার, মাননীয় সদস্যদের সামনে কয়েকটি বিষয়ে মাত্র আমি বল্তে চাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মাননীয় সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন, সেজন্য আমি repeatition করতে চাই না। তবে কয়েকটি বিষয়ে আমি বলতে চাই যে শিক্ষার ব্যাপারে, তাদের সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে অনেক কিছু করা হয়েছে, এমন কি তাদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ১৫ মিনিট ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে—"ভাল কথা" কিন্তু আজকে এই যে ১৫ মিনিট দেওয়া হয়েছে তার থেকে যে ৭॥০ মিনিট বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে, একথা তিনি বলেন নি। কলিকাতা কেন্দ্রে সারাদিন বাংলা শুনবার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ আছে। ত্রিপুরার জন্য যে ১৫ মিনিট ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলার জন্য রাখা হয়েছে—তার মধ্যেও ভাগা-ভাগি করার একটা tendency আমরা দেখতে পাই। ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে এই ৭॥০ মিনিট এমন কি বলা চলে যাতে ত্রিপুরী ভাষার উন্নতি করার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ উপায় করে দেওয়া হয়েছে। আজকে ত্রিপুরী ভাষার এবং সংস্কৃতি রক্ষার ও উন্নতির প্রশ্ন কেন উঠ্ছে। ত্রিপুরী উপজাতীয়রা যতই নিম্নস্তরের হউক না কেন, তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা আছে এবং তার মাধ্যমে ও নিজস্ব পদ্ধতিতে তাকে উন্নতি করার পন্থা বা বৈজ্ঞানিক উপায় গ্রহণ করা না হয়, শুধু মুখে যতই আমরা বলি ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য কিন্তু কাজ কিছুই করা যাচ্ছে না, তা হলে এটা একটা কথার কথা মাত্র হয়, আজকে ত্রিপুরী ভাষার শিক্ষা অন্ততঃ প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত, শিক্ষার দাবী নিয়ে আমি অনেকদিন থেকে বলে আসৃছি। আমি অবাক হয়ে যাই, যখন এই প্রশ্ন তুলি অথবা দাবী তুলি তখনই বলা হয়, ত্রিপুরার উপজাতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া একটা সমস্যা, আমরা বলি সমস্যাটা কি? ত্রিপুরায় অনেক ট্রাইবেল আছে, তাদের ভাষাও বিভিন্ন, এজন্য ত্রিপুরী ভাষায় যদি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয় তখন অনেক ট্রাইবেল আছে, যাদের ভিন্ন ভাষা আছে তারাও দাবী করবে। কাজেই কতজন শিক্ষক এভাবে দেওয়া চলে এবং এতেই এটা অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরণের যুক্তি প্রদর্শন করা হয় এবং আমার মনে

পড়ে আমি চিফ্ কমিশনার পট্টনায়ক সাহেবের সংগে এক সময়ে আলোচনা করতে গিয়াছিলাম। আমার সংগে আরও কয়েকজন ছিলেন, আমাদের মাননীয় লীডার ও ডেপুটি লীডার ছিলেন। চিফ্ কমিশনার পট্টনায়ক সাহেব, আমি অবাক হয়ে যাই, সেদিন তিনি বলেছিলেন যে ত্রিপুরী ভাষায় প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া একটা সমস্যা। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সমস্যাটা কি ? তিনি বলেছিলেন, অনেক উপজাতীয় ভাষা আছে—যেমন ত্রিপুরী ভাষা, রিয়াং ভাষা, জমাতীয়া ভাষা, নোয়াতীয়া, রুপিনী, কলই—এই সব ভাষার কথা উল্লেখ করলেন। আমি অবাক হই তিনি এসব রিপোর্ট পেলেন কোত্থেকে যে ত্রিপুরায় উপজাতীয়দের এত ভাষা আছে।

Hon'ble Speaker :— I would request the Hon'ble Member that we need not discuss here what was the discussion between the earstwhile Chief Commissioner & themselves. I would request to confine his remarks on the subject before the House.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতীয়দের ভাষা সম্পর্কে ধেবর কমিশন এর reportটেও প্রাথমিক স্তরেও যে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিক দিয়ে উপজাতীয়দের ত্রিপুরার উপজাতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া ব্যাপারে কি ভাবে তাদিগকে বঞ্চিত করা হয়েছে আমি সেই সম্পর্কে একটা নমুনা উপস্থাপিত কবতে চাই।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member might confine his remark on the observation of the Chief Minister to-day.

Shri Sudhanwa Deb Barma—কাজেই এখানে ত্রিপুরী ভাষা ছাড়া আরও যে বিভিন্ন ভাষা আছে এ কথা ঠিক নয়। আমরা এখানে যারা উপজাতীয় সদস্য আছি বিভিন্ন জায়গার, তারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরার উপজাতীয় ভাষা বলতে ত্রিপুরী ভাষাকেই বলা হয় একমাত্র ভাষা। অবশ্য লুসাই, চাকমা, এদেরকে বাদ দেওয়া যায়, মগ তাদেরকে বাদ দেওয়া যায়, তাদের কারো কারো ভাষা থাকতে পারে। কিন্তু গারো ভাষা এবং ত্রিপুরী ভাষা একই ভাষা। একই ভাষা আপনারা জেনে রাখুন। বহুদিন পূর্ব্ব হতে মিশ্রনের ফলে এবং দীর্ঘদিনের শুনার অভিজ্ঞতার ফলে কিছু পার্থক্য ঘটেছে। কিন্তু তাই বলে তাদের ত্রিপুরী ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কাজেই আজকে ত্রিপুরাতে এই ত্রিপুরী ভাষাকেই যদি উপজাতীয়দের শিক্ষার, লেখাপড়ার, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা করে দেওয়ার কোন অসুবিধা নেই। এখানে অধিক সংখ্যক লোক, (উপজাতীয়রা) যে ভাষায় কথা বলে তাকে সেখানকার শিক্ষার উপায় হিসাবে গ্রহন করা চলতে পারে। যদি তার কোন পার্থক্য থাকে তবে সেটাকে আঞ্চলিক পার্থক্য বলা যেতে পারে, যেমন আমরা বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য দেখতে পাই—নোয়াখালির ভাষা, শিলেটের ভাষা, চট্টগ্রামের ভাষা—সে ভাষাকে যদি আমরা কলিকাতার ভাষার সাথে, সাধুভাষার সাথে তুলনা করি তা হলে আমরা কি দেখতে পাই। সেখানেও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই ত্রিপুরী ভাষার যদি একটা standard তৈয়ারী হয় তা হলে এ ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। আপনারা যদি বলেন এই উপজাতীয় ভাষার জন্য টাকা কি খরচ করা হয়নি ? হয়েছে, তা আমি অস্বীকার করি না এবং কেহই অস্বীকার করতে পারবে না যে

ত্রিপুরাতেও উপজাতীয় ভাষার জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু এই টাকা খরচের পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে, কি plan আছে আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এবং পরীক্ষাও লওয়া হয়। উপজাতীয় ছাড়া আর যারা আছেন তারাই এই পরীক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে ১০০৲ টাকা ৫০৲ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু তাতে ভাষার কি হল? যাদের শিক্ষা দেওয়া হল, তারা কি করবে? এই শিক্ষা দেওয়ার পরে তাদের যদি যে উপজাতীয় এলাকা আছে সেই এলাকাতে, যেখানে schoolএ tribal ছাত্র বেশী আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, tribal ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়, এই টুকু যদি করা হত তবেই আমি বুঝতাম যে কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু কোন উদ্দেশ্য যে আছে সেটা দেখিনা। আজকে উপজাতীয় ভাষা, Dhebar Commission এ বিষয়ে বলেছেন ৭ম এবং ৮ম শ্রেণীর ছাত্রদের পর্য্যন্ত যে সময়ে শিক্ষায়তনে training দিয়ে উপযুক্ত করে primary stage পর্য্যন্ত উপজাতীয় ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হউক, সেই সম্পর্কে Dhebar Commission বলেছেন। কাজেই এই প্রথা আমরা ত্রিপুরাতে প্রয়োগ করেছি কিনা—এই প্রশ্ন আমি Houseএর সামনে রাখতে চাই। এখানে বলা হয়েছে বার বার যে আমরা Dhabar Commissionএর সুপারীশ এবং সেইগুলির প্রত্যেকটি কথা আমরা এখানে পালন করেছি, রক্ষা করেছি এই কথা বার বার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সেই জন্য একথা আমি জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি এই যে Dhabar Commissionএর সুপারিশে সে কথাটা এখানে পালন করা হয়েছে কিনা—তাদের শিক্ষার ব্যাপারে কিভাবে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আজকে উপজাতীয়দের শিক্ষার দিকে যদি আমরা নজর না দেই, শিক্ষাই হল মূল তাদের উন্নতির জন্য। ত্রিপুরার উপজাতীয়দের সম্বন্ধে, তাদের শিক্ষার দিকেই আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। তাদের আর্থিক ব্যাপারে. তাদের সামাজিক ব্যাপারে যে পরিমানে নজর দেওয়া হচ্ছে, তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে যেভাবে আমরা নজর দিচ্ছি, তাদের শিক্ষাও সংস্কৃতির দিকেও যদি আমরা লক্ষ্য না করি, এটাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে রক্ষা করা যায় না। দুইটাকে আমাদের সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করতে হবে। এখানে আমরা দেখছি যে উপজাতীয় ছাত্রদের যারা primary stageএ শিক্ষা গ্রহণ করার পরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য Townএ বা Divisionএ যে সমস্ত জায়গায় হয়ত High School আছে, Senior Basic School আছে তাতে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য যায়—তখন তাদের সামনে কি সমস্যাই না এসে দাড়ায়, সেখানে ভর্ত্তির জন্য test গ্রহণ করা হয়, competition হয় সেখানে। যারা শিক্ষা দিক্ষায় নিম্ন স্তরে আছে এবং মফঃস্বল স্কুলে পড়ার পর যারা—

Mr. Speaker—It is the repeatition of the argument put forth by Shri Dinesh Deb Barma. Repeatition should be avoided.

Shri Sudhanwa Deb Barma এখানে আমি Dhebar Commission এর সুপারিশ সম্পর্কে বলছি।

Mr Speaker—This point has been discussed by Shri Dinesh Deb Barma.

Shri S Deb Barma—Dhebar Commission এর report এ আছে, এইখানে বলেছেন উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য স্কুলে seat রাখা হবে এবং তাদের যেন ভর্ত্তি করা হয় এবং test এর কোন

কথাই বলেন নাই। Boarding এ যে ছাত্ররা আছে এবং সব fail করলেই তাদেরকে সেই boarding এ থাকতে দেওয়া হবে না।

Mr. Speaker :—Yes, that point also has been discussed.

Shri S. Deb Barma : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাব House এ রাখা হয়েছে এইটি যাতে কার্য্যকরী হয় সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। আমরা যাতে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এটাকে জড়িয়ে রাখি, ত্রিপুরাকে আমরা যদি সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে চাই সেই সমস্ত দিক দিয়ে, যারা পশ্চাৎপদ, যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সাংস্কৃতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন— এইগুলি সামনে রেখে যদি একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে না পারি এবং Dhebar Commission যেখানে এই সমস্ত সুপারিশ রেখেছেন ত্রিপুরার জন্য, সামগ্রিক ভাবে উপজাতীয়দের জন্য, শুধু ত্রিপুরার উপজাতীয়-দের জন্য নয় সমগ্র ভারতের উপজাতীয়দের জন্য যে সমস্ত ভাল ভাল সুপারিশ রেখেছেন তাকে ত্রিপুরাতে কার্যকরী করার ব্যাপারে আমরা আন্তরিকতার সহিত যাতে অগ্রসর হই সেই দিক দিয়ে যদি লক্ষ্য রাখি তাহলে আমি আশা করি যে ত্রিপুরাতে আমরা ভারতের অন্যান্য অংশের থেকে কোন অংশেই পিছনে পড়ে থাকব না। আমরা অগ্রসর হতে পারব এবং যাতে ত্রিপুরাকেও একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত করতে পারি সেই দিক দিয়ে আমি অনুরোধ রাখব যে, যে প্রস্তাব House এ রাখা হয়েছে, সে প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই যেন সচেতন হন।

Mr. Speaker : Any one from the Right.

Shri Sukhamoy Sen Gupta : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাবের উপর এতক্ষণ বিরোধী পক্ষ আলোচনা করেছেন সেই প্রস্তাবের কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ এই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণের বক্তৃতার মধ্য থেকে আমি দুতিনটা কথা গ্রহণ করেছি যেটার উপর তারা জোর দিয়েছেন— ১নং scheduled area declare করা ২নং জুম করতে দেওয়া, আর একটা হল Primary school এর ভাষা। কিংবা যেসব areaতে tribal রয়েছে সেই সব area তে পড়ানোর সম্পর্কে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করা। এই তিনটির বাহিরে যেগুলি আছে তার মধ্যে একটি point হ'ল indebtedness, tribal দের ঋনের সম্পর্কে। এই ৪টি point এর উপর তারা বিশেষ জোর দিয়েছেন, এই চারটি বিষয়ের উপর জোর দিতে গিয়ে তারা Dhebar Commission এর recommendation টি সামনে রেখেছেন। Dhebar Commission এর recommendation এ scheduled area সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন সেই সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণের বক্তৃতার মধ্যে আমি তিনটে জিনিষ গ্রহণ করতে পেরেছি যেটার উপর তারা বেশ জোর দিয়েছেন—সেটা হলো ১নং সিডিউলড এরিয়া ডিক্লেয়ার করার জন্য ২নং হলো জুম করতে দেওয়া আর একটি হলো ট্রাইবেলদের জন্য ভাতা। যে সমস্ত এরিয়াতে ট্রাইবেল রয়েছে সে সমস্ত এলাকায় তাদের পড়ানোর জন্যে ভাতা দেওয়া সম্পর্কে—এই তিনটেই। আর এর বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আর একটা পয়েন্টও বোধ হয় আছে সেটা হলো ইনডেটেডনেস—তাদের ঋন সম্পর্কে এই চারটি পয়েন্টের উপরই তারা বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং এই চারটী বিষয়ের উপর জোর দিতে গিয়ে তারা ধেবর কমিশনের রিকমেণ্ডেশন সামনে রেখেছেন। ধেবর কমিশনের রিকমেণ্ডেশনটি scheduled area সম্পর্কে আমাদের

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিতভাবে বলেছেন। আমি শুধু একটা বিষয়ে বলতে চাই সেটা হল ঢিফ কমিশনারের একটা recommendation...উনি তাতে কয়েকটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন যে এই সব জায়গায় Scheduled area হতে পারে এবং তার সঙ্গেই তার একটা suggestion ছিল সেটা হলো— T. D. Block, Tribal Development Block. যে সব area তে Tribal রা কনসেনট্রেটেড্ আছে সেখানে T. D. Block করার জন্যে। এখন সে সম্পর্কে ধেবর কমিশনের report এর ৫০৭ নং যেখানে summary of recommendations আছে সেখানে এ সম্পর্কে যে কথাটা বলা হয়েছে সেটা আমি উল্লেখ করেছি। তাতে লিখা আছে যে, In view of the changes that have taken place since the inception of the constitution, we feel that it is no longer necessary to pursue the question whether a tribal are should be declared Scheduled or a Scheduled area should be descheduled. কাজেই আমার মনে হয় এটা তারা খেয়াল করেন নি অথবা তার অর্থটা কি সেটা তারা ঠিক বুঝতে পারেন নি। কাজেই U. N. Dhebar এর... Dhebar Commission এর recommendation সেটা Recommendation এর কোন কোন ক্ষেত্রে Scheduled area declare করার কথা বলা হয়েছে এটা সত্যি কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে যে, inception of the Constitution—Constitution এর পরে নতুন করে Scheduled area declare করা সম্পর্কে তারা সন্দিহান ছিলেন এটা করা হবে কি হবে না। এখন এই প্রশ্নে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আসা যাক্। ত্রিপুরায় আজকে population এর cocentration যে বেড়েছে এই বাস্তবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সেদিক থেকে এই ধরণের area declare করার উপায় আছে কিনা? এবং সেটার যদি প্রয়োজন থাকে...ধেবর কমিশনের রিপোর্টে এর জন্যে নয়, রিকমেণ্ডেশনে অন্য কথাও রয়েছে—সেটার প্রয়োজন আছে কি নেই সেটা হয়েছে বড় কথা। ধেবর কমিশনের নাম করে একটা জায়গা উদ্ধৃত করে ধেবর কমিশন, ধেবর কমিশন এ কথা বলা ঠিক নয়। কাজেই আজকের যেই resolution, যে প্রস্তাব এটার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আজকে T. D. Block করা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে এর ধেবর কমিশনের মধ্যেও আছে এবং তার পরেও লিখা আছে যে, যেখানে Tribal concentration একটু বেশী আছে...সেখানে তোমরা T. D. Block করতে পারো, এবং সেই অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার অলরেডি T. D. Block করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তিনটা T. D. Block করাও হয়েছে। Amarpur এ একটা Multipurpose Block হয়েছে, আরও তিনটে T. D. Block করার জন্যে গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করছেন। কাজেই ধেবর কমিশনের রিকমেণ্ডেশানে এ দিক থেকে যা আছে সেটা পুরোপুরিই ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট observe করে চলেছেন। তার চাইতেও ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট আরও একটু এগিয়ে গেছেন। সেটা হল এই যে শুধু একটা Scheduled area declare করা নয় ...ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে... খাস জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে Tribal দের settlement কে দিতে হবে first preference: সমগ্র ত্রিপুরাতে Land settlement এর এটি হয়েছে policy ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের। সে দিক থেকে আমার মনে হয় যে এই প্রস্তাবের কোন দরকার ছিল না। দ্বিতীয় পয়েণ্ট হয়েছে Bombay Money Lenders Act introduce সম্পর্কে। আমার জানা নেই যে বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। এই ত্রিপুরাতে Bombay Money Lenders Act already introduced করা হয়েছে

Teacher Primary School এ নিযুক্ত করা দরকার। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের এখানে dearth of graduates. কাজেই আমরা এখানে সে Policy নিতে পারছি না। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মত এই যে আমি মনে করি Primary stage এ শুধু graduate নয়, যদি এর চাইতেও বেশী শিক্ষিত লোক পাওয়া যেত এবং Pry. School গুলিতে দেওয়া যেত, তাহলে foundationটা আরও শক্ত হত এবং আমার foundationটা শক্তভাবে গড়ে উঠতে পারত। এদিক থেকে education standard কমানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। আজকে যে education standard রয়েছে সেটা ঠিক করা হয়েছে education Ministry থেকে। Next আরেকটা point রয়েছে সেটা হল জুমিয়া settlement. এটার সম্বন্ধে বহুবার বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল ত্রিপুরা Govt. জুমটা বন্ধ করেছেন কিনা। মাননীয় সদস্যরা বার বার একথাটা বলা সত্ত্বেও বার বার তারা বলতে থাকেন যে জুম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা Govt. কোথায় কোন oder এ জুম বন্ধ করে দিয়েছিল, ত্রিপুরায় কোন জুম করতে পারবেনা এ ধরণের order কোথায় আছে?

(Interruption)

কোথাও নেই। যদি কোথাও থেকে থাকে এবং তা যদি আমাকে আপনারা দেখাতে পারেন, তা হ'লে আমি স্বীকার করতে রাজী আছি। জুম বন্ধ করে দেওয়া হয়নি।

(Interruption)

কথা শুনুন, শুনুন। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য আসলেই চলবেনা। বাস্তবকে face করতে হবে এবং বাস্তবকে face করতে গেলে সেই circularটা দেখাবেন, যে circular এ আছে যে ত্রিপুরার সমস্ত জায়গায় জুম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। Forest Department থেকে যেটা বলা হয়েছে সেটা হল যে reserve forest এ জুম করতে পারবে না। Protected Forest এ জুম করতে পারে permission নিয়ে। যে কথা বলা আছে, তার বাইরে যদি কোন কথা থাকে সেটা আমাকে দেখালে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত হতে রাজী আছি। জুম বন্ধ করা হয়নি। ডেবর কমিশনের recommendation এ জুম বন্ধ করা সম্পর্কে যে chapter রয়েছে—সেখানে বলা হয়েছে যে হঠাৎ করে জুম বন্ধ করা চলবেনা। জুম বন্ধ করবেনা একথা ডেবর কমিশন কোথাও বলেননি।

(Interruption)

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Members not to disturb.

Shri Sukhamoy Sen Gupta—এখন প্রশ্ন হল যে জুমিয়া যারা আছে তাদের আমরা কত তাড়াতাড়ি land এ settle করতে পারি। এখন আমাদের এখানে যতগুলি জুমিয়া family আছে, তাদেরকে আমরা যতদিন পর্যন্ত rehabilitation দিতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত জুম বন্ধ করার কোন প্রশ্ন হয়না। জুমটা আস্তে আস্তে restricted করে আনতে হবে। আস্তে আস্তে জুমটা বন্ধ করে তাদেরকে প্রগতির দিকে নিয়ে আসার জন্যে land settlement দিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এবং ডেবর কমিশনের recommendation অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে আমরা সেই দিকে অগ্রসর হয়েছি এবং ধীরে ধীরে আজকে ৩৬।১৭০ family rehabilitation হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে জুমিয়া settlement এ কোন কোন কলোনীতে দেখা যাচ্ছে তারা থাকছে না, তারা চলে আসছে। এটা scheme এর দোষ হতে পারে। এটার অর্থ এই নয় যে Dhebar Commissionএর recommendation আমরা মানিনি সে কথা নয়। এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা উঠতে পারে না। scheme ওয়ারী আলোচনা হতে পারে যে জুমিয়া settlement এর জন্যে যে scheme করা হয়েছে তা defective, সেটাকে সংশোধন করে নেও। সে সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু ধেবর কমিশন recommendation এর নাম করে এ আলোচনা উঠতে পারে বলে আমি মনে করি না। এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের মধ্যেও আলোচনার সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের মধ্যেও difference of opinion আছে। যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন মাননীয় দীনেশ দেববর্মা, তিনি জুম চলতে দেওয়াই উচিৎ এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তুলতে তিনি রাজী নন। আর মাননীয় সুধন্য দেববর্মা মহোদয় বলেছেন যে, ধীরে ধীরে এটা বন্ধ করে আনা দরকার কিন্তু কতকগুলি scheme এর defect এর জন্য এ অসুবিধা হচ্ছে একথাও তিনি বলেছেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এ বিষয়ে একমত নন। যদি scheme সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আলোচনা করতে চান তাহলে আমি রাজী আছি। যদি কোথাও improvement করার প্রয়োজন পড়ে তা হলে সে সম্পর্কেও আলোচনা করতে পারি। কিন্তু ধেবর Commission এর recommendation ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট মানেনি একথাটা ঠিক হবে না। এই দিক থেকে আজকের যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের কোন প্রয়োজনই ছিল না এবং সেই দিক থেকে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা আমি করছি। বিরোধীতা করছি আমি এইজন্য যে যেখানে recommendation প্রায় হুবহু আমরা অনুসরণ করে যাচ্ছি, মেনে যাচ্ছি সেখানে এ ধরণের resolution আসছে কেন? তাহলে বুঝতে হবে যে সেখানে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যেহেতু এই প্রস্তাবের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে সেহেতু আমি এটার বিরোধীতা করছি। আমি বুঝি না একথা যে tribal দের উপকার করতে হবে না—tribalদের এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে না—যারা পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের এগিয়ে আনতে হবে—এটা conception এর কথা। যে conception নিয়ে আমরা যে party government চালাচ্ছি, যে congress government সে government এ বিষয়ে সচেতন এবং সেই government ই এই Dhebar Commissionগঠন করছে। সেই governmentই constitution তৈরী করছেন। কাজেই সেই দিক থেকে এই Congress government tribalদের উপকার চায় না একথা হতে পারে না। যে কারণে এ প্রস্তাব এসেছে সেটা রাজনৈতিক কারণ এবং এটা রাজনৈতিক কারণে হয়েছে বলেই আমরা এটার বিরোধীতা করছি। আমি এখন বিরোধী পক্ষের সদস্যের কাছে এবং houseএর কাছে আবেদন করব যে কোন scheme এর মধ্যে যদি কোথাও ক্রটি থাকে কিংবা ঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে না যেমন ধরুন Money Lenders Act introduced হয়েছে এবং তা কার্য্যকরী হচ্ছে না এ ধরনের ঘটনা point out করার জন্য যে অমুক জায়গায় অমুক মহাজন এই করেছে সেই জন্যে এটা কার্য্যকরী হতে পারছে না সেই ধরনের Reportআসলে government strong action নেবে। সে সম্পর্কে আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি। আর indebtednessএর কথা সত্যিই যদি বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা tribalদের দরদী হয়ে থাকেন তাহলে আজকে একথা কেন আমরা ভাবতে পারছিনা যে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট শুধু নয় - ভারত সরকার আজকে এই

ঋণের জন্যে, যাতে মহাজনদের কাছ থেকে তাদের ঋণ নিতে না হয়, সেই জন্যে Cooperative গঠন করার জন্য বলছেন এবং Cooperative গঠন করে Tribal দের ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এই ত্রিপুরা Government এই policy নিয়েছিলেন যে দাদন মহাজনরা যেভাবে দেয় সে ভাবে দাদন দেওয়ার জন্য একটা scheme করেছিলেন এবং গত দুবছর চালিয়ে রেখেছেন। Government দাদন হিসাবে যে টাকা দাদন দিয়েছেন সে টাকা Tribal দের কাছ থেকে ফেরত আসেনি। Coopertive থেকে যে টাকা সামান্য interest এ ঋণ দেওয়া হয়েছে সে টাকা ফেরৎ আসে না। তাহলে আজকে যারা তাদের দরদী তাদের কি এ কাজটা করা উচিত নয় যে যাতে করে government এর যে ব্যবস্থা হয়েছে, Government যে opportunity দিতে চাচ্ছে—যে সুবিধে দিতে যাচ্ছেন সে সুবিধাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করো এবং গ্রহণ করে তোমার উন্নতির পথ খোল। ঠিক একই সঙ্গে মহাজনদের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি Government যে আইন কানুন করেছেন, যে সমস্ত opportunity—সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন এ সম্বন্ধে তারা নির্বাক হয়ে থাকেন। সেই নীতিটা আমি বুঝতে পারিনা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কেন এই রকম একটা attitude নিয়ে চলেছেন। যাই হউক আমার আবেদন তাদের কাছে যে আজকে আদিবাসী যারা আছে আমাদের দেশে তারা গরীব, তারা অশিক্ষিত, তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে অনেকটা অনুন্নত তাদেরকে আমাদের তুলতে হবে। তাহলে আজকে যে socialism কিম্বা যে democratic socialism এর কথা আমরা বলছি যদি তাদের উন্নত করতে না পারি, তারা যদি পিছিয়ে থাকে, জাতির একটা অংশ যদি পিছিয়ে থাকে তাহলে আর একটা অংশ বড় হতে পারে না। একটা অংশকে পিছিয়ে রাখেল আর একটা অংশ এগিয়ে যাবে সেটা হতে পারে না। সে সম্পর্কে ভারত সরকার অতি সচেতন এবং সেইজন্যই নানারকম সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় সদস্যগণ হয়ত জানেন যে আজকে সাধারণ লোকের জন্য যে পরিকল্পনা—সে পরিকল্পনার মধ্যে নানান দিক থেকে তাদের সুবিধা রয়েছে। Education এর দিক থেকে সাধারণ লোক যে সুবিধা ভোগ করছে সেই সুবিধাটাও তারা পাচ্ছে। পরিকল্পনা রয়েছে সে সুবিধা সম্পূর্ণ তারা ভোগ করতে পারে। আবার সঙ্গে সঙ্গে Tribal দের উন্নতি করার জন্য আর একটা Tribal Department করে সেখানেও টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে করে তাদের উন্নতি ত্বরান্বিত করা যায়। আমাদের দেখতে হবে এই কাজ গুলোকে আমরা কি করে তাড়াতাড়ি করতে পারি, আমাদের এই যে অনুন্নত ভাইরা রয়েছে তাদেরকে কি করে উন্নত করতে পারি। সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে নয়—আজ আসতে হবে মানুষের জন্য দরদ দেখিয়ে। যারা পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের জন্য দরদ নিয়ে আমাদের এ বিষয়ে রাজনীতির উর্দ্ধে উঠতে হবে কারণ এলোক আমাদের লোক, সে কমিউনিষ্ট হউক আর কংগ্রেস হউক সে সম্বন্ধ কোন প্রশ্ন উঠে না। আমাদের লোক তারা—তারা পিছিয়ে আছে। এখানে রাজনীতি কে বাদ দেওয়ার জন্যে আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের অনুরোধ করবো।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বলেছেন আমি সেটা পুরাপুরি পড়ছি। অর্থ বুঝা এমন কঠিন হবে না। "In view of the changes that have taken place since the inception of the constitution we feel that it is no longer necessary to pursue the question whether a tribal area should be declared Scheduled or Scheduled area should be de-scheduled. The fifth schedule has been incorporated in constitution. And it has given a definite picture of Scheduled area. So after

introduction of the fifth Schedule, what has happened ? The fifth Schedule was conceived as a temporary expedient and its objectives can be achieved by our alternative approach. The fifth Schedule is a temporary measure, it is not permanent measure. The Scheduled area would be de-scheduled in course of time. So if the alternative suggested by us would do the same effect, the idea of fifth Schedule would be established" এখানে আছে "The State Govt. should undertake general legislation applicable throughout the Scheduled and non-scheduled areas for protection of the rights of tribals in land and forests, and protection from exploitation by money lenders and this legislation should be implemented within a period of ten years." শুধু তাই নয় এখানে আরো আছে —"Pending enactment of such general legislation the regulatary powers of the Governor under Paragraph 5(2) of the Fifth Schedule may be utilised for the promulgation of corresponding regulations for the Scheduled areas. Simultaneously all tribal areas should be grouped under Tribal Development Blocks so that the bulk of the tribal population is brought under intensive development schemes The Blocks should concentrate on the following four activities economic development, education, health & communication and should have specific targets. With the fulfilment of the targets in all tribal development blocks and the passing & implementation of protective legislation, the object of the Fifth schedule would have been achieved and it could conveniently be abrogated." তারপরই বলেছে 'if Government is unable to accept this programme, there is no alternative to declaring those areas, which after enquiry satisfy the criteria suggested by us as scheduled areas despite the complications involved." এই Govt. undertaking যা রয়েছে Govt. যদ undertaking গ্রহণ করতে পারে তা হলেও schedule এর প্রয়োজন মিটে যায়। কিন্তু Fifth Schedule এর undertaking যদি Government গ্রহণ না করতে পারে then there is no alternative -- এইগুলি scheduled area বলে ঘোষণা করার কোন alternative আমাদের নেই। এবং এখানে ধেবর কমিশনের page 69 এ তারা পরিষ্কার বলেছেন যে এই undertaking Govt. পারবে বলে আমাদের ধারণা হয় না।

Page 69. At the risk of being criticised for repeating ourselves, we would emphasise again that the alternative suggested by us is the out course then will be for the Government to undertake the responsibility. It has also behind it a desire to make the Legislature & the Government responsible for protection. It is the contingency এই contingency, রয়ে গেছে। However that the Government may find it difficult to accept our altrenative programme. It may also be that Government may not be in a position to provide the machina y for implementation on the scale required to carry it out within ten years. Government এর এমন machinery নেই যে machineryর মাধ্যমে within ten years তারা implement করতে পারবে। It may also be that constitutional difficulties may arise. Should this be so, the only other course then will be for the Government to undertake the responsibility for declaring those areas in the States & the union Territories which fulfil the criteria as Scheduled areas. কাজেই তারা নিজেরাই সন্দিহান যে Government এই undertaking, responsibility তারা within ten years নিতে পারবে কিনা। Machinaries এর অভাব রয়েছে,

constitutional difficulties রয়েছে। Government may not be in a position to provide machinary for the implementation of the scheme required to carry out it within ten years. তারপর ধেবর কমিশনের page 42তে tribal area সম্পর্কে it is their general impression. "In the preceeding paragraphs we have considered the Administration of the scheduled areas both from the protective & developmental points of view. But consideration of this question would be incomplete without some reference to the adequecy of the provisions of the fifth Schedule to fulfil the objects of the constitution and the relative advantage that has accrued to the tribal people in the scheduled areas as a result. Despite the defficiencies that have been observed in the functioning of the Tribes Advisory Council & the utilisation of the protective power which we shall consider in subsequent chapters, these Areas by and large present a fairly hopeful picture. Tribal area গুলি by and by large present a fairly hopeful picture. Such has been the effect of this on the tribals out side them that there has been an alround demand for the extension of the fifth schedule. Nothing could have roused the Tribal from his indifference and as for this change if the work done by the Government had been of a superficial character. In the midst of post Indepen lence & post war prob'ems of an urgent political, social and economic character, the State Governments have done a little everywhere in the Scheduled Areas and this has led its natural re-action. This is not to say that there is no deficieney in what has been done, the approach has always been sound or the resulting benefit uniformly substancial' Elsewhere we have assessed critically the per-formance of the Governments both at the Centre and in the states and have tried to be frank and candid. It would be unfair, however, to give an impression that they have been negligent, lethargic or indifferent. কাজেই tribal area সম্পর্কে such has been effect of this on the tribals that there has been an all round demand for the extension of the fifth Schedule. Tribal area সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে these areas by and large present a fairly hopeful picture. এগুলি একটা hopeful picture নিয়ে এসেছে এবং তার জন্যে those who are outside tribal areas, there has an all-round demand for the extension of Fifth Schedule. কাজেই এটা এখানকার যে শুধু রাজনৈতিক ছলাকলা নয়, এটা সর্বভারতীয় ব্যাপার এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ffth schedule এর Tribal area সম্পর্কে একটা general demand. কেন demand হয়েছে? কারণ দেখা গেছে that these areas by and large present a fairly hopeful picture. It is the recommendation of Dhebar Commission. কাজেই তিনি বলেছেন যে, Chief Commissioner দুটো বলেছেন; একটা হচ্ছে যে Tribal area declare করা আর একটা হচ্ছে T. D. Block করা। At present there is no Scheduled area in this Territory. The Chief Commissioner has suggested that the area of Kanchanpur, Chaumanu, Amarpur and Teliamura Block and some of the areas under Sadar, Belonia and Sabroom Sub-Divisions, which are contiguous to Amarpur and Teliamura Blocks and have a preponderance of Tribal population, may be declared Scheduled areas. Alternatively the tribal areas stated above should be grouped under Tribal Development Blocks so that the bulk of the tribal population is brought under intensive development কাজেই এই দুটার মধ্যে Dhebar Commission

পরিষ্কার করে বলে গেছেন যে যদি T. D. Blocks গুলি complete হয় তা হলে তোমাদের কতকগুলো responsibility হবে। সেই responsibility কি ? না তোমরা within ten years এই, এই, এই legislation কর এবং pending this legislation you pass an ordinance under section, যা যা Fifth Schedule এ আছে সেই ভাবে ordinance or legislation করো এবং তারা নিজেরাও they are not hopeful that the Government would be able to under take the responsibility. তারা বলছেন যে, Government এর যে machinary আছে সেই machinary এমন নয় যে within ten years we can expect that the T.D. Blocks will be sufficient to replace the Scheduled Areas as defined in the Fifth Schedule ; এবং এখানেও বলে গেছেন যে ধেবর কমিশন নিজেরাও hopeful না যে these T. D. Blocks will be successful. কাজেই আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা পড়েছেন সেটা যদি পরিস্কারভাবে পড়তেন তাহলে তারা সেটা বুঝতে পারতেন যে কি একটা clause লাগানো রয়েছে। Whaere lies the contingency ? This is the contingency which is to be fulfiled first of all, and if this contingency is to be fulfied then also the only alternative proposal will come into effect and it will have to be made a Scheduled area. There is no necessity of Scheduled area to be declared if T. D. Blocks will activise or if T. D. Block will be sufficient to replace the requirement that have been necessary for declaring an area as Scheduled area. কিন্তু সেই যে contingency সেই contingency করার মত Government এর machinery আছে কি না এ সম্পর্কে ধেবর কমিশন পরিষ্কার ভাবে বলে গেছেন, যে বর্তমান Government এর যে machinery রয়েছে বর্তমান Government এর যে power রয়েছে আমরা সন্দিহান যে Government এর সেই machinery দিয়ে within a period of ten years they will be able to success, to have a hopeful picture of T. D. Blocks এবং সেটা যদি না হয় then they are constrained spoken if Government is unable to accept this programme then there is no alternative to declaring these areas which are after enquiry satisfy the criterions suggested by us as Scheduled area despite the complication involed. তা হলে আর কোন উপায়ান্তর নেই। Scheduled area আমাদের declare করতেই হবে। If Government take this responsibility to implement this measure for which this T. D. blocks are necessary then of course, there is no necessity for the Scheduled area কিন্তু আবার তারাও বলেছেন যে tribal areaর জন্য, Scheduled areaর জন্য একটা hopeful picture দেখা গেছে, by and large কিছু কিছু কাজ সেখানে হচ্ছে এবং কিছু কিছু কাজ হওয়ার দরুন যারা tribal areaর বাইরে আছে একটা all round demand for tribal area তাদের মনে এসে গেছে। It is not for political purpose, it is not politics, it is something which is given in the recommendations of Dhebar Commission itself. Because the picture is something that atracks those tribals and those outside the tribal areas to have a land of their own to

have a tribal area declare under schedule. কাজেই তিনি যে অর্থ করছেন সে অর্থটা ঠিক সেই অর্থই নয় যে C. D. block হলেই fifth schedule এর কোন দরকার নেই, C- D. blocks এর নাম করেই আমরা fifth scheduleকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে পারি। It is not the language of the portion just read out by my learned Minister. But I think if he reads the whole thing, he will understand what is the meaning of the matter and will not be in a position to place this before the House. The House is not so ignorant that it will not be able to understand the language that has been incorporated in Dhebar Commission. They have knowledge and they are in a position to understand it. So I think that the demand for scheduled area is quite necessary. It is the alternative approach that has been given. It is not sufficient to ensure the protection and safe guard the interest of the tribal people, Scheduled area, that is necessary and that has given some hopeful picture in the present context of our Indian Administration. So I think that the resolution for scheduled area is quite sound and the recommendation that has been given by Dhebar Commission for the implementation of the scheduled area should be given. I think this proposal is just and according to Dhebar Commission.

Mr. Speaker :—We have only 15 minutes time for this proposal. I request the Hon'ble member to be brief.

Sri S. C. Dutta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা মহোদয় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন Dhabar Commissionর report সম্পর্কে এবং implementation সম্পর্কে আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। প্রস্তাব উত্থাপনের পক্ষে যে সকল যুক্তি দেখিয়েছেন, এবং সে সকল কথা আলোচনায় উত্থাপন করিয়াছেন তার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় সদস্য দীনেশ দেববর্মা মহাশয় এই Commissionর recommendation সম্পর্কে ক্রুটিগুলি যে ভাবে point out করেছেন, কিন্তু recommendation অনুযায়ী সে কাজগুলি ত্রিপুরা সরকার করেছেন তার উল্লেখ করেন নাই। বিষয়গুলি যে ভাবে তুলে ধরেছেন ঠিক সেইভাবে Commissionর recommendation অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে, আদিবাসীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে, আদিবাসীদের স্বার্থের ক্ষেত্রে, আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য, তাদেরকে জমি দেওয়ার ব্যাপারে সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তার কোন কথাই তাঁরা বলেন নি শুধু ক্রুটির দিকটি তুলে ধরেছেন। আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের জন্য, এবং তাদের রোগে শোকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার যে ব্যবস্থা সরকার করেছেন তার উল্লেখ করেন নাই।

পুনর্ব্বাসনের জন্য যে জায়গা দিয়েছেন তা সম্পর্কে ২/১ জন সদস্য বলেছেন যে শুধু টিলাজমি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি দেখেছি আমার Sub-Divn. বা অন্যান্য Sub-divn. এ বিভিন্ন জায়গায় সমতল জায়গাতে, নাল জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। সেকথা তাঁরা বলেন নাই, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা বলেছেন যে তাদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত কম, boarding এ seat সীমাবদ্ধ এবং ছাত্র ফেল করলে তাদিগকে

boardingএ থাকতে দেওয়া হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে University ও Secondary Education Boardর কতগুলি নিয়ম কানুন আছে তাহা মান্‌তে সরকার বাধ্য এবং সবক্ষেত্রে সেগুলি প্রযোজ্য। Tribal দের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যেমন, তাদের boardingএ থাকবার, book grant ইত্যাদি। সাধারণ ছাত্র যেক্ষেত্রে শতকরা ৭০/৭৫ ভাগ নম্বর পাইলে পরে যে সব সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় tribal ছাত্র সেক্ষেত্রে মাত্র ৩৫ ভাগ নম্বর পেলে পরে সে সব সুবিধার অধিকারী হয়। ছাত্র পাশের ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম আছে tribal দের সে সব ব্যাপারে relaxation দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাহা মাননীয় সদস্যগণের নিশ্চয় জানা আছে। মাননীয় সদস্য দীনেশ দেববর্ম্মা অনেক কথা বলেছেন এবং মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মাও অনেক কথা বলেছেন। সব কথার উত্তর দিতে গেলে সর্ব্বশেষ যে বক্তা বলেছেন তাঁর কথার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হবে না। তিনি অন্যান্য recommendation এর কথা এবং ত্রিপুরা সরকারের এই সম্পর্কে কার্য্যাবলীর কথা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র একটি Point এ Scheduled area সম্পর্কে যে যুক্তি দেখিয়েছেন সে যুক্তি ঠিক নয়। কারণ তিনি পুস্তকের বিভিন্ন পৃষ্ঠা থেকে যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে বলার মত আছে (Page 76) যে Scheduled area declare করতে হলে কি কি জিনিষের দরকার। সি, ডি ব্লক···(interruption) আমার উত্তরটা শুনুন। আপনাদের discussion এর উপর আমার উত্তরটা শুনুন। সি, ডি ব্লকের মাধ্যমে কাজ হবে কিনা কমিশনের রিপোর্টে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু কাজ হবে না এ কথা কোথায়ও বলেনি। ত্রিপুরাতে কয়েকটি সি, ডি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি ব্লক স্থাপনের প্রস্তাব পরিকল্পনায় আছে। কাজেই সি, ডি ব্লকের মাধ্যমে কাজ হবে না সেই কথা recommendation এর কোথায়ও নেই। আর Scheduled area declare করার জন্য যে ৪টা Point এর উপর Dhebar Commission জোর দিয়েছেন তাহা হইল (1) that there should be a preoponderance of tribal population (2) that the area should be compact & of a reasonable size (3) that it should be undeveloped and (4) that there should be marked disparty in the economical standard of the people in the way as compared to that of their neighbours.

ত্রিপুরাতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু ও tribal যারা আছেন তাদের অবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য বলেছেন উপজাতীয় অনেক ছেলে লাকড়ী বিক্রী করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে কিন্তু এমন অনেক উদ্বাস্তু ছেলে আছে যাদের জীবিকার একমাত্র উপায় হল লাকড়ী বিক্রী করা। আর recommendationএ the most important factor is (Page 76) the concentration of Tribal population এ, the percentage of tribal concentration in any area proposed for declaration as a scheduled area should not be less than 50 percent. This is particularly necessary when intensive effort for protection of largescale development which is under contemplation। আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন জায়গা নেই যে সব জায়গার কথা আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্য মহোদয়রা উল্লেখ করেছেন সেসব জায়গাতেও আজকে এমন কোন compact area পাওয়া যাবে না অন্ততঃ sizable compact area যে কথা recommendationএ আছে যে area should be sizeable। এমন কোন compact area পাওয়া যাবে না সেখানে Scheduled tribes র percentage more than 50% কোথাও নাই

ত্রিপুরাতে। (Disturbance from opposition) আপনার মুখের কথায় হবে না। ওটা তো আপনার মুখের কথা।

Mr. Speaker : No interruption.

Shri S. C. Dutta : ২ নম্বর হলো—total population.

সে figure যদি মাননীয় সদস্য মহাশয় একটু কষ্ট করে মিলিয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে কয়েকটি Sub-divn. এর কথা বলা হয়েছে যেমন অমরপুর, সাবরুম এবং কাঞ্চনপুর থেকে যে সমস্ত এলেকার কথা বলা হয়েছে, কোন জায়গায়ই আজকে ত্রিপুরাতে tribal population 50% র · বেশী নয়। কাজেই এই যে recommendation মত যে কথা মাননীয় সদস্যরা বলেন আমি তাঁহাদিগকে চিন্তাকরতে বলব যে যখন Dhabar Commission Report তৈয়ার করেন, N.E F.A. সম্পর্কিত যখন বই তৈয়ারী হয়, তখন যে কথা ছিল গত emergency-র সময় এই কথা উল্টে গেছে মাননীয় সদস্যদের তাহা জানা দরকার। আজকে এমন কোন জায়গা রাখা সম্ভবপর নয়, উচিং নয় কারণ পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন কোন জাতিকে বা কোন উপজাতিকে অন্যান্য অগ্রসর জাতি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক রাখিয়া তাদের কোন কল্যাণই করা যাবে না। সমগ্র ভারতের প্রত্যেকটি জাতি উপজাতিকে এক সংগে মিলিত হয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং এক তালে চলতে হবে। তাদের seg egate করে রেখে জীবন্ত জাতিতে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা কোন কোন জায়গায় NEFA প্রভৃতি অঞ্চলে চলছিল গত emergencyতে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেছেন যে এদেরে এভাবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা রাখা উচিং নয়, mixed populationর ব্যবস্থা করা দরকার অন্য জাতির লোককে এখানে বসবাস করা দরকার। ত্রিপুরা একটি ছোট্ট এলাকা তার landএর পরিমাণ মাননীয় সদস্যদের জানা আছে, তাদের forest কাটতে হবে, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, উদ্বাস্তু শুধু বাঙালী নয়, tribal উদ্বাস্তু বলতে মাননীয় সদস্যদের ধ্যান ধারণা কতটুকু আমি জানিনা। রিয়াং, গাঁরো, চাক্মা প্রভৃতি উদ্বাস্তুরা পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন তাহা মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে। যখন ঋণ মুকুবের কথা বলা হয় যে উদ্বাস্তুদের ঋণ মুকুব করা হবে বা হয়েছে। তখন উপজাতি উদ্বাস্তু যারা আছেন তাদেরও ঋণ মকুব করা হয়েছে একথা বুঝতে হবে। দাদন ঋণ মুকুবের কথা কোন সদস্য বলেছেন, কোন রকম কাণ্ডজ্ঞান থাকলে এরকম উক্তি Houseর সামনে করতে পারেন বলে আমি মনে করি না। কারণ দাদন ঋণ মহাজনের হাত থেকে, মহাজনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার জন্য দাদন ঋণ দেওয়া হয়। ১ বছরে মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করা হইলে সরকার কোন সুদ নেন না—অথচ মহাজনেরা শতকরা ৫০।৬০।৭০।৮০।১০০ টাকা পর্য্যন্ত সুদ নিয়া থাকে। সে টাকা ১ বছরে যদিওবা কোন কারণে মুকুব করা হয়, পরবর্ত্তী বছরে আবার দাদন ঋণ দিলে আবার মুকুব করার ক্ষমতা সরকারের হতে পারে কিনা, কোন দেশে পৃথিবীতে আমার জানা নেই। উপজাতিদের সুবিধার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি করা হয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এই সুবিধাগুলি যাতে তারা সদব্যবহার করে, এই ধরণের প্রচারের অভাব মাননীয় সদস্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এধরণের কোন প্রচার তারা করেন না, যাতে যে সুবিধাগুলি সরকার দেন সেই সুবিধাগুলি তারা সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারেন। সেই সুযোগগুলি, সুবিধাগুলি নিয়ে তারা মহাজনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে পারে, তারজন্য

উপজাতিদের যে সকল নেতা আছেন তাদের বিশেষ ধরণের প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। ঋণ মুকুবের কথা না বলে, দাদন ঋণ মুকুবের কথা না বলে তাদের বলা দরকার—মহাজনের কাছে তোমরা যেও না। মহাজনের কাছে না যেয়ে, সরকারের কাছ থেকে তোমরা নেও; প্রতি বছর টাকা নিতে পারে, এমন কি কোন বছর ফেল হলে, একবারের পর দ্বিতীয়বার দাদন দেওয়া হয়। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তারা ২ বার ৩ বার নিয়েও টাকা পরিশোধ করার চেষ্টা করেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য উত্থাপন করেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—There had been enough of discussion. I would request the mover of the resolution, Shri Dinesh Deb Barma, to give his final reply within 5 minutes.

Shri Dinesh Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে ruling partyর মেম্বারেরা যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তার কোন বাস্তবতা আমি খোঁজে পাচ্ছিনা। Dhabar Commission Scheduled tribes এবং Scheduled এলাকা নির্দ্ধারিত করবার যে সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার তাহা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেই প্রস্তাব রূপায়নে রাজ্য সরকারের কোন চেষ্টা আছে বলে আমি মনে করিনা। এই প্রস্তাব রূপায়নে যে কি গড়িমসি থাকতে পারে তাহা বুঝে উঠতে পারিনা, সরকার পক্ষ যে যুক্তি দেখিয়েছেন যে tribal এলাকা হইতে কাউকেও উৎখাত করা হয়নি তাহা ভিত্তিহীন, কেননা আমি জানি সরকারের কাছে এখন বহু দরখাস্ত আছে। সুতরাং সরকার পক্ষ একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে কোন প্রকারে উপজাতীয় লোককে উৎখাত করা হয়নি। আমার মূল বক্তব্য এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। যেভাবে উপজাতি ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাতে সদবুদ্ধি সম্পন্ন সকলেরই বক্তব্য থাকবে এবং থাকা উচিৎ। এই ধরণের অবিচার ও জুলুম কেউ কোনদিন সহ্য করতে পারেনা। দাদন ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আমি একথা বলিনি যে তারা কোনদিনই ঋণ পরিশোধ করবে না। আমি একথা বলেছিলাম, এখনও বলতে চাই যে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে যে কড়াকড়ি আছে, তার কিছুটা শিথিল হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্যকে তারা যেভাবে অপব্যাখ্যা করেন, তাতে কোন দিনেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সমস্যা জর্জ্জবিত মানুষের সমস্যা নিয়ে কেবল মাত্র বক্তৃতা করলে চলবেনা সমস্যার সমাধান কল্পে প্রয়োজন কল্যাণকামী প্রচেষ্টা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Discussion is closed. I shall now put the question before the House.

(The resolution was put and the voice vote was taken. The resolution was lost.)

Mr. Speaker—The House stands adjourned still 11 A. M. tomorrow.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

30th September, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 30th September, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and Nineteen Members.

Mr. Speaker : The first item in the List of Business to-day is Oath or affirmation of allegiance. Any member who has not made an oath may please do so.

There is no such member, so I pass on to the next item. The next item— Qusetion.

There is one short notice question given notice of by Shri Nripendra Chakravorty, M. L. A. But on account of his absence the question may not be called out.

Number 141 & 142 asked by Shri Atiqul Islam, M. L. A. These have been included in the list of business.

I would now call upon Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma :- Question No. 52.

Shri. S. L. Singh—Hon'ble Speaker Sir,

Question.	Answer.
1. Whether the Jotedars are allowed to get settlement of the Khas tilla adjacent to his jote land.	Yes. If the Jotedars seek such allotment and the provision of allotmonts rules permits.

2. If so, what are the principles observed in giving such settlement.	2. The principles have been indicated the Tripura Land Revenue & Land Reforms (allotment of Land) Rules, 1962.

Shri Dinesh Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে সেটা বিনা নজরে দেওয়া হবে কিনা ?

Shri S. L. Singh—আমি প্রশ্নটা বুঝি নাই।

Mr. Speaker—Please repeat the question.

Shri Dinesh Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে জমি যাদের allot করা হবে সেটা তাদের বিনা নজরে দেওয়া হবে কিনা ?

Shri S. L. Singh—It has already been mentioned that if the Jotedars seek such allotment and if the provision of allotment rules permits.

Mr. Speaker—No Supplementary ? Then the next question by Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma—Question No. 53.

Shri M. L. Bhowmik—I am authorised by the Chief Minister to answer the questions.

Question	Answer
1) Whether compensation has been paid to all persons whose lands have been acquired for construction of Ambassa-Kamalpur Road.	Out of 1346 awards payment has been made to 892 awardees.
2) If not, what are the reasons.	Payment could not be made to remaining 454. awardees due to the following reasons— (a) Five awardees were reported to be foreign National. (b) One awardee could not produce succession certificate. (c) Payment was tendered to 488 awardees who did not turn up to receive their payment in person presumably due to meagerness of the amount.

Shri Dinesh Deb Barma- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সূর্য্যমণি দেববর্মা, ধর্মসিং দেববর্মা, মনমোহন দেববর্মা তারা petition করেছিল তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik—I demand Notice.

Shri Sunil Dutta—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সামান্যতার জন্য যারা payment নিতে পারেননি তাদের নিজেদের Sub-division থেকে payment নেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik : Arrangement for payment has already been made.

Shri Dinesh Deb Barma : যাদের টাকা দেওয়া হবে তা কতদিন পরে দেওয়া হবে ?

Shri M. L. Bhowmik : টাকা যখন নিতে আসবে তখনই পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে যারা নাকি অনেক দিন পর্য্যন্ত টাকা নেয়নি এবং Revenue Deposit এ যে টাকাটা আছে সেটা পেতে কিছুদিন সময় লাগবে।

Sri Monchor Ali : মানীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যাদের জমি acquire করে নেওয়া হয়েছে অথচ যারা অনেকদিন যাবৎ টাকাটা নেয়নি তারা টাকাটা কি করে পাবে। অন্ততঃ ৮।১০ বৎসরের উপরে যারা জমি দিয়েছে তারা এখনও নোটিশ পায়নি খবরও পায়নি। জমি কিন্তু তাদের দখলেই আছে।

***Shri M. L. Bhowmik :** The question does not arise.

Mr. Speaker : Next question—Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma : Question No. 58.

Shri M. L. Bhowmik :

Question	Answer
(a) How many families of Halhali Bazar have incurred loss due to breach of Dhalai river, Kamalpur since 1962 ;	(a) 39 families.
(b) What is the total amount of loss ?	(b) Rs. 21,542/-

Shri Dinesh Deb Barma : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে ?

Shri M. L. Bhowmik : ক্ষতিগ্রস্থদের compensation দেওয়ার কোন provision আমাদের নেই।

Shri Dinesh Deb Barma : আর একটি প্রশ্ন, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি যে বাজার ক্ষতি হয়েছে এই বাজারগুলির উন্নত করার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

Shri M. L. Bhowmik : I demand notice.

Shri Sunil Dutta : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি—এই বাজারটি রক্ষার ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট থেকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা ইতিমধ্যে।

Shri M. L. Bhowmik : সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই করা হয়েছে এই বাজার রক্ষার জন্য।

Shri Aghore Deb Barma : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই বাজার extend করার জন্য কোন জমি খাস করা হবে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik: I demand Notice.

Mr. Speaker : Then I shall call on Shri Aghore Deb Barma to ask his question.

Shri Aghore Deb Barma : Question No. 42.

Mr. Speaker — Question No. 42 ? I shall 1st finish the question of the present Members. Then I will come to the questions of absent members.

Shri A. Deb Barma :— No Sir,, Question No. 64.

Shri M. L. Bhowmik :—

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that the work-charged employees (PWD) do not get any new Dearness Allowance with effect from 1st March, 1964 ? 2) It so, what are the reasons ?	(1) & (2) The order extending benefit of new Dearness Allowance to the whole time work-charged employees has been issued and action is being taken for payment towards such new D. A.
3) Whether the pay scales of the work-charged employers have been revised ?	(3) Not yet.
4) If not, what are the reasons ?	(4) The revision of scales of pay of the employees of the work-charged staff is under examination.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি, যে order issue করা হয়েছে তা কার্য্যকরী করতে কতদিন লাগবে ?

Shri M. L Bhowmik :—যতদিন প্রয়োজন লাগার দরকার ততদিন লাগবে।

Shri A. Deb Barma :— আচ্ছা এইভাবে দেরী হওয়ার অর্থ কি ?

Shri M. L. Bhowmik :—Certain formatilies are to be observed or procedure are to be followed in making payments.

Shri A. Deb Barma :—এটা কি একবছর না ৬ মাস না ৩ মাস লাগবে।

Shri M. L. Bhowmik :—এটা নির্দ্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। ৬ মাসও লাগতে পারে আবার ৩ মাসের মধ্যেও হয়ে যেতে পারে।

Shri A. Deb Barma :—এটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে defer করা হচ্ছেনা ?

Shri M. L. Bhowmik : পূর্ব্বেই বলা হয়েছে certain formalities are to be observed. সেইজন্য যতদিন সময় লাগে ততদিন দেরী হবে।

Shri A. Deb Barma :— Pay scale সব Departmentএই Revision করা হয়েছে, কিন্তু work-charged employeeদের বেলায় করা হয় নাই কেন ?

Shri M. L. Bhowmik :—পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে The revision of pay scale of the employees of the work-charged staff is under examination of the Government.

Mr. Speaker :—No further supplementary. Then I would call on Shri Aghore Deb Barma to put the question given notice of by Shri Atiqul Islam, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 42.

Shri M. L. Bhowmik :—

Question	Answer
a) What was the actual geographical area of Tripura before the present survey operation started.	a) Adopted to be 4116 Sq. miles.
b) What is the actual geographical area of Tripura after the present survey.	b) The present survey and settlement operation of Tripura have not yet been completed.
(c) Is it a fact that the survey operation conducted by the Survey & Settlement Department is defective ?	(c) No.
(d) If so, what step Govt. proposes to take.	(d) Does not arise.

Shri Aghore Deb Barma—এই Survey Complete হ'তে আর কতদিন লাগবে।

Shri M. L. Bhowmik—Survey Operationএর কাজ চলছে এবং তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Shri A. Deb Barma—কত বছর লাগবে না কত মাস লাগবে এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় পরিস্কার করে বললে ভাল হয়।

Shri M. L. Bhowmik—এটা defenitely বলা সম্ভব নয়।

Shri Dinesh Deb Barma—যেটুকু Survey হয়েছে এটা পূর্ব্বের মত অবস্থায় আছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik—এখনও এটা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

Shri Sunil Dutta—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে admitted area যে ৪১১৬ বঃ মাঃ আছে বর্ত্তমানে তার চেয়ে কম হওয়ারএকটা আশংকা আছে। কারণ আমাদের ত্রিপুরার একটা অংশ আসামের দখলে আছে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এটা জানেন কি ?

Shri S. L. Singh—মাননীয় সদস্য মহোদয় যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেটা আমাদের এখনো জানা নেই। কারণ আমাদের Survey হচ্ছে। তারপর কিস্তোয়ার হবে তারপর আমরা বলতে পারব। India Govt. এর Survey অনুসারে ত্রিপুরার আয়তন ৪১১৬ বঃ মাঃ।

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি ত্রিপুরার কোন্ কোন্ অংশ পাকিস্তানের দখলে আছে ?

Shri S. L. Singh—I want Notice.

Shri Karunamoy Nath Choudhury—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত অঞ্চল ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে গঠিত আছে তা আমাদের ঘোষিত যে বর্গমাইল আছে তার অন্তর্ভুক্ত না তার বহির্ভূত ?

Shri S. L. Singh—আগেই বলা হয়েছে India Govt. এর যে Survey সেই অনুসারে ঘোষণা করা হয়েছে যে আমাদের এলাকা কত এবং তারপরে এসম্বন্ধে কোন আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।

Shri Hlura Aung Mag—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি জলেফায় জরীপের কাজ চলবে কিনা ?

Shri S. L. Singh—আমি আগেই বলেছি ৪,১১৬ বঃমাঃ যা ত্রিপুরার আয়তন তা ভারত সরকারের Survey অনুসারে বলা হয়। আমাদের Traverse Survey স্বরু হয়েছে। অতএব Traverseএর পরে কিস্তোয়ার্ আসবে। কিস্তোয়ার হলে পরে বলতে পারব। তার আগে এটা বলা সম্ভব নয়।

Mr. Speaker I would call on Shri Aghore Deb Barma to put the next question of Shri Atiqul Islam.

Shri Aghore Deb Barma Question No. 141.

Shri S. L. Singh

Question	Answer
1. Whether a public meeting was held on the Mantribari Road, Agartala on 4.9.64 in connection with the opening ceremoney of the Agartala Office of Jugantar-Amrita Bazar Patrika ;	Yes.
2. Whether as a result of the said meeting the Mantribari Road remained closed for several hours for all transport without any previous annoucement ,	The Patrika Office is accommodated in a house situated to the west of Mantribari Road. It was opened on 4.9.64 & some Journalists from Calcutta attended the function. There was a public gathering on the occasion. Vehicular Traffic was diverted for a short time without causing any in convenience,
3. Whether microphone set of the Publicity Department, Govt. of Tripura was used at the said meeting,	Yes.

Mr. Speaker :—No Supplementary ?
Sri Aghore Deb Barma :— No.
Mr. Speaker :—Then next question.
Sri Aghore Deb Barma :—Question No. 142.

Sri S. L. Singh :—

Question	Answer
1. Whether a Publio meeting was held having its stage at the premises of the Congress Bhaban at Post Office Chowmohini, Agartala on 22. 9. 64	Yes.
2. If so, whether as a result of the said meeting a part of the Post Office Chowmohani Agartala which is a publio thorough fare remained closed for several hours for all kinds of transport without any previous announcement ?	The Congress Bhavan is situated on the Southern side of Hariganga Basak Road opposite to the Agartala Post Office. It was opened on 22. 9. 64. For a short while members of the public gathered in portion of the road in front of the Congress Bhaban to see its opening for which trafic was temporarily diverted with prior intimation and without causing any inconvenience to the people or public.

Unstarred Question No. 6 By Shri Sunil Kumar Choudhury

Question	Answer
1. Total number of share-croppers (Bargadars) who recorded their rights as under ryots during the survey and setlement operations in the sub-divisions of Sonamura, Sadar, Khowai, Kamalpur and Dharmanagar (Divisionwise break up)	(1) (a) Sonamura —74 (b) Sadar —537 (c) Khowai —477 (d) Kamalpur — nil (e) Dharmanagar —329
(2) Whether the number is satisfactory.	(2) No.
(3) If not, what are the reasons for not recording their rights as under ryots.	(3) (i) Mutual understanding between the bargadars and the jotedars. (ii) Share croppers generally do not want to come into conflict with their jotedars. (iii) They do not appear with their records and evidence for getting their names recorded.

UNSTARRED QUESTION NO. 16—by Shri Sunil Kumar Choudhury

Question

(a) Total number of under-raiyats evicted during last 5 years i. e. upto December 1963.

(b) Sub-division-wise break-up of that number.

(c) Whether any legal protection was given to them against illegal eviction.

(d) If so, what is the nature of that legal protection.

Reply

(a) No case has been reported.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

UNSTARRED QUESTION No. 17—by Shri Dinesh Deb Barma

Question

(a) What is the total area of cultivable land that has been found to be khas after survey and settlement operation in the sub-divisions of Kamalpur, Dharmanagar, Sadar, Sonamura and Khowai (Sub-division-wise).

(b) Whether the Government proposes to settle that land immediately.

(c) If so, whether co-operation of the Gram Panchayat would be sought in alloting these khas lands where such Gram Panchayats exist.

Answer

(a)

Kamalpur...	11,349·86	acres
Dharmanagar	9,587·39	,,
Sadar ...	81,092·33	,,
Sonamura ...	2.01?·23	,,
Khowai ...	30,334·97	,,

(b) Yes.

(c) No.

Unstarred Question No. 18. by Shri Dinesh Deb-Barma.

Question.

(a) The total number of petitions received by the Government against enhancement of land revenue in different Divisions of Tripura.

Answer.

(a) The intention of the question appears to be the total number of objections received against the determination of revenue rates to different areas. If it is so, 2460 objections were received.

Question

(b). Steps taken in the matter.

Answer

(b) The objections were properly considered and disposed of as per provision of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

Question

(c) How does the Government calculate profits of Agriculture in fixing up land revenue of a plot of land.

Answer

(c) In determining the profits of agriculture, the cost of cultivation is estimated first. In estimating the cost of cultivation the following matters are taken into account.

(a) the depreciation of stock and buildings.

(b) the money equivalent of the labour and supervision by the cultivator and his family.

(c) all other expenses usually incurred in the cultivation of the land which is under inquiry;

(d) interest on the cost of buildings and stock. on all expenditure for seed and manure and on the cost of agriculture operations paid for in cash.

The profits of agriculture are computed after deducting the cost of cultivation from the market value. The market value is calculated on the average of sale price prevailing in the present market in neighbourhood during the preceding 3 years or during any shorter period for which information can be available.

Question

(d) Whether public co-operation has been sought in calculating etc.

Answer

(d) Yes.

Question	Answer
(e) If so, what was the nature of of that public co-operation.	(e) Public meetings were held to discuss the rates proposed to be fixed and to obtain views so as to arrive at a fair and equitable rate

Unstarred question No. 19 by Shri Dinesh Deb-Barma

Qesution	Answer
(1) Whether the new tables of revenue rates declared in the Sub-divisions of Khowai, Kamalpur, Dharmanagar, Sonamura and Sadar are higher compared with the previously existing rates.	There were no tables of revenue rates in any Sub-division. This is for the first time that revenne rates are being determined rationally.
(2) If so, what are the justification for such enhancement.	

Unstarred question No. 22 by Shri Sunil Kumar Chowdhury

Question.	Reply.
(a) In assigning work whether the P. W.D. takes in to account the financial stability and integrity of the contractors.	Yes.
(b) If so, what is the method adopted in ascertaining such stability and integrity.	In consideration of the past performances of the contractors.

Unstarred Question No 23--by Sri Sunil Kumar Chowdhury

Question	Reply
a) Whether it is a fact that the P. W. D. Schedule in matter of fixation of various rates has become out-moded due to steep rise in the prices of all commodities etc.	Yes.
b) If so, whether the Govt. contemplates any early revision of those rates.	Yes. Revision is already in the process.

Unstarred question No. 26 By Shri Sunil Kumar Chowdhury

Question	Answer
(1) Whether the land in possession of the D. Ps. in the Government Rehabilitation colonies have all been duly surveyed and settled with them without charging premium during the survey & Settlement operation in the sub-divisions of Sonamura, Sadar, Khowai, Kamalpur and Dharmanagar.	(1) The land in possession of displaced persons in the Government Rehabilitation Centres have all been duly surveyed in course of survey and settlement operation in Tripura as per physical possession of the displaced persons given by the Rehabilitation Department in the centres but not yet finally settled with them by way of allotment under the provisions of the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Allotment of Land) Rules, 1962. According to the provisions of the said Rules the refugees are not exempted from payment of premium. In cases where the refugees who have not sufficient means to make payment of premium or any part thereof then the Collector may by order in writing suspend or remit payment of any premium or any part thereof under rule 16 of the Rules. The question of realisation or remission of premium as the case may be, will be decided by the Collector under the said Rules at the time of finalisation of the allotment of the land in the possession of the displaced persons.
2) If not, number of cases in which such settlement has been held up.	2) No case of allotment is held up. All cases are under process of being finalised by sanction of allotment by the Collector under the provisions of the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Allotment of Land) Rules, 1962.

Question	Answer
3) the reasons for these being held up	3) Does not arise.

Unstarred Question No. 29 by Sunil Kumar Chowdhury

Question	Reply
a) What is the per captia road mileage in Tripura ?	In Tripura there are 65 miles of roads per every Lac of population.
b) Whether it is lowest compared with the all other states and Territories ?	Per capita road mileage in Tripura is not lowest compared with road mileage of all other states & Territories.
c) If so, steps taken to improve per capita road mileage.	Steps are however being taken to improve per capita road mileage to the maximum extent possible in the interest of proper overall development of Tripura.

Unstarred Question No. 34 by Shri Bulu Kuki

Question	Answer
1) Total number of court cases instituted against the money-lenders in Tripura under Bombay Money Lending Act as adopted in Tripura.	(1) Nil.
2) Whether the number of such cases is very small.	(2) Vide answer to item 1 of this question.
3) If so, the reasons thereof.	(3) If and when Money Lenders advance loans at usurious rates of interest, people do not come forward to complain against them mainly because they do not want to create any ill-will between themselves and their Mahajans.
4) The no. of Money-Lenders registered under the Act.	(4) 144 in 1963-64.
5) Whether the number is small	(5) Yes, in the opinion of the Government.

Question	Answer
6) If so, the reasons thereof.	(6)(i) The Money Lenders in Tripura are all petty and are not interested in investing money on the rate of interest fixed under the Act (i. e. 9% for secured loan 12% for unsesured loan) (ii) Money Lenders in Tripura prefer to invest money against gold. With the enforcement of the Gold Control order, such business of the money lenders has declined.

Unstarred Question No. 65 by Shri Dinesh Deb Barma

Question	Answer		
(1) Total number of ryots who have land above the ceiling limit divisionwise where the survey operations under the present survey and settlement Department have been completed.	(1)	Sadar	15
		Kamalpur	15
		Khowai	50
		Sonamura	1
		Udaipur	39
		Belonia	33
		Kailashahar	16
		Dharmanagar	45
		Total	214
(2) Total number of ryots divisionwise who have land above family holding but below ceiling limit.	(2)	Sadar	2,420
		Kamalpur	519
		Khowai	1,535
		Sonamura	8,056
		Udaipur	1,007
		Belonia	552
		Kailashahar	1,121
		Dharmanagar	1,673
		Total	16,883
(3) Total number of ryots divisionwise who have land above basic holding but below family holding.	(3)	Sadar	13,154
		Kamalpur	3,971
		Khowai	5,692
		Sonamura	10,015
		Udaipur	3,886
		Belonia	4,656
		Kailashahar	4,285
		Dharmanagar	5,114
		Total	50,773

Question	Answer	
(4) Total number of ryots division-wise who have land less than basic holding.	(4) Sadar	75,731
	Kamalpur	4,252
	Khowai	14,405
	Sonamura	9 193
	Udaipur	16 052
	Belonia	19,220
	Kailashahar	11,813
	Dharmanagar	14,525
	Total	1,65,281
(5) Steps taken to allot lands to the ryots who have land less than basic holding.	(5) In allotting excess land due consideration is given to landless persons, tribal Jhumias and raiyats having land less than the basic holding.	

Mr. Speaker :— I would request the member to lay the unstarred questions on the table.

(The replies to the unstarred questions were laid on the Table.)

Shri Birchandra Deb Barma : — There are some questions of Shri Bulu Kuki.

Mr. Speaker :— He has not authorised any of the member.

Shri Birchandra Deb Barma :— Persons who are interested, if speaker allows, may ask the question.

Mr. Speaker :— I would have perhaps allowed, had it been intimated in time. It requires consent of the speaker. As regard authorisation I have not been given notice. As I have called out the next item of business. I can not go back.

If any Hon'ble member felt interested in the question given notice of by Shri Bulu Kuki, he should have let me know so that I might call out him as I have called out Shri Aghore Deb Barma.

We pass on to the next item. Intimation regarding President's assent to the bill. Appropriation Bill 1964 (Bill No. 3 of 1964) received assent of the President on the 4th May, 1964. This is for information of all the members.

There was one notice given by Shri Nripendra Chakraborty for short discussion on the matter ; but as he has not taken oath the item is dropped.

I pass to the next item—Govt. Business—Legislation.

Introduction of the contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of amount, Bill 1964 (Bill No. 4 of 1964). To day the contingency

Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964) is to be introduced in the House.

I shall now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for leave to introduce the bill.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble speaker, Shir, I beg leave to introduce the contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of amount) Bill 1964 to determine the amount of the Contingency Fund of the Union Territory of Tripura.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Tripura in the 15th years of the Republic of India as follows : —

Short Title : - This Act may be called the Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of amount) Act, 1964.

Determination of amount :— There shall be a Contingency Fund of the Union Territory of Tripura into which shall be paid a sum of Rs 10 (ten) lacks from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Tripura.

আমি বাংলায় বলতে পারি। এই বিল আনার উদ্দেশ্য হল আমাদের কতগুলি unforseen expenditure meet করতে হয় ; এবং সেই টাকার প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই বিলকে আনা হয়েছে।

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিলটি এখানে place করা হয়েছে সেটার পূর্ণ discussion এর সুযোগ দেওয়া দরকার। অতএব আমি অনুরোধ করব এই বিলটা প্রথমে Public Accounts Committee তে refer করে দেওয়া হোক এবং তারপর হাউসে discussion এর জন্য সুযোগ দেওয়া হোক।

Mr. Speaker :—No. There is no necessity. First of all it cannot be referred to the Public Accounts Committee. To the Public Accounts Committee will be referred those accounts which have been already incurred by the Govt. These are to have a fund to meet contingent expenditure which every Govt. requires. It is something like imprest money or permanent advance something like that. So there is no scope. If the Hon'ble member wishes to suppose this motion he may do it.

Shri Aghore Deb Barma : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটা এখানে উপস্থিত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তৃতা রাখলেন তা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না এবং এই বিলের purposeটা যে কি তাঁর এ বক্তৃতা থেকে এটাও ভাল বুঝা যায়নি। এই বিলটির কি উদ্দেশ্য, এই হাউসে পাস হয়ে যাওয়ার আগে সেটা বুঝতে হবে। এটা কি Central Govt. এর কাছে চাওয়া হচ্ছে নাকি আমরা টাকাটা already খরচ করে ফেলেছি এটা সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

Mr. Speaker :—It is for the creation of a fund.

Shri S. L. Singh :—প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টেরই unforseen কতগুলি ব্যাপার হয় যেমন flood famine, fire ইত্যাদি, তখন সে সমস্ত ঘটনার মোকাবিলা করতে গেলে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের একটা Contingency fund থাকে এবং সেই অনুসারে এই fund create করা হয়েছে এবং এই বিলকে এখানে introduce করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজকে সুচারুরূপে করার জন্য আমাদের এই ফাণ্ডের আবশ্যক। কারণ তা না হলে সব সময় আমাদের India Govt.কে লিখতে হয় এবং তারপর sanction আসলে পরে তখন আমাদের খরচ করতে হয়; অতএব এই দিকে লক্ষ্য করে যদি এই বিলটা House অনুমোদন করে তাহলে ঐ সমস্ত unforeseen expenditure meet করতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

Shri Aghore Dev Barma : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন জিনিষটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু তাহলেও এই বিলটির সব ধারাগুলি Houseএ discussion হওয়া দরকার। এমনও হতে পারে যে আমরা এখানে যে amount চেয়েছি তার চাইতে অতিরিক্ত proposal রাখতে পারি। অতএব এটার একটা discussionএর সুযোগ দেওয়া দরকার। বিরোধিতার প্রশ্ন নয় জিনিষটা আরও ভাল করে বুঝার জন্য এটা discussionএ দিলে ভাল হয় এবং বিলটা অন্ততঃ আমাদের প্রত্যেক memberকে যদি previously দেওয়া সম্ভব হ'ত তাহলে আমাদের প্রত্যেক memberএর পক্ষ থেকে suggestion দেওয়ার সুবিধা হত। এখন বিলটা আমাদের কাছে নেই। এই বিলটির কপি পেলে আমাদের সুবিধা হত।

Mr. Speaker :—I will tell the Hon'ble member that I could allow discussion if the motion has been opposed by him. Otherwise I want to know categorically from him whether he opposes the motion. In that case I may allow discussion. If he only wants classification of the thing I may again request the Hon'ble Chief Minister or the Development Minister to make it more clear. I may allow discussion if this motion is opposed.

Shri Birchandra Deb Barma :—Mr. Speaker Sir, previous circulation of the intended Bill which is moved is necessary for proper appreciation of the bill and also for the purpose whether it will be opposed or not. The bill has not been circulated to us. We are not in a position to understand what does the bill contains.

Mr. Speaker : It will be circulated when the House grants leave to the Minister. Then it shall be introduced. Before that it is secret.

Now I have heard explanative from the Hon. Finance Minister. I have heard some observation from the Hon. members of the opposition too. Now I am to put the leave motion to vote.

Now the question before the House that the motion moved by Hon. Finance Minister for leave to introduce the Contingency Fund of the Union Territory

of Tripura (Determination of amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964). The motion was passed.

Mr. Speaker :— The leave to introduce the Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964) is granted.

Mr. Speaker :— The members will have the scope of discussion when the Bill will come for consideration in the House. Now the motion which the Hon'ble Finance Minister will move is to introduce the Bill. Now it will be introduced. I shall call the Hon'ble Finance Minister to move his motion to introduce the Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964).

Hon'ble S. L. Singh :— With the permission of the Chair, I beg to introduce the contingency fund of the Union Territory of Tripura (Deteiminatoin of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1961).

আমি পূর্বেও এ সম্বন্ধে, এই বিল introduce করার সাথে সাথে কত টাকা Contingency Fund রাখা হয়েছে এবং কোন ধারা অনুসারে রাখা হয়েছে সেটা এখানে বলেছি। আমি একথাও বলেছি যে যদি এইরূপ কোন provision না থাকে, তবে কোন Govt. এর পক্ষে unforeseen expenditure meet করা সম্ভব হয়না এবং সম্ভব হলেও তা বিলম্বিত হয়। আমরাও সেই অনুসারে এই বিলকে এখানে উত্থাপন করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হল cyclone, flood প্রভৃতি কতকগুলি unforeseen অবস্থার সম্মুখীন হওয়া ; এবং ঐ সমস্ত কাজের সম্মুখীন হতে হলে আমাদের এই contingency fund এর প্রয়োজন হবে।

Mr. Speaker :— I would now put the question to vote.

The question is that the Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964) is introduced.

The motion is passed.

Mr. Speaker :— The Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964) is introduced.

(Now distribute the copies.)

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Mr. Speaker :— The next item in the list of business to-day is the Resolution given Notice of by Shri Atiqul Islam, M. L. A. but as Shri Atiqul Islam is absent to-day, I call on Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. who has been authorised by him to move the Resolution.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে Atiqul Islam এর একটা প্রস্তাব আমাকে authorise করা হয়। আমি এই প্রস্তাবটি হাউসের সামনে পড়ে দিচ্ছি।

"This Assembly is of opinion that in view of the soaring prices of the essential commodities the Govt. should fix up the prices of the essential commodities and should take the responsibility of distribution."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজ দিনের পর দিন নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তা দেশের গরীব এবং মধ্যবিত্ত জনসাধারণের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কাজেই আজকে সমস্ত দিক দিয়ে যদি আমরা দেখি তা'হলে সারা ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরায় একই অবস্থা এবং ত্রিপুরাতে অবস্থা আরও জটিল। এর কারণ হল ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থা। এখানে রেলগাড়ী না থাকার দরুণ সমস্ত জিনিষপত্র এরোপ্লেনে আনা হয় এবং এই কারণেও এখানকার অবস্থা আরও অস্বাভাবিকরূপে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে আজকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব গ্রামবাসীর অবস্থা বা সহরে যারা মধ্যবিত্ত ও গরীব জনসাধারণ তাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ অর্থাৎ ডাল তেল, লবণ বা যে সমস্ত জিনিষ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য্য তাদের পক্ষে এই সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করা প্রায় একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে মানুষের জীবনের অবস্থা। কাজেই এই অবস্থা আজকে কোন একটা অস্বাভাবিক কারণে ঘটেছে তাও না বা বর্ত্তমানে সাময়িক ভাবে ঘটেছে এ কথাও ঠিক নয়: কিছু দিনের মধ্যে এর একটা প্রতিকার হবে বা দাম পূর্বে যা ছিল সে পর্য্যায়ে নেমে যাবে তারও কোন সম্ভবনা বা কোন লক্ষণ নেই। দিনের পর দিন মাত্রাহীন ভাবে এটা বেড়ে চলছে। আমি শুধু সাধারণ ভাবে কয়েকটা জিনিষের দাম উল্লেখ করার চেষ্টা করব যেমন মুগ ডাইল সাধারণতঃ রেট থাকে ১.২৮ নঃ পঃ কিন্তু বাজারে কিনতে গেলে ১.৫০ নঃ পয়সার নীচে কোথাও পাওয়া যায় না, আর মুসুরী যেখানে ১.২০ নঃ পঃ সাধারণ রেট সেখানে ১·৫০ নঃ পঃ দাম দিয়ে কিনিতে হয়। এই হচ্ছে অবস্থা। তেলের অবস্থা ঐ একইরূপ। বর্ত্তমানে আগরতলা বাজারে কোন কোন জায়গায় তেল ৫৲ টাকা করে সের প্রতি বিক্রী হচ্ছে। আর মফস্বলের কথা তো বলে কোন লাভই নেই। মফস্বলের কোন কোন ক্ষেত্রে দাম দিয়েও জিনিষ পাওয়া যায় না। ৫/৬ টাকা সের অহরহ চলেছে পূর্বে সরিষার তৈলের দাম ছিল ২৲ টাকা ১৷৷০ টাকা সের বড় জোর ২৷৷০। আর এর মধ্যে তার দাম সের প্রতি ৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এইভাবে মরিচ ময়দা, আটা প্রত্যেকটি দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত মানুষের ব্যবহার্য্য জিনিষ এইগুলি দিনের পর দিন বেড়ে চলছে এই হল ঘটনা। আরেকটা জিনিষ হল, ভৌগলিক বৈশিষ্টের কারণেই হোক বা যে কারণেই হোক ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ যারা পূর্বে ছিল, তারা সিধল শুটকী খেয়ে অভ্যস্ত। এই যে সিধল সেটা ৪ আনা ৩ আনা ১০ পয়সা দরে ১২।১৪ বৎসর পূর্বে বিক্রী হত—সেটা আজকে ৫ টাকা এবং আইর শুটকী ৮ টাকার কমে তো পাওয়াই যায় না। অর্থাৎ এই শুকনা মাছের দামও মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অপর দিকে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব মানুষের দৈনন্দিন আয়ও ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ মানুষের হাতে পয়সা আসার যে রাস্তা সেই রাস্তাও ক্রমশই কমে যাচ্ছে। তার ফলে মানুষের জীবনে বা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়েছে। কাজেই এই অবস্থার সবদিক বিবেচনা করে আজকে আমি এই প্রস্তাব রাখছি। আটা ময়দার আগরতলায় কোন Stock ই নেই। কিছুদিন পরে এমন একটা ঘটনা হবে অর্থাৎ পয়সা দিলেও জিনিষ কিনতে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু এই সমস্ত জিনিষ যেগুলি আমরা বাইরে থেকে আনি, তা আমাদের দেশের মধ্যেও Production করা সম্ভব। ডালের কথাই হক বা বিভিন্ন তরিতরকারী থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য জিনিষের কথা হক, যেগুলি আমাদের দেশে Production হয় তার দামও দিনের পর দিন বেড়ে

চলেছে। মানুষের ব্যবহারের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে ঘটনা। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আজ আরেকটি কথা হল, আমরা সাধারণতঃ আগরতলার মানুষ বা ত্রিপুরার মানুষ—কয়লার সঙ্গে খুব অভ্যস্ত নই। আমরা কাঠ ব্যবহার করি জ্বালানী হিসাবে। কিন্তু এই যে কাঠ ত্রিপুরাতে এত সস্তা ছিল আজকে এর দামও অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে, যে কাঠের দাম আগে মণ প্রতি ছিল ১৷৹ এখন তা হয়েছে ৬৲। এই ভাবে একটার পর একটা জিনিষ যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, তা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে; আজ যদি মানুষ কাঠ কিনতে না পারে তা হলে তার ভাত সিদ্ধ করার কোন উপায় নেই, কাপড় চোপড় থাক বা না থাক মানুষকে লাকড়ী যোগাড় করতেই হবে। আর ডাল না হলে আমাদের চলে না, লবণ না হলে চলেনা, তেল না হলে চলেনা, মাছ না হয় একদিন দুদিন না খেলাম কিন্তু ডাল, তেল, লবণ ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের দাম যে ভাবে দিনের পর দিন বেড়ে চলছে তা জনসাধারণের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে, জিনিষের দাম কমবার কোন লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। কাজেই আজকে জিনিষের দাম যে ভাবে বাড়ছে তার তুলনায় যদি আজকে মানুষের আয় উন্নতি বাড়ত তা হলে দামের উর্দ্ধগতির সাথে Compete করে বেঁচে থাকার একটা ক্ষমতা মানুষের থাকত কিন্তু মানুষের আয়ের দিকে কোন উন্নতি হয়নি। কাজেই মানুষ আজকে অত্যন্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও অবস্থার চাপে নিত্যব্যবহার্য জিনিষ চাহিদা কমিয়ে দিচ্ছে, যে ডাল রোজ না হলে চলে না এখন সপ্তাহে ২ দিন বা একদিন সে ডাল ব্যবহার করছে। কারণ তাকে কোন রকমে বাঁচতে হচ্ছে। আর সিদল শুটকির বিশেষ করে পাহাড়ি সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু আজকে তারাও আস্তে আস্তে অবস্থার চাপে সেই সিদল শুটকির কথা ভুলেছে, কারণ শুটকির যে দাম তা দিয়ে কিনে ইচ্ছামত খাওয়া সম্ভব হয়ে উঠছেনা। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ১৭ বৎসর চলছে, এই ১৬।১৭ বছরের মধ্যে যদি আমরা পিছনে যে দিন গুলি ফেলে এসেছি তার সঙ্গেও যদি তুলনা করি আজকে খাদ্যের দিক দিয়ে বা নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের দিক দিয়ে অভাব অনটন ও দারিদ্র্যের দিক দিয়ে তাহলে আমরা দেখতে পাব, দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষের দাম কিভাবে বেড়েছে। স্বাধীনতার মূল অর্থটা কি? যেটা আমাদের না হলে চলেনা তা যদি আমরা না পাই, খাদ্য ক্রয় করবার ক্ষমতা আমাদের যদি না থাকে, তা হলে এই স্বাধীনতার অর্থ কি? আজকে যে ডাল না হলে আমার স্বাধীন ভারতেও চলে না সেই ডাল আমি খেতে পাই না; মাছও এটা দুষ্প্রাপ্য বস্তু। এই হল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা। কাজেই এইভাবে আজকে স্বাধীনতার পাওয়ার ১৬।১৭ বছর পর আমরা দেশের সাধারণ মানুষ, যারা মধ্যবিত্ত যারা গরীব, তাদের জীবন একেবারে দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আমাদের Communist Partyর পক্ষ থেকে, এই সম্পর্কে Constructive wayতে, যাতে মানুষকে এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে কিছুটা মুক্ত করা যায়, তার জন্য প্রস্তাব বরাবর রেখে আসছি এবং এখানেও আমি এটা প্রস্তাব রাখার চেষ্টা করেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান হলেও যে একটা অভিশাপ তারা আমাদের দেশের মধ্যে রেখে গেছে সেটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। আমরা নিজেরাও দেখছি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। গত মহাযুদ্ধের সময় যারা কোনদিন গাড়ী দৌড়ানো, দালানের উপর থাকা চিন্তা করে নি এরা হঠাৎ রাতারাতি ধনী হয়ে গেছে। কি কারণে হয়েছে জানিনা; এইভাবে যুদ্ধের শেষ দিকে আমাদের দেশের মধ্যে যে দুর্ণিতি, চোরা কারবারীর প্রকোপ দেখা গেছে ভারত

স্বাধীন হওয়ার পরও তার অবসান হয় নি। এটা হল বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনের অভিশাপ। এই অভিশাপ আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও কম হক বেশী হক মানুষের সমাজের মধ্যে বেশ ঢুকে পড়েছে। এই অবস্থা ইচ্ছা করলেও যে একদিনে উল্টে দিতে পারব বা ঠিক করতে পারব, রাতারাতি, এটা আমি মনে করি না, তবে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার রাস্তা আমাদের খোঁজ করা দরকার। অতএব আমরা Communist Party অত্যন্ত Constructive way তে প্রস্তাব রাখি। আজকে যদি আমরা বলি যে State Trading কর, State Trading এর মারফতে সমস্ত জিনিষগুলি সমানভাবে দেশের মানুষের কাছে দেওয়ার প্রয়োজন ; তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা Constructive suggestion এরজন্য আমরা অনুরোধ রেখেছি, তারজন্য আমরা আন্দোলনই করেছি শান্তিপূর্ণভাবে; সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আন্দোলনও হচ্ছে এবং এইখানেও সেই দাবী ছিল। কিন্তু আমাদের সরকার, যারা from the very begining সমাজতন্ত্রের কথা আওড়ান, সমাজতন্ত্রের কথা যেখানে সেখানে বলেন তারা একেবারে নীরব। তাই আমার জিজ্ঞাসা কি নিয়ে সমাজতন্ত্র হবে, সমাজতন্ত্রের অর্থ কি এই যে সমাজের একটা অংশের মানুষ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, খুব আরামে থাকবে আরেকটা অংশ দুঃখ কষ্টে দুর্বিসহ জীবন নিয়ে অভাব অনটন, ও ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে থাকবে ? তারা কি শুধু অভাব, শুধু দারিদ্র, শুধু কষ্টই জীবনে বরণ করে যাবে, এটাই কি সমাজতন্ত্রের নমুনা ? যদি সমাজতন্ত্রই করতে হয় যদি আমাদের Ruling Partyর এই আদর্শ, এই নীতি ঠিক থাকে তবে সেই সমাজতন্ত্র হঠাৎ আকাশ থেকে পড়বেনা; constructive wayতে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের সমাজের মধ্যেই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তাই আমরা state Trading কথা বলি। কিন্তু state Trading যে করব আমরা এত টাকা কোথায় পাব। সরকারের এই অজুহাত State Trading করতে গেলে অনেক টাকার দরকার। একথা ঠিক যে এব্যাপারে অনেক টাকার দরকার। আমরা এক্ষেত্রে বলেছি Bank গুলিকে জাতীয়করণ করা হক্। যেখানে Bank individualy সুদ খাটিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা মুনাফা লুট হচ্ছে সেখানে যদি জাতীয়করণ করি তাহলে যে টাকাগুলি জাতীয় তহবিলের মধ্যে আসবে এবং তৈলশিল্প এবং অন্যান্য যে সব শিল্প বৃটিশের মালিকানায় আছে সেই শিল্পগুলিকে যদি আমরা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করি তাহলে জাতীয় তহবিলে যে টাকা আসবে সেই টাকা আমরা বহিবানিজ্যে নিয়োগ করতে পারব যেমন করেছে সিংহল সরকার ও বার্মা সরকার। কিন্তু আজকে সমাজতন্ত্র যদি আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে সমাজতন্ত্রই যদি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে আজকে এই প্রাথমিক stepগুলি apply করতে সরকারের কি আপত্তি থাকতে পারে ? কিন্তু অমাদের সরকার মুখে বলেন এক কাজে করেন আর এক। যারা Ruling Party, আমাদের যাঁরা সরকার চালান তাঁরা সবসময় সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা করেন, সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান সমাজতন্ত্রই তাঁদের লক্ষ্য এইকথা তাঁরা সব জায়গায় বলে বেড়ান কিন্তু আমরা যদি কার্য্যে রূপায়নের জন্য কোন প্রস্তাব রাখি তখন তারা তার উল্টোটাই করেন এবং বলেন। আমরা যে হরতাল ডেকেছিলাম তা কিসের জন্য। যারা দেশের মধ্যে চোরাকারবারী, দেশের মধ্যে দুর্নিতিপরায়ণ যারা সমস্ত জিনিষ কিনে এখানে মজুত করে জিনিষের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে সঙ্কট সৃষ্টি করছে এবং জিনিষের দাম বাড়িয়ে বেশী লাভবান হচ্ছে তাদের গতি প্রতিরোধ করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তাদের চেক দেওয়ার জন্য আমাদের State Trading করার দরকার এবং তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার। আজকে আমরা যদি দোকান খুলি সমস্ত জিনিষের যদি

আমরা রেট করে দেই তোমাদের এই জিনিষ এই দামে বিক্রি করতে হবে কিন্তু আমরা যদি কিনতে চাই তারা সাফ বলে দিবে আমার কাছেত এটা নাই এটা শেষ হয়ে গেছে। আবার চালান আসলে আপনি পাবেন—সোজা কথা। যদি অন্য মানুষ পেছনের দরজা দিয়ে যায় তাহলে তারা বলবে এত টাকা দিবেন এবং তাহলে আপনাকে দিতে পারি। এই হাল সর্বত্র চলছে। Ruling Partyর যারা যারা নেতা এবং Ruling Partyর মন্ত্রীরা একথা জানেন না তা নয়। হরতাল ভারতে Call করা হল-তাদের শায়েস্তা কর, দুর্নীতি দমন কর, কিন্তু সরকার সেখানে তাদের রক্ষা করার জন্য কাদের arrest করল? যারা এই দুর্নীতি দমন করতে চায়, যারা চোরা কারবারী বন্ধ করতে চায়, দেশের এই সঙ্কট যারা সৃষ্টি করল তাদের যারা শায়েস্তা করতে চায় তাদের এমন নয় যে হরতাল পালন করে তাদের মাথা ভেঙ্গে দেওয়া হবে বা দোকান পাট লুট করা হবে। তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। এমন কোথাও কোন ঘটনা নাই। By the by আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আজকে যাদের ধরা হল তারা কি করেছিল? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা কি হাতে লাঠি নিয়ে জোর করে দোকান বন্ধ করতে চেয়েছিল না তারা হাত জোড় করে জানিয়েছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে?

A voice—everything is irrelevant.

হরতাল পালনের পিছনে আমাদের যুক্তি ছিল Govt. কে জানিয়ে দেওয়া State Trading এর সময় এসেছে এবং State Trading মারফৎ কেনা বেচা আরম্ভ হলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি বাধা পাবে।

আমাদের Ruling Party যদি সত্য সত্যই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার আগ্রহী হন তবে কেন তারা এই শান্তিপূর্ণ হরতালকে বানচাল করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন? কেন State Trading এর নামে ভয় পান? কিসের ভয়ে তারা গ্রেপ্তার করলেন কতিপয় নিরীহ সত্যাগ্রহীকে যারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করে সরকারের খাদ্যনীতির প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল? এই সমস্ত আটক ব্যক্তিদিগের মধ্যে আছেন আমাদের তিন জন সদস্য। এই যদি সরকারের নীতি হয় এইভাবে সদস্যগণকে আটক করে যদি তাদের কণ্ঠরুদ্ধ করা হয় যদি প্রতিবাদ ও সমালোচনা করবার কোন অধিকার না থাকে তবে কি করে বিশ্বাস করবো বর্তমান কংগ্রেসী সরকার সমাজতন্ত্র ধাঁচে সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী? কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সরকার আজ নীরব তাই আজ এই আন্দোলনের প্রয়োজন। যদি আশ্বাস পেতাম State Trading সরকার করবেন, বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন সরকারের আয়ত্বাধীনে আসবে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সরকার করবেন, তাহলে প্রয়োজনই ছিল না এই হরতালের বা আন্দোলনের। কিন্তু আজ জিনিষ পত্রের মূল্য যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে উহা ক্রমে ক্রমে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে তাই মানুষের মুখে মুখে আজ হাহাকার, মানুষের মনে আজ অসন্তোষ। মানুষ যদি দু'বেলা পেট ভরে খেতে না পায়, মানুষের যদি বাঁচবার কোন অধিকার না থাকে, তবে সরকার পুলিশি শক্তির দ্বারা কত দিন আটকাবেন এই আন্দোলন। ভারতবর্ষের সংবিধান মানুষকে অধিকার দিয়েছে সবাইকে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচবার। কিন্তু কংগ্রেসী সরকার মানুষের মধ্যে যে ভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন তাতে কোথায় থাকছে তাদের সংবিধানের বিধান? কাজেই আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে আর অধিক কিছুই বলতে চাই না এই পর্য্যন্ত বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Manoranjan Nath.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাব এখনও সমর্থিত হয় নি। তাই আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে চাই।

Mr. Speaker :—All right.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটি এখানে রাখা হয়েছে এই প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন। কাজেই এর সমর্থনে আমি দুএকটি কথা বলতে চাই। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এটা সর্ব ভারতীয়। বিশেষ করে এই ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই এই ত্রিপুরা ভারতের পূর্ব সীমান্তে এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যেখানে তার তিন দিকই পাকিস্তান রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাজেই তার communioation এর দিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব ত্রিপুরার এই সমস্যা কত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। সেই দিক দিয়ে প্রস্তাবটি যে এখানে রাখা হয়েছে তার গুরুত্বটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আনবার খরচ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে আজকে জিনিষের দাম উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। যারা সংসার চালান, যারা বাজারে যান তারা বুঝতে পারেন জিনিষ পত্রের দাম ক্রমে ক্রমে কেবল বেড়ে চলেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম এতই বেড়েছে যে তা আজ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এই অবস্থাতে মানুষ যে বেঁচে আছে সেটাই বড় আশ্চর্য্যের কথা। যদি খোঁজ করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে মানুষের আজ দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার সংস্থান নেই। কিন্তু আমার মনে হয় সরকার এর কোন খবর রাখেন না।

Mr. Speaker :—Hon'ble member should always address the chair.

Shri S. Deb Barma :—ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা আজ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। আজ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাথে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরায় জিনিষ পত্রের দাম অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী। তার কারণ অবশ্য ত্রিপুরার দুরূহ যোগাযোগ ব্যবস্থা। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য যদি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে হয় তাহলে অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। নতুবা কোনক্রমেই খাদ্য সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না। তদুপরি আছে আমাদের অসাধু ব্যবসায়ীর তৎপরতা। উৎপাদনকারী যে, তার কাছ থেকে অতি অল্প মূল্যে জিনিষপত্র ক্রয় করে এই অসাধু ব্যবসীরা অধিক মূল্যে সেই সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে করে দিনে দিনে ফেঁপে উঠছে। তাই দ্রব্য মূল্য কমাতে হলে এই অসাধু ব্যবসায়ীকে সায়েস্তা করতে হবে। তাদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে। একথা সত্য যে সরকার থেকে ত্রিপুরাতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন কোন ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় বাঁধ দিয়ে বা অন্যান্য উপায়েও মৎস্য চাষ করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি মুনাফাখোর মধ্যসত্বভোগীর তাড়নায় মাছের বাজারের যে প্রকৃত দাম তা তারা পান না। ফলে তাদের অবস্থারও উন্নতি নাই। আগরতলা বাজারে যখন মাছের দাম কিলো প্রতি ৫/৬ টাকা তখন অতি মুনাফাখোর মধ্যসত্বভোগীরা মণপ্রতি ৮০৲ বা ১০০৲ মূল্যে দরিদ্র মৎস্য চাষী থেকে মাছ ক্রয় করে। দারিদ্রের তাড়নায় চাষীকে এই অল্প মূল্যেই মাছ বেচতে হয়। কিন্তু আজ যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ধরণের হত তা'হলে হয়ত আগরতলা বাজারে সে মাছ এনে বিক্রী করতে পারত। তার ফলে সে কেবল লাভবান হত তা নয় জনসাধারণও কিছু কমমূল্যে মাছ কিনবার সুযোগ পেত। এই অবস্থার প্রতিরোধ আমরা চাই

এবং সরকারকে এই অবস্থার প্রতিরোধ করতেই হবে। সরকার যদি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ না করেন এবং কৃষকের উৎপাদনের বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই অরাজকতা চিরকাল থাকবেই। ত্রিপুরা সরকার উৎপাদকের উৎপাদন সামগ্রী বিলিবণ্টনের সুব্যবস্থা করতে পারেন না। কিন্তু এই দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতির প্রতিরোধ কল্পে যদি কেউ এগিয়ে আসেন, যদি কেউ দাবী করেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করতে হবে, তখন সরকার কঠোর হস্তে দমন করেন সেই প্রতিরোধকে, বন্দী করেন তাদের নেতাকে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ত্রিপুরাবাসীর সরকারের কাছে দাবী হচ্ছে আমদানীকৃত ও স্থানীয় উৎপাদিত জিনিষের ন্যায্য দাম বেধে দেওয়া। ত্রিপুরার সরকার জনগণের সরকার, জনগণের সমর্থনেই আজ তারা গদিতে আসীন। তাই আজ তাদের দাবী, সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করুন, মানুষকে অনাহার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কোপানল থেকে রক্ষা করুন। এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জিনিষ পত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে ত্রিপুরার মানুষ তথা কৃষক বাঁচতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসন গ্রহণ করছি।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Manoranjan Nath :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার কথাগুলি খুব সুন্দর। কিন্তু আমি তা সমর্থন করতে পারছিনা। কাজেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি কারণ আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করা সম্ভবপর কিনা তা চিন্তা করা দরকার। যে কোন প্রস্তাব আনতে হয়, যে কোন প্রস্তাব পাশ করাতে হয় আগে তার ভালমন্দ আদ্যপান্ত চিন্তা করা দরকার এবং সে প্রস্তাব কার্য্যকরী হলে দেশের জনসাধারণের উপকার হবে কিনা তা চিন্তা করা দরকার এবং তা State এর পক্ষে সম্ভবপর কিনা তা চিন্তা করা দরকার। খামখেয়ালী করে কোন প্রস্তাব পাশ করলে যদি রীতিমত কার্য্যে রূপায়িত হতে না পারে তাহলে সে প্রস্তাবের কোন অর্থ থাকবে না। সুতরাং আজকে আমরা চিন্তা করব এই যে প্রস্তাব তা পাশ করলে আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের কতটুকু উপকার হতে পারে। কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কোন প্রস্তাব আনা যায় তা হলে সেটা হাটে বাজারে প্রকাশ করা চলে কিন্তু কার্য্যত কোন কাজ হয় না।

এখানে দেখতে হবে essential commodities এবং তার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা ? তার দর বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমি স্বীকার করি। এখানে দেখতে হবে essential commodities যেমন ধান, চাউল, আটা, ডাল, লবণ, তেল, কেরোসিন ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিষ আমরা আমাদের দেশে কতটুকু উৎপাদন করি এবং আমাদের দেশের উৎপাদন দ্বারা আমাদের ত্রিপুরার উৎপাদন দ্বারা ত্রিপুরা চলে কি না তা আমাদের প্রথম দেখতে হবে। আমাদের ত্রিপুরার জিনিষ দ্বারা আমাদের চলে না এবং অনেক জিনিষ আমাদের ত্রিপুরার বাইর থেকে আনতে হয়। এই অবস্থায় যদি আমরা এই সমস্ত জিনিষের দর এখানে fix করি তাহলে আমাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব হবে। কারণ অন্য State থেকে কি দরে মাল supply দিবে এবং কত খরচ পরবে আজকে তা বলতে পারি না। যদি আমাদের ত্রিপুরাতে একটা Surplus Stock থাকত একটা sufficient stock থাকত এবং sufficient উৎপাদন হত তাহলে আমাদের পক্ষে তা সম্ভবপর হত। কিন্তু

আমাদের ত্রিপুরা সব দিক দিয়ে ডেফিসিট। সুতরাং আজকে দর সাব্যস্ত করা মোটেই সম্ভবপর নয় এবং কার্য্যে রূপায়িত করলে এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে। এখানে কোন কোন সদস্য বলেছেন যে অন্যান্য State থেকে আমাদের এখানে জিনিষের দর বেড়েছে। কোন কোন জিনিষের আমাদের এখানে দর বেশী এবং কোন কোন জিনিষের দর অন্যান্য State থেকে কমও আছে। তারা যে সমস্ত জিনিষের দর অন্যান্য State এ কম তার কথাই উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতেও কোন কোন জিনিষের দাম কমও আছে তার উল্লেখ করেন নাই। কাজেই এখানে যে তারা Price fix এর কথা বলেছেন আমার বক্তব্য হল Price fix করা এক্ষেত্রে হতে পারে না—Price fix করা চলেনা। এখানে যে তারা হরতালের কথা বলেছেন—হরতাল করলে Price fix হয় না বা দ্রব্যমূল্য কমে না। যদি দ্রব্য-মূল্য কমাতে হয় উৎপাদনের দরকার। আমি বলব বিরোধী দলের সদস্যরা যে energy খরচ করেছেন, দেশে দেশে ঘুরেছেন, হরতাল চালিয়েছেন, দেশ বিদেশে প্রচার চালিয়েছেন, যদি সেই শক্তি উৎপাদনের কার্য্যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তারা খরচ করতেন বা তার চেষ্টা করতেন তাহলে একটু ফসল বাড়ত এবং আমাদের দেশের জিনিষের মূল্য কমে যেত এবং দেশের লোক একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারত। শান্তিপূর্ণ হরতালের জন্য পুলিশ arrest করতে পারেনা, নিশ্চয়ই তারা কোন ভীতির সঞ্চার করেছেন। D.I. Rule এর ধারাতে arrest করা হয়েছে। সেই Ruleএ দেখা যাচ্ছে তারা ভীতির সঞ্চার করেছেন সেই জন্য তারা arrest হয়েছেন। কাজেই এটা বিচার্য্য ব্যাপার আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করবনা। এখানে তারা বলেছেন যে লাকড়ির দরও নাকি ৬ টাকা করা হয়েছে। আমি বলব গতকল্য তারা বলেছেন যে Tribal রা লাকড়ি বেচে, Refugee রা লাকড়ি বেচে। লাকড়ির দর যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে লাকড়ি বেচে তারা কি করে চাল কিনবে। এই অবস্থায় তারা যে অসামঞ্জস্য কথা বলেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। সিধল শুটকির কথা তারা বলেছেন, ত্রিপুরায় যে পরিমাণ সিধল শুটকি উৎপাদন করা হয় তাতে ত্রিপুরার চলে না। সিধল শুটকি তারা ভালবাসেন। কিন্তু ভালবাসলেই উৎপাদন হবে না আমাদের সেই সিধল শুটকি বিদেশ থেকে আসে। সেই সিধল শুকটী কি দরে আসবে তা যখন আমরা বলতে পারি না তখন আমরা price কি করে fix করব। তারা বলেছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা নাকি ব্ল্যাক মার্কেট করে এবং মজুতদাররা জিনিষ মজুত করে দর বৃদ্ধি করে। আমি বলব তারা কি এমন কোন লিষ্ট দিয়েছেন যে কারা ব্ল্যাক মার্কেটিং করছে, জিনিষ মজুত করছে? তা যদি দেন তাহলে তাদের against এ নিশ্চয় action নেওয়া হবে এবং আমি আশা করি তারা সেই লিষ্ট দিবেন। ধর্ম্মনগরে চাল মজুত রাখা হয়েছিল। পুলিশ দিয়ে সেই মজুত চাল cease করা হয় এবং কেস দেওয়া হয়। তাহলে সরকার যখনই মজুতদার বা অসাধু ব্যবসায়ীর খবর পাবেন তখন নিশ্চয়ই action নিবেন। সরকার সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। আমি এই বলেই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :—Sri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খাদ্যের উপর যে প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে তার সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখছি। কিছুদিন আগেও আমরা বিভিন্ন কাগজপত্রে দেখেছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন সাংবাদিকদের কাছে যে ভবিষ্যতে আমাদের পাঁচ মাসের খোরাকী — সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য মজুত আছে। সেই বিবৃতির পরেও

দাম এমনভাবে বাড়তে থাকে যে তেলের দাম ৪ টাকার জায়গায় ৫ টাকা হয়ে যায়। তার বিবৃতি এক রকম কিন্তু কাজে অন্য রকম দেখা যায়। তার বিবৃতি অনুসারে ৪।৫ মাসের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত থাকা সত্বেও কেন জিনিষের দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে? কি তার রহস্য? তার বিবৃতির সাথে তার সম্পর্ক কোথায়। তবে এই টুকু জিনিষ আমরা খুঁজে পাই যে তাঁর বিবৃতি রাখার সাথে সাথে জিনিষ পত্রের দাম এমনি ভাবে বেড়ে যাচ্ছে যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের খেয়ে বেচে থাকার উপায় নেই। জনগণের এই খাদ্যের দাবীতে যে হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল তাকে বানচাল করার জন্য সরকার বন্দী করলেন কিছু সংখ্যক নেতাকে। যারা কোন রকম অরাজকতা সৃষ্টি করা দূরের কথা জনসাধারণকে আবেদন জানিয়ে ছিলেন শান্তভাবে হরতাল পালন করতে। এই রকম বাংলা প্রভৃতি দেশে যারা বন্দী হয়েছিলেন সেখানকার সরকার সবাইকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু এখানকার শাসন অন্য রকম। মনে হয় এই আটকের মূলে কোনপ্রকার রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে। ভারতরক্ষা আইন যেন সরকারের হাতে এক মারণাস্ত্র। খাদ্য নাই খাদ্য দাও বললেও arrest করা হয় এই ভারতরক্ষা আইনের বলে। কিন্তু এই ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হয় না তাদের উপর যারা হাজার হাজার মন ধান আটকে রেখে পাচার করছে এবং যারা চোরাকারবারী এবং মানুষকে না খাইয়ে মারছে। এই হচ্ছে আমাদের সমাজবাদের নমুনা। দীর্ঘ ১৭ বৎসর স্বাধীনতার পরেও দেখতে পাই খাদ্যের জন্য হাহাকার। মানুষের পরিধানে বস্ত্র নেই। জনপ্রতিনিধি আমরা, কিন্তু এইভাবে যদি হাউসের সামনে দিনের পর দিন বলতে হয় খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, খাদ্য দাও বস্ত্র দাও, এর অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। সেইজন্য আমি অনুরোধ করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে যে এই নিয়ে তর্কবিতর্ক করা খাদ্যর উপরে আমি সমীচিন মনে করিনা। কারণ আমরা যারা সারা ত্রিপুরার অধিবাসীর প্রত্যেকের ভোটে এবং জনসাধারনের ভোটে এই হাউসের মধ্যে প্রবেশ করেছি খাদ্য সম্পর্কে প্রত্যেকে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব চিত্র থেকে যা দেখি, সেটা অনুযায়ীই এখানে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি। রাজনীতির কথা এটার মধ্যে এনে জড়িত করে এটাকে অন্যদিকে ধাবিত করা বা একেবারে এটাকে ছোট করে দেখান আমি একেবারে সঙ্গত মনে করি না। বিশেষভাবে এটার উপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা যাতে সারা ত্রিপুরার ১২ লক্ষ মানুষের খাদ্য যোগাড় করতে পারি সেইদিকে দৃষ্টিরেখে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের পক্ষ থেকে হাউস কার্য্য করলে আমরা তাদের ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু আজকে তাদের ধন্যবাদ না দিয়ে ত্রিপুরার জনসাধারণের দাবী হল ত্রিপুরায় হরতাল করতে হবে খাদ্যের জন্য। এটা একটা লজ্জাকর ব্যাপার নয়? স্বাধীনতার অনেকদিন পরেও আমরা যে অনেকদিন অনেক বছর কর্মচারীর শাসনে ছিলাম সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে আজ বিধানসভা পেয়েছি। সেখানে জনসাধারণ মনে করেন যে আমাদের প্রতিনিধি যেখানে আইন সভার ক্ষমতার আসনে গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই আমাদের দেখবে সেই আসাই তারা বসে আছে। কিন্তু সেই আশা তাদের ফলপ্রসূ হয় নি সেই আশা তাদের নিরর্থক এবং সেইজন্য আজ তারা সংগ্রামের ভূমিকায় নেমেছে। তাই আমি মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করব যে খাদ্যের কথা বলে তাদের উপর ভারত রক্ষা বিধি প্রয়োগ না করে যারা খাদ্যকে মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নেয়, মানুষকে খাদ্য দিতে চায় না, খাদ্যে ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করে, তাদের উপর এটা যদি প্রয়োগ করা হ'ত তাহলে জনসাধারণ তাদের ধন্যবাদ জানাত।

সেই আইনের প্রয়োগ কার্য্য ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বত্র ভেজাল মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রয় হচ্ছে তাদের কজনের শাস্তি হয়েছে বা কত হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছে এটা আমরা জানতে চাই? কাজেই শুধু আইন করলে হয় না, সে আইনকে শক্তিশালী ভাবে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়।

Mr. Speaker :—I would draw the attention of the Hon'ble member. His subject matter is fixing up prices of all essential commodities& taking the responsibility of the distrbution that is the subject matter.

Shri H. Aung Mag :—এই সব দিকে নজর না দিয়ে খাদ্য দাও বললে মানুষের উপর এই খবরদারী জারি করা মোটেই আমি সমিচীন মনে করি না। তাই আমি বলি যে ভবিষ্যতে যাতে খাদ্যে ত্রিপুরার টান না পড়ে সেইজন্য চাউলের মরশুম আসলে পরেই আমাদের খাদ্য মজুত রাখতে হবে। সেটা contractor মারফতে মজুতদার মারফতে খরিদ না করার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। এবং সেটা আমাদের state trading এর মারফতে, সরকারের মারফতে ধান চাউল stock করতে হবে এবং সেই দায়িত্ব আমাদের সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। আর বাঁশ বা অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য, বনজ দ্রব্য এগুলির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। সে দিকে আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমরা যদি নজর না দেই তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে সারা বৎসরই খাদ্য সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হবে। প্রতি বৎসরই দেখা যায় যে প্রত্যেক জায়গায় খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা গেছে। কিন্তু আজ যে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন অংশেই লোক যাতে খাদ্যের অসুবিধা ভোগ না করে এবং সমস্ত খাদ্যজাত জিনিষ সরকার থেকে মজুত করা। সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সেই দিকে নজর রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি। এই বলে আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I now request the Dy. Minister, Shri M. L. Bhowmik.

Shri M. L. Bhowmik :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে essential commodities সম্পর্কে এবং তার দর নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি। আমার বিরোধিতা করার অর্থ এই নয় যে এখানে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে এবং এখানকার জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ মূল্যবৃদ্ধিজনিত কষ্ট পাচ্ছেন এটা আমি স্বীকার করিনা। মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে এবং এখানকার জনসাধারণের একটা বড় অংশ কষ্ট পাচ্ছে এটা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু জিনিষপত্রের বিশেষ করে essential commoditiesএর দাম কেন বাড়ল তার কারণ হিসাবে আমাদের বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন যে তার কারণ হচ্ছে মজুতদারী বা মুনাফাশিকারী ইত্যাদি। সেটাই কি প্রকৃত কারণ? জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে বিশেষ করে essential commoditiesএর দর বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মজুতদারি, এটাই কি প্রকৃত কারণ? এটা ঠিক প্রকৃত কারণ বলে আমি মনে করিনা। তার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম। Economicsএর আসল কথা, মূল কথা হচ্ছে যে আমাদের Demandএর তুলনায় সাপ্লাই বা Production যদি কম হয় তাহলে জিনিষপত্রে দাম বাড়ে। এই

ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি শুধু ত্রিপুরায়ই নয় ভারতের অন্যান্য অংশেও জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে। এই যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে সেটা ভারতবাসীমাত্র সকলেই স্বীকার করছেন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমি একথা বলব যে এখানে জিনিষপত্রের দাম যা বেড়েছে সেটা ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশী বাড়ে নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেমন জিনিষপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, দাম দিয়ে পাওয়া যায়না, ত্রিপুরায় তা হয়নি। ত্রিপুরায় জিনিষপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, দাম দিয়ে বা মূল্য দিয়ে পাওয়া যায়না বলে যে মাননীয় সদস্য বলেছেন আমি তা স্বীকার করিনা। কারণ এখন জিনিষপত্র বাজারে আছে।

(a voice : আছে আকাশছোঁয়া দর আর কি।)

Shri M. L. Bhowmik :—বলছি ; আকাশছোঁয়া দরের কথাও বলছি যে উৎপাদন যদি কম থাকে তখন দাম বাড়বে। দেশে যখন উন্নয়নমূলক বিভিন্ন project-এর কাজ চলতে থাকে তখন স্বভাবতই মুদ্রাস্ফিতী ঘটে থাকে এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে এটা হচ্ছে economics এর মূল কথা। যা হউক যে জিনিষটা essential commodities এর মধ্যে essential সেটা হচ্ছে চাউল। ত্রিপুরায় যেভাবে আমরা চাউল সরবরাহ করে আসছি তা মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন। আমাদের ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে চাউল উৎপাদন হচ্ছে ৪৬ লক্ষ মণ। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ৫৬ লক্ষ মণ। এই অতিরিক্ত ১০ লক্ষ মণ হচ্ছে আমাদের ঘাটতি। সেই ঘাটতি আমরা পূরণ করছি কেন্দ্রীয় সরকারের central stock থেকে খরিদ করে। ত্রিপুরার জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ লোককে আমরা এই চাউল ১৮৲ টাকা দরে দিচ্ছি। কাজেই essential Commodities এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা essential অর্থাৎ চাউল সেই চাউলের অভাব ত্রিপুরা রাজ্যে হয়নি এবং চাউলের যে মূল্য সেটা আমার মনে হয় অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অত্যন্ত কম। অবশ্য মাননীয় সদস্য সিদল শুট্‌কিকেও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। লাকড়িটাও তিনি essential commodities বলেছেন। অবশ্য প্রস্তাবে যেকথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এগুলি পড়েনা। কারণ "These are not essential commodities—সিদল শুকটি & fuels'. Essential commodities বলতে যা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে চাউল, ডাল, নুন ইত্যাদি এবং কলকাতার market এর সঙ্গে আমাদের এখানকার মূল্যের যে comparative statement তা আমি একটু হাউসের সামনে তুলে ধরছি। কলিকাতায় salt per Quintal 8.71 nP. রিটেল 00.14 nP. আর আগরতলার wholesale Rs. 16.14 nP. রিটেইল 00.20 nP., Sugar per quintal wholesale Rs. 140.16 nP. retail 1.45 nP, mustered oil wholesale - Rs. 375.09 nP. বর্ত্তমানে Rs. 417.96 nP. রিটেইল হচ্ছে Rs. 4.00., মুসুরী wholesale 112.53 nP. রিটেইল 1.20, মুগ wholesale Rs. 123.24 nP. রিটেইল Rs. 1.25 to 1.28np, ছোলা wholesale Rs. 107.17 nP. রিটেইল Rs. 1.26. অড়হড় wholesale Rs. 128.16 nP. রিটেইল 1.30. এই হচ্ছে আগরতলা অর্থাৎ সমস্ত ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের যে দর, কলিকাতার সঙ্গে যদি আমরা আগরতলার জিনিষপত্রের তুলনা করি তাহলে পরে এটা যে খুব বেশী হয়েছে সেটা আমরা মনে করিনা। কারণ ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থার কথাও মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থা

কি তা আপনারা সকলেই জানেন। যেভাবে জিনিষপত্র আসছে, transport cost কত পরিমাণ লাগে এবং transport ইত্যাদির কথাও আপনারা জানেন। এই অবস্থাতেও এখানে নিতপ্রয়োজনীয় জিনিষ এখন পর্য্যন্ত আছে বাজার থেকে এখনও উধাও হয়ে যায়নি। যদি অযথা কেউ আতঙ্ক প্রচার করতে থাকেন যে জিনিষপত্রের অভাব আর পাওয়া যাবেনা তাহলে জিনিষপত্রের দাম বাড়তে পারে। কারণ এইভাবে গুজব এবং আতঙ্কের ফলে অনেক জায়গায় জিনিষপত্রের দাম না বাড়ার কোন কারণ নাই।

(A voice : একমাত্র আপনাদের কল্যান ছাড়া)

Shri M. L. Bhowmik :—এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে - এই যে আকাশ ছোঁয়া দাম তার প্রতিবাদের জন্য আপনারা যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিভাবে এখানে—

Mr. Speaker :—Hon. Dy. Minister should address the Chair only.

Shri M. L. Bhowmik :—জিনিষপত্রের উর্দ্ধগতি রোধ করতে চেয়েছিলেন, হরতালের মাধ্যমে, পিকেটিং-এর মাধ্যমে সেই দরের রোধ করবেন বলে মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে হরতাল বা strike করলেই কি মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায়? একথা কি যারা এর উদ্যোক্তা তারা চিন্তা করে দেখেছেন? কারণ এর দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি হয়না বরং উৎপাদন ব্যহত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁরা বলেছেন, যারা শান্তিপূর্ণভাবে এই হরতাল পালনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন বা চেষ্টা করেছিলেন, তাদেরকে সরকার arrest করেছেন, D.I. Rule তাদের উপর প্রয়োগ করেছেন। হ্যাঁ, যদি বাস্তবিকই জোর, জুলুম আতঙ্ক সৃষ্টি করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় D I. Rule প্রয়োগ করা ছাড়া সকারের গত্যন্তর ছিল না। কারণ আমরা চাই দেশের উৎপাদন অব্যাহত থাকুক আর তারা চান উৎপাদন ব্যাহত হউক। কারণ দেশে উৎপাদন ব্যাহত হলে দেশে হাহাকার সৃষ্টি হলে, দেশে অনটন সৃষ্টি হলে তাদের রাজনৈতিক যে উদ্দেশ্য তা সিদ্ধি হবে। তা না হলে পর এই ভাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে ধর্মঘটের আহ্বান জানানোর কোন স্বার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তারপর তারা প্রস্তাবে বলেছেন যদি State Trading করা হয় তাহলে মূল্যমান ঠিক থাকবে, সরকার মূল্যমান নির্দ্দিষ্ট করে দেবেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে এলাকা ঘাটতি, deficit area সেখানে কি এত বড় একটা ঝুকি নেওয়া সরকারের পক্ষে সংগত? যেখানে আমাদের উৎপাদন কিছু নাই সেখানে আমরা একটা দর নির্দ্দিষ্ট করে দেব। তার ফল পশ্চিম বঙ্গে বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। যেখানে উৎপাদন নাই সেখানে দর যদি নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে বাজার থেকে জিনিষটা উধাও হয়ে যায়। তাই কি তারা চান যে এখানে State Trading করে অর্থাৎ উৎপাদন না থাকা সত্বেও আমরা জিনিষ পত্রের দর বেধে দেব এবং ফলে বাজার থেকে জিনিষপত্র উধাও হয়ে যাবে? এটা আমাদের Policy র বিরুদ্ধে। কাজেই আমরা ত্রিপুরা সরকার State Trading গ্রহণ করি নি এবং আমরা জনগণের স্বার্থের জন্যই করি নি। State Trading Policy হিসাবে ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভারতবর্ষের যেখানেই চোরাকারবার দেখা গেছে, মজুতদারী যেখানে দেখা গেছে সেখানেই সরকার দৃঢ় হস্তে D. I. Rule প্রয়োগ করেছেন। যদি প্রয়োজন হয় ত্রিপুরা রাজ্যেও D. I. Rule প্রয়োগ করা হবে। যদি তারা দেখিয়ে দিতে পারেন যে কোন লোকটি মজুতদার এবং চোরাকারবারী তবে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে

শাস্তিবিধান হবে। কাজেই এই বিষয়ে তারা সাহায্য করবেন না অথচ তারা বলবেন যে সরকার মজুতদারকে সাহায্য করেছেন ; চোরাকারবারীকে সাহায্য করেছেন। এমন কোন দৃষ্টান্ত কি তারা দিতে পেরেছেন যে, যে ক্ষেত্রে দেখিয়ে দেওয়া সত্বেও সরকার কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। আমি মনে করি যে এটা না করে এই ভাবে চেচামেচি করলে সমস্যার সমাধান হয় না। তারা যে ভাবে সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছেন হরতাল বা strike করে সেটা ভুল পথ। যদি তারা Constructive programme নিয়ে থাকেন আমার মনে হয় তাদের এগিয়ে আসা উচিত। তারা যদি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করেন তাহলেই প্রকৃতপক্ষে দেশের মঙ্গল হবে এবং আমাদের এই যে খাদ্য সংকট সেই খাদ্য সংকট থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি। এই পথ নয় যে পথ তারা বেছে নিয়েছেন—হরতাল বা strike। কাজেই এই যে প্রস্তাব হাউসে রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Sunil Choudhury.

Shri Sunil Choudhury :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর বেধে দেওয়া এবং সুষ্ঠ বণ্টনের যে কথা বলা হয়েছে এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি ২।১ টি কথা বলব। প্রথমেই কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্যে ঘাটতি, এটা আমরা জানি এটা অজানা নয় কিন্তু যখন আমরা দেখতে পাই যে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তখন ঠিকই আমার মনে হয় যে সেই খাদ্য কমিয়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না। একটা রেশান যেটা খেয়ে মানুষ বাঁচবে সেই rationটাও sufficient দেওয়া হয় না কিন্তু সেই Ration কে যখন cut করা হয় তখন আমাদের কি মনে হয়। তখন আমাদের নিশ্চয়ই মনে হয় যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্য তার মূল্য যে ভাবে বাড়ছে সরকার তার সঙ্গে তাল রেখে, যে মানুষ বাঁচতে চায়, তাকে বাঁচতে দিতে চায় না। এটাই আমরা বুঝতে পারি, ক্যাজেই আমি বলব ration যেটা দেওয়া হচ্ছিল সেটা যেন পুরাপুরি দেওয়া হয়। কারণ আমাদের যে কৃষক ভাই যে রেশনটা তাদের দেওয়া হচ্ছিল সেটা তাদের এক সপ্তাহ যায় না। যেখানে ৩।৪ দিন কেউ কেউ হয় ত ৪ দিন পর্য্যন্ত চালাতে পারে কিন্তু,তারপর তাকে বাজার থেকে খরিদ করতে হয়। কিন্তু তার পক্ষে—দরিদ্র কৃষক ভাইদের পক্ষে বাজার থেকে কিনা সম্ভব হচ্ছে না কাজেই এটা যেটা নাকি অন্ততঃ minimum সেটা অন্ততঃ করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আর একটা কথা হচ্ছে যখন আমার কৃষক ভাইয়েরা শস্য উৎপাদন করে ঠিক তখন যদি তার যে চাষের জন্য বিক্রী করতে হয় সেই সময় যদি ধানটাকে ঠিক উচিৎ দামে খরিদ করে সেই জায়গাই ধরে রাখা যায় তাহলে পরবর্ত্তী সময়ে সেখানে তাদের অভাবের সময়ে সেটা বিতরণ করা যায় কিন্তু সেটা হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কি সেখানে যারা বড় বড় ধনী আছে মজুতদার আছে তারা কিনে সেটাকে stock করে এবং পরবর্ত্তী সময়ে সেটাকে বেশী দামে বিক্রী করে—এই হচ্ছে অবস্থা ; কাজেই আমি বলব যে অন্ততঃ এই সব জায়গায় যেখানে নাকি অন্তত; কৃষক শস্য উৎপাদন করে যেন ন্যায্য মূল্য পায় সেইদিকে যেন দৃষ্টিটা থাকে তাহলে অন্ততঃ সুষ্ঠ বণ্টনের একটা সহায়তা হবে। আর একটা কথা হচ্ছে মাননীর অধ্যক্ষ মহোদয়, এখনও আমরা অনেক জায়গায় দেখতে পাই যে ধান চাউল যে একদম বাজারে উঠে না, তা নয়। তবে এটা ঠিক যে চাউল ৩০।৩৫ টাকায় এখনও বিক্রয় হচ্ছে কোন কোন জায়গায়। কিন্তু বাজারে যে চাউলটা আসে তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যারা নাকি পাইকারী বিক্রী করে তারা সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কিনে

নেয় এবং পরে খুচরা বিক্রয় করে তাতে যে পাইকারী এবং খুচরা এটার ভিতর প্রায় অনেক তফাৎ হয়ে যায় প্রায় ৫।৬ টাকা তফাৎ হয়ে যায় এটা হচ্ছে আমার সাবরুমের ঘটনা

INTERRUPTION

Mr. Speaker :— If the Hon'ble members distuıb others they will be disturbed in their time. So I would request all to maintain the calm atmosphere of the House.

Shri S. Choudhury :-- কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের যেখানে নাকি খাদ্যশস্যের প্রয়োজন সেটা শুধু এইভাবে খরিদ করে রাখলেই না সময়ে ধরে রাখলেই যে সুষ্ঠু সমাধান হবে এটা ঠিক নয় তাহলেই বাইরে থেকে যেটা নাকি আমরা আনছি সেটাকে অন্ততঃ বাফার Stock হিসাবে পাশাপাশি রাখতে হবে, ফেয়ার প্রাইস্ সপের মধ্যমে সেটাকে বিক্রী করতে হবে তাহলে বাজারকে control করা যাবে। নাহলে control করা যাবে না। যতই আপনারা বলেন না কেন আমরা control করবার চেষ্টা করছি কিন্তু control হবে না। কাজেই বাফার ষ্টক একটা চাই বাফার ষ্টক না রাখলে চলে না। এখন কথা হচ্ছে যে বাফার ষ্টক কি করে রাখা যায়। হাঁ বাফার ষ্টক রাখা যায়, রাখা যাবে না কেন ? আপনারা বলছেন যে হাঁ আমরা co-operative করেছি। হাঁ co-operative আছে, বিভিন্ন co-operativeকে উৎসাহিত করলে তারাও অবশ্য ষ্টকগুলি ধরে রাখতে পারে একদম রাখতে পারে না সেটা ঠিক নয়। অনেক ষ্টক তারা ধরতে পারে কাজেই তাদেরও উৎসাহিত করা দরকার এবং প্রয়োজন হলে আরও co-opeative খোলা দরকার। আরেকটা কথা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই আমি বলছি যে হঠাৎ জুম চাষকে বন্ধ করে দেওবার ফলে যে উৎপাদন ত্রিপুরা রাজ্যে হত তাকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজেই তার ফলেও যে অভাব সে অভাবটা বেড়ে গেছে এবং বিভিন্ন প্রকারে মহাজনেরাও ধরে রেখেছে কিছু কিছু চাউল : তার ফলে যে কৃত্রিম অভাব সে অভাবটা আরও বেড়ে গেছে এবং জিনিষের দর বৃদ্ধি হচ্ছে। আমি মনে করি যে জুমচাষ বন্ধ করার ফলে যে ঘাটতি হয়েছে সেটা অন্ততঃ মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণের লক্ষ্য রাখা উচিৎ ছিল এবং সেই তুলনায় আমাদের বাইরে থেকে আনার যে quota সেটা বাড়ানো উচিৎ ছিল। কিন্তু সে quota বাড়ানো হয় নি। অথচ জুম চাষের যে ধানটা সে ধানটাকে কমিয়ে দেওয়া হল। তার ফলে যে অভাব মানে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে যে একটা আইন প্রয়োগ সেই প্রয়োগের ফলে অভাবটা বেড়ে গেল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর আরও বেড়ে গেল। লাকড়ির দাম বেড়েছে, তার কথাও আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় লাকড়ির দাম অবশ্য কৃষক পায় একথা ঠিক তারা বিক্রী করে কিন্তু কৃষক সরাসরি বিক্রয় করে ক' জায়গায় সেটা দেখতে হবে। সরাসরি কোথায় তারা বিক্রী করে। যেখানে সরাসরি বিক্রী করে সেখানে যে শ্রমিক কাঠ কেটে এনে বিক্রী করে সেখানে সে পয়সা পায় তার Profit হয় কিন্তু যেখানে তার অন্য জায়গায় বিক্রী করতে হয় মহাজনের কাছে বিক্রী করতে হয় সে মহাজন সেটাকে চালান দিতে পারে সেখানে তার Profit হয়। ধরে রাখুন বিশ্রামগঞ্জের একটা লোক সে বাটিল কাটগুলি তার পক্ষে আগরতলা নিয়ে আনা সম্ভব নয় এবং তার ফলে সেই শ্রমিক তার কাঠ মহাজনের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই আমি বলব যে এইগুলি যদি অন্ততঃ একটা যেকোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এইসব কাজগুলি হত তাহলে অনেকটা সমাধান করা যেত। কিন্তু কিছুই করা যাবেনা একথা ঠিক নয়। কিছু কিছু করা যায় সেগুলি আপনারা করুন

না। বেশী আমি বলছিনা যেটা করা যায় সেটা আপনারা করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলব সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর দুর্ভাগ্য যে এমন সরকার তারা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যারা সাধারণ ভাবে ন্যায্য ভাবে যে জিনিষ এখানে Production হচ্ছে সেই জিনিষকে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করার যে অধিকার সেই অধিকারটা নিতে সাহস পান না। তাদের নির্বাচিত করে জনসাধারণ ভুল করেছেন। এই বলেই আমি আমার আসন গ্রহণ করব।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Monchur Ali.

Shri Monchur Ali :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন যে বক্তব্য ওনারা এখানে রাখছেন আমি তার বিরোধিতা করি। বিরোধিতা করি কারণ এই নয় যে আমাদের এখানে সমস্ত জিনিষ পত্রের দর বাড়ে নাই একথা নয়। আমার কথা হল উনারা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে আজকের বক্তৃতার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। উনারা বলেছেন যে ১৲ টাকা তেলের দর ৫৲ টাকা হয়েছে একথা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে আজকে ৫।৭ বৎসরের মধ্যেও ত্রিপুরা রাজ্যে কোনদিন ১৲ টাকা দেড় টাকা তেলের দর ছিল না এবং এক বৎসর আগেও তেলের দর ২৷৷৹ পৌনে তিন টাকা ছিল। তবে কিছু বেড়েছে একথা সত্য বাড়বার কিছুটা কারণও আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা ত্রিপুরার সর্ব্বসাধারণ জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব্বে যে জনসংখ্যা ছিল তা যদি বিবেচনা করি তাহলেও এই দর বাড়তে পারে বলে আমি মনে করি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে আগে যে ৪ লক্ষ লোক ছিল সেই ত্রিপুরা রাজ্যে আজ ১৬ লক্ষ লোক। সেই হিসাবে যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা চিন্তা করেন তাহলে জিনিষপত্রের দর ২৲ টাকা ২৷৷৹ টাকার জায়গায় ৪।৫৲ টাকা হয়েছে সেটা খুব বিস্ময়ের নয়। ৫ লক্ষ লোকের জায়গায় ১৬ লক্ষ এদিকে দিয়ে যদি চিন্তা করেন তাহলে বাড়ছে বলে আমার মনে হয় না। যদিও ওনারা হাসছেন ওনারা বুঝছেন যে সত্যিকারে দর বাড়ে নাই। একথা আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই ওনারা বক্তব্য রাখেন এবং বক্তব্য বলেন। আর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন বক্তা বলেছেন যে লাকড়ির দর বাড়ছে। বাস্তবিক তাঁরা বক্তৃতার সময় গরীবের প্রতি খুব দরদ দেখান। যে জনসাধারণ আজকে লাকড়ি কেটে খায়—তার দর বাড়ছে তার জন্য ওনাদের যে প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদ মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয় এবং কোন মানুষ ভাবতে পারে না যে লাকড়ির দর চালের দরের সঙ্গে, ডালের দরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কোথায় চাল আর কোথায় লাকড়ি। এই বক্তব্যের মধ্যে যে কি সারাংশ আছে তা আমার জানা নেই। আরেক বক্তা বক্তৃতা দিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ না খেয়ে মরছে। এবিষয়ে সরকারের নিকট কোন খবর আছে কিনা আজ ১২ বৎসরের মধ্যে আমার জানা নাই। কাজেই এই যে অবান্তর বক্তৃতা ওনারা রাখছেন সেটার সঙ্গে কোন দিন আমরা একমত হতে পারি না। এই রকম বক্তব্য তাঁরা অনেক সময় বলেন যার সঙ্গে কোন প্রমাণ নাই বা সংযোগ নাই। আরেক বক্তা বলেছেন যে ধনীরা চাউল কিনে রাখে এবং জমা করে রাখে কোন কোন ধনী নিজের জমির ধান, চাউল বেচে না দর বাড়লে বেচে। এই যে কথাটা বলছেন যে আইন আছে কিন্তু কোন লোকের শাস্তি নাই। আমি বলতে চাই আইন যেখানে আছে সেখানে শাস্তি রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে দেওয়া যায় না। তার শাস্তি দিতে হলে প্রমাণ লাগে তার গোলার মজুত ধান চাউল ধরতে হয়। এই রকম কোন প্রমাণ ওনারা দিয়েছেন কিনা এবং সরকার

শাস্তি দেয় নাই এমন কোন প্রমাণ আছে কিনা যদি থেকে থাকে তাহলে সরকার নিশ্চয় অন্যায় করছে আর যদি না থাকে তবে এই সমস্ত বলার কি অর্থ তা আমি বুঝি না, কারণ সরকার যেখানে আইন বেধে দিয়েছেন, আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সেই আইন অমান্য করলেই তার শাস্তি হবে। কোন মানুষ যদি চুরি নাও করে বা মজুত ধান, চাউল নাও রাখে তথাপি তাকে কি করে শাস্তি দেওয়া যায়। এই কথার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। আরেকটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ, আমি বলব, দর বেঁধে দেওয়ার কথা ওনারা যা বলছেন, আমরা জানি, ত্রিপুরা রাজ্যে দর বেঁধে দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। দর বেঁধে দেওয়ার অর্থই হল যে জিনিষের দর ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে যাবে। সেই হিসাবে দর বাঁধলে জনসাধারণের অযথা কষ্ট হবে। মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ পত্রের অভাব হবে। তখন ওনারা সেইভাবে আরেকটা চীৎকার দিতে পারবেন। তার উদ্দেশ্যেই এই দর বেঁধে দেওয়ার কথা আসছে বলে আমি মনে করি। এখানে আরেকটা কথা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক জায়গায় Ration Card পায় নাই। একথা সত্য নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে যারা পিটিশন করেছেন সেই ভাবে S. D. O. এবং Circle Officer এবং Inspector enquiry করে যার ঘরে চাল নাই খাবার নাই তাদের ঠিক ঠিক ভাবে Ration Card দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক Sub-divisionএ সেভাবে কাজ চলছে। আমার সোনামুড়া Sub-Division এ যেখানে ৭৫।৭৬ হাজার লোক সে জায়গায় ৩৫ হাজার লোক রেশনের চাউল নিচ্ছে এই কথা অস্বীকার করার নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যে যে চাউল, জিনিষপত্র এ সমস্তের দর বাড়ার আরও কারণ আছে। আমাদের দেশে যেরূপ flood, প্রতি বৎসর flood এ অনেক জমি নষ্ট হয়ে যায়। গত বৎসর আমরা আউস, পৌষ কোন ফসলই পাই নাই। এই flood এর দরুণ অনেক Sub-divisionই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই দিকে চিন্তা করলেও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ৩০।৩২ টাকা চাউলের দর সেটা অস্বাভাবিক বলতে পারি না। কারণ এটাতে গভর্ণমেন্টেরও হাত নাই সে দুর্যোগ বা বন্যা বন্ধ করতে পারে—সেই ক্ষমতা ত্রিপুরা রাজ্যের এখনও হয়ে ওঠে নাই বলে বন্যা রোধ করা যায় না। তার জন্য ত্রিপুরারাজ্যে একটা অভাব-অভিযোগ আসতে পারে। তথাপি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিষের দর তার তুলনায় কমই আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—আরেকটা কথা বলেছেন যে জুম চাষ না করার দরুণ আজকে দেশে বিরাট অভাব এবং ধান চাউলের ক্ষতি হয়েছে একথা আমি স্বীকার করি না। কারণ এই জুমিয়া যারা জুম চাষ করছেন তারা অবহেলিত এবং জনসাধারণের কাছে তারা জনসাধারণ হিসাবে মানুষের মত বাঁচতে পারে নাই। জুম চাষ করলে এই বছর এক টিলায়, আরেক বছর আরেক টিলায় এই ভাবে তারা জীবন-যাপন যাতে তারা সুখ স্বাচ্ছন্দে করতে পারে, তাদের জীবন-যাপন যাতে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের সংগে সমান তালে তাল দিয়ে চলতে পারে তার জন্য জুম চাষ বন্ধ করা হচ্ছে। এই জুম চাষ বন্ধ করার পেছনে ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের সৎ উদ্দেশ্য আছে। তারা যাতে সমস্ত মানুষের মধ্যে মানুষের মত হতে পারে এবং বসবাস করতে পারে তার জন্য এই জুম চাষ বন্ধ করা হয়েছে। তবে এই বক্তব্য যারা করেছেন যে জুম চাষ বন্ধ করার দরুণ দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে এই কথা আমি স্বীকার করি না। তবে এই কথা স্বীকার করি যে তাদের হয়ত ক্ষতি হয়েছে। কারণ এই জুম চাষীদের যদি খাওয়া দাওয়ার, শিক্ষার সুব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাদের যে পার্টি সেই পার্টি ভবিষ্যতে আর থাকবে না। সে জন্য হয়ত উনাদের মনে লাগতে পারে। আমরা জানি ভারত সরকার

জুম চাষীদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন তা ন্যায় সংগত এবং তাদের বাঁচবার মত এবং তারা যাতে ভারত-বর্ষের মানুষের মত বাঁচতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তারা এই কাজ করেছেন। আমি এই কথা বলতে পারি। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের দর বৃদ্ধির যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছে এই প্রস্তাবের পক্ষে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। কারণ আজকে যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর বৃদ্ধি হয়েছে এবং Ruling Party র সদস্যরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। কাজেই এই সম্পর্কে আমি আর কিছু বলব না। তবে এই সমস্যা সমাধানের কোন পন্থা আছে কিনা সেই পন্থা হিসাবে আমি বলতে পারি এবং কি কারণে দর বৃদ্ধি হলো তার কতকগুলি কারণের যদি প্রতিষেধক ব্যবস্থা না করা হয় তবে এই দর এখানেই থামবে না; এই দর আরও বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে। কাজেই আজকে আমাদের সর্বাগ্রে এই জিনিষটাই চিন্তা করা দরকার যে, যেভাবে এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর বৃদ্ধি লাভ করেছে তার থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার কি ব্যবস্থা থাকতে পারে সেই সম্পর্কে এইখানে state trading এর প্রশ্ন উঠেছে, Buffer stock এর প্রশ্ন উঠেছে এবং essential commodities Act সম্পর্কেও কথাবার্ত্তা হয়েছে। Act একথা বলে নাই যে তোমরা দিন দিন জিনিষ-পত্রের দাম বাড়াও গভর্ণমেণ্ট কিছু কোরোনা। Act এ একথা বলেনি। Act এ কথা বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকারগুলি যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে পরে কতকগুলি জিনিষের উপর দর বেঁধে দিতে পারে এবং সংগে সংগে সেই গভর্ণমেণ্ট যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায় তাদেরকে licence দিতে পারে এবং যারা licence holder তাদের কাছে নির্দ্দিষ্ট দর বেধে দিতে পারে। এটাই essential commodities Act এ আছে। কাজেই এই সমস্ত আইন এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা এটা বলা শক্ত। কাজেই এটা আমি পরে বলছি। জিনিষপত্রের দর বৃদ্ধি হওয়ার কারণ হিসাবে Ruling Party এর সদস্যরা যে সূত্র এখানে উপস্থিত করেছেন মূল সূত্র এখানে নয়। মূল সূত্র হচ্ছে আজকে যারা এই ভারতবর্ষের বড় বড় ব্যবসায়ী যারা কোটিপতি যারা লক্ষপতি যাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে এটা নির্ভর করছে। এই তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারগুলি, কেন্দ্রীয় সরকার কোনরকম শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি। কারণ শোষণ বাড়ছে দেশে। যে দেশে শোষণ বৃদ্ধি লাভ করবে সে দেশে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর না বেড়ে উপায় নাই। মুনাফা করতে হবে। কিভাবে মুনাফা করতে হবে, না আজকে আমি মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে আমার দেশের জিনিষপত্র খরিদ করে এবং কতকগুলি ফাঁপাই নোট বাজারে ছেড়ে আমি জনসাধারণকে দেখালাম যে এই দেখ ভাল ভাল নোট দিয়া আমি জিনিষপত্র খরিদ করছি। বেশী চড়া দামে খরিদ করছি। তার মতলব? মতলব হচ্ছেপরবর্ত্তী বছরে যাতে অল্প দামে খরিদ করতে পারে এটাই হচ্ছে নীতি এবং এইভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই তার জন্য আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় সর্ব্বভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে আওয়াজ যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে কি কোন কারণ ছিল না? নিশ্চয় কারণ আছে। তারা বলতে চায় সরকার আজকে তুমি Bankগুলিকে জাতীয়করণ কর। জিনিষপত্রের যে দাম সেটাকে রাষ্ট্রায়ত্ব কর এবং কতকগুলি অতিরিক্ত গোদামজাত করে জিনিষপত্র সংগ্রহ করে রাখ। যখন জিনিষপত্রের দর উর্দ্ধগামী

হবে তখন যাতে সরকারী ভাণ্ডার থেকে জনসাধারণের মধ্যে supply করা যেতে পারে। কাজেই আজকে যারা Bankএর মারফতে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা নিয়ে যার। ব্যবসা বাণিজ্য করে, আজকে তারা চাচ্ছে ভারতবর্ষে monopoly ব্যবসা করতে। এই যে monopolyএর system এটা একটা ধনতান্ত্রিক system। যাতে ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ না করতে পারে তার প্রশমনের চেষ্টায় এই যে দাবী যে bankগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব কর, জাতীয়করণ কর এবং ব্যবসা বাণিজ্যগুলিকে জাতীয়করণ কর এটাই হচ্ছে আজকের মূল প্রশ্ন। কাজেই আজকে State Govt. ইচ্ছা করলে তা করতে পারেন। না পারেন এমন কোন ক্ষমতা নাই এমন কোন আইন নাই। State Govt যখনই কোন আইন রচনা করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সেই আইনগুলিকে অনুমোদিত করে নেন। কাজেই রাজ্য সরকার যেটা ভাল মনে করেন যে আইন রচনা করবেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকার কোনদিন চক্ষুমুদ্রিত করে নাকচ করে দিতে পারেন না। কাজেই আজকে রাজ্য সরকারের আমরা এই দায়িত্ব দিচ্ছি যাতে করে এই জিনিষপত্রের দর যে বৃদ্ধিলাভ করেছে তার প্রশমনের উদ্দেশ্যে ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ব করা হোক। গত meeting-এও, বাজেট meeting-এও আমাদের cut motion-এ যখন একথা বলা হয়েছিল যে Buffer Stock কর তখন মন্ত্রী মহোদয় reply দিয়েছেন যে এটা সম্ভব হবে না। যদি এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ক্ষতিপুরণ তার কে দিবে। ক্ষতিপূরণ যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার তিন ডবল, চার ডবল আপনারা নিয়েছেন। কোনটা না নিয়েছেন। কারণ আজকে বিভিন্ন জিনিষের উপর tax বাড়িয়ে আপনারা উন্নতি করেছেন। Tax বাড়ালে শুধু রাজ্যের আয়ের উন্নতি হয় না। আয়ের উন্নতির কতকগুলি দিক আছে। আজকে শুধু কতকগুলি tax বাড়ালেই সরকার এই সাথে লাভবান হতে পারেনা। লাভবান হতে পারে এখানে আজকে যারা লক্ষ লক্ষ টাকা কোটী কোটী টাকা লগ্নি করে, মুনাফা করে আজকে তাদের কণ্ঠকে রোধ করে দাও। সেই লাভ সরকারই করুক। কারণ তখন প্রশ্ন উঠবে সরকারত ব্যবসা করতে বসে নাই। ব্যবসার কথা নয় এটা আমাদের দেশের জনসাধারণের রক্ষার খাতিরে। এটা ব্যবসা নয় যাতে জনসাধারণ সুখে শান্তিতে থাকতে পারে এটার লক্ষ্য হচ্ছে এই। Buffer stock —জিনিষপত্র নষ্ট হয়ে যাবে, ভেজাল মাল খাওয়াতে চায়—না ভেজাল হতে পারে না। আমি জানি আগরতলায় একটা cold storage হয়েছে এই cold storage হওয়ার কথা ছিল গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে। কিন্তু আজকে এটাকে ভুতুরিয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেহেতু ভুতুরিয়া যখন cold storage করেছে তখন সরকারের করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনারা কলিকাতায় দেখুন, দিল্লীতে দেখুন cold storage আছে মাছ সেখানে মাসের পর মাস রেখে দিন নষ্ট হয় না, ডাল রেখে দিন, আলু রেখে দিন, পেঁয়াজ রেখে দিন, তেল রেখে দিন তা সহজে নষ্ট হয় না। কাজেই আজকে এই যে cold store তা আজকে সেখানে মণপ্রতি ২.৫০ ভাড়া খরচ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব এখানে চলছে। এই ১০ হাজার টাকা আজকে যদি মণপ্রতি ২.৫০ পয়সা এইভাবে তারা না বাড়িয়ে আরও কমিয়ে যদি আমার রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে জমা হয় তাহলে সেটা আমার রাষ্ট্রের একটা আয়ের পথ হলনা? কাজেই এই দিক দিয়েও আজকে আমরা এটাই দাবী করব এবং মূল লক্ষ্যও হচ্ছে তাই যে আজকে যেভাবে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে এটা থেকে আমার জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে। আজকে সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে এই যাতে করে আমার দেশের জনসাধারণকে আমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও রক্ষা করব কারণ আপনারা জানেন যে চিনি আমরা ১.৩৭ পয়সা থেকে ১.৪৫ পয়সা পর্য্যন্ত খরিদ করে খেতে হয় এই চিনি

ভারত সরকার বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে চেয়ে ২২ কোটী টাকার মত সম্ভবতঃ আরও বেশী হতে পারে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে ০০'৫০ পয়সা করে ব্যবসা করছিলেন এবং ২২ কোটী টাকারও উপর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন কিলো প্রতি ০০'৫০ পয়সা বিক্রী করে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। আর আজ সেই চিনি আজ আমার ভারতবর্ষের জনসাধারণ—এখন আপনারা জানেন কিনা জানিনা বিভিন্ন Sub-Division ১.৫৭ পয়সা কিলো বিক্রী হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থা যদি দিন দিন বাড়তে থাকে এটা প্রতিরোধের ব্যবস্থা যদি না থাকে তার যদি কোন preventive measure না থাকে তাহলে এই দর এখানেই থাকবে না আরও উর্দ্ধগামী হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি কতকগুলি concrete suggestion রাখছি। সরকারের অসুবিধা থাকতে পারে, কিন্তু এই অসুবিধা মামুলি অসুবিধা। আজকে আমার মৌলিক যে অধিকার সেটাকে রক্ষা করার জন্য আমার মামুলি অসুবিধা স্বীকার করতে হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে রাজ্য সরকার সর্ব্ব প্রথমে বিভিন্ন আইনের মারফতে যাতে State Trading এর ব্যবস্থা করতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে করে কেউ অতি মুনাফা না করতে পারে তার জন্য আইন করে দেওয়া দরকার যে তোমরা এত টাকার নীচে বেচতে পারবে না। এটাতে খুব বেশী যে অসুবিধা হবে তা নয় আমি বিভিন্ন ব্যবসায়ী মহলে আলাপ আলোচনা করেছি তারা বলেছেন যে যদি এইভাবে কাজ হয় তাহলে পরে অত্যন্ত ভাল হবে এবং ক্ষতির কোন সম্ভাবনা থাকবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তা আছে, রাস্তা নাই তা নয়। একটা জিনিষ উৎপত্তি হওয়ার সাথে সাথে তার নিষ্পত্তিরও পন্থা থাকে। কাজেই আজকে এই দিক দিয়ে চিন্তা করে যদি আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে আমাদের বাঁচাতে যাতে এই জিনিষপত্র ন্যায্য দরে বিক্রী করতে পারে এবং দেশের জনসাধারণ যাতে উপযুক্ত দামে খরিদ করে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং তারই সম্পর্কে এখানে যে প্রশ্ন উঠেছে যে আমাদের রাজ্যের জন্য চাউল প্রয়োজন হচ্ছে ৫৬ লক্ষ মণ উৎপাদন হচ্ছে ৪৬ লক্ষ মণ। আর বাহির থেকে আনতে হচ্ছে ১০ লক্ষ মণ। কি এই যে ১০ লক্ষ মণ এটা আমাদের আনতে হবে কারণ আজকে এই ১০ লক্ষ মণ আনার জন্য আমি বলব যেহেতু আজকে আমরা হঠাৎ করে একটা ফসল বাড়াতে পারছিনা কারণ ফসল বাড়াতে গেলেও তার পিছনে কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। উৎপাদনের কতকগুলি রাস্তা আছে সেই রাস্তাগুলি আজ সরকার বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। শুধু আমি ফসল উৎপাদন করব একথা বললেই চলবে না। ফসল উৎপাদন করতে গেলে তার কতকগুলি technical কাজ আছে সেই কাজগুলিকে যাতে খুব সত্বর করতে পারি তার চেষ্টা করা দরকার কাজেই আজকে আমি সর্ব্বশেষ একথাই বলতে চেয়েছিলাম যে বর্ত্তমানে যে জিনিষপত্রের দর এটা অতি সত্বর কমানোর জন্য আমি বলছি এবং তার জন্য তাড়াতাড়ি দর বেঁধে দেওয়া দরকার এবং এই যে Price list এটা বাজারে ছেড়ে দেওয়া দরকার যে এর উপরে এবং এর নীচে কেউ বিক্রী করতে পারবেনা এই হচ্ছে আজকে আমার শেষ কথা। এই কথা বলেই আমি প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার আসন গ্রহণ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Susil Ch. Dutta.

Shri Sunil Ch. Dutta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং যা বক্তব্য তারা পেশ করেছেন তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। কাজেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা মহোদয়

বলেছেন যে কংগ্রেস সদস্যদেরও নাকি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে তার সঙ্গে একমত। আমি একথাটা মানলাম না। কারণ যে সব দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেছেন সে সব দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির কথা বলেছেন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে তেল বা ডালের দর গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য জিনিষ যেমন লবণ গত ৭।৮ বৎসর ধরে লবণের দর প্রায় এক রকমই আছে। কেরোসিন তেল প্রায় এক দরই আছে। দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র মূল্য বদ্ধি ঘটেছে। অধিকাংশই মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই। ডাল এবং সরষের তেল এই দুইটি জিনিষের দাম সামান্য মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে গত বছরের তুলনায়। আর লবণ -- কোন কোন সদস্য বলেছেন ত্রিপুরায় উৎপাদিত ধান চাউল, পাট, তরীতরকারী, লাকড়ী এসবের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কমিউনিষ্ট পার্টির দায়িত্বশীল সদস্য শ্রীদেববর্ম্মা আজকে হাউসে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারেন—ত্রিপুরার কৃষক যা উৎপাদন করবে, ত্রিপুরার কৃষকের তরিতরকারীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, লাকড়ির মল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মাছের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—এইসব নিয়ন্ত্রণ করার কথা যখন তারা বলেন আমার সন্দেহ হয়—মাননীয় সদস্যরা এখনও কম্যুনিজমের নীতিতে বিশ্বাসী আছেন কিনা। আজকালকার দিনে মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা বলেছেন যে মাত্রাহীনভাবে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু মাত্র ২।১ item আমি বললাম সরিষার তেল আর ডাল এই দুইটি ছাড়া আর কোন জিনিষের কথা তারা উল্লেখ করেন নি—মূল্য দিয়ে জিনিষ পত্র পাওয়া যায় না তারা বলেছেন। কিন্তু ত্রিপুরাতে এখন পর্যান্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ঘটেনি। যে কথা বলেছেন তারা যে ব্ল্যাক মার্কেটার এবং smuggler অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করে, যে মূল্য বাজারে আছে তার চেয়ে বেশী নেয় একথা সত্যি নয়। এমন কোন প্রমাণ ত্রিপুরা রাজ্যে সেই তারাও যে পর্য্যন্ত জানি সমস্ত ত্রিপুরার কোথাও সরকারের বা মন্ত্রী মহোদয়গণের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করেননি যে ঐখানে বা এই smuggler ওরা মূল্য বেশী নিয়েছে বা জিনিষ পত্র মজুত রাখছে। তাঁরা যে কাজটা করতে পারতেন তা না করে তারা যে হরতাল করেছেন সেই হরতাল করে জিনিষ পত্রের দর কমে না বা কমতেও পারে না। হরতাল সম্পর্কে তারা যে কথা বলেছেন যে পুলিশের সাথে গুণ্ডারা চালাচ্ছে রাজত্ব, যুদ্ধের কালে যে রাজত্ব চলেছিল সেই রাজত্ব চালিয়েছে। শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল করলেন পুলিশের কথার কোন দাম নেই—সরকারের কথার কোন দাম নেই। পুলিশের সাথে গুণ্ডারা থাকে না। পুলিশ গুণ্ডাদের দমন করে। শান্তি যেখানে বিঘ্নিত হয় সেখানে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। যদি তা না হত তাহলে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যকে হয়ত জেলে থাকতে হত। কাজেই শুধু মাত্র তিন জন সদস্যকেও মাত্র আটক করার যেখানে প্রশ্ন সেখানে মাত্র তিন জন সদস্যকেই আটক করা হয়েছে সেখানে প্রমাণ হয় যারা শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন তাদেরই আটক করা হয়েছে—যাঁরা শান্তি বিঘ্নিত করেন নি তাদের আটক করা হয় নি। মূল্য বৃদ্ধির সংগে হরতালের কোন সম্পর্ক নেই। কোন কোন সদস্য বলেছেন মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি হয় নি। কথাটা ঠিক নয়—মূল্য যেমন বৃদ্ধি হয়েছে জনসাধারণের আয়ও বৃদ্ধি হয়েছে, দেশের আয় বৃদ্ধি হয়েছে।

একজন সদস্য বলেছে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করা। স্বাধীনতা মাননীয় সদস্য অনেক সহজে পেয়েছেন। তাই স্বাধীনতার একটা অর্থই তিনি জানেন। স্বাধীনতা পাওয়া, স্বাধীনতাকে রূপ দেওয়া তাকে রক্ষা করা এ জন্য অনেক কষ্টের দরকার, অনেক সাধনার দরকার, অনেক কঠোরতামূলক কাজের দরকার। তারা মনে করেন এই যে আমাকে পরিশ্রম করতে হবে না আমি ইনক্লাব জিন্দাবাদ

বলবে আর রাষ্ট্র আমার সব ব্যবস্থা করে দেবে। যদি এই হয় তাহলে উনারা বলতে পারেন যে স্বাধীনতার অর্থ হল সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করা। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন গত যুদ্ধের ফলে কারও কারও উন্নতি হয়েছে যারা দালান কোঠায় বাস করত না তারা এখন দালানে বাস করছে। গত যুদ্ধের ফলে কজন বড়লোক হয়েছে জানি না কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর এই আগরতলা সহরে দেখেছি বহু দালান কোঠা হয়েছে। নিজের চেষ্টায় উন্নতি করে নিজের চেষ্টায় যদি উপার্জন করে দালান কোঠা তৈয়ারী করে বাস করতে পারে তাতে আমার কি আপত্তি থাকতে পারে তা আমি জানি না। জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়ন হউক মাননীয় সদস্য তাই কি চান, না রাজপ্রাসাদ সব পর্ণকুটীরে পরিণত হউক তাই চান ?

মানের উন্নয়ন চান, না অবনতি চান ? State Trading এর কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন State Trading মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার পন্থা। State Trading মাত্র সে দেশেই হতে পারে যেখানে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি সেই State এর ভিতরেই পাওয়া যায়। অন্যান্য State থেকে যে সমস্ত জিনিষ আমদানি করতে হবে আমাদের সেই সব জিনিষপত্র সম্পর্কে State Trading করতে কতকগুলি অসুবিধা আছে। যে সব জিনিষ বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন হয় সে সব জিনিষ আমাদের State এর পক্ষে State Trading করে সংগ্রহ করা এবং বণ্টন ব্যবস্থা করার অসুবিধার কারণ হচ্ছে এই যে—যে রাষ্ট্রে বা যে প্রদেশে উৎপন্ন হয় সেই প্রদেশ যদি ঐ সমস্ত জিনিষের উপর State Trading না করেন তাহলে, আমাদের পক্ষে সেই সব জিনিষের State Trading সম্ভব নয়। যেমন তেল, ডাল সাধারণতঃ U.P. বিহার থেকে আমাদের দেশে আসে। বিহার U.P, যে পর্য্যন্ত না ঐ সব জিনিষের উপর State Trading এর ব্যবস্থা করছে সেই পর্য্যন্ত এখানে তা সম্ভবপর হবে না। আমাদের সরকার যদি এর ব্যবস্থা করেন তাহলে হয়ত জনসাধারণের দুর্দ্দশার অন্ত থাকবে না। Purchase এর Standard থাকবে না। জিনিষের অপচয় ঘটবে, কোন কোন সময়ে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে। তখন হয়ত বিরোধীদলই চীৎকার করবেন যে সরকার দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। সরকার ইচ্ছা করে, অবহেলা করে খারপ জিনিষ দিচ্ছেন যার জন্য হয়ত জনসাধারণের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। একজন সদস্য বলেছেন যে আমরা যে চাউল দেই বা Ration এর চাউল supply করি তাতে সপ্তাহের রেশন হয় না। মাননীয় সদস্যের জানা উচিৎ যে সমগ্র ভারতবর্ষের রেশন বিলি করার যে নীতি আছে সেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই ত্রিপুরায় রেশন দেওয়া হয়। সেই নীতি ভঙ্গ করার অধিকার কারও নাই। কারণ আমরা যে চাউল পাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ মতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই এখানে চাউল দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য যে খাদ্য গ্রহণ করেন একজন শ্রমিক হয়ত তার চেয়ে বেশী খাদ্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে। কাজেই কোন লোকের চারি দিন না যেতে পারে।

(Interruption)

মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কৃষকেরা যে শস্য উৎপাদন করে তার ন্যায্য মূল্য তারা পায় না তার জন্য co-operative খোলা দরকার। ত্রিপুরাতে বহু co-operative আছে যারা খাদ্য শস্য কিছু সময়ের জন্য একটা নির্ধারিত মূল্য দিয়ে কিনে রাখে এবং পরবর্ত্তী সময়ে যখন মূল্য বৃদ্ধি হয় তখন বিক্রী করে। এমন বহু co-operative আছে মাননীয় সদস্যের জানা দরকার, জেনে রাখতে পারেন আমি বলছি।

(Interruption)

তারা যখন কিনে তখন বাজার দরের চেয়ে সামান্য কিছু কম দিয়ে এবং যখন মূল্য বৃদ্ধি হয় তখন ন্যায্য মূল্যে তারা বিক্রী করেন।

co-operative নেই একথা ঠিক নয়—co-operative আছে। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ধনীরা ধান, চাউল, কিনে মজুত করে রেখে বিক্রী করে। মাননীয় সদস্যদের জানা থাকা দরকার যে ধান, চাউল খরিদ করতে হলে Licence থাকা দরকার। Licence ছাড়া কেউ ধান, চাউল খরিদ বা বিক্রয় করতে পারে না। কাজেই Licence ছাড়া কেউ যদি বিক্রয় করে সে অন্য কথা। মাননীয় সদস্যের যদি জানা থাকে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ Licence ছাড়া ধান, চাউল, খরিদ করে বা বিক্রী করে তাহলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। জুম চাষ বন্ধ হওয়ার ফলে ডেফিসিট হয়েছে একথা ঠিক নয়। জুম চাষ সর্ব্বত্র বন্ধ করা হয়নি। কেবল Reserve এলাকায় বন্ধ হয়েছে।

Mr. Speaker - That point has been dicussed too much.

Shri S. Dutta :—নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের List বাজারে ছাড়ার কথা বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা বলেছেন। অনেক বাজারেই দেখেছেন যে প্রত্যেক মহকুমাগুলিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের List বাজারে রাখা হয় একটা বোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখা হয় প্রতি সপ্তাহের এবং দিনের দর এই বোর্ডে লেখা থাকে। মাননীয় সদস্য একজন বলেছেন যে খাদ্য চাই বললেই ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করা হয়। খাদ্য চাই বললেই কোথাও ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হয় নি। একথা আমি ঠিক মনে করতে পারি না। যাহউক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বেশী সময় দিতে রাজী নন আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আমার বক্তব্য রাখলাম।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2-30 P. M.

(After launch)

Mr. Speaker—The discussion on resolution of Shri Atiqul Islam is to be continued.

I would now call on Shri Bir Chandra Deb Barma,

Shri Bir Chandra Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রাখা হয়েছে তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। এটা অনস্বীকার্য্য যে দ্রব্য মানের যে মূল্য সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা সরকার পক্ষে আছেন তারাও স্বীকার করেছেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন essential commodities বলতে সাধারণতঃ Resolution এ যে কথা আছে এর মধ্যে essential commodities বলতে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই মনে করতে হবে। কেন না essential commodities Act অনুযায়ী কতগুলি দ্রব্যকে essential commodities Act এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটা ঠিক। কেন না definitionএ বলা হয়েছে essential commodities will mean যে সমস্ত দ্রব্য essential commodities হিসাবে essential commodities Act এর schedule এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু resolution এ যে সমস্ত দ্রব্যকে essential commodities বলা হয়েছে, স্বীকার করা হয়েছে সেগুলিকেই essential commodities বলতে হবে তাব কোন অর্থ নাই। Essential commodities হচ্ছে যেসমস্ত জিনিষ সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সেইগুলিকে essential commodities বলে মনে করতে হবে। কেননা যেসমস্ত দ্রব্য Act এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার বাইরেও সময় সময় কোনটাকে Govt. include করেন আবার কোন সময় exclude করেন। কিন্তু যে Resolution নেওয়া হয়েছে সর্বক্ষেত্রে যেসমস্ত জিনিষ নিত্যপ্রয়োজনীয় সেগুলিকে include করতে হবে। কেননা Resolution এ এমন কোন কথা বলা নাই যে essential comodities Act এর যে দ্রব্য define করা

হয়েছে essential commodities তাকেই বলতে হবে - Resolutionএ তা নাই। Resolutionএ বলা আছে যে essential commodities—'This Assembly is of opinion that in view of the soaring price of the essential commodities the Govt. should fix up the prices of all essential commodities and should take the responsibility of distribution. সমস্ত Essential commodities এর soaring price এর ব্যাপারে Govt. Price fix up করবেন এবং তার distribution responsibility Govt. নিবেন। —কাজেই resolutionএ এমন কথা বলা হয়নি যে Essential commodities as defined in essential commodities act, essential commodities will mean every essential commodities that are wanted generaly wanted for the maintenance of daily livelihood. Essential commodities বলতে শুধু চাউল এবং ডালকেই বুঝাবেনা আমরা এটা বুঝব যে একজন গৃহস্থের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় যা কিছু দ্রব্য তাকেই আমরা essential commodities বলে গ্রহণ করব। Essential commodities Act এ কি আছে বা নাই তা কথা নয়। কথা হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে এটা সকলেই স্বীকার করেছেন এবং এটা স্বীকার্য্য বিষয়। এটা শুধু ত্রিপুরাতে নয় সমগ্র ভারতবর্ষেই essential commodities বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এটা স্বীকার্য্য। এটা যিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনিই বুঝেন যে কি করে একটা সংসার চালাতে হয় তিনিই বুঝবেন যে একটা সংসার চালাতে গেলে, যারা সাধারণতঃ গৃহস্থ বা চাকুরীজীবী তারা বুঝেন যে মাসের পাঁচ তারিখ চলে গেলে তার purse শেষ হয়ে আসে এর পর তার যে কিভাবে অর্দ্ধাহারে জীবন কাটাতে হয় সেটা তিনিই জানেন। কাজেই আজকে মূল্যবৃদ্ধি ব্যাপারে জনসাধারণের জীবনে গুরুতর একটা অভিসম্পাতের মত এসেছে। যাতে করে তাকে তিলে তিলে আজকে অনাহারে চলতে হচ্ছে, Mal-nutrition চলছে যাতে করে তার সমস্ত জীবন যাপনের যে সমস্ত জিনিষ দরকার তা সে কিনতে পারছেনা সেটা বিচার্য্য বিষয় এবং সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। জিজ্ঞাস করতে হচ্ছে এই মূল্যবৃদ্ধি হওয়া সত্বেও সরকার কি নীরব দর্শকের মত থাকবেন না সরকারের কোন কর্ত্তব্য রয়েছে। জনসাধারণ যে সরকারকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন আজকে মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে তারা কি করেছেন, তাদের ভূমিকা কি? সে জিনিষটাই আজকে লক্ষ্যনীয়। এই বিষয়ে প্রস্তাবের যা বিষয় বা একটা suggestion দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে to fix up the Prices of essential commodities and take up the responsibility of distribution. যদি সরকার পক্ষের কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকে তাহলে আমি বলব যে সরকার বলুন আজকে তারা কি পন্থা অবলম্বন করেছেন এই মূল্যবৃদ্ধি check up করার জন্য। এই মূল্য বৃদ্ধি check up করার জন্য আজকে যদি তারা কোন কিছু পন্থা অবলম্বন না করে থাকেন কেবল নীরব দর্শকের মত বসে থাকেন তাহলে আমি বলব সরকার তার দায়িত্ব পালন ত করছেন না-ই বরং জনসাধারণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। জনসাধারণকে যারা মুনাফাখোরী, যারা মুনাফার জন্য, rising up the price এর জন্য যারা দায়ী তাদের হাতে জনসাধারণকে ঠেলে দিচ্ছেন, যদি সরকার সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না করে থাকেন। ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত জিনিষের ধরে নিলাম essential commodities Act অনুযায়ী তেলের দর বেড়েছে তাও স্বীকার করে নিয়েছেন, তারাও স্বীকার করেছেন যে তথাকার যা আবশ্যকীয় দ্রব্য তার মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু সরকার সে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তা আমরা শুনতে পাইনি। সরকার পক্ষ বলেছেন যে হরতাল করে

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায়না আমি সরকারকে বলব যে এই সম্পর্কে তারা উপদেশ না দিয়ে keep their own pocket or shoes in order তাদের কি ব্যবস্থা তারা বলেন। জনসাধারণ কোন পন্থা নেবে না নেবে তা জনসাধারণই জানেন। জনসাধারণ কোন পথ দিয়ে চলবে বা চলবে না তা জনসাধারণের উপরই নির্ভর করে। আজকে rising of the price এর প্রতিবাদে তারা দোকান না খুলতে পারে তবে তাদের দায়ী করা চলবেনা তারা কেন এই পন্থা নিয়েছে। তাদের দায়ী করা চলবেনা তারা তাদের খুসী মত তারা তাদের সুবিধা মত তার ব্যবস্থা করছেন। তারা জানেন কি করে সরকার থেকে কাজ আদায় করতে হয়। তারা জানেন কি করে সরকারের চোখকে খুলতে হয় তারা জানেন সরকার যদি নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকে, সরকার যদি উদাসীন ভাবে দিন কাটাতে চায়, তাহলে সরকারকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা তারা জানেন। কাজেই তাদের এ সম্পর্কে উপদেশ দিলে চলবেনা। তারা আজকে বলুন তারা নিজেদের সম্পর্কে বুঝতে চেষ্টা করুন যে আজকে তাদের কোন দিকে গতি। তারা যদি মনে করে থাকেন যে তাদের দিন এমনি আরামে কাটাতে পারবেন তাহলে আমি বলব তারা স্বর্গ রাজ্যে বাস করছেন "they are living in fools' paradise". আমি বলব জনসাধারণ তাদের বাধ্য করবেন তাদের নিজেদের আসন থেকে নেমে এসে জনসাধারণের যে অভাব অভিযোগ, তাদের যে দুঃখ দুর্দ্দশা সেটা উপভোগ করবার জন্য, সেটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য, সকলের সুখ দুঃখের share or সমভাগী হওয়ার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে তারা নিজেদের যে কর্ত্তব্য তাদের যে কি দায়িত্ব সে সম্পর্কে তারা নিরুত্তর। তারা বলেন না যে এই soaring price-কে কি করে নীচে নিয়ে আসতে বা উদ্ধগতিকে রোধ করার জন্য কি পন্থা নিয়েছেন এটা আমরা শুনতে পাইনি। আমরা বলি এটা হচ্ছে মুনাফা খোরদের জন্য, আমরা বলছি এটা কালোবাজারীর জন্য, তারা বলছেন যে এটা মুদ্রাস্ফীতির জন্য হতে পারে। যদি মুদ্রাস্ফীতির জন্য হতে পারে তাহলে তার ব্যবস্থা কি, এটাকে check up করার কি ব্যবস্থা, এ সম্পর্কে তারা কিছু বলছেন না। আজকে জনসাধারণ যে ভাবে মৃত্যুর পথে তিলে তিলে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে জনসাধারণ চুপ করে থাকবে না. তাদের যা কিছু করবার তারা তা করবেই, এবং তারা নিজেদের বুদ্ধিমত কাজ করবে। সরকারের সুখের আসনে বসে উপদেশ তারা শুনবে না। সেই জন্য সমস্ত রকম নির্য্যাতন তাদের উপর আসতে পারে, সেই নির্য্যাতন তারা আসতে দেবে-ই। স্পষ্টতঃ জ্ঞানতই তারা সে পথ বেছে নিয়েছে। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে জনসাধারণের উপর যে বিভীষিকা এসেছে জনসাধারণ আজকে যে অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করছে, তারা যে আজকে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সরকার কতটুকু সচেতন এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। আমরা বলি এর একমাত্র পন্থা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের একটা Price fixation করে দেওয়া যে এর উর্দ্ধে কেউ বিক্রী করতে পারবে না কেন না এটাকে রোধ করতে হলে তার একমাত্র পন্থা হচ্ছে সরকারকে বলে দেওয়া যে এর উর্দ্ধে বিক্রী করা চলবে না। যদি কেউ এটা না করতে চায় যদি এই ব্যবস্থা failure হয় তাহলে সরকারকে Distribution এর responsibility নিতে হবে। এখানে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা deficit অঞ্চল কাজেই আমরা কি করে এটার মূল্য বেঁধে দেব। যদি deficit হয় তবে জনসাধারণের মধ্যে সেটা ঠিক ঠিক ভাবে বন্টন করার জন্য বাহির থেকে এটা নিয়ে আসা হউক। এটাই হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব। সরকার যদি সেটা পালন না করেন সরকার যদি সেটা ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেন বা অন্যের হাতে রেখে দেন তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবেই, দিন দিন Price Soar up করে যাবেই এই সম্পর্কে দ্বিমত কিছু নেই। আজকে অনেকে

বলেন যে ত্রিপুরায় বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু এসে পড়েছেন এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এটাও একটা কারণ। যদি এটাই কারণ হয়ে থাকে তাহলে সরকার এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেছেন ? যদি সরকার বুঝে থাকেন যে এত লোক বাহির থেকে এসেছেন তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে আমরা পারব না। যে সমস্ত লোক আমাদের এখানে রয়েছে তাদেরই আমরা পোষণ করতে পারছি না যারা বাইরে থেকে আসছে তাদের জন্য ব্যবস্থা করব তাহলে সরকার কেন সে ব্যবস্থা নিজেরা নিচ্ছেননা যাতে অতিরিক্ত লোক যারা এসেছেন তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। কাজেই এই সমস্ত দায়িত্ব সরকার এড়াতে পারেন না। যদি deficit হয় সেই deficit পূরণ করবার দায়িত্ব সরকারের। অতিরিক্ত লোক যদি আসে তাকে খাওয়াবার দায়িত্ব সরকারের। এই সমস্ত দায়িত্ব যদি সরকার বহন না করতে পারেন, এবং সরকার যদি নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত বসে থাকেন তাহলে আমরা বলব সে সরকার অযোগ্য—সেই সরকার তার নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারছেননা। আজকে যদি এই কথাই বলা হয় যে, মুনাফাখোরী যারা আছে তাদের আপনারা ধরে দেননা কেন ? সরকারের এতবড় একটা শাসনযন্ত্র রয়েছে এবং এতবড় পুলিশ ফোর্স রয়েছে—অথচ আজকে সমস্ত কিছু নির্জিব দর্শকের মত বসে থাকবে, আর মুনাফাখোরীদের ধরে দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে বলে দেওয়া হবে। কেন সরকারের এই শাসনযন্ত্র—সেই শাসনযন্ত্র কি এতই অযোগ্য হয়ে পড়েছে যে, যারা মুনাফাখোর, যারা কালোবাজারী তাদের ধরতে পারছেনা ? কাজেই আমি বলব যে এটা সরকারের অযোগ্যতার পরিচয় হচ্ছে। সরকার যদি বুঝে থাকেন যে এই মুনাফাখোরীর জন্য আজ দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে যে মুনাফাখোরী ধরবার জন্য সরকারকে একটা বিরাট machinery দেওয়া হয়েছে; এই বিরাট machineryর সাহায্যে সরকার তাদের ধরতে পারেন এবং তাদের ধবার দায়িত্ব সরকারের। কাজেই এ সম্পর্কে ওনারা যদি বলেন, "আপনি মুনাফাখোরীদের ধরে দিন তাহলে আমরা তাদের শাস্তি দেব।" একথা বলা চলে না। কেন না সরকারকে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করার জন্য তাদের হাতে সমস্ত implements দেওয়া হয়েছে, machinery দেওয়া হয়েছে। সেই machinery যদি তারা ব্যবহার করতে না পারেন— সেই machinery ব্যবহার করে তারা যদি মুনাফাখোরদের শাস্তি দিতে না পারেন এবং তার জন্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ না করতে পারেন তাহলে সেটা সরকারের অযোগ্যতা। কাজেই যে দিকেই আজকে দৃষ্টিপাত করি, যদি বলা হয়ে থাকে মুদ্রাস্ফীতির জন্যই এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, তাহলে মুদ্রাস্ফীতিকে রোধ করার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ? তারজন্য সরকার যদি কোন ব্যবস্থা না করে থাকেন তারজন্য সেই দায়িত্ব সরকারের না হয়ে পারে না। মুদ্রাস্ফীতির জন্য যদি এই high soaring price হয়ে থাকে তাহলে সেইটার প্রতিষেধক হিসাবে সরকার কি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ? সেটা সরকার বলবেন যে আমরা এই পন্থা গ্রহণ করেছি এর ফলে মূল্যমাণ যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা হ্রাস পাবে, সে সম্বন্ধে যে কি concrete suggestion সরকার নিয়েছেন সরকার সেটা বলে দেবেন। আমরা সাধারণতঃ জানি, জনসাধারণ জানছে যে দ্রব্যের মূল্যমাণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে এবং তারা দিন দিন মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে এ সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে সরকার তার সমস্ত রকম machinery তার police force তার শাসনযন্ত্রের যে সমস্ত অন্যান্য machinery রয়েছে, সেই সমস্ত শাসনযন্ত্রের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার ক্ষমতা সরকারকে

দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত machinery ব্যবহার না করে যদি সরকার বসে থাকেন, এবং বলেন যে আমরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারছি না, সেটা রোধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাহলে সেটা পরিষ্কার ভাবে বলুন। দ্রব্যমূল্য যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা রোধ করার ক্ষমতা যদি সরকারের না থাকে তাহলে আমরা বলব যে এ সরকার অযোগ্য। দ্রব্যমূল্য যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা এ সরকার হ্রাস করতে পারছে না, তা সামলাতে পারছে না। যদি সে সাহস সরকারের না থাকে, সে যোগ্যতা যদি সরকারের না থাকে তাহলে পরিষ্কারভাবে জনসাধারণকে বলা দরকার সে দায়িত্ব আমরা বহন করতে পারছিনা এবং অযোগ্যতার জন্য আমরা তাদের নেমে আসতে বলব। কাজেই আজকে এই মূল্যমাণের যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং যার ফলে জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে এ সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমরা যে প্রস্তাব এখানে রেখেছি সেই প্রস্তাব যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে, এ সম্পকে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, আমরা সে সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে কিছু শুনতে পেলাম না। আমরা সরকার পক্ষের বক্তাদের মুখ থেকে এমন কিছু শুনতে পেলাম না, যার জন্য আমরা বুঝতে পারি সরকার এ সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যার ফলে মূল্যমাণ বৃদ্ধি পাবে না, মূল্যমাণ ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আসবে এবং জনসাধারণের আয়ত্বের মধ্যে সেটা এসে পড়বে। সেই সম্পকে কি কি ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন, সে বিষয়ে আজকের এই House এ তাদের মুখ থেকে আমরা শুনতে পেলাম না। কাজেই আমরা বলব সরকার এই বিষয়ে শুধু দর্শকের ভূমিকাই নিয়েছেন। সরকার জনসাধারণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উর্দ্ধে আজকে বাজার দর বেড়ে গেছে তা দেখে সরকার চুপ করে বসে আছেন। সরকার তাদের কোনরকম ব্যবস্থা করতে পারছেন না। কাজেই যদি তারা ব্যবস্থা করতে না পারেন, তাহলে জনতা কি করবে না করবে, জনতার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কেন না সে সম্পকে তারা ঠিক পথ বেছে নেবে এবং সেই পথ যদি কণ্টকাকীর্ণ হয়ও সেই পথে যদি কারো বাধার সৃষ্টি হয়, সেই পথে যদি কারো নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে—যদি সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে আমরা বলব যে সেই সুখ নিদ্রায়ই তাদের আমরা রাখতে রাজী নই। কাজেই এ দিক থেকে আমাদের প্রস্তাব সোজাসুজি আমরা বলছি যে সরকার Soaring Price এর দর বেঁধে দিক এবং তার distribution এর যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব গ্রহণ করুক। কেন না সরকারের পক্ষে যদি Price fixation এর প্রশ্ন আসে তার সঙ্গে সেটা distribution এর দায়িত্বও সরকারের নিতে হবে। Price fixation করে দিয়ে সরকার চুপ করে বসে থাকলে চলবেনা। কেন না এর দ্বারা দ্রব্যমূল্য আরো বেড়ে যাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে responsibility of distribution এসে পড়বে। সরকার সেটা State trading এর মারফতই করুক বা, যা কিছুর মারফতই করুক, আমরা চাই যে distribution responsibility সরকার গ্রহণ করুক, সরকার দাম বেঁধে দিক। যাতে জনসাধারণ বাঁচতে পারে এবং যাতে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার ভিতরে এই সমস্ত জিনিষ এসে পড়ে। কাজেই আজকের যে প্রস্তাব এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন রকম মারপ্যাচ নেই। সরকার যদি এই দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে সরকার বলুক যে আমরা এই দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। তার ফলে কি হবে না হবে, তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। আমরা তাদের কাছ থেকে পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই তারা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারা জনতাকে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছেন? তারা কি জনসাধারণকে অনাহার এবং অর্দ্ধাহারের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন? আজকে এ সম্পর্কে যদি সরকার কোন কিছু না করতে পারেন, তাহলে

গলাবাজী করলে এখানে চলবে না। তাহলে শুধুমাত্র বিরোধী পক্ষকে সমালোচনা করলে চলবে না। বিরোধী পক্ষের বাইরেও জনতা রয়েছে। সেই জনতাই বাইরের যে Verdict, এই Verdict তারাই দেবে। কাজেই এখানে বিরোধী পক্ষের রাজনীতির কোন খেল নেই। বিরোধী পক্ষের বলবার যে প্রকৃষ্টতম উপায় সেটা হচ্ছে, বিধানসভা মারফত তারা সরকারকে জানিয়ে দেবে যে জনসাধারণ না খেতে পেয়ে মরছে, তারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরেছে, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? তাদের জন্য যদি ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তাদের খাওয়াবে এবং পরাবে। তাদের যে আয় সেই আয়ের আয়ত্বের মধ্যে এই যে দ্রব্যমূল্যকে নিয়ে আসতে হবে। এটা যদি করতে না পার তাহলে তোমরা তোমাদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছ, তোমরা শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে পারছনা এটাই স্বীকৃত হবে। স্বীকৃতি যদি তারা নাও দেয় তাহলেও সেটা তাদের কার্য্যের দ্বারাই প্রমাণিত হবে। কাজেই এ সম্পর্কে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন আমরা দেখি না। আমি পরিষ্কারভাবে এটা বলছি যে আমাদের যে suggestion আমরা resolution মারফত রেখেছি, সরকারের পক্ষে সরকার কি করেছে না করেছে তার কোন বক্তব্য আমরা শুনিনি। যদি না করে থাকে, আমরা সরকারকেই অযোগ্য এবং অকর্ম্মণ্য বলেই বলব এবং যে সরকার জনসাধারণকে খাওয়াতে পারছেন না সেই সরকার গদিতে থাকার উপযুক্ত নয় বলেই আমরা মনে করব। কাজেই এ সম্পর্কে যে প্রস্তাব এসেছে সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন আমি মনে করি না। দৈনন্দিন মূল্য বৃদ্ধি যে হচ্ছে সেটা প্রত্যেকে তার জীবন দিয়ে অনুভব করছে। বক্তৃতায় সেটা বুঝা যাবেনা এবং বুঝবার চেষ্টা করাও নিরর্থক, সেটা বাতুলতা মাত্র হবে। কাজেই আজকের দিনে এটা পরিষ্কার কথা যে জনসাধারণ খেতে পাচ্ছে না, জনসাধারণ না খেতে পেয়ে মরছে। আমরা সরকারের কাছে demand করব যে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? Resolution এর মারফত আমরা যে ব্যবস্থা রেখেছি সেই ব্যবস্থা যদি তাদের মনঃপুত না হয় তারা বলুন সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? কাজেই আমি মনে করি যে প্রস্তাব আমরা রেখেছি, সব দিক বিচার বিবেচনা করেই এই প্রস্তাব রেখেছি এবং এই প্রস্তাব সভাতে আলোচিত হবার পর আমরা বুঝব যে সরকার পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করে জনসাধারণকে মৃত্যুর পথ থেকে বাঁচাতে পেরেছে। আশা করি এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে, এই বলে আমি এই প্রস্তাবের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would how call on Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে যে Resolution House এ রেখেছেন সেটার আমি বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এইজন্য যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সত্য, কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে সেটা আমরা স্বীকার করি। বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন সদস্য এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে যে সব আলোচনা এবং সমালোচনা করেছেন এর মধ্যে কোন যুক্তি আছে কিনা আমি তা খুজে পাচ্ছি না। কেন না একজন সদস্য বলেছেন যে আটা, ময়দা, টান পড়ে গেছে। কিন্তু চালের কথা বলেননি। যখন চাউলের দাম একটু বেড়ে যায় তখন বলে বাঙ্গালী চাউল খায়, আটা ময়দাত খায় না। এখন দেখছে যে ত্রিপুরায় চাউলের দাম এমন কিছু বাড়েনি। কেন না চাউলের মূল্য যেখানে ২৫।৩০ টাকা হয়ে যায় ১৮ টাকা মণ দরে control এর চাউল সেখানে পৌছায়। তাই এখন দেখেছেন ওনারা যে আটা ময়দা short পড়েছে। কিন্তু এখন আমার ত্রিপুরা সরকার তো ভাল আটা খাওয়াচ্ছে

এবং এখন এদেশের লোকও আটা খেতে শিখেছে। কেন না সুন্দর গম আসছে, গম এখানে ভাঙ্গান হচ্ছে; টাটকা আটা পাওয়া যাচ্ছে। তাই আটা খাচ্ছে। তাই আটার লোভ বোধ হয় আমাদের সদস্যগণেরও হয়ে গেছে। তারপর বলেছেন লাকড়ির কথা। তারা জনদরদী যা গরীব-দরদী। লাকড়ির দর ৩৷৷ টাকা ছিল এখন ৫৷৷৶ টাকা হয়ে গেছে। কিন্তু এই লাকড়ি বেচেই যারা খাচ্ছে তাদের দিকে তাকানো হচ্ছে না। অথচ তারা হল জনদরদী। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে তারা নিয়ে আসল হরতাল। জনসাধারণ হরতাল চায়। জনসাধারণ হরতাল করে strike করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা কমাক। আর আমি বলব এই হরতাল জনসাধারণ করতে চায়নি। ওনারা চেয়েছিলেন হরতাল করে, গাড়ী ঘোড়া বন্ধ করে, লাকড়ি, চাউল, ডাইল, আনাজ ইত্যাদির বেচাকেনা বন্ধ করে, দামটা আরও বাড়ুক। তারপর বলবে দেখ দেখ দামটা কতই না বেড়ে গেছে। এই কংগ্রেসীরা কি করল? এই হল এক সদস্যের কথা। আর এক সদস্য বললেন যে, তরকারী, লাউ, কুমড়া, ছিম প্রভৃতির ব্যবসা মাঝখান থেকে অন্য লোক করে খাচ্ছে। এইগুলি বাড়ী থেকে কিনে এনে তারা বিক্রয় করছে। আমি বলবো সদস্যকে যে, লাউ, কুমড়ার উপর তাদের নজর পড়ে গেছে। কি রকম নজর পড়েছে? চাষীরা কেউ হয়ত ৪ সের বেগুণ ফলাল কেউ হয়ত ২ সের ছিম ফলাল এবং ২টা কুমড়া ফলাল তাই নিয়ে তারা তাদের নিকটবর্ত্তী বাজারে নিয়ে আসল মাথায় করে। সে যদি চড়িলাম থেকে দুটো লাউ আগরতলায় নিয়ে আসে তাহলে কি বেচবে সে? কি পাবে সে? এই গেল লাউ, কুমড়া। আর মধ্যবত্তি classদের জন্য তারা কি দরদী। এই মধ্যবিত্ত লোকেরা দশ খান থেকে দশটা লাউ আনল, এনে তারা শহরের বিক্রী করে কিছু লাভ করে পরিবার চালাচ্ছে। এদিকে তারা বলছে মধ্যবিত্ত দরদী। ৪ আনায় লাউ চড়িলাম থেকে এনে এখানে বিক্রি করলে তাতে তোমার ২৲ টাকা মজুরী থাকে। আর মাঝখান থেকে হলকি— যারা দু'দশ টাকা নিয়ে ব্যবসা করে তাদের পরিবারকে পুষছে—তাদের পরিবার পালনের পথটা বন্ধ করে দাও। এই গেল এক সদস্যের কথা। যুক্তির কি অবতারণা। দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধির ওনারা প্রতিরোধ করছেন। আচ্ছা, আর এক সদস্য নিয়ে এলেন কি সমস্ত জিনিষ Control করে দাও। ব্যাবসায়ীরাও মুনাফাখোর, লাভ করছে, কালোবাজারী। আমি বলছি না যে কালোবাজারী আমাদের দেশে নেই, তা আছে। যারা কালোবাজারী, অত্যন্ত লোভী, মজুদদার তাদের সরকার শাস্তি দিন; কিন্তু ওনারা সমস্ত ব্যবসায়ীদের বলছেন কালোবাজারী। সমস্ত ব্যবসায়ী সমাজের উপরে দোষারোপ নিয়ে আসছেন তারা কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুদদার। ওনারা জন দরদী সেজে গেলেন—"হরতাল কর, হরতাল কর"। এই যে কতকগুলি যুক্তি তা কি দ্রব্যমূল্য কমানোর জন্য না বৃদ্ধির জন্য? এদিকে বলছে বেকার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে, চাকরী দাও, চাকরী দাও; কলকারখানা কর, সমস্ত ব্যবসা— লাউ, তরকারী থেকে সুরু করে চিরা, নূন, ছই, লাউ, কুমড়া ইত্যাদির Control করে দাও, বা! বা! এ সব কথা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সরল লোকদের সামনে বলাই সম্ভব। Houseএ এসব কথা চলে না। এই যে বিভিন্ন যুক্তি মাননীয় সদস্যেরা দিয়েছেন, তা কিসের ভিত্তিতে? আবার বলছেন সরকার কিছুই করছেন না। হ্যাঁ, ধান চাল stock করছে না কোথায়? সরকার সেটা stock করছে। যখন চাষীর ধান চালের দাম ন্যায্যদামের চাইতে কমে যায় তখন সরকারের দরজা খোলা। যখন বাজারে ন্যায্য দর থেকে দাম কমে যায় তখন সরকারের Co-operative Society এবং Marketing Society আছে, তারা মাল

খরিদ করছে; চাল ৮৲।১০৲। ১২৲ টাকায় বিক্রী কর এ কথা আমরা চাষীদের বলতে পারি না, কারণ আমাদের চাষীদের বাঁচাতে হবে। আবার আর একজন সদস্য বলছেন, সমস্ত Bank রাষ্ট্রায়ত্ত করে দাও, অন্য রাষ্ট্র থেকে বাইরের থেকে মাল খরিদ করে তোমরা Control করে বিক্রি কর and Price list করে দাও তা হলে দ্রব্যমূল্য কমে যাবে। অন্য রাজ্যে আজকে চালের দাম কত, কালকে ডালের দাম কত, পরশু তেলের দাম কত এটা জানা কি করে সম্ভব হয়? আমার মোটামুটি কথা হচ্ছে আমাদের দেশে যে একটা সমাজদ্রোহী দল আছে, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির মূলে তারাই দায়ী। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কি করে হয়? যেমন কিছু কিছু লোক বলে বেড়ায় 'জিনিষের দর বেড়ে যাচ্ছে', এই শুনে কেউ কেউ সেই কথা বিশ্বাস করে কিছু জিনিষ stock করে ফেলে। এই বিভ্রান্তিমূলক কাজগুলো কংগ্রেসী করে না এ গুলো করে Communistরা তারা এভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে দেশকে আরো বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত বলছি বিরোধী সদস্যগণ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা যাতে যুক্তি সঙ্গত হয়; কারণ যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাবই গ্রহণ যোগ্য হয়। এই এলো মেলো কথা যেমন একদিকে সব ব্যবসায়ীরা Black marketing কার্য্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যবসা তাদের হাত থেকে নিয়ে নাও; আবার বলবে 'তারা বেকার হয়ে গেলো' 'তাদের চাকুরী দাও', আবার বলবে 'লাউ কুমড়ো ইত্যাদি যারা মধ্যবর্ত্তী হিসাবে বিক্রি করছে তাদের সেটা বন্ধ করে দাও', '১॥ টাকা সের আমরা তেল খেয়েছি এখন কেন ৫৲ টাকা হলো, সিদল সুটকী তিন আনা করে খেয়েছি এখন কেন ৩৲ টাকা হলো?' সিদল সুটকী ত্রিপুরা রাজ্যে হয় না এটা পাকিস্থান থেকে আনতে হয় সদস্য মহোদয় বোধ হয় জানেন পাকিস্থান সরকার আমাদের সিদল দিচ্ছে না, সুটকী দিচ্ছে না এটা জোর করে আমরা আনতে পারি না। যেটা আসে সেটা খরিদ করে তিন টাকা সেরে খাওয়াবে কি আরও কম দরে খাওয়াবে এটা আমাদের সরকারের চিন্তা করবার সময় সেই। কাজেই বিরোধী দল থেকে যে প্রস্তাব এসেছে তার আমি বিরোধীতা করছি এবং একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Prafulla Kumar Das.

Shri P. K. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কিত যে প্রস্তাব এসেছে আমি তার বিরোধীতা করে বলছি। ইতি পূর্ব্বে সরকার পক্ষের বহু বক্তা তাদের বলিষ্ঠ ও সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা বিরোধী পক্ষের প্রস্তাবটীর অসারতা প্রমান করেছেন। এর পর আমি এ বিষয়ে অধিক বলার প্রয়োজন মনে করি না। আমি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন বক্তব্য বলতে গিয়ে এবং প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তা যেভাবে প্রস্তাব উত্থাপণ করতে চেয়েছিলেন সেটার উত্তর ভারতবর্ষের জনগন দিয়েছেন এবং ত্রিপুরার জনসাধারনও তার উত্তর তাদের দিয়েছেন, এটা যে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তা তাদের কর্ম্মধারার দ্বারাই প্রমানিত হয়। সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল প্রভৃতি কার্য্যে অংশগ্রহন করবার অধিকার জনসাধারণের প্রত্যেকেরই আছে কিন্তু ভীতি প্রদর্শন করে হরতাল করান বেআইনী, কারন we are

living in the rule of laws. If it is going to be repleced by the rules of jungles then every civilised Govt. should take immediate steps to stop it এবং সেই অনুসারে সেই ব্যবস্থা গ্রহন করেছে জনসাধারণ। যখন দেখা গেল যে, যারা left communist চৈনিকপন্থী কম্যুনিষ্ট তারাই 25th এ call দিয়েছে হরতালের। তারা যখন দেখলো জনসাধারণ এই callএ সাড়া দেয়নি, ঘর বন্ধ করেনি, দরজা বন্ধ করেনি তখন তারা হলেন বিভ্রান্ত, চেষ্টা করতে লাগলেন অরাজকতা সৃষ্টি করবার। কিন্তু writings of the wall এ তারা দেখলো জনসাধারণ সাড়া দেয়নি। জনসাধারণকে স্তব্ধ করা তাদের কণ্ঠকে, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্তব্ধ করার অধিকার কোন জনসাধারণের নেই। অতএব জনসাধারণ এটার উত্তর দিয়ে দেখিয়েছেন, যে এই যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদ করা অপেক্ষা দেশবাসীর মনে আতঙ্ক সঞ্চার করা। আতঙ্ক সঞ্চার করে কোনদিন কোন সময়ে, কোন দেশে, কোন কাজ সম্ভবপর নয়। তারপর বলা হয়েছে যে, সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কি প্রচেষ্টা করেছেন, সরকারের প্রচেষ্টার কথা মাননীয় সদস্যবার সকলেই অবগত আছেন। আমরা প্রত্যেকে অবগত আছি যে ভারতবর্ষে চাল এবং গম এর উৎপাদন আমাদের চাহিদা অনুযায়ী নয়। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে. কাইরো থেকে চাল আমদানী করা হচ্ছে। চাল এবং গম আমদানী করে buffer stock create করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ সর্ব্বজন বিদিত। অতএব এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের জনসাধারণ গ্রহন করেছে, এবং সেই অনুসারে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, সেই জন্য ১৮৲ টাকা দরে চাল এখানে দেওয়া হচ্ছে, যেটা ভারতবর্ষের অন্য কোথায় নেই। ত্রিপুরাতে সেই ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করেছে। অতএব সরকার চুপ করে বসে নেই। সরকার সেই অনুসারে সম্যক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সেই জন্যই সরকার জনসাধারণের সমর্থন পান, এবং সেই সমর্থনের উপর আমরা দাঁড়িয়েও আছি। কারণ জনসাধারণ জানে এই যে এইদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এমনকি আমরা জানি রাশিয়া এতবড় একটা বিরাট দেশ industrialised Country ; সেই দেশকেও খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষি হতে হয়েছে এবং চাল আমদানি করতে হয়েছে। অতএব ভারতবর্ষে খাদ্যের এই যে আমদানি এটা হচ্ছে আমাদের deficit make up করার জন্য। আমাদের দেশে খাদ্যের যে deficit তা পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেই জন্য agricultural improvementএর জন্য five year planning—মারফৎ service co-operative করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কেবল খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই হবেনা। Populationএর যে increase সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে family planningএর ব্যবস্থা সরকার করেছেন। কারণ প্রতিবৎসর দেখা যায় যে ২ কোটির মত লোক ভারতবর্ষে বৃদ্ধি হয়। এক দিকে খাদ্যে deficit, অপরদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হয়েছে। সর্ব্বদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে আমরা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বলেই five year planning introduce করতে হয়েছে। Planning হলে পরে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবেই। হতে বাধ্য। কারণ আমাদের যখন একটা Irrigation Project নেই তখন সেই irrigation project করার সাথে সাথেই উৎপাদন হয় না। Electricity Power উদ্ভাবনের সাথে সাথে industrialisation হয়ে যায় না। অতএব 20 to 24 years এক একটি Planningএর Prieod থাকে। যার পরে আমরা তার effect পেতে পারি।

অতএব দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা ও স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলছে। ভাক্রানাঙ্গল পরিকল্পনা রূপায়নে ৫ বৎসর লেগেছে এবং তাকে irrigation systemএ পর্য্যবসিত করতে গেলে পরে আরও অনেক বৎসর লাগবে। ভিলাই scheme হয়েছে, রাউরকেল্লা scheme হয়েছে তার থেকে লক্ষ লক্ষ টন লোহা উৎপাদিত হবে—বন্ধুগণ সবাই এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। অতএব ঐ যে productionএর সাথে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে সেই জায়গাতে কিছুটা deficit হবেই, এবং Plan যে দেশে হবে সেই দেশেতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবেই, মুদ্রাস্ফীতি হতে বাধ্য যদি সেই অনুসারে production না হয়। আমাদের first plan ছিল, not the agricultural plan, second plan হচ্ছে Industrial plan, third plan হচ্ছে Agricultural plan, fourth plan Intensive Agricultural plan। এর উদ্দেশ্য হবে যাতে জনসাধারণের তথা কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা চলে; সেই অনুসারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে Intensive Agricultureএ। Second এবং Third Plan পর্য্যন্ত ছিল Extensive Agricultural এখন Intensive Agricultural Plan আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে এবং সেই অনুসারে সেই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে সেটাকে পরিচালনা করা হচ্ছে। অতএব আমি Planও করব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও হবে না এটা যারা চিন্তা করেন—they can live in the fools' Heaven Plan করতে গেলে পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবেই। তারপর আরেকটা কথা চিন্তা করতে হবে যে আমাদের Foreign money আনতে হচ্ছে সেটাও আরেকটা কারণ। অতএব আমাদের যে কোটি কোটি টাকা foreign থেকে আনতে হচ্ছে তার সাথে সাথে দেশে inflation হতে বাধ্য। অতএব এখানে তবে তারা বললেন যে inflation রোধ কর অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে হত্যা কর, foreign market থেকে টাকা আনার দরকার নেই। কিন্তু Plan করতে গেলে আমাদের প্রত্যেক দেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং সেই সাহায্য গ্রহণ করেই আমরা আমাদের 1st plan করেছি, 2nd plan করেছি, 3rd planএরও পরিকল্পনা করেছি। অতএব সেই পরিকল্পনার জোরেই ভারতবর্ষের জনসাধারণের আস্থাভাজন আমরা হয়েছি এবং থাকব। তারা যারা এটাকে ব্যর্থ করতে চেয়েছিলেন ত্রিপুরার জনসাধারণ তার প্রতি উত্তর দিয়েছেন এবং সেইজন্য আমি জনসাধারণকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তারপর বলা হয়েছে essential commodities সম্পর্কে। Essential commoditiesএর যে list বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা জানি যে listএর কথা আপনারা বলেন নি তার কারণ আমরা জানি যে এই যে প্রস্তাব এটা রাজনৈতিক পরিকল্পনাপ্রসূত। মাননীয় সদস্য বলেছেন যার যা প্রয়োজন সেই দ্রব্যই তাহার কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয়। গাজাখোরের কাছে গাজা নিত্যপ্রয়োজনীয়, মদখোরের কাছে মদ নিত্যপ্রয়োজনীয় কিন্তু তার দর বৃদ্ধি করাই সরকারের পরিকল্পনা। একজনের কাছে পাউডার স্নো নিত্যপ্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু সরকার তার দর বাড়িয়ে দিয়েছেন। যার যা প্রয়োজন সেটাই তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এটা সরকার মেনে নিতে পারেন না। পরিকল্পনা অনুসারে essential commodities ধার্য্য করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রিত রাখাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরাতে চালকে প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই চাল ত্রিপুরার 70% populationকে সরবরাহ করা হচ্ছে ফেয়ার price shop থেকে। তারপর বন্ধুগণ বলেছেন যে আমরা রেশান করিনি ফেয়ার price shop সেখানেই আছে যেখানে দ্রব্যের মূল্য, চালের মূল্য বৃদ্ধি হবে

সেইসব জায়গাতেই ফেয়ার price shop খুলে আমরা দরকে নিয়ন্ত্রিত করি এটাই হচ্ছে দর নিয়ন্ত্রনের পথ এবং সরকার এ পথই গ্রহণ করেছেন। সেটাই মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন এবং তারা সেটা জানেন। অতএব জানতে চাওয়ার জন্যই সেটাকে বলা হয়েছে। হয়ত মাননীয় সদস্য সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে ১৯৫৮ সালে যে essential commodities Act সেই Act অনুসারে কোন লোককে ৫ কুইন্টালের অতিরিক্ত চাউল যদি কি তে হয় তাহলে তাকে licence সংগ্রহ করতে হবে। বিনা licence এ ৫ কুইন্টালের অতিরিক্ত চাল কিনার অধিকার ত্রিপুরা রাজ্যের কোন লোকের নেই। সেটাও মাননীয় সদস্যেরা অবগত আছেন। কোন লোকের hoard করার অধিকার নেই একমাত্র co-operative এ যারা আছেন তারা চাল খরিদ করে রাখতে পাবেন এই co-operativeকে শক্তিশালী করে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী করা তার উদ্দেশ্য হল এই যে ত্রিপুরার জনসাধারণ গরীব সেইজন্য ত্রিপুরার জনসাধারণকে, ত্রিপুরার কৃষককে co-operative ব্যবস্থায় এনে তাদের শক্তিশালী করা। সেইজন্যই ব্যংক প্রভৃতি খোলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা তা সম্পূর্ণ অবগত আছেন সেজন্য এখানে আমরা priceকে control করতে পেরেছি। জিনিষের দাম নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছি সর্বভারতের সাথে। এত বাধা থাকা সত্বেও এই ব্যবস্থা আমরা করেছি হয়ত মাননীয় সদস্যবা সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত আছেন। তারা জানতে চেয়েছেন সেজন্য সেটা বলতে বাধ্য হয়েছি। এটা ঠিক যে ত্রিপুরার জনসাধারণের হাতে টাকা নেই, খুব বেশী টাকা নেই স্বীকার করি। স্বীকার করেই জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরার আয় ৩০ লক্ষ টাকা কাজেই ত্রিপুরার উন্নতি যদি করতে হয় তার জন্য Agriculture এর Development করতে হবে এবং সেই অনুসারে আমরা Grow more food scheme নিয়েছি। মাননীয় সদস্যই অবগত আছেন এখানে তিন তিনটি flood হয়ে গেছে, সাইক্লোন হয়েছে সেটা হওয়া সত্বেও এবং এত refugee আসা সত্বেও আমরা চাউলের দরকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে পেরেছি কারণ আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট পন্থার বলে। তারপর আরেকজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সরকার দর্শকের ভূমিকায়। আমি বলব মাননীয় সদস্যরা দর্শকের ভূমিকায় রয়েছেন। মাননীয় সদস্যরা এই ভূমিকায় আছেন যে রোম পুড়ুক আমরা বাঁশী বাজাই এবং সেই নীতি নিয়ে কোন দিন কোন দেশে গণতন্ত্র করতে কেউ পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই responsibility আছে খাদ্য সমস্যার জন্য। প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য। আমি right enjoy করব কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য করব না। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ কেন, যে কোন ভারতবর্ষেই আমার অধিকার যেমন থাকবে আমার কর্ত্তব্যও সম্পাদন করতে হবে। অতএব মনে হচ্ছে যে মাননীয় সদস্যরা দর্শকের ভূমিকায় আছেন। দর্শকের ভূমিকায় যদি থাকতেন তাও ভাল হত; কিন্তু দর্শকের ভূমিকায় থেকে নেমে এসে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করেছেন। সেই প্রচেষ্টার উত্তর ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের দিয়েছেন এবং সেটা অত্যন্ত বেদনায়ক, অত্যন্ত দুঃখদায়ক তাহাদের কাছে কিন্তু আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে ত্রিপুরার জনসাধারণ ত্রিপুরার food policy কে অনুমোদন জানিয়েছেন এবং সেই জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং Buffer stock, মুদ্রাস্ফিতী তারপর মুনাফাখোরের জন্য ব্যবস্থা সরকার করেছেন। সরকার দর্শকের ভূমিকায় নেই। মাননীয় সদস্যের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই মনে হয় যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে। অতএব আমি আবেদন করব যে, সকলে যেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি সমস্ত লোকের সমস্ত জনসাধারণের সমস্যা বলে মনে করেন। আমরা যেন সেই ভাবে কাজে অগ্রসর হই।

আবেদন আমি প্রত্যেকের কাছে করব। আরেকটা কথা এখানে বলা দরকার। বলা হয়েছে সোনামুড়ার কথা, সেখানে লাকড়ির অভাব। একদিকে বলা হচ্ছে জুম করতে দাও আরেকদিকে বলা হচ্ছে লাকড়ির অভাব। আমি তা সম্যক্ অবগত হতে পারছি না। জুম করলে জুম করার যে কুফল তা আমাদের ভোগ করতেই হবে। জুম করলে বড় বড় বৃক্ষাদি থেকে আমরা বঞ্চিত হব এবং সেই উদ্দেশ্যেই Plantation হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে খাদ্য যাতে উৎপাদিত হতে পারে, খাদ্য যাতে বৃদ্ধি হতে পারে, সেটা forest Plantation এর উপর নির্ভর করছে এবং এই সব Plan-way তে করা হচ্ছে, তা করতে হলে Conservation of Soil দরকার। অন্ততঃ পক্ষে হুইমজিকেলি জুম করতে দেওয়ার ফল যে কত মারাত্মক তা ত্রিপুরাকে দেখলেই বুঝা যাবে। এই হুইমজিকেলি যত্র তত্র জুম করতে সেই অধিকার তো দেওয়া চলে না। জুম করাতো বন্ধ হয় নি। এখন মাননীয় সদস্যেরা যদি ত্রিপুরার শস্য বা খাদ্যদ্রব্যের অধিক ফলন চানই তাহলে সেই দিক দিয়ে আমি আবেদন করব যাতে আমরা হুইমিজিকেলি জুম না করি এবং জনসাধারণ আজ দেখেছে যে আজকে আদিবাসীরা জুম করতে তত আগ্রহী নয়। যারা জুম কর, জুম কর বলে সরকারের নীতিকে ব্যর্থ করার জন্য চেষ্টা করেছেন তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তারা দেখেছেন যে already প্রায় ১৬ হাজার জুমিয়া পুনর্বাসিত হয়েছেন। তারা তাদের নীতিকে পরিত্যাগ করে সরকারের যে নির্দ্দিষ্ট পথ, খাদ্য ফলাও যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য, শক্তিশালী করার জন্য জুমিয়া ভাইয়েরা একযোগে, একসাথে সেই পথকে গ্রহণ করেছেন। জুম বন্ধ করা হয়নি। হুইমজিকেলি জুম কাটাকে আমরা বলেছি এটা অনিয়ন্ত্রিত। অতএব জুম বন্ধ করা হয়েছে যে বলা হয়েছে সেটা প্রচারের জন্য বলা হয়েছে। যা আমরা করি নি তা কি করে বলা হয়। অতএব মনে হচ্ছে এটা প্রচারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অতএব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কেহ যদি খাদ্য সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয় তাহলে একটা সংকট সৃষ্টি করাই সম্ভব। অতএব আমি আবেদন করব এই যে সত্যই যদি খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে চাই তাহলে খাদ্য সমস্যাটাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। যাতে রাজনৈতিক আদর্শ বা রাজনৈতিক মতবাদ তাতে আরোপিত না করি এই আবেদনই আমি করব। আরেকজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, এই যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু যদি আসে তাদের সমস্যার জন্য আমরা কি করেছি ? এটা সর্বজন বিদিত সমস্যা। ভারত সরকারে তা জাতীয় সমস্যার মধ্যে পরিগণিত হয়েছে এবং ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে ভারতবর্ষে পুনর্বাসনের দায়িত্ব, ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা তার খানিক অংশ গ্রহণ করেছি এবং সেইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে যে উদ্বাস্তু ভাইয়েরা আছে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব আমাদের এবং আমরা তা গ্রহণ করেছি এবং সেই সমস্যা উড়িয়ে দেবার সমস্যা নয়। প্রত্যেক দিন শত শত উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করছে এবং তা থাকা সত্বেও আমরা দাঁড়িয়ে আছি। খাদ্য সমস্যার সুরাহা করতে পেরেছি। চাউলের অভাব হয় নি। বাজার থেকে চাউল উধাও হয়ে যায় নি। আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট নীতির ফলেই তা সম্ভব হয়েছে বাজার থেকে চলে যায়নি তা আমাদের এই নীতির ফলেই করতে সমর্থ হয়েছি। সে জন্য আমরা গর্বিত। অতএব যারা আসছে তাদের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি তা তারা জানেন। অতএব সেটা বলার অর্থ আমি বুঝি না মাননীয় সদস্য এটা কি করে বললেন। তারপর বলা হয়েছে socialism সম্বন্ধে। Socialism এর ব্যাখ্যা কি করলেন আমি তা বুঝতে পারলাম না। কারণ মোট খাদ্যের যে অভাব, socialist country ৪০ বৎসর আগে যারা তার জয়গানে মুখালাপ করতেন তারা দেখেছেন তাদের যে

policy তারা সে Agricultural Policy give up করেছেন। খাদ্যের অভাব সেখানে Socialist Country তাদের আর একটি চৈনিক- aggressive socialism সেই countryতেও চাউলের বিরাট ঘাটতি। আমি আগেও বলেছি যে socialism কোন ধাঁচের ? Dictatoryship socialismত ভারতবর্ষ গ্রহণ করে নি।

ভারতবর্ষ Democratic Socialism গ্রহণ করেছে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং নিজস্ব গতিতে, জনসাধারণের আদর্শে জনসাধারণের যে মানসিক চিন্তা ধারা ভারতবর্ষে সেই চিন্তা ধারায় প্রণোদিত হয়ে, ভারতবর্ষে এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে গ্রহণ করে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মারফতে দেশকে শক্তিশালী করে, প্রাণবন্ত করে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্র হিসাবে পরিণত করতে চায় এবং সেই অনুসারে সেই পথে আমরা পরিচালিত। এটা তার নিজস্ব তার স্বকীয় ভঙ্গি এবং এই স্বকীয় ভঙ্গির ফলেই ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। তার এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও। তার সেই Refugee সমস্যা, তার সেই খাদ্যের অভাব, deficit, ডাইলের deficit। এই জায়গাতে আমি আরেকটা কথা বলব ত্রিপুরা রাজ্যে ডাইলের যে অভাব আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং সেই ডাল খরিদ করতে হয় U. P. এবং বিহারে থেকে। অতএব বিহারে যদি দর বেশী হয় তবে ত্রিপুরায় যে ডাইল আসছে এবং তার যাতায়াত এবং Contingencies তে যে ব্যয় হয় তার অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছেনা। অতএব এটাকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে বলা চলে। সেই নীতি গ্রহণ করেছি বলেই আমরা তা রাখতে পেরেছি। Socialist Countryতে এই রকম হয় যদি উৎপাদন না হয় তাহলে তার খাওয়ারও কোন অধিকার থাকেনা। বাইরে থেকে আনাত দূরের কথা, কিন্তু আমরা ত সেই পথ গ্রহণ করিনি। আমরা ডেমোক্রেসি Wayতে, Planning wayতে গ্রহণ করেছি, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা রচনা করা হয়েছে। কাহারও থেকে অনুকরণ করে আমরা করিনি এবং সেই করার ফলেই সেই ব্যবস্থাটি চালু আছে। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করে রাশিয়ায় যে খাদ্যের অভাব সেটাকি মেটাতে পেরেছে ? কৈ তা পারেনিত। তাই ব্যাঙ্কের মারফতে খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হয় না। অতএব খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করতে হলে Planning এর অনুসারে উৎপাদনের সামঞ্জস্য রাখতে হবে এবং সেই সামঞ্জস্য রাখার জন্যই জনসাধারণকে সেইদিকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে, এবং জনসাধারণকে বলতে হবে ঠিক ঠিক কথা যে Planning আসলে পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে, যা ছিল ঠিক সেই জায়গাতে থাকতে পারেনা। অতএব সেইজন্য Planningকেও চালাতে হবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও রোধ করতে হবে যাতে আকাশ চুম্বি হয়ে না যায়, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার আয়ত্ত্বাধীনে থাকে এবং সেইদিক দিয়ে আমরা চিন্তা করব এবং সেই দিক দিয়ে আমরা ভাববো তাহলে আমার মনে হয় আমরা প্রকৃত সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে পারব। Fixation of Price তখনই সম্ভব হয় যখন আমাদের উৎপাদন থাকে। মাননীয় সদস্যরা সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে America, Australia প্রভৃতি রাজ্যের উপর আমাদের খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয়। অতএব সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমাদের Priceকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং সেই অনুসারে সেটাকে control করা হচ্ছে। কিন্তু ডাইল যেটা আমার দেশের উৎপাদন নয়, বিহার থেকে আমদানী। বিহারের কৃষক যে দামে বেচলে পরে বাঁচবে সে দামে আমাদিগকে আনতে হবে এবং সেখানে transport charge plus contingency সেটা আমাদিগকে দিতে হবে, so how it is possible ? এক একটা মরসুমে দামের উঠা নামা করছে। তারপর আমার এক বন্ধু বলেছেন যে

cold storage এর কথা—cold storageএ ডাল, তেল, চিনি, কেরোসিন রাখা হয় সে কথা আমি কোনদিন শুনিনি। যারা এভাবে মূল্যবৃদ্ধি করার জন্য প্রচেষ্টা করে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, তারা ছাড়া এই রকম পরিকল্পনা আমরা যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে পারিনা। Cold storage এখানে করা হয়েছে তাতে ক্ষতিটা কি ? এটা Private enterprise। এটা Public sectorএ থাকলে আমরা সরকার গ্রহণ করেছি যে নীতি সেটা সমালোচনা করা যেত। অতএব cold storage public sectorএ কোন কোন জায়গায় আছে তা বললে পরে আমি জবাব দিতে পারব এবং কি কি দ্রব্য আমরা সেই জায়গাতে রাখতে পারব। মাংস কতটুকুই বা উৎপাদন হচ্ছে যে আমরা cold stroageএ রাখব আর মাছ — ১০ হাজার টন মাছ আগরতলার মার্কেটে কেনার ক্ষমতা কোন লোকের নাই। অতএব সেদিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি হলে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে cold storage করতে হবে। সেজন্য ডাল, তেল, kerosine রাখার জন্যত cold storage নয়। এই সমস্ত দুরূহ কথা বললে পরে জনসাধারণ তা গ্রহণ করতে পারেনা, গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তারপর আরেক বন্ধু বলেছেন যে উনি জানেন যে অনেক ব্যবসায়ী চাউল ধান গুদামজাত করে রেখেছেন। আমি সেই মাননীয় সদস্যকে ঐ নাম ব্যক্ত করার জন্য বলব। সরকার তার যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে কার্পণ্য করবেন না। আর যদি না বলা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে যারা ব্যবসায়ী, যারা অতীব মুনাফাখোর, যাদের বিরুদ্ধে চীৎকার করা হচ্ছে তা মুখেই বলা হচ্ছে, আন্তরিকভাবে বলা হচ্ছে না। অন্তর দিয়ে যদি আমরা উপলব্ধি করে থাকি এবং জেনে তাকে সংগোপন রাখি তার মানে হবে to help the black marketers, to help the hoarders. সরকার তাদের অনুরোধ করবে তাদের নাম প্রকাশ করার জন্য, কোন কোন ব্যবসায়ী কোথায় Hoard করছে। যাহা হউক এখন সেই উদ্দেশ্যকে আমি খণ্ডিত করেছি। State Trading সম্বন্ধে—আমরা জানি এই ভারত সরকার তার চিন্তা করেছেন। যে সব জায়গায় State Trading হওয়ার উপযুক্ত এবং সে সব জায়গায় যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা State Tradingএর আওতা থেকে মাল খরিদ করব। অতএব automatically ত্রিপুরায় State Trading এর ব্যবস্থা Controlling ব্যবস্থা হয়ে যাবে। Co-operative এর মারফতে সেই জিনিষগুলিকে বিক্রীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখানে সে ব্যবস্থা চলছে, যেমন চাউল খরিদ করা, ধান খরিদ করা, Socialist যারা, Co-operative যারা করছে তাদের মারফতে। যাদের Licence আছে তারা খরিদ করতে পারে। আর Special বিলির ব্যবস্থা করা হচ্ছে Co-operative এর মারফতে, আর Political Sufferer যারা তাদের উপর দেওয়া হচ্ছে। তবে Political Sufferer যারা তাদের ব্যবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী হবে না কারণ এটা সাময়িক। তারপর হয়ত সম্পূর্ণটা Co-operative যারা করেছে, সেই Co-operative কে শক্তিশালী করার জন্য দেওয়া হবে। Co-operative এর মাধ্যমে বিলির বন্দোবস্ত টা তারা ভাল করেছে, সুন্দর করেছে, যেই ব্যবস্থার ফলে আমরা দ্রব্যমূল্যকে ঐ জায়গাতে যে Price আছে সেই Price থেকেও কমে আনতে পেরেছি।

আমাদের মাননীয় সদস্য Dy. Minister তার আগেই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছেন। অন্যান্য জায়গায় যে Price আছে, Salt এর Price, Oil এর কথাও মুসুর ডাল প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। অতএব আমি আর অনাবশ্যক বলে এটা সম্পর্কে কিছু বলছিনা কারণ পূর্বেই এটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। Policy সম্বন্ধে ঘোষণা সেটাও দেওয়া হয়েছে। তবে সব চেয়ে বড় কথা হল যদি আমরা ত্রিপুরাকে শক্তিশালী করতে চাই তাহলে intensive Agriculture যেটা আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেটাকে যদি আমরা Co-operative করে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমাদের বিশ্বাস ত্রিপুরায় যে deficit এর ব্যবধান রয়েছে তার কিছুটা রোধ করতে পারব। অতএব সে দিক দিয়ে যদি যে কোন মহল থেকে সেই পরিকল্পনা আসে সে পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করতে রাজী আছি। তারপর যদি কোনারকমের গঠনমূলক suggestion থাকে, যে কোন দিক দিয়ে, যেমন খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধি করা, Cottage industry বৃদ্ধি করা, Co-operative কে শক্তিশালী করা, এবং খাদ্যের দরকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, Procurement Policy and distribution policy কি হবে এবং মূল্যমানকে নিয়ন্ত্রিত করা, মূল্য বেঁধে দেওয়া, কি ভাবে বাঁধলে পরে কৃষকের সুবিধা হতে পারে এবং কৃষক বাঁচতে পারে ইত্যাদি সম্বন্ধে, তাহলে সেটাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করব। আজকে চিন্তা করতে হবে কৃষকের অবস্থা। ত্রিপুরার শতকরা ৮০ জন লোক হলো কৃষক। সেই কৃষককে শক্তিশালী করার জন্য তারা যাতে তার ন্যায্য মূল্য পেতে পারে, প্রকৃত মূল্য পেতে পারে সেই দিক দিয়ে সরকার একটি নিম্নতম দর ধার্য্য করার জন্য চিন্তা করছেন। সেই দিক থেকে গঠন-মূলক কোন suggestion যদি আসে, সেটাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করবো। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, এই যে আন্দোলন করা হয় তার মানে হলো এই যে, জনসাধারণের মধ্যে যারা Consumer তাদের মনের মধ্যেও একটা Psychological impression হয়ে যায় যে, দ্রব্য নেই, নেই, নেই। অতএব আমি অধিক জিনিষ কিনে ঘরে রেখে দেই। আর যারা Hoarders আছে তাদেরও সহায়ক হয়। অতএব আমি অনুরোধ করবো এমন হতাশামূলক প্রচার আমরা যেন না করি যাতে যারা Hoarders, যারা stockist তারা stock না করে এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে consumer যারা তারা stockist এ পর্য্যবসিত না হয়। কারণ এপর্য্যন্তও ত্রিপুরার এ সমস্ত বাধা বিঘ্ন থাকা সত্বেও, essential commoditiesএর অভাব ত্রিপুরাতে হয়নি, তার অন্তর্ধান ঘটে নি ত্রিপুরা সরকারের এ ব্যবস্থার ফলে। অতএব আবেদন করবো যাতে আমরা ঠিক সেইভাবে চিন্তা করি। কৃষকের যদি উন্নতি চাই, কৃষককে যদি বাঁচাতে চাই, শ্রমিককে যদি বাঁচাতে চাই তাহলে সে দিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। চাউলের যদি আমরা নিম্নতম দর ধার্য্য করি, তাহলে পরে তার উৎপাদনে যে খরচ পড়ে সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। এটা করতে গেলে পরে এই যে planning রয়েছে এই planning এর সাথে সাথে আজকে Improved agriculture এর

ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, improved seed এর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এটা যেমন আছে একদিকে আবার অন্য দিকে তার দৈনন্দিন ব্যবহারের যে জিনিষ সেটার দাম সেই অনুসারে বেড়ে যাচ্ছে। অতএব সেই অনুসারে আজ চিন্তা করতে হবে, আমরা কেবলমাত্র শ্রমিকের কথাই চিন্তা করবো না--আমরা চিন্তা করবো যারা উৎপাদন করছে কৃষিজাত দ্রব্য—তাদের দিকেও আজ আমাদের চিন্তা করতে হবে। তারা যাতে তাদের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে—সেই দিক দিয়ে চিন্তা আমাদের করতে হবে। এবং যাতে তারা incentive পায় to grow more food. অতএব সেই দিক দিয়ে যদি কোন better suggestion যে কোন জনসাধারণেরই থাকুক তাহলে সরকার তা সানন্দে গ্রহণ করবেন। অতএব আমি আবেদন করব যাতে আমরা সেই দিক দিয়ে চিন্তা করি। তাহলেই আমার বিশ্বাস যে আমাদের এই যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এ সমস্যার আমরা সম্যক সমাধান করতে পারবো। তার সাথে সাথে আমাদিগকে চিন্তা করতে হবে যে এই যে ব্যবস্থা আমরা করেছি—Planning সেই family planning এর কথাও চিন্তা করতে হবে এবং তার সাথে সাথে আমরা সেইদিক দিয়ে চিন্তা করে যেন আমরা সে কাজের দিকেও মনোনিবেশ করি। তারপর ত্রিপুরার যে অবস্থা সেই দিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে পাঁচটি District পাকিস্তানের আমাদের বর্ডারে আছে এবং সেখান থেকে নির্য্যাতীত হয়ে জনসাধারণ ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। তাদের দায়িত্ব হল ত্রিপুরার জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এবং যেটা সেটা হ'ল national দায়িত্ব—যা আমরা গ্রহণ করেছি—সেই অনুসারে আমরা সেই জাতীয় দায়িত্বে অংশটুকু পালন করছি। আমরা যদি এই চতুর্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে যদি গঠনমূলক চিন্তাধারা নিয়ে অগ্রসর হই—তাহলে আমাদের যে সমস্যা আছে সে সমস্যার সমাধান করতে পারবো। আশা করি, যদি প্রত্যেকেই সেই দিক দিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা সে সমস্যার সমাধান করতে পারবো। কেবল সরকার করবে আর আমরা করবো না এটা socialism এর কথা নয়। সরকার যে নিজেদের সেটা চিন্তা করতে হবে—সরকারের যে দায়িত্ব সেটা আমাদেরও দায়িত্ব। সেই দায়িত্বকে আমি যদি গ্রহণ করি —সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবো কৃষক শ্রমিকের কথা চিন্তা করে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের কথা চিন্তা করে। আমি যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করি তাহলে পরে আমার বিশ্বাস আমরা ত্রিপুরাকে শক্তিশালী করতে পারবো।

Mr. Speaker :—I call on Shri Sukhamoy Sen Gupta to participate in the debate.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে House এর সামনে যে প্রস্তাব বিরোধীপক্ষ থেকে রাখা হয়েছে সে প্রস্তাবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তিনটা দিক রয়েছে; তার একটা হল যে ত্রিপুরার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে, যে তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে, সেটা হলো যে price দর বেঁধে দেওয়া—আর একটা হলো distribution অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট দর বেঁধে দেবে এবং Government distribution এর দায়িত্ব নেবে। এখন যার উপর ভিত্তি করে এই আলোচনা এই প্রস্তাব—সেটা হলো জিনিষপত্রের দর বেঁধে দেওয়া—এ সম্পর্কে বলার কিছুই নেই, সত্যি সত্যি দর বেড়েছে এটা বাস্তব। এটা অবাস্তব কিছু নয়, দর বেড়েছে। এখন প্রশ্ন হল যে দর কেন বাড়লো। কেন বাড়ে? সে সম্পর্কে যদি আমরা ওয়াকিবহাল থাকি তাহলে এর

প্রতিকারটা কিভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। কাজেই ঐটে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জানা যাবে সে পর্য্যন্ত কেন দর বাড়ছে বা বাড়ে কেন তার কি প্রতিকার, দর কমাবার যে পন্থা সে পন্থাও সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হতে পারে না। কাজেই দর বাড়ার জন্যে যে সব কারণ উল্লিখিত হয়েছে বিরোধী পক্ষ থেকে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটাই উল্লিখিত হয়নি। সেটা হল কি? আজকে আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেয়েছি, আমার দেশ আমরা গড়ে তুলবো। আমরা সেটাকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করবো এবং স্বাধীনতা যে উদ্দেশ্যে সেটা হল মানুষের সুখ সুবিধা দেওয়ার জন্যে। এই স্বাধীনতা গড়ে তুলতে গিয়ে আমরা আমাদের দেশটাকে এমনভাবে গড়ে তুলবো যাতে কোন ব্যাপারে যতদূর সম্ভব আমাদের কারোর উপরে নির্ভরশীল হতে না হয়।

(Interruption from opposition Bench)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কেবল মাত্র কতগুলো শ্লোগান তুললে চলে না। যে সমস্ত slogan তোলা হয়েছে সে সমস্ত sloganএর সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। ওটা শুধু sloganই এবং যে কারণে এই ২৫শে তারিখ মার খেতে হয়েছে, সেই কারণে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে slogan, বড় বড় slogan, সেট কি একই problem?

(Interruption from opposition benches).

একই সমস্যা নিয়ে জনসাধারণের কাছে চীৎকার করে বলা হয়েছে যে এই জন্য হরতাল করতে হবে। সেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা, সেই controlএর কথা, সেই distributionএর কথা জনসাধারণের কাছে প্রচার করা হয়েছে। প্রচার করার পরেও দেখাগেল যে ত্রিপুরার জনসাধারণ এই যে পরিকল্পনা, এই যে নীতি নির্দ্ধারণ control করতে হবে, distribution করতে হবে। দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এই যে কথাগুলো জনসাধারণের কাছে বিকায়নি তার ফলে দেখা গেছে যে ২৫ তারিখে কান্নাই শুধু সার হয়েছে, চীৎকারই শুধু সার হয়েছে, জনসাধারণ তাতে কোন সাড়া দেয়নি। কাজেই আজকে আমরা অন্ততঃ এটুকু আশা করেছিলাম যে একটু কাণ্ডজ্ঞান--কারো কারো ফিরে আসবে। কারণ জনসাধারণ যেখানে অস্বীকার করেছে তাদের কথায় চলতে সেখানে বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যদের একটুখানি সচেতনতা আসবে—সেটা অন্ততঃ আমরা আশা করেছিলাম। এবং আশা করেছিলাম যে আরও সুন্দর ভাবে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে House এর সামনে নতুন কিছু দেবেন—যেটা জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারে। যাই হউক—এখন এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণটা কি? কারণটা না বুঝে চীৎকার করছি—আমরা স্বাধীন, স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কোথায় আমাদের সুযোগ সুবিধা হল না, আমরা খাওয়া পাচ্ছি না—অমুক পাচ্ছি না সবই আমরা বলছি, চীৎকার করছি। কিন্তু স্বাধীনতাকে গড়ে তুলতে গেলে আমাদের কি কি জিনিষ দরকার—কিভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারি—সে সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারনা হচ্ছে এ আলোচনার মধ্য দিয়ে যে, সে সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের কোন ধারণা নেই। সম্যক ধারণা যদি থাকেও তাহলে ইচ্ছা করে তারা বিকৃত করে জিনিষটাকে প্রচার করার চেষ্টা করছেন, এটাই আমার ধারণা হয়েছে। এখন আজকে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি—স্বাধীনতা গড়ে তুলতে চাই—স্বাধীনতার অর্থটা কি? হ্যাঁ আমরা আমাদের মানুষকে

খাওয়াবো, আমাদের দেশের মানুষ যাতে অসুবিধার মধ্যে না থাকেন। তাদের অসুবিধা আমাদের দূর করতে হবে, এগুলো সত্যি কথা, এবং সেটা কি ভাবে আসবে ? যাতে আমার দেশের মানুষকে পরের উপর, অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল না হতে হয়। যতদূর সম্ভব আমারা জিনিষ আমার দেশে তৈরী করবো—আমার যা প্রয়োজনের জিনিষ আমরা তা তৈরী করবো। সেইদিক থেকে ত্রিপুরা সরকার একটা আলাদা কিছু নয় এটা ভারত সরকারের নীতির সঙ্গে জড়িত—এবং ভারত সরকার যে ভাবে চলছেন—যে নীতির উপর ভিত্তি করে চলছেন ত্রিপুরা সরকারও সেই নীতির অন্তর্গত —এবং সেই নীতিকেই অনুসরণ করে তারা চলছে। এখন সেইদিক থেকে ভারত সরকার কিভাবে গঠন করছেন—এটা সাধারণ কথা, এটার জন্যে economics এর একটা বড় theory আওড়াতে হয় না—এটা সাধারণ কথা যে আমার দেশটাকে গড়ে তুলতে গেলে—স্বাধীনতাকে গড়ে তুলতে গেলে—সর্ববিষয়ে যদি আমাদের পরনির্ভরশীলতার হাত থেকে মুক্তি পেতে হয় তাহলে সব জিনিষ আমাদের তৈরী করতে হবে। সেই দিক থেকে আমরা আজকে দেখব যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার আগে তার কি অবস্থা ছিল, আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ায় আমরা কোন কোন বিষয়ে অগ্রসর হয়েছে কিনা ? তাদিয়ে আজকে ভারত সরকারের বিচার হবে—ভারত সরকারের দোষ ত্রুটি কোথাও যদি হয়ে থাকে সে সম্পর্কে বিচার হতে পারে, আলোচনা হতে পারে, চিন্তা হতে পারে। আমরা সেই দিক থেকে দেখি যে ভারত সরকার দেশকে পরনির্ভরশীলতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রথম পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পনা, তৃতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আগে আমাদের দেশে যে সব জিনিষ হতো না আজকে সে সব জিনিষ হচ্ছে। একটা বিরাট পরিকল্পনা যখন আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেই পরিকল্পনার রূপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপ দিতে যে সময় লাগে—সেই সময়ের মধ্যে সেই পরিকল্পনা থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি না—জনসাধারণ কিছু পাচ্ছে না। অথচ আমাদের খরচ করতে হচ্ছে। যেখানে ধরুন - জাহাজ যদি আজকে আমাদের দেশে তৈরী করতে হয় আমাদের দেশের খাদ্য যদি অন্য দেশ থেকে আনতে হয়—অন্যের জাহাজের উপর যদি আমাদের নির্ভর না করতে হয় আমার দেশে জাহাজ তৈরী করতে হয়। জাহাজ তৈরী করার যে কারখানা সেই কারখানা থেকে জাহাজ বেরুতে বেরুতে ৫।৭।৮ বৎসর লাগতে পারে। এই যে সময়টা—এই সময়ের মধ্যে টাকা তো খরচ হচ্ছে—সেই পরিকল্পনার জন্যে টাকা তো আমরা খরচ করে যাচ্ছি। আমরা এই যে টাকা খরচ করে যাচ্ছি—আমরা জাহাজ তৈরীর জন্য টাকা খরচ করছি। আমরা চীৎকার করি রাস্তা চাই, হাসপাতাল চাই, স্কুল চাই, সবই টাকা খরচ করছি। কিন্তু তার থেকে যে return অর্থাৎ আমার ক্ষুধায় খাওয়ার যে প্রশ্নটা সে প্রশ্ন রাস্তা থেকেও আসছে না, কারণ রাস্তা তৈরী করে রাস্তা থেকে আমরা খেতে পাচ্ছিনা। হাসপাতাল থেকেও খেতে পাচ্ছি না। কাজেই তার থেকে যে returnটা আসবে সেই returnটি পেতে পেতে সাধারণ মানুষের ৮।১০ বৎসর কি ১৫ বৎসর সময় লাগতে পারে—বিরাট বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে সেই টাকা আসত। কিন্তু সঙ্গে যদি আমাদের খাওয়ার সে দিকটা আমরা নিজেরা করতে পারি, আমার দেশের মানুষ যেটা করতে পারে, সেটা হ'ল উৎপাদন বৃদ্ধি। বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে না দাঁড়ায় তাহলে যে টাকাটা বাজারে আসছে সেটা বাড়তি টাকা--যে মুদ্রাস্ফীতির কথা আলোচনা হয়েছে সে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এখন সেটার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে গেলে উৎপাদন বাড়াতে হবে। যদি উৎপাদন না বাড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে। আজকে আমার দেশের

আমি খুব সংক্ষেপে কথা বলছি, কারণ মাননীয় সদস্যদের অনেকে হয়ত এ সম্পর্কে বলতে গেলে বলবেন যে তাদের শেখাচ্ছি, ঠিক শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে নয়; তবুও যাতে দু'একটা কথার মধ্য দিয়ে যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসে তার চেষ্টা করার জন্যে আমি সংক্ষেপে দু একটা কথা বলছি। যাহা হক এ ভাবে আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কিছু কিছু হচ্ছে এ সম্বন্ধে অস্বীকার করার উপায় নেই। অস্বীকার করছি না, আমরাও করছি না এবং ভারত সরকারও করছেন না। কিন্তু এখানে আমাকে মেনে নিতে হবে যে আজকে আমার দেশকে গড়ার জন্যে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে গেলে পরে দেশটাকে যদি স্বাধীন ভাবে গড়ে তুলতে হয় তাহলে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা আমাকে নিতে হবেই, এবং সেই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়ার সাথে সাথে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি না হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ দেখা দেবে, জিনিষ পত্রের দর বাড়বে এটা হলো সাধারণ কথা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :- Point of Order মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মেম্বারদের লক্ষ্য করে কাণ্ডজ্ঞান নেই একথা বলতে পারেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :- আমি এখানে যে কথা বলছি সে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। আমাদের দেশে মাননীয় সদস্যরা যদি নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেন তাহলে বলার কিছু নেই। বলার উদ্দেশ্য হয়েছে যে, আমাদের দেশে এ ধরণের সমালোচনা হচ্ছে। যারা এ ধরণের সমালোচনা করছেন তাদের উল্লেখ করে একথাটা বলা হয়েছে particulary কোন সদস্য কিম্বা মাননীয় সদস্যকে উল্লেখ করে বলা হয়নি এবং সেটা গায়ে লাগানো উচিত নয়। কারণ আমরা ধরে নিতে পারি যে, মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় হাউসে যারা আছেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে—না হলে জনসাধারণ কেন প্রতিনিধি করে পাঠালেন।

Mr. Speaker :— May I take it that the Hon'ble Minister did not mean any thing derogatory to the members.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি আগেই বলেছি যে এটা মেম্বারদের উল্লেখ করে বলা হয়নি। যারা এধরণের সমালোচনা করছেন তাদের সম্পর্কে একথাটা বলা হচ্ছে।

(DISTURBANCE)

এ ধরণের আলোচনা বাইরেও হচ্ছে, বাইরে হচ্ছে—আমরা শুনেতে পাচ্ছি সেই জন্যেই এই আলোচনাটা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যদি সেটা নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেন তাহলে আমার কিছু বক্তব্য থাকেনা—আমার বলার কিছু নেই।

(আপনি বলেননি অস্বীকার করেন?)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যা হউক আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই জিনিষগুলি বলার দরকার রয়েছে যেহেতু এটা resolution এর মধ্যে রয়েছে। তা নাহলে এটা বলার কোন দরকার ছিলনা। Resolution এর মধ্যে রয়েছে জিনিষপত্রের দর বেড়েছে। এখন জিনিষপত্রের দর কেন বেড়েছে সে কথাটা না জানলে আমরা কখনো বুঝতে পারবনা যে, এটার সমাধান কিভাবে হতে পারে।

Mr. Speaker : The explanation is accepted.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়! আমাদের ভারতবর্ষের সামনে যে সমস্যা সে সমস্যা উদ্ভব হয়েছে এই কারণে যে, আমরা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা দেশকে যত তাড়াতাড়ি পারি স্বাবলম্বী করার জন্য

চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং বিরাট বিরাট পরিকল্পনার জন্যে টাকা খরচ হচ্ছে। সেই অনুপাতে দেশের production উৎপাদন বাড়ছেনা। যার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জিনিষপত্রের দর বেড়েছে, এখন প্রশ্ন হলো এই জিনিষপত্রের দর রোধ করার জন্যে আমরা: কি আমাদের পরিকল্পনাকে ছাটাই করবো? আমরা কি আমাদের পরিকল্পনাকে বাদ দেবো? আমরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে যে চেষ্টা করে চলেছি বিভিন্ন দিকে সেই দিক থেকে আমাদের সরে আসতে হবে কিনা? এটি হলো প্রথম প্রশ্ন। যদি আমরা ধরে নি - আমরা একথা বলি যে আমাদের এ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে আমাদের স্বাধীনতাকে গড়ে তুলতে হবে এবং স্বাধীনতার জন্যে এসব পরিকল্পনার দরকার রয়েছে, আমরা স্বাবলম্বী হব তার সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি না হয় তার সঙ্গে সঙ্গে ওটা আমাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, জিনিষপত্রের দর বাড়বে। এখন কথা হলো– জিনিষপত্রের দর যে বাড়ছে এবং তারজন্য সরকার থেকে কোন কিছুর আয়োজন করেছেন কিনা? ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা অনেকের মুখে শুনতে পাই যে একটা slogan এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে—যে কোন ব্যাপার নিয়ে একটা slogan উঠলেই হলো। State Tradingএর অর্থটা কি? State trading কোথায় চলতে পারে? ত্রিপুরা রাজ্যে State tradingএর প্রয়োজন আছে কিনা এখন এই stageএ? সেই বাস্তবের সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। আমরা একটা slogan তুলে দিলাম State trading আমাদের দরকার। State trading যদি এই অর্থে হয়ে থাকে যে Government থেকে control করবে—Government থেকে production এবং তার distribution control করা এটা যদি State trading এর লক্ষ্য হয়ে থাকে আজকে ত্রিপুরাতে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে যদি একটু analysis করা যায় একটুখানি মাথা খাটানো যায় তাহলে আমরা দেখব যে already Tripura Government state tradingএর slogan তুলেনি কিন্তু তার কার্য্যের দ্বারা সরকার state stadingএর পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আজ চাউল আমাদের দেশে নেই আমাদের চাউল খেতে হবে—আমাদের খেয়ে পড়ে থাকতে হবে—আমাদের দেশে আমরা তৈরী করতে পারছিনা--আমরা উৎপাদন করতে পারছিনা—আমাদের বাইরের থেকে আনতে হবে, বাইরের থেকে যখন আনছি—সেতো একটা ordinary ব্যবসাদার কিম্বা মুনাফাখোর যাদের বলা হয়—কালোবাজারী তারাতো বাইরে থেকে চাল আনছে না—চাউল আনছে ত্রিপুরা সরকার। এখন সে চাউল এনে সেই চাউল subsidised rateএ distribution করা হয়েছে। যে কথাটা ছিল price fixationএর তার সঙ্গে সঙ্গে distribution চাউলের ব্যাপারে আমাদের যতখানি করা সম্ভব সবটাই ত্রিপুরা সরকার করছে। State tradingএর নাম তুলে resolution করে slogan তুলে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা মঞ্চে গিয়ে state tradingএর নাম করে করা হয়নি। কিন্তু practically আমরা যা বাস্তবে দেখেছি—সেটা হ'ল state tradingএরই নামান্তর মাত্র। Government যে policy নিয়েছে। আজকে আমরা যদি এটা স্বীকার করে নেই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এটা এপথে অবশ্যম্ভাবী হবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহলে আমাদের বলতে হবে যে—জিনিষপত্রের দর বাড়বে ঠিকই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার একটা check থাকা দরকার। সেটা যাতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়। যাতে মানুষ জিনিষপত্রের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার purchasing capacity যাতে অন্ততঃ কিছুটা হলেও চলতে পারে। এভাবে যদি দর বৃদ্ধি হয় তাহলে সেটা মানুষের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক হয় না। আস্তে আস্তে তারা তার সামঞ্জস্য বিধান করে যায়। ঐ জায়গায়ই হচ্ছে সরকারের হাত যেখানে control

এর কথা বলা হয় সেখানে fixation of priceএর কথা উঠে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কি? আমরা দেখছি যে আমরা state tradingএর নাম করিনি—আমরা centralএর কথা বলিনি। কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে আমরা দেখি যে—অন্ততঃ essential commoditiesএর ব্যাপারে প্রায় state tradingএর মত হচ্ছে। না হলে উপায় নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা slogan তুলে আমরা একটা আইন করে দিলাম। হ্যাঁ? আমরা বলতে পারি যে আমরা state trading করছি। আমাদের উপায় কোথায়? আমাদের চাউল আনতে হবে বাইরের থেকে—সে চাউল Govt. levelএ আসছে সেখানে যে rate আছে তার চাইতেও subsidised rateএ আমরা ত্রিপুরায় সেই চাউল দিচ্ছি। Mustard Oil আমরা তৈরী করছিনা ত্রিপুরায়—Mustard Oil বাইরে থেকে যেটা আসছে সেটার rateও Government fix করে দিচ্ছেন। এই rateএর উপরে যেতে পারবেনা। এই যে rate fixation সেটা কিসের উপর depend করে? এটা একটা খামখেয়ালী ব্যাপার নয়—whimisical একটা ব্যাপার নয় যে আমরা একটা দর বেধে দিলাম। দর বাধলে যে জিনিষটা আমার দেশে উৎপাদিত হচ্ছেনা—সেই জিনিষের দর বাধতে গেলে আমাকে দেখতে হয়—বিচার করতে হয়, কি; যেখান থেকে মালটা আসছে ওরা কি দরে বেচছে। সেই দরের সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হয় যে ওখান থেকে মালটা এখানে আনতে গেলে কত খরচ পড়তে পারে। সেটা দেখে এটা সধারণ বুদ্ধির কথা—এটার সঙ্গে অন্য কোন প্রশ্ন নেই—সেই জিনিষটা যোগ করে যেটা বাড়তি হচ্ছে—আরও দু'একটা জিনিষ রয়েছে যেমন—carrying rate, wasteage—সে ভাবে Government সেটা বিচার করে তারপরে price fixation করে দিচ্ছেন আজকে ত্রিপুরাতে—অন্যখানে যে হাহাকার চলছে—ত্রিপুরাতে আজকে সে হাহাকার নেই। যদি হাহাকার থাকতো এবং যদি এ ধরণের অভাব সেটা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলতে চাইছিলেন—বোঝাতে চাইছিলেন সেই জিনিষটা বাস্তবে যে নেই এবং জনসাধারণকে ঠীক সেই ভাবে effect করেনি এবং ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের যে নীতি সেই নীতিতে তারা সন্তুষ্ট রয়েছে সেটার জবাব তারা দিয়েছে—২৫ তারিখ। আজকে ভারত সরকার এই price fixation এর যে প্রশ্ন—সমস্ত essential commodities বলে নয় দুটো পথ আছে। একটা পথ হলো—যে সরকার সমস্ত উৎপাদন এবং তার যে distribution সব কিছুরই দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এটা আজকে আমাদের যে নীতি সেটা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা মানুক আর নাই মানুক আমাদের Parliament থেকে কিম্বা ভারত সরকার যে নীতি ঘোষণা করেছেন সেটা হল democratic socialism যেটা মূল কথা সেটা হল democracy। সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের দেশটাকে আমরা গড়ে তুলতে চাই। কাজেই ঐ যে দুটো পথ আছে দেশটাকে গড়ে তোলার—একটা হল dictatorshipএর পথ সেখানে সমস্তটা control মানুষের জীবনে, চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া—সমস্ত কিছু control করে দাও। Control করে তারপরে তাকে মারার দায়িত্বও তার—বাঁচার দায়িত্বও তার। মতের অমিল হলে গুলি খেয়ে মরতে হবে। আর যদি সেই dictatory মতের সঙ্গে চলতে পারে তাহলে আধপেটা খেয়ে হলেও বেঁচে থাকতে পারবে। তাছাড়া ভারত সরকারের যে আর একটা পথ রয়েছে—সে পথটা হল democratic পন্থা—গণতান্ত্রিক পন্থা সেটার মধ্যে মানুষের প্রত্যেকটা অধিকার আমরা রেখেছি তার স্বাধীনতাটা ব্যবসা করার অধিকার সমস্ত কিছু রেখেও মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যে নীতি যে নীতিটাকে আজ ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে democratic পন্থা তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। মানুষের

জীবনটাকে control করার ক্ষমতা সরকারের এখন নেই তার কারণ হল যে এটা democracy। Democracy র যেটা মূল কথা সেটা হল মানুষের স্বাধীনতা আর স্বাধীনতা রক্ষা করেই দেশের স্বাধীনতা আমরা গড়ে তুলবো। এই যে নীতি জানিনা ভবিষ্যতে যদি কোন দিন ব্যর্থতা আসে যদি নীতির ফলেদেশকে গড়ে তোলা সম্ভব না হয় তার রায় জনসাধারণ দেবে, কারণ তাদের স্বাধীনতা রয়েছে এই democracy র মধ্যে দিয়ে সে এটা প্রকাশ করতে পাবে, যেমন সে প্রকাশ করেছে ২৫সেপটেম্বর। এখন আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা যে ভাবে আমাদের সরকার এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে প্রশ্ন, সে প্রশ্ন যেভাবে tackle করছেন, সে সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিশদভাবে বলেছেন। কাজেই সেই সম্পর্কে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাইনা, আমার কথা হলো এইটুকুই যে আজকে আমরা যে প্রস্তাবটিকেই গ্রহণ করি না কেন যে প্রস্তাব নিয়ে আমরা আসি না কেন, তার বিভিন্ন দিক থেকে তাকে দেখার দরকার রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা যারা এখানে আছি, তারা প্রত্যেকেই স্বাধীনতাকামী আমরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতাকে গড়ে তুলতে চাই, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দেশকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে চাই, আমরা সবাই ঐক্য চাই, কাজেই এখানে অমিল হওয়ার কোন কারণ দেখি না, হয়ত পথের মধ্যে কোথাও difference হতে পারে, যে এই পথ না, ঐ পথ। কেউ বলতে পারেন সব জীবনটাকে control করো, আর কেউ বলতে পারেন, যে না জীবনকে control করা নয়, এই জীবনটাকে স্বাধীন রেখে গড়ে তোলা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করা। নীতিগতভাবে যদি সেটা আলোচনা কখনো উঠে, তাহলে নীতিগত ভাবে সেটা আলোচনা করা চলতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখছি, সেইটা নিয়ে এত হৈ চৈ হচ্ছে, সেই হৈ চৈ করার কোন কারণ নেই, আমি ত স্বীকার করছি যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, হবে আমরা বলব এই কথা, আমরা সরকার থেকে বলছি যে এটা হবে, যদি পরিকল্পনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, যদি আমাদের দেশকে আরো তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের চেষ্টা যদি আমরা না করি, তাহলে জিনিষ পত্রের দর আরো বাড়বে। যে দেশটা গড়ে উঠছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাইছে সেই দেশে এই ধরনের মূল্য বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব এবং ঘটবে। এটা নিয়ে আলোচনা আমরা করতে পারি। আলোচনা করা এই জন্যই নয় যে মূল্য বৃদ্ধি হঠাৎ control করে বন্ধ করে দাও তা হয় না, আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র হবে এই যে উর্দ্ধ গতি এই উর্দ্ধ গতির সঙ্গে আমাদের উৎপাদনকে কি ভাবে বাড়াতে পারি। মুদ্রাস্ফীতির যে লক্ষণটা সেটাকে কি করে ক্রমে কমিয়ে আনতে পারি যারা খবরের কাগজ দেখেন তারা দেখেছেন যে ভারত সরকার Bank এর interest বাড়িয়ে দিয়েছেন কেন ? কারণ মুদ্রাস্ফীতিজনিত যে টাকাটা বাড়তি হয়েছে, সেই টাকাটা যদি আবার Bankএ নিয়ে আসা যায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি জনিত যে মূল্য বৃদ্ধি তাহা কমানও যায় কিনা, আজকে ভারত সরকার চিন্তা করেছেন স্বীকার করেছেন যে যেখানে প্রয়োজন হবে state trading এর কথা বলছে, আজকে সেখানে মুনাফা খোর এবং কালোবাজারী যারা আছেন তাদের শাস্তি দেওয়ার খবর ডেইলি খবরের কাগজের দেখতে পাচ্ছেন যে সেখানে সরকারের হস্ত কত কঠোর হয়ে নেমে আসছে। তাদের উপর আজকে চেষ্টা চলছে আমরা একথা বলছি না যে আমরা কনট্রোল করতে পেরেছি সমস্ত situation কে আমরা control করতে পেরেছি সেই জন্য আমাকে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে খাদ্য সংকট সেটা একটা বিরাট আকারে দেখা দিয়ে ছিল দেশের মধ্যে। সেই খাদ্য সংকট অনেকটা আমরা আজকে সমাধান করতে পেরেছি, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি জনিত যে অবস্থা সেই অবস্থার সমাধান করতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে। কিন্তু তার অর্থ কি

এই হবে যে, আজকে আমরা চিৎকার করবো। মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে, এটাকে কমাতে গেলে পরে control করতে হবে। controlকোথায় করবে? আজকে আমরা দেশে কোন Production করতে পারছি না। আমার দেশে কোন জিনিষ তৈরী হচ্ছে না।

যে জিনিষটা আমার হাতে নাই, সে জিনিষটা control করব কি করে। হ্যাঁ control করা যায় আজকে বলা যায় যে ভাবে আমরা চাউল control করছি, সে ভাবে। তার ফল কি হচ্ছে, যে চাউল ২৫।৩০ টাকা দরে বাহির থেকে ভারত সরকার কিনছেন সে চাউল subsidy দিয়ে আমরা এখানে ১৮ টাকা দরে বিক্রি করছি। এর ফল কি হচ্ছে, আজকে যখন আমরা ত্রিপুরার লোকের ইণ্টারেষ্টে এ কথাটা বলব। তখন আমরা বলব না এদিক দিয়ে ত্রিপুরার লোকেরা মারা যাবে, যদি এই subsidised rate এ চাউল চিরকাল দিতে থাকে। Problem আজকে আছে, তা থেকেই যাবে। subsidised rateর যে টাকাটা চাউলের ব্যাপারে বাহিরে যাচ্ছে। এই টাকাটা কার? এই টাকাটা আমাদের সাধারণ মানুষের, শ্রমিকের কৃষকের ও ভারতবর্ষের টাকা। যে টাকাটা যাচ্ছে সে টাকাটা আবার ঘুরে অন্য রকম ভাবে আসছে। আমরা শুধু ১৮ টাকা দরে চাউল পাচ্ছি। এর আর একদিকে যে আসা যাওয়ায় অন্য ভাবে টাকাটা ব্যয় হয়ে আমাদের উপরেই পড়ছে এ কথাটা আমরা চিন্তা করি না। চিন্তা করার দরকার হয়ে পড়েছে, যদি আমরা constructive wayতে আমি এত কথা বলতাম না, বলছি এজন্য যে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের কেহ কেহ constructive line এ approach করবেন এ সমস্যাটিকে। এ কথাটা বলার জন্যেই আমার এত কথা বলার দরকার হয়েছে। তাঁরা যদি সত্যি সত্যি, Constructive lineএ আসতে চান, Constructive Suggestion করতে চান, Constructive wayতে এ জিনিষটাকে দেখতে চান, তা'হলে এই সমস্ত বিভিন্ন দিক তাদেরকে দেখতে হবে, এবং দেখে তারপর কোথায় কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সেটা আমরা চিন্তা করে বের করতে পারি, কাজেই এই যে disposal of time এ জিনিষটা আমরা এখানে যতক্ষণ সম্ভব যাতে সাধারণ মানুষের উপর আঘাত না আসে সেজন্য আমাদের Administrationর policy যেটা, সেটা indirectly বা directly যদিও আমরা বিশেষ কিছু করি না, কিছু কিছু আমাদের ত্রিপুরা সরকার করে যাবে। Distribution caseএ আমি একথা বলতে পারি যে আজকে ration shop, Fair Price Shop র মাধ্যমে চাউল দিচ্ছি, distribution হচ্ছে। ডাল প্রভৃতি অন্যান্য জিনিষ যেটা বাহির থেকে আসছে সেটা distribution indirectly আমরা fixed price র মাধ্যমে Control করছি। সে ভাবে distribution করে দেওয়া হচ্ছে যাতে কোথাও বেশী পরিমানে জমা না হয়ে যায়, চোরাকারবার না চলে, কোথাও বা বৃদ্ধি দামে জিনিষ বিক্রি করতে না পারে সেজন্য Price টাকে Control করে দেওয়া হয়েছে। Control করে দেওয়া হয়েছে কতকটা যে পর্য্যন্ত Producing area, যেখান থেকে আমরা মাল কিনছি সেখানকার দরের সংগে ন্যায্যভাবে wage এবং carrying এবং অন্যান্য খরচ ধরে আমরা একটা মূল্য fixed করে দিচ্ছি। সেজন্য দোকানদারেরা খুসী মত বেশী দাম নিতে পারে না। যে কারণে আজকে ত্রিপুরাতে জিনিষ পত্রের দর বেড়েছে সত্য কথা কিন্তু জিনিষ পত্রের অভাবটা আমরা দেখি না। আজকে একথা বলা যায় যে এমন অবস্থাও হতে পারে যে জিনিষ পত্রের দর বাড়তে গেলে বাজার থেকে উধাও হতে পারে, shortage হতে পারে। এর জন্য সরকারকে যদি দায়ী বলেন তাহলে আমি বলব সেটার জন্য দায়ী শুধু ত্রিপুরা সরকার নয়, দায়ীproducing area ও।

যেখান থেকে মাল কিনতে হয়। সেখানে যদি দর বাড়ে সেখানে আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। সেখানে কৃষক যারা রয়েছেন, তাদের minimum price যেটা, সাধারণ মানুষ যারা আছেন, রাজনৈতিক দল যারা রয়েছেন সেখানে, কম্যুনিষ্ট দল আছেন, কংগ্রেস দলও আছেন তারা সেখানে যেটা minimum price ঠিক করে দিচ্ছেন তার উপরে সেখানে যে মূল্য কৃষকেরা পাচ্ছে সেই দরের উপরে নির্ভর করে আমাদের এখানে price টা ঠিক করা হচ্ছে।

আমাদের এখানে প্রশ্ন হচ্ছে সেই দরের উপরে control করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আজকে আমরা এখানে কৃষকদের জন্য চিৎকার করছি, যেখানে যেখানে জিনিষগুলি তৈরী হচ্ছে সেখানকার কৃষকদের দরদের জন্য, ত্রিপুরার কথা চিন্তা করে নয়, তাদের সেখানকার কৃষকদের কথা চিন্তা করে তারাও দর ঠিক করেছে। আমরা যা এখানে produce করি, আমাদের কথা হল তার বিচার করা, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের আলোচ্য হবে এই যে আমরা এখানে যে জিনিষগুলি তৈরী করি ঐ জিনিষগুলির মধ্যে কোন ফটকা বাজি হচ্ছে কিনা। এখানে কৃষকদের আমরা ঠিকভাবে দর দিতে পারছি কিনা, সেই জিনিষটা আমাদিগকে চিন্তা করে দেখতে হচ্ছে। এখানে সরকারের যদি কোন গাফিলতি বা শৈথিল্য থাকে তবে নিশ্চয় সেই সমালোচনা মাথা পেতে নেবো। আমরা সেটা দূর করার জন্য চেষ্টা করবো। আজকে যে Policy র উপরে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন একথা, ধানের দর, চাউলের দর, যেখান থেকে এই জিনিষগুলি procure করা হয় সেখানে যে দর, procure করার জন্য নয়, এইটা price support scheme যেটাকে বলে, সেভাবে একটা দর নির্দ্ধারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন আমাদের মুখ্য মন্ত্রী সেটার অর্থ হল এই যে আমরা যে দর দিচ্ছি তাতে দেখতে হবে যাতে কৃষকদের কোন অপকার না হয় এবং যারা consumer তাদেরও যেন অপকার না হয়। এভাবে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে একটা দর ঠিক করে দেওয়া তার যে নীতি সেটাই হল price নিয়ন্ত্রণ, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জিনিষ তৈরী করবে, যারা জিনিষ কিনবে তাকে price support scheme বলে। Price support scheme গ্রহণ করার জন্য আমাদের মুখ্য মন্ত্রী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটার সমস্ত দিক দেখে বোধ হয় তিনি এই হাউসের সামনে ঘোষণা করতে পারেন। এ ব্যাপারে ও বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ সাহায্য করতে পারেন, কি ভাবে দর নির্দ্ধারণ করলে দর সুবিধা হতে পারে। আজকের আলোচনায় ত্রিপুরার বাস্তব যেটা যেখানে State Trading, Bank nationalisation, তারপর সমস্ত জিনিষ control করা, price fixation, distribution এ কথাগুলি অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব ক্ষেত্রে এটা অবাস্তব হয়ে যায়। আমাদের জিনিষের অভাব হচ্ছে, দর বাড়ছে, কারণ আমরা উৎপাদন করি না। সে জন্য আমরা চেষ্টা করছি, ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছে, কি ভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়। যাতে self supporting and self sufficient হওয়া যায়। সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি। আজকে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, যে সমস্যার উপর আলোচনা করা হয়েছে, আজকে আমরা ৫ সালা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ত্রিপুরায় আমরা ধরে নিয়েছি এত লক্ষ লোক রয়েছে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যে অনুযায়ী উৎপাদন বাড়ানো দরকার, সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করে আমরা অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু হঠাৎ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গণ্ডগোল বাধালো, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘুরা এসে আশ্রয় নিল, তাদের ত খাওয়া দিতে হবে। কোথায় গেল, কোথায় গেল আমাদের পরিকল্পনা? কেবল বড় বড় বুলি ছাড়লে চলবে না, বড় বড় কথা বললে

চলবে না, আমাদের বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি কয়েক লক্ষ লোকের জন্য যথা ৮।১০ লক্ষ লোকের জন্য, সে ক্ষেত্রে যদি লক্ষ লক্ষ লোক বেড়ে যায় তখন জিনিষ পত্রের দাম তো কিছু বাড়বেই। ফলে আমাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে হঠাৎ সেখানে আঘাত এসে যায়।

আজকে আমরা দেখছি যে food production বাড়ানোর জন্য যখন আমরা চেষ্টা করছি সঙ্গে সঙ্গে দেখছি প্রতি বৎসর আমাদের দেশের মধ্যে flood হয়ে যাচ্ছে, এক একটা জায়গা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা যে attempt বা চেষ্টা করেছিলাম তা বানচাল হয়ে যায় সেখানে flood এ। আজকে সেজন্য আমরা যেখানে flood control করার কথা চিন্তা করছি এবং মাননীয় সদস্যারা শুনে সুখী হবেন যে গোমতীর উপর আমাদের যে বিশেষ scheme আছে গোমতী project flood control and power energy production রয়েছে আমরা আশাকরি সেটার কার্জ আমরা তাড়াতাড়ি আরম্ভ করতে পারবো এবং তাড়াতাড়ি যদি সেটা ঠিক করে ফেলতে পারি এবং আমাদেব পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করে শেষ করতে পারি তাহলে অন্ততঃ একটা দিকে আমরা বাঁচতে পারবো। সেটা হল গোমতীর তীরে যে তিনটি Division রয়েছে অমরপুর, উদয়পুর ও সোনামুড়া সেখানে flood এ যে ফসল নষ্ট হতো তা আমরা বাঁচাতে পারবো। কাজেই ত্রিপুরা সরকার এই বিষয়ে সচেতন, আমরা কি করতে পারি, আমাদের কি করতে হবে, আমাদের হাতে যা আছে, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আমরা যতটুকু করতে পারি সে দিকে ত্রিপুরা সরকার সচেতন রয়েছেন। এবং মানুষের উপকার করার জন্য, মানুষ যাতে খেয়ে পরে বাঁচতে পারে, তারা যাতে খাওয়া পরার আশ্বাস পেতে পারে, সেজন্য ত্রিপুরা সরকার সচেতন রয়েছেন এবং এই আশ্বাস পাওয়ার জন্য, স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার জন্য, স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য, কষ্ট বরণ করতে হবে, দুঃখ বরণ করতে হবে, আমাদের সেই দুঃখের সময় এখনও পার হয়নি। আমরা দাড়িয়ে উঠতে পারিনি, আমাদের নানা সমস্যা রয়েছে, তাতে সারা ভারত ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য, আমি আগেই বলেছি আমরা পরিকল্পনা রচনা করেছি, সেই বিরাট বিরাট পরিকল্পনাগুলি যদি আমবা রূপায়িত করে তুলতে না পারি, তবে সারা ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকবে কি, থাকবে না। আজকে যুদ্ধ লেগেছে আমাদের এরোপ্লেনের দরকার। আমরা বাহির হতে এরোপ্লেন আনবো না, এরোপ্লেন তৈরী করবনা। আজকে চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করে বসে আছে, সে যে আমাদের দেশের শত্রু তাকে কি দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব না? তাদিগকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া থেকে যুদ্ধাস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে আমরা লড়াই করবো আমাদের দেশের এবং স্বাধীনতার শত্রু যারা তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করবো। এখন যদি এরোপ্লেন তৈরী করতে যাই, কামান তৈরী করতে যাই, অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে যাই, তাহলে বিপুল অর্থের দরকার বিপুল অর্থ খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু এরোপ্লেন, কামান তো খাওয়া যায় না, অথচ তার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই যে টাকা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, circulate করা হচ্ছে, তার ফলে জিনিষপত্রের দর বাড়বে না? জিনিষপত্রের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অসুবিধা ও বাড়ছে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্য সব দিক দিয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, আমাদের দেশের যারা শত্রু তারা যেন বুঝতে পারে, ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে, তৈরী হয়ে উঠেছে, তারা এরোপ্লেন তৈরী করতে পারে, সব জিনিষপত্র তৈয়ারী করতে পারে, তারা সর্ব্বভাবে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তখন আমাদের দেশ আর আক্রমণ করতে সাহস করবে না। চীন যখন আমাদের দেশ আক্রমণ করেছিল, তখন তারা জানতো যে যুদ্ধের জন্য

আমাদের আমেরিকা রাশিয়ার উপরে নির্ভর করতে হবে। আজকে যদি পিছন হতে রাশিয়া বলে দেয় যে আমাদিগকে অস্ত্র দেবে না, তাহলে কি লড়াই চলবে না? আজকে আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে না? আমাদের দেশ ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করবো না? তাহলে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে এবং সেজন্য আমাদের যেখানে ৩০০ কোটি টাকার Defence এ খরচ করা হয় তার জায়গায় ৮০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে আয়ও বাড়িয়ে ১৮০০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত করা যায় কি না তার জন্য চিন্তা করা হচ্ছে। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা কি জানেন না—আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই যে টাকা খরচ হচ্ছে তার জন্য আমাদের দুঃখ বরণ করতেই হবে। তাতে জিনিষপত্রের দাম বাড়তে পারে তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে যদি আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীনকে আমাদের দেশ হতে হটিয়ে দিতে হলে এই দুঃখ বরণ করতে হবে না আমাদের? সেজন্য এই দুঃখ বরণ করতে হবে। অবশ্য আমি একথা বলছিনা যে তার জন্য সাধারণ মানুষকে নিঃশেষ করে পিষিয়ে শেষ করে দেওয়া হউক, সেটা ভারতবর্ষের কথা নয়। আজকে যে আমেরিকা থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টন খাদ্য আসছে তা কিসের জন্য। ভারতবর্ষের লোককে খাওয়ার জন্যে। এই যে কোটি কোটি টন খাদ্য আসছে তার জন্য কি আমাদের মূল্য দিতে হচ্ছে না, তার জন্য কি আমাদের ঋণ হচ্ছে না আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন প্রভৃতির কাছে? আজ সে দিক দিয়ে আমরা চিন্তা করব না, সেদিকে তাকিয়ে দেখব না, আমরা slogan তুলব, state trading, আমরা slogan তুলব food scarcity আমরা slogan তুলব proper distribution। আমাদের অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই, আমরা চিন্তা করব না আমাদের দেশটা কিভাবে আছে, কিভাবে চলছে সেদিকে আমাদের দেখার কোন চেষ্টাই নেই। সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ যদি এগিয়ে না আসে তাহলে চলবে না। তাদের তো স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যা করা হচ্ছে তাতে টাকা কিছু কিছু inflation হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি তো হবেই। এটা স্বাধীনতার প্রশ্ন। দেশের পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের security রক্ষার জন্য কিছু কিছু inflation তো হবেই। আমরা যদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মনোযোগী হই, উৎপাদনের ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের তরফ হতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে, বাহিরের থেকে technician আনা হচ্ছে, নূতন Machinery আনছেন কাজেই সরকারের পক্ষে যা করার তাই করা হচ্ছে। আর আমরা সাধারণ মানুষ যারা রয়েছি, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করবো না? আমরা কি বুঝবোনা, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের কিছু করণীয় আছে, আমাদেরও কিছু করতে হবে, আমাদেরও দুঃখ বরণ করতে হবে? আর এই দুঃখ বরণ করছি আমাদের পবিত্র স্বাধীনতার জন্য, ভবিষ্যতের জন্য দেশকে সুন্দর করার জন্য ও দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য। এটা মানুষের জীবনে আসে, প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের আসে। প্রত্যেক পরিবারের প্রধান জানে যে যদিও আজকে তার পক্ষে পরিবার চালানো সম্ভব হচ্ছে না তবুও তার মধ্যে যদি সে মাসের Income হ'তে ৫৲ টাকা করে Bankএ রাখতে পারে কিম্বা একটা Insurance করে রাখতে পারে তাহ'লে ভবিষ্যতের পারিবারিক জীবন সুখের হবে। এজন্য যেরূপ আমাদের দুঃখ বরণ করে নিতে হয় সেরূপ ভাবে আমাদের জাতির জীবন এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য, ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার জন্য এই কাজটুকু কি তারা করবে না? এই দুঃখ বরণ তারা করবে না? এই দুঃখ বরণের মধ্য দিয়ে জাতিকে গড়ে তুলতে হবে, দুঃখ বরণের মধ্য দিয়ে জাতির ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে হবে। অতএব আমাদের এই যে প্রস্তাব, সেই

প্রস্তাবের মধ্যে যে কথাগুলি আছে, সে কথাগুলি চিন্তা করতে হবে। এই ত্রিপুরার জন্য বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে কিনা সেদিকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা দরকার। আমি আশা করি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ২৫শে Sept. এর জনসাধারণের রায়ের ফলে এই প্রস্তাব withdraw করবেন এবং আমরা যাতে একই সঙ্গে অগ্রসর হতে পারি, ত্রিপুরাকে সেভাবে গড়ে তোলার কাজে এবং ভারতকে গড়ে তোলার কাজে সমান অংশীদার হতে পারি এই আবেদন আমি রাখছি।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Aghore Deb Barma to give his final reply.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমি যদি সেগুলি অনুধাবন করে থাকি, তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সে প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছি ওটার গুরুত্ব যে অন্ততঃ বেশী তা তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং আশা করি তিনি সেই গুরুত্ব গ্রহণও করেছেন। তবে প্রস্তাব গ্রহণ তিনি করবেন কিনা বা ভবিষ্যতে কখনও গ্রহণ করবেন কিনা সেকথা বলেন নাই। তবে আমরা যখন ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবের দরকার মনে করি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব আমরা হাউসের মধ্যে উত্থাপন করেছি। অতএব ইহা যদি এখানে গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে শেষ কথা তিনি বলে দিন। রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনা হউক, আমরা সমর্থন দিয়ে প্রস্তাবটা পাশ করাবো। আর একটা কথা উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, উৎপাদন বাড়ানো দরকার—কারণ দ্রব্যমূল্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এগুলি একটির সাথে আর একটি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে, দেশের মধ্যে যদি উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা না হয়, তাহ'লে জিনিষ পত্রের দাম বাড়বে এবং বাজারে—যদি টাকা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহ'লে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। তাহ'লে যে ঘটনা ঘটবে, যে অবস্থার সৃষ্টি হবে—তার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে গিয়ে যে মুদ্রা জমা হবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে কষ্ট পাবে। এই তো কথা। কাজেই আজকে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা দরকার। দেশের উৎপাদনের সংগে সঙ্গতি না রেখে আমরা যদি মুদ্রা না ছাড়ি তা'হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে বাধ্য। আর খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে তারা অনেকে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন। খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো দরকার। কিন্তু আমি যদি খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে কতগুলি ঘটনা, প্রাথমিক কার্য্যের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তবে একথা মনে করার কোন কারণ আছে কিনা যে ত্রিপুরাতে অতিক্রত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হওয়ার মত কোন কাজ করা হয়েছে কিনা যাতে অতি সত্বর উৎপাদন বৃদ্ধি হয়ে, ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনা আছে কিনা। কারণ আমি জানি ইতিপূর্ব্বে বাজেট সেখানে আমি একটা আলোচনা করেছিলাম যে ইরিগেশানের মাধ্যমে কোন কোন ছড়া, নালা ইত্যাদির মধ্যে সরকারী উদ্যোগে ৩০।৪০ হাজার টাকা খরচ করে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এই বাঁধগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ? এগুলির মূল উদ্দেশ্য যদি আমরা বুঝে থাকি, তাহলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা। যেখানে ৩।৪ মন খাদ্য উৎপাদন হয় তাতে যদি জলসেচের ব্যবস্থা হয় তবে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে। এই হল তার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি যদি ঘটনা দিয়ে বলি যে রানীর বাজারের কিছু পূর্ব্বে কিসিমা ছড়ায় ৩০,০০০৲ টাকা খরচ করে একটা বাঁধ দেওয়া হল। এখন তার কোন অস্তিত্ব নেই। বিশ্রামগঞ্জ বাজারের অল্প একটু পূর্ব্বদিকে

একটা পাকা বাঁধ দেওয়া হয়, কিন্তু সে বাঁধের পাশ দিয়ে আর একটা ছড়া floodএর সময় অন্য লোকের জমির উপর দিয়ে চলে গেছে, এহ'ল অবস্থা। এভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে এই দুটি ঘটনা নয় আরও বহু ঘটনা আছে। অতএব যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাঁধ দেওয়া হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে কিন্তু সেই বাঁধ কৃষকদের উপকারে ত আসছেই না বরং তাদের জমি ভেঙ্গে চুরে নষ্ট করে দিচ্ছে। এতে আমরা কি আশা করতে পারি যে আমাদের দেশে অতি দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বাড়বে এবং খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে পারব। আর মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার মহোদয় বলেছেন ৪৬ লক্ষ টন খাদ্য বাহির থেকে আনতে হয়। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ৫৭ লক্ষ টন। তাহলে ঘাটতি হচ্ছে ১০ লক্ষ টন। ত্রিপুরা রাজ্যে চাযের উপযুক্ত যে জমি আছে যারা এগ্রিকালচারিষ্ট বা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা যারা তারা কোন জমিতে ২ ফসল, কোন জমিতে ৩ ফসল, অত জমিতে এই পরিমাণ ধান উৎপাদন হয়, এভাবে অঙ্ক কষে দিয়ে একটা পরিমাণ স্থির করে দেন এবং তাতে আমরা শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে ফেলি। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা জানেন যে Exchangeর ফলে পুরানো লোক যারা ছিল যারা কৃষিকার্য্যে মেরুদণ্ড ছিল তারা directly হউক আর indirectly হউক exchange করে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এ হল ঘটনা। আর যারা নতুন আসছে সমস্ত জমিতে ফসল উৎপাদন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে যারা নতুন আসছেন তাদের কারো কারো গরু মহিষের অভাব, ঠিকমত লেবার পাচ্ছেন না, পাকিস্তানে যে রকম লেবার দিয়ে কাজ করাতেন সে রকম লেবার এখানে পাচ্ছেন না। এ সমস্ত বিভিন্ন কারণে আমরা দেখি যে অনেক জমি পতিত পড়ে আছে। আর একটা হল তরিতরকারীর অভাব, আপনারা দেখেছেন যে তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণে এখানে প্রডাকসান হত কিন্তু এবার এই আগরতলাতে বেগুনের দাম ১৷০ পর্যন্ত উঠেছিল। এখন অবশ্য নামবার পথে। এবার হঠাৎ দর এত বেশী হ'ল কেন? এর অবশ্য কারণ হচ্ছে যারা এই সমস্ত তরিতরকারী উৎপাদন করত তারা হঠাৎ চলে গেছে। নতুন যারা আসছেন, আমি অবশ্য একথা বলছি না যে তারা কৃষিকার্য্য জানে না। কিন্তু নতুন জায়গায় এসে সে জায়গার সাথে, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্ষেত্রে খাপ খাইয়ে চলতে সময় লাগে। কোন জমিতে কি ফসল ফলবে, সে অভিজ্ঞতা হতে সময় সাপেক্ষ। একথা আপনারা সকলে জানেন ও স্বীকার করবেন। আগরতলায় এরকম সাংঘাতিক অবস্থা কেউ কখনও দেখেননি, একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। সেদিক দিয়ে কৃষির উৎপাদন যা'তে আমরা বাড়াতে পারি, তার চেষ্টা করা প্রয়োজন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে আমরা এটার ব্যবস্থা করেছি। আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে একথা পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলছি যে ত্রিপুরায় যে সমস্ত বড় বড় ডোবা, দীঘি, বিল ইত্যাদি আছে, যেমন চাকমাজলা, হুরীরজলা, শুকসাগরজলা এরূপ বিভিন্ন বড় বড় জলা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আছে। এগুলিতে খাল কেটে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হলে আমাদের যে খাদ্য ঘাটতি আছে, সে ঘাটতি কতকটা পূরণ করা যেতে পারে। শুধু মুখে আমরা যদি চাষ বাড়ানোর কথা বলি, ডিপার্টমেণ্টে লোক বৃদ্ধি করি, অফিসার বৃদ্ধি করি, কার্য্যত আমরা চাষের সুব্যবস্থা না করি, সেখানে উৎপাদন বাড়বে কি করে? কোন গ্রামের মধ্যে বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারে গ্রামের মানুষ যদি কোন কথা বলতে চায়, তখন এ সম্পর্কে Technician বা Engineerরা বলেন, তোমাদের এ বিষয়ে কোন অধিকার নেই। বুদ্ধিতে যারা rawman, গ্রামের মানুষ সাধারণ কৃষক, তাদের মনে ঘা লাগে, এ হ'ল অবস্থা। কাজেই এ সমস্ত দিক দিয়ে আমরা যখন দেখি, তখন কৃষির

ব্যাপারে যতই প্রচার করা হউক না কেন, খুব extensive wayতে কৃষিকার্য্য বা উৎপাদন বাড়ানো কার্য্যকরী করতে পেরেছি বলে মনে করার কোন কারণ নাই। কাজেই সেই দিক দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ঘাটতির অঙ্ক রেখেছেন, আমার মনে হয় ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশী হবে। কারণ আউস ফসলের অবস্থা খুব খারাপ গিয়েছে, তদুপরি ত্রিপুরাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজেই বলেছেন যে পর পর ৩।৪ বার বন্যা হয়ে গেছে এবং বন্যাতে হয়তো বহু ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে ঘাটতির যে হিসাব রাখা হয়েছে আমার মনে হয় তা নির্ভুল নয়, তা আরও বেশী হবে এবং এখন থেকে যদি আমরা সাবধান না হই, আমরা যদি সন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে থাকি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের একটা মহা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে পারি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে প্রতিদিন ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন নতুন উদ্বাস্তু আগমন করছেন, এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, এবং তা সত্বে তারা মূল্যমান ঠিক রেখেছেন এই বাহাদুরি বেশীদিন নাও থাকতে পারে। কাজেই সেদিক দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে চাউলের যে বর্ত্তমান অবস্থা, আমরা যেভাবে চাউল জনসাধারণকে দিচ্ছি, এটা আমরা জানি যে সমস্ত এলেকার মধ্যে রেশন সপ আছে, বা রেশন কার্ড নিয়ে যারা চাউল পায় তাদের পরিবারের লোক সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার জন্য, রেশন কার্ড কমিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় লোক পাঠানো হয়েছে যাতে করে রেশনে চাউল কম দেওয়া যায়। এটা আমি জানি। কেননা, ত্রিপুরার মানুষ পরিশ্রমি। তাদিগকে যে পরিমান চাউল দেওয়া হয় তাতে তারা দুই বেলা পেট ভরে খেতে পারে না; এ অবস্থায় সে চাউল যদি আরও কমিয়ে অর্দ্ধেক করা হয় এবং অর্দ্ধেকের চেয়েও আরও কমানো হয়, তারপর মুখ্যমন্ত্রী যদি লম্বা গলায় চেঁচিয়ে, বড় গলায় খুব বাহাদুরি করে বলেন যে আমরা খাওয়াচ্ছি খাওয়ার দিতে পারব, আমাদের এখানে কোন অভাব নাই, তা যদি তিনি বলেন তাহলে জনসাধারণের প্রতি অন্যায় হবে। কারণ আমি জানি বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে চাউলের পরিমাণ তাহা নেহাৎ কম নয়। ফসল উঠার সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে আউস ফসলের পরে ১৪।১৫ টাকা ধানের মন—চাউলের কথা তো আমি বলছি না—চাউলের তো কথাই নাই। এটা তো ভাল কথা কৃষকেরা দাম পাচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের ঘরে ধান থাকলে তো দাম পাবে। আর একটা কথায় আমি আসছি, অনেক সদস্যই বলার চেষ্টা করছেন যে গুজব ছড়িয়ে জিনিষের অভাব বলে এগুলির অভাব সৃষ্টি করা হয় এবং সংকট সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এটা কোন যুক্তির কথা নয়। একটা জিনিষ যদি দেশের মধ্যে মজুত থাকে, ওটার যদি কোন অভাব না থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ জিনিষটার অভাব প্রমাণ করার জন্য কি মিটিং ডাকা যায়? ধরুণ তাঁরা হরতালের কথা উল্লেখ করার চেষ্টা করছিলেন যে হরতাল হয় নাই, কিন্তু জনসাধারণের অভিজ্ঞতা কি? যখন নাকি হরতাল পুরাপুরি হওয়ার পথে চলছিল, তখন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আমাদের সরকার রাস্তায় দাড়িয়ে হাতজোড় করছিলেন। পাইকারী ভাবে জনসাধারণকে arrest করছিল। জনসাধারণ যদি হরতাল নাই করে থাকে তবে তাদের ধরার তো কোন সার্থকতাই ছিল না, প্রয়োজনও ছিলনা। জনসাধারণ যখন তাদের কথাই শুনে না তখন জনসাধারণই তাদিগকে শিক্ষা দিতে পারত। তখন সরকারের তাদিগকে পাইকারী ভাবে ধরে জেলে আটক করে রাখার কোন প্রয়োজন তো পড়ে না। কাজেই এটা সরকারের দুর্বলতা এবং সরকারের আতঙ্ক থেকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এটা কি আমার কথা? আপনাদের কথার উত্তরে আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আজকে এই গুজবের কথা। সরকারীভাবে বিভিন্ন জিনিষের দরের একটা রেট করা আছে, মোটামুটি ভাবে আমি নিজেও জানি। কিন্তু এই rate বড় বড় দোকানে যে ভাবে সমস্ত লিষ্ট করা আছে, ছোট ছোট দোকানে, পাড়ায়, গ্রামের মধ্যে তাহা দেখতে পাওয়া যায় না। যেখানে তৈলের সের, এখানে তিনটাকা সে জায়গায় গ্রামে এর দর ৪ টাকা থেকে ৬ টাকা। শুধু তৈলের কথা নয় প্রত্যেকটী জিনিষের এই অবস্থা।

কাজেই আমার যে প্রস্তাব আমি এখানে রেখেছি—এই প্রস্তাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজন খুব বেশী। আজকে চাউল যে ভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে, সে ভাবে all essential commodities বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সস্তা দরে জনসাধারণকে পাওয়ার ব্যবস্থা আমরা যদি না করি তা হ'লে সংকট আরও বেশী বৃদ্ধি হবে। আপনারা সবাই বোধ হয় স্বীকার করবেন যে এই জিনিষগুলি আমাদের এখানে উৎপাদন হয় না— এগুলি আমাদিগকে U. P. থেকে আনতে হয়। বাহির থেকে আমাদের ত্রিপুরায় যে সমস্ত জিনিষ আনতে হয় ঐগুলি যদি control না করা হয়, আজকে আগরতলায় একদর, চড়িলামে একদর, চম্পকনগরে আর এক দর। আবার কোন কোন জায়গায় পাওয়াই যায় না; এরূপ অনেক ঘটনা যাচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে আমাদিগকে চিন্তা করতে হবে। সেদিক দিয়ে আমরা সেখানে যে rateএ বেচাবিক্রী হয় সে rateএ আমরা কিনে আনব এবং সমানভাবে আমাদের এখানে যথাসম্ভব সস্তায় জনসাধারণের পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ফেয়ার প্রাইজ সপ, fixed rate, state trading মারফতে এটা করা দরকার। আর একটা কথা এখানে অনেকে বলেছেন যে কৃষকরা দাম পাক "ভাল কথা"—তা নাহলে তাহারাই বা বাঁচবে কি করে। আমি একথা পূর্ব্বেও বলেছি। প্রত্যেকটা জিনিষ আর একটা জিনিষের সাথে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। আজকে আমরা পাটের কথাই ধরিনা কেন? পাট বিক্রী করে কৃষকেরা টাকা পায়, পাওয়া দরকার, কিন্তু বেশ কিছু দিন আগে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে গিয়ে দেখি ৪৫৲ টাকা মণ দরে পাট বিক্রী হচ্ছে। কিন্তু আরেকটা বাজারে হঠাৎ পাটের দর ৩০৲ টাকা হয়ে গেল। এ অবস্থা যদি হয় তাহ'লে কি করে হবে। কিন্তু যখন কৃষকদের ঘর থেকে মহাজনদের হাতে এসে পড়বে তখন পাটের দর হয়তো ৫০।৬০ টাকায় দাড়াবে। এই হলো অবস্থা। এই ধান, পাট প্রতেকটা জিনিষেরই এই অবস্থা। শুধু পাট নয় প্রত্যেকটা কৃষিজাত দ্রব্যরই কৃষকরা যখন বিক্রী করে তখন দাম থাকেনা। ৫।১০৲ টাকা মণ দরে বিক্রা করতে হয়। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য যখন অন্যের হাতে যায় তখন দাম বেড়ে যায়। এই অবস্থা থেকে কৃষকদের বাঁচানো দরকার। এখানে অনেকে Co-operativeএর কথা বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি Co-operative is one of the constructive way জনসাধারণকে যদি releif দিতে হয়— আজকে আমি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমরা পার্টি করেছি, শ্লোগান দিয়েছি— 'দাদন' প্রথা ধ্বংস হউক"। কিন্তু যখন Co-operative form করার ব্যাপার আমাদের সামনে এসেছে তখন আমি চিন্তা করেছি যে Co-operativeএর মাধ্যমে দাদন প্রথা রোধ করা যায় কিনা এবং সেইদিক থেকে আমি নিজে অনেক Co-operative form করেছি। এখানে একটা কথা বলছি, মন্ত্রী মহোদয় প্রায়ই বলে থাকেন, দেখুন জনসাধারণ সরকারের নিকট থেকে টাকা নেওয়ার বেলায় খুব আগ্রহ দেখায় কিন্তু দেওয়ার বেলায় মোটেই সেই আগ্রহ দেখা যায় না, এই ঘটনা কি করে হল। এই ঘটনার জন্য দায়ী কে? এই ঘটনার জন্য বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার দায়ী না হউক কিন্তু ত্রিপুরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই এর জন্য দায়ী। এই কথা কেউ অস্বীকার করতে পারব না। সরকারই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। সরকার

যেখানে যাকে পেয়েছেন তাকেই খামখেয়ালীভাবে টাকা দিয়েছেন। বিশেষ করে রামুন্নির আমলেই এই সব ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত অবস্থা থেকে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমি বলতে পারি, টাকা না নেওয়ার tendency যদি কারও হয়ে থাকে তার জন্য সরকারই দায়ী ছিল। যাহউক, Co-operative একটা নূতন জিনিষ। এইটা গড়তে হলে সময়ের দরকার, ধৈর্য্যের দরকার।

সমাজ জীবনে Co-operativeএর খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ইচ্ছা করলেই রাতারাতি আমরা এইটা গড়তে পারিনা। আমি ইহাও দেখেছি, Co-operativeএর মাধ্যমে Sale & Purchase ইত্যাদির জন্য সস্তা দরে মাল সরবরাহ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লাভের গুড় পিপঁড়ায় খাওয়ার মত তারা stand করতে পারে না। কারণ সমাজ ব্যবস্থা আজ আমরা ইচ্ছা করলেই রাতারাতি বদলাতে পারিনা। তারজন্যই এই Co-operativeগুলিকে পাশাপাশি রাখার আমরা চেষ্টা করবই যাতে গ্রামের মানুষগুলি সে রাস্তা ধরে জিনিষ পৌছিয়ে দিতে পারে এবং বেচাবিক্রীর একটা ব্যবস্থা করতে পারে। আরেকটা side আমি এইটা বিশ্বাস করি, সরকার যদি এইটা হাতে নেন, আজ হউক কাল হউক সরকারের state trading হাতে নিতেই হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত স্বীকার করছেন state trading হাতে নেওয়া দরকার। কাজেই আজকে যদি Prejudice বশতঃ আমার প্রস্তাব অস্বীকার করা হয়, আমি জানি শেষ পর্য্যন্ত আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হবে। কারণ এইটা অত্যন্ত বাস্তব। এটাকে অবাস্তব মোটেই বলা যায় না। আর একটি কথা হল, ওঁরা নিজেরাও স্বীকার করেছেন ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে প্রত্যেকটা মানুষের অভাব, অভিযোগ, দাবী দাওয়া পেশ করার অধিকার আছে। এই সংবিধানিক অধিকার। এখানে মানুষ মিটিং করতে পারে, সভা শোভাযাত্রা করতে পারে, হরতালও করতে পারে। এই অধিকারও মানুষের আছে। কিন্তু একটা কথা, ruling partyও স্বীকার করেছেন ত্রিপুরাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। এইটা কেহই অস্বীকার করবে না। এইটা অতি বাস্তব কথা। সকলেই স্বীকার করেছেন। এই বাস্তব অবস্থায়ও মানুষ মুখে কিছু করতে পারছে না। মানুষের পক্ষে বর্ত্তমানে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এই হল বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থায় তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে, শান্তিপূর্ণভাবে বাজার হরতাল আহ্বান করল। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন হল, মাননীয় মন্ত্রী, উন্নয়ন মন্ত্রী বার বার বলেছেন—একটা উদাহরণ দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে বাজার হরতাল এইটা প্রমাণ করে দিয়েছে। জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীরা যদি বাজার হরতাল নাই করত তবে তাদের ধরার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এই ধরার মাধ্যমে আমি দেখি, মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, হরতাল পালন করার যে অধিকার, দাবী দাওয়া পেশ করার যে অধিকার সেই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে, আজকে পুলিশ দিয়ে, পুলিশকে দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে মানুষকে arrest করে, আজকে মানুষের এই যে বাস্তব অভাব, বাস্তব দুঃখ, বাস্তব দারিদ্রতা, তাকে অস্বীকার করে ভয় দেখিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়। আর একটি জিনিষ হ'ল আমাদের এখানে কোন জিনিষের production হয় না। সমস্তই বাইরে থেকে আসে। কাজেই সে সব জিনিষ আমরা control করতে পারবো না চোরাকারবারীরা যা খুশী তাই করুক। জনসাধারণের সমস্ত দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিয়েই আমরা খালাস। আর জনসাধারণ যদি তাদের দাবী দাওয়ার কথা বলতে চায় তাহলে পুলিশ দিয়ে arrest করে সব জেলে পাঠাব। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে এটার অর্থ হবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ শাসন করে গেছে তাদের

সৈন্যের অভাব ছিল না, বন্দুকের অভাব ছিল না কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল। এই ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজকে আপনাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিল, সেই জনসাধারণের মুখ আপনারা এভাবে বন্ধ করতে চান। তারা শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের অভাব অভিযোগ দাবী দাওয়া পেশ করবে, আর আপনারা সেখানে পুলিশ দিযে ঠেঙ্গায়ে তাদের জেলে ঢুকিয়ে রাখবেন। এই অবস্থা জনসাধারণ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পাবে না। কাজেই আপনারা আজ বাস্তব অবস্থা চিন্তা করে যদি সমাধানের পথ খোঁজতেন তাহলে এখানকার যারা দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছেন তারা এই অবস্থার মধ্যে যাওয়ার পূর্ব্বে সবাইকে ডেকে আপনারা বসতে পারতেন। একটি সমাধানের পথ খোঁজতে পারতেন। তারা অস্বীকার করে নাই, করতো না, যখন তারা আপনাদের নিকট Memorandum দিয়েছিল তখন আপনারা নিশ্চয়ই তাদের ডাকতে পারতেন "আসো আমরা সকলে একসাথে বসে কি করে এটার একটি সমাধান করতে পাবি সেই চেষ্টা করব"। আপনারা তাদেব বুদ্ধি পরামর্শ নিতেন, হয়ত তারা আপনাদের যুক্তিও শুনতে পাবতো। কিন্তু এই পথ অনুসরণ না করে আপনারা শুরু করলেন জেইলে দেওয়া। জেইল একটি আছে, পুলিশ আপনাদেব হাতে আছে। যেহেতু আপনারা ক্ষমতা পেয়েছেন, ক্ষমতা আপনাদের রাখতেই হবে, কাজেই পুলিশ দিয়ে ঠেঙ্গিযে তাদেব আপনারা জেলে পাঠিয়েছেন এই হল অবস্থা। এই ভাবে যদি একটা সমস্যা সমাধানের পথ আপনারা খোঁজেন তাতে আমার মনে হয় এটা খুব helpful হবে না। কাজেই আপনাদের এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার যাতে একটা সহজ পন্থা বের কবা যায়। কারণ আপনাবা নিজেরাও স্বীকাব করেছেন যে, জিনিষের দর দিনের পর দিন বাড়ছে। অবস্থা মানুষের অত্যন্ত দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠেছে। এই বাস্তব অবস্থা আপনারা নিজেরাও উপলব্ধি করছেন। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর বক্তৃতাটি যদি আমি অনুধাবন কবে থাকি তাহলে আমি এটা উপলব্ধি করেছি। কাজেই সেই পথে আজ আপনাদেব অগ্রসর হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

জুমচাষ সম্পর্কে আপনারা এখানে অনেক কিছু বিকৃত ভাবে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন। আমরা যেন বরাবরই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনে বাধা দিয়ে আসছি এই রকম বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে আপনাবা মানুষকে বিভ্রান্ত করাব চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা আপনাদের জানা থাকা উচিত —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাবফৎ আমি একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনেব দাবী ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টি থেকেই আমবা প্রথমে কবি। "What is Jhumia?" এই কথা Central Government কে বুঝাতেই অনেক দিন লেগেছে। শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের দাবী তারা মেনে নিয়েছে এবং জুমিয়া grants দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সমালোচনা কোথায়? জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিও না সেখানে আমাদের সমালোচনা নয়। সমালোচনা হচ্ছে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পদ্ধতি নিয়ে। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেখে আপনারা নিজেরাও বলেছেন যে এটা ব্যর্থ হয়েছে। সে হিসাব আপনারা এখানে রেখেছেন যে এত হাজার টাকা আমরা দিয়েছি। হয় ত বা কাগজে পত্রে এত হাজাব টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনারা পুনর্ব্বাসনের জায়গাগুলোতে যান, দেখুন কোন কোন জায়গায় পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেখানে আছে কিনা? আপনারা খোয়াই যান, সদরে যান সর্ব্বত্র গিয়ে আপনারা খুঁজে দেখুন যেখানে আপনারা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিয়েছেন সেখানে একটিও পাবেন না।

(Interruption)

কোন কোন ক্ষেত্রে আছে একেবারে নেই একথা আমি বলি না। আমি বাস্তবকে অস্বীকার করি না। কিন্তু একটা বিরাট অংশ যে নাই একথা আপনাদের স্বীকার করতেই হবে।

(Interruption)

Jhumia Policy যে **damn failure** একথাটা আজকে স্বীকার করতেই হবে। আর আমাদের বক্তব্যটা হল কি? জুম কাটার কথা কেন উঠে? আমাদের মূল কথা হলো—যতক্ষণ পর্য্যন্ত জুমিয়াদের তুমি ভূমিতে পুনর্ব্বাসন দিতে না পারছো ততক্ষণ পর্য্যন্ত জুম কাটা বন্ধ করো না। জুম কাটায় আমরা উৎসাহ দেই না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বন রাখাও দরকার, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে আমরাও স্বীকার করি। বন-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্যই তা দরকার। অতএব জুম কাটা আমরা **encourage** করি না। কিন্তু এটা যদি হঠাৎ আমরা বন্ধ করে দেই তাতে তাদের অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয় অনিবার্য্য। গতকালও আমি একটা **registered** চিঠি পেয়েছি। সেখানে আছে যে Sabroom এ নতুন ভাবে **forest reserve** করা হয়েছে। যেহেতু আমরা বন-সংরক্ষণ করবো অতএব ত্রিপুরার সব বনকেই আমরা সংরক্ষিত করবো বা **reserve** করবো তার কোন অর্থ হয় না। কাজেই স্বভাবতঃই যারা বনে আছে জুম কেটে যারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাদের জীবনে বিপর্যয় আসবে। দরখাস্তের মধ্যে আছে যে আমরা অতগুলি জুমিয়া পরিবার আমাদের জুমকাটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা করা হউক। পুনর্ব্বাসনকে **encourage** না করার কোন প্রশ্ন উঠে না। জুমিয়াদের জমিতে না বসান পর্য্যন্ত হঠাৎ করে জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে হল আমাদের প্রতিবাদ। মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন জুম কাটা আদৌ বন্ধ হয় নাই। একথাটা ঠিক নয়। জুম কাটা হয় কোথায়? যেসমস্ত রিজার্ভ গুলিতে **plantation** হয় ঐ **plantation** এর মধ্যে যারা গাছের চারা ইত্যাদি লাগায় তারা এক ফসল জুম করতে পারে এই হল **system** আর তাছাড়া **protected forest** এর কথাই বলুন বা **reserve forest** এর কথাই বলুন তারা সেখানে। পূর্ব্বে যে ভাবে জুম কাটতো সে ভাবে জুম কাটতে দেওয়া হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় **Development Minister**কে এ কথা বলতে চাই কোথাও বন্ধ করা হয় নাই একথা যদি উনি বলেন তা হলে আমি জোর করেই একথা বলতে পারি—জুম কাটা সম্পর্কে সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত যে শত শত **case Forest Department** থেকে দেওয়া আছে সে সমস্ত ফাইল যদি তিনি **Forest Department** থেকে **call** করেন তাহলেই দেখতে পাবেন জুম কাটার অপরাধে কয়জন জুমিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। **Reserve** বা **protected** এর কোন প্রশ্ন নয়। কারণ জুম কাটাই হল তাদের একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের পথ। আঠারমুড়াও রিজার্ভ, **Longtharai**ও রিজার্ভ, বড়মুড়াও রিজার্ভ। যেখানে বন সেখানে তো মানুষ থাকে। রিজার্ভ ছাড়া বন কোথায়? আর রিজার্ভ ছাড়া যে বন সেটাও তো **protected**। আইনের চক্ষে **protected** যেমন **reserve** ও তদ্রূপই। কাজেই দুই থানেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। জুম কাটতে কোথাও দেওয়া হয় না। জুম কাটার জন্যে আপনারা তো কোন বন এমন ভাবে **demarcate** করে রাখেন নি যে ত্রিপুরাতে **reserve** মুক্ত এই এই বন আছে তোমরা জুম কেটে খাও। এ ভাবে তো কোন জায়গা আপনারা **demarcate** করে রাখেননি। কাজেই এই অবস্থায় আপনারা যদি একথা বলেন তা হলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়।

Ruling পার্টির মাননীয় এক সদস্য আমার এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে বলেছেন যে আটা আর ময়দার নাকি কোন অভাব নাই। কিন্তু গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আটা ষ্টক এ নাই। এসমস্ত ক্ষেত্রে বিরোধীতা করতে হবে অতএব আবোল তাবোল কিছু বলতেই হবে। এ রকম কথা আপনারা যদি বলেন

(Interruption)

হ্যাঁ, এ ধরণের কথা আপনাদের পক্ষে সম্ভব। কারণ আমি এই কম লোকও দেখেছি যিনি ১০ টাকার নোটের উপর লবন রেখে খেয়েছেন—আপনাদের মধ্যে।

(Interruption)

তবু এটা একটা ঘটনা তো। কাজেই আপনাদের পক্ষে এ সমস্ত আবোল তাবোল বলা সম্ভব।

মাননীয় Development Minister শেষের দিকে যে কথাটা বলেছেন দেশকে রক্ষা করতে হলে, দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে, Industry গড়তে হবে খুব ভালো কথা। আমরা কেউই অস্বীকার করছিনা। আমরাও তাই চাই। উদ্দেশ্য আমাদের যদি উনি বুঝে থাকেন তাহলে একই। উনি বলছেন constructive suggestion এর কথা। আমরা constructive suggestion ই রাখছি সরকারের কাছে। কারণ দেশকে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে Industry গড়ে তুলতে হবে। দেশ রক্ষার জন্য অনেক কিছু দরকার এটা আমরা অস্বীকার করছিনা। তার জন্য Bank, তৈল শিল্প, বহির্বাণিজ্য জাতীয় করণ দবকার। টাকার দরকার। টাকার যে দরকার এটা আমরা অস্বীকার করছিনা। কিন্তু আপনারা করছেন কি? দেশ রক্ষার নামে, Industry গড়ার নামে? ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখছে আগরতলার মধ্যে আয় নাই উন্নতি নাই অর্থাৎ পয়সা রোজগার করার কোন পথ নাই। অথচ Holding tax বসাও, অমুক tax বসাও এভাবে চলেছে একদিকে—আর একদিকে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষগুলির দাম ক্রমেই বাড়ছে। আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করছেন, তারা মুনাফা করছেন through blackmarketing। আর এ সম্পর্কে যদি আমরা কোন ব্যবস্থার কথা বলি তখন আমরা Communist হয়ে যাই চীনাপন্থী কখনও বা সমাজদ্রোহী। কত কিছু আপনারা বিকৃতভাবে বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন। কারণ বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করবেন না যে দেশকে যদি শক্তিশালী করতে হয় দেশের অর্থনৈতিক মানকে উন্নত করতে হবে। অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থনৈতিক মানকে যদি উন্নত করতে না পারি তাহলে দেশ দেশ বলে চীৎকার করলে, লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিলে চলবেনা। আমরা যদি আজ কৃষককে, সারা দেশে যারা গরীব এবং যারা মধ্যবিত্ত তাদের একটা অস্বাভাবিক একটা বিরাট সমস্যার মুখে, অনিশ্চয়তের পথে মৃত্যুর মুখে আমরা ঠেলে দেই—তাহলে কি দেশ শক্তিশালী হবে? এটা কি দেশ শক্তিশালী হওয়ার পথ? কাজেই আমাদের এই প্রস্তাব অত্যন্ত contructive; State Trading করা হউক। State Trading মারফতে সমস্ত দ্রব্য সস্তা মূল্যে এবং fixed rate এ সমস্ত মানুষের পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক মানকে উন্নত করতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা চোরাকারবারীরা মুনাফা করবে, আর অন্য দিকে আপনারা মানুষকে বলবেন, পরিশ্রম করো, অমুক করো, হেন করো— দুঃখ দারিদ্র্য এবং একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দেশকে ঠেলে দিবেন, এটা কোন মতেই হতে পারেনা। এটা অসম্ভব,

অবাস্তব। কাজেই আজকে যদি আপনারা সমাজতন্ত্রের কথা স্বপ্নে দেখে থাকেন, এটাই যদি আদর্শ বা লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই step by step একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমি বিশ্বাস করি তারা state trading সম্পর্কে অতি সত্বরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আপনাদের মধ্যে যারা চোরা কারবারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে চান, ব্যক্তিগত স্বার্থ যাদের কাছে বড় এবং election এর সময় মোটা চাঁদা আপনাদের যারা দেবে, তাদের স্বার্থ যদি আপনাদের কাছে বড় হয়ে থাকে, তাহলে তো নিশ্চয়ই দেশের জনসাধারণকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতেই হবে। কিন্তু একটা জিনিষ ঠিক যে জনসাধারণ এই জিনিষ কোন দিন বরদাস্ত করতে পারে না, করবেনা এবং আন্দোলন তারা করবেই। এই অবস্থায় বাঁচার যে অধিকার মানুষের আছে সে অধিকার তারা প্রয়োগ করবেই। আমাদের সংবিধানের মধ্যে এই অধিকার দেওয়া আছে। তারা শান্তিপূর্ণ এবং আইন সঙ্গত ভাবে আন্দোলন করবে। আর যদি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের উপলব্ধি হয়ে থাকে তাহ'লে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আপনাদের এই অনুরোধই করবো, যাদের আপনারা হরতালের সময় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে জেলে ঢুকিয়েছেন তাদেরকে মুক্তি দিন। আমি অনুরোধ করব এঃভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধানের পথ আপনারা খোঁজবেন না। তাতে অনর্থের কারণ হবে—তাতে আন্দোলন বাড়বে। অতএব আমি Request করবো আপনারা অতিসত্বর তাদের মুক্তি দিয়ে দিন। মুক্তি দিয়ে তাদের আপনারা ডাকুন—তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করুন, সমাধানের পথ আপনারা খুজতে চেষ্টা করুন।

(Interruption)

মাননীয়—অধ্যক্ষ মহোদয় আমি Ruling Party থেকে যে সমস্ত বক্তব্য শুনেছি—যদি তা আমি অনুধাবন করে থাকি তাহলে আমি বুঝব আমার এই প্রস্তাবের গুরুত্ব আরও বেড়েছে এবং এটা সময়োপযোগী। কাজেই আমি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য Houseকে অনুরোধ করব।

Mr. Speaker—The discussion on the Resolution is closed. Now I will put the question for the decision of the House.

The question is that the Assembly is of opinion that in view of the soaring price of the essential commodities the Government should fix up the prices of all essential commodities and should take the responsibility of distributions.

The Resolution was put to vote and lost.

The House stands adjourned till 11 A. M. to-morrow.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

1st October, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 1st October, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and Twenty Members.

Mr. Speaker—The first item in the List of Business to-day is oath or affirmation of allegiance. Any member who has not made any oath may please do so.

There is no such member, so I pass on to the next item. The next item is questions—starred questions. I would now call out Shri Dinesh Deb Barma to put his question.

Shri Dinesh Deb Barma—Question No. 57.

Shri M. L. Bhowmik— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

Questions	Answers
(i) What is the basis of dividing Tribals into landless and Jhumias. ?	Jhumia means one who practises shifting cultivation cutting & burning Patches of forest for raising crops and who does not know the use of agricultural implements and has no knowledge of fixed cultivation. Landless tribals mean those who earn their livelihood as Agricultural labourer and also by selling forest produces, such as bamboo, fire wood etc. and also are employees as daily labourers. They know agricultural practices though they have no land of their own.

Questions	Answers
(ii) Whether the amount of money given to the landless and Jhumia Tribals for their rehabilitation are adequate. ?	Yes.
(iii) If not, whether the Government propose, to increase that amount ?	Does not arise.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা—কত জুমিয়া পরিবারকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি কি individual জুমিয়া family বলছেন নাকি total number of familyকে total amount কত টাকা দেওয়া হয়েছে বলছেন ?

Mr. Speaker—Total number of families and total amount,

Shri M. L. Bhowmik—Then I demand notice.

Shri Dinesh Deb Barma :— যাদের প্রথম কিস্তিতে ৩০০ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় কিস্তির ২০০ টাকা এখন পর্যন্ত পায়নি তাদের কবে পর্য্যন্ত দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

Shri M. L. Bhowmik—এটা individual case বিবেচনা করে দেওয়া হবে এখন নির্দ্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

Shri Dinesh Deb Barma—আভাংগা মৌজার পবিত্র দেববর্ম্মা, কুঞ্জ মোহন দেববর্ম্মা, পদ্ম দেববর্ম্মা, পুসারাই দেববর্ম্মা প্রভৃতির যে জমি reclaim হয়েছে তাদের দেওয়া সম্ভব কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন মত স্থির করেছেন কিনা জানতে চাই।

Shri M. L. Bhowmik—I demand notice.

Shri Hlura Aung Mag—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সম্পূর্ণ জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হতে আর কত সময় লাগবে ?

Shri M. L. Bhowmik—এটা এখনও বলা সম্ভব নয়। এটা circumstancesএর উপরেই নিভ'র করে।

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত জুমিয়া এবং landlessকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল তারা সেই জায়গাগুলির মধ্যে আছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik—অধিকাংশই আছে।

Shri Aghore Deb Barma—কত পরিবার আছে, তাদের total number কত ?

Shri M. L. Bhowmik—I demand notice.

Shri Dinesh Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে অধিকাংশই আছে, যে নাই, কি কারণে নাই ?

Shri M. L. Bhowmik—এটা সম্বন্ধে notice পেলে বলা হবে।

Shri Hlura Aung Mag—জুমিয়াদের প্রত্যেক ফেমিলিকে কত পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছে এবং সর্ব্বমোট জমির পরিমাণ আমি জানতে চাই।

Shri M. L. Bhowmik—I demand notice.

Shri Sudhanwa Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এমন কোন ঘটনা সম্পর্কে জানেন কি যে জুমিয়ার নামে টাকা মঞ্জুর হওয়ার পর অন্যজনকে ঐ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তাব ফলে মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়েছে ?

Shri M. L. Bhowmik—এটা আমাদের জানা নাই।

Shri Hlura Aung Mag—বিলোনীয়ার কাঠালিয়াছড়ায় যে কলোনী করা হয়েছে এবং সে কলোনীতে যে পরিবার সেখানে বসানো হয়েছে, সম্পূর্ণ পরিবার এখনও সেই কাঠালিয়াছড়াতে আছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik—I demand notice.

Shri Sunil Ch. Dutta—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব জুমিয়া পরিবার পুনর্ব্বাসনের বাকী আছে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে নাল জমি দেওয়ার মত জমি ত্রিপুরা রাজ্যে আছে কি নাই ?

Shri M. L. Bhowmik—এটা after survey settlement is over—অপারেশনটা শেষ হলে এটা বলতে পারি।

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ কলোনী এবং বাঙ্কারাই কলোনী অমরপুরের এই কলোনীগুলির অবস্থা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু খবর রাখেন কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik—আমাদের ধারণা খুব ভালই আছে।

Shri Dinesh Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি পরিবার পিছু যে টাকা দেওয়া হয়েছে এটা তাদের পুনর্ব্বাসনের পক্ষে যথেষ্ট কি না ?

Shri M. L. Bhowmik—হ্যাঁ, সেটা বলাই আছে। যথেষ্ট। পর্য্যাপ্ত।

Shri Dinesh Deb Barma—তার পরবর্ত্তী টাকা ইন্‌ক্রিজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik—এই প্রশ্ন এখন ওঠে না।

Shri Hlura Aung Mag—যে সমস্ত কলোনীগুলি সরকার খোলার জন্য প্রস্তাব নিয়েছেন সে সমস্ত কলোনীগুলিতে তাঁত কারখানা এবং তাঁত শিল্পের ব্যবস্থা সমস্ত কলোনীগুলিতে হচ্ছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik—পরিকল্পনার মধ্যে আছে। আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করব।

Shri Aghore Deb Barma—বিশ্রামগঞ্জ কলোনী—এই কলোনীতে Schemeএ সেখানে একটি তাঁত শিল্প ছিল, তারপর ফিসারী স্কীম ছিল বাগান ইত্যাদি ছিল। বিশ্রামগঞ্জে সেই শিল্পগুলি চালু আছে কিনা এবং কত পরিবার জুমিয়া বর্ত্তমানে সেখানে আছে ?

Shri M. L. Bhowmik—I demand notice.

Shri Nishi Kanta Sarkar—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি—যে জুমিয়াদিগকে যে প্রথম ৩০০৲ টাকা দেওয়া হয়—তা থেকে ৩০৲ টাকা করে—কিসের কারণে কেটে রাখা হয় এবং সেই টাকাটা কবে দেওয়া হবে, তারা পাবে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik—এটা আমার জানা নাই। আমাদের কোন information এ বিষয়ে নেই।

Shri Hlura Aung Mag—Tribal Colony সেখানে যে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল সেই ঘর বর্ত্তমানে আছে কিনা এবং সেখানে চিকিৎসা কেন্দ্র পাঠানো হয়েছে কিনা? আমি কলসীব কথা বলছি।

Shri M. L. Bhowmik—ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র তো আছেই।

Shri Ershad Ali Choudhury—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যে সমস্ত জমি জুমিয়াকে দেওয়া হয়েছে—তাদের সংগে স্থানীয় যারা নাকি Land Lord আছে—তাদের জমিও কিছু পড়েছে এবং তাব জন্য কোন কেস্‌ টেস্‌ হয়েছে কিনা, জুমিয়াদের মধ্যে এবং স্থানীয়দের মধ্যে?

Shri M. L. Bhowmik—আমাদের এ বিষয়ে কিছু জানা নাই। I demand notice.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি মরাছড়া আদর্শ কলোনীতে যে সমস্ত জুমিয়াদের Land দেওয়া হয়েছিল সেই ল্যাণ্ডগুলি জুমিয়ারা পায় নাই এবং সেখানে ননট্রাইবেলরা encroach করে আছে? মরাছড়া মানে কৈলাসহরের ধুমাছড়ার অল্প একটু উত্তরে।

Shri M. L. Bhowmik—আমাদের সরকার এ বিষয়ে অবগত নন।

Shri Sunil Dutta—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত বিভিন্ন কলোনীতে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল তার প্রত্যেকটি কলোনীতে সবকারের তরফ থেকে পানীয় জলেব ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না?

Shri M L. Bhowmik—স্কীম অনুযায়ী যথা সম্ভব করা হয়েছে।

Shri Hlura Aung Mag—যে সমস্ত জায়গায় জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য জমি এলট করে দেওয়া হয়েছিল সেখানে নন্‌ট্রাইবেলরা বসেছে। এইসব জমি জুমিয়ারা পাবেন কিনা?

Shri Nishi Kanta Sarkar—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি রানীকিল্লাতে যে ট্রাইবেল কলোনী আছে সেখানে স্কুল বা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিনা এবং সেই স্কুলঘব আছে কিনা এবং সেখানে একটা ভেটেরিনারী হাসপাতাল হয়েছিল, সেখানে গো চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা, তাতে কোন ডাক্তার আছে কিনা?

Shri M. L. Bhowmik—পরিকল্পনানুযায়ী সব কিছুই করা হবে।

Shri Gopesh Deb—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কৈলাসহর সাবডিভিশনে সিন্ধুকুমার তারা-বনছড়ায় যে কলোনী হচ্ছে সেখানে এবংসব কত পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব?

Shri M. L. Bhowmik—এটা জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এখনও জমির সবটা requisition হয়নি।

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত জুমিয়া কলোনী ত্যাগ কবে চলে গেছে তার প্রধান কারণ কি? কি কারণে তারা কলোনী ছেড়ে চলে যায়?

Shri M. L. Bhowmik—সেটা পৃথক একটা প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নের উত্তরেই আমরা বলব।

Shri Sunil Dutta—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কমলপুর মহকুমার শিকারীবাড়ী কলোনীর বহুসংখ্যক পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়ার পানীয়জলের ব্যবস্থা নাই—এইজন্য কলোনী ছেড়ে চলে গেছে—এই সব পরিবারকে অন্যত্র পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব কি-না?

Shri M. L. Bhowmik—এবিষয়ে সরকার অবগত নন।

Shri Ershad Ali Choudhury :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত জুমিয়া পাট ফসল করে সেই পাট ফসল ভিজানোর জন্য কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কি-না ?

Shri M. L. Bhowmik :—পরিকল্পনা অনুসারে সবই দেওয়া হয়েছে।

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কলসীতে ১৫ হাজার টাকা খরচ করে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রে যে ঘরটা খোলা হয়েছিল সেই ঘরটা আছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik :—ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য কোন ঘর করা হয় নি।

Shri Aghore-Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় whether the amounts of money given to the landless and Jhumia tribals for their rehabilitation are adequate—এই কথার উত্তরে বলেছেন "Yes" । কিন্তু যে ভাবে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হয়েছে তাতে অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন হয়েছে এ কথা তিনি মনে করেন কিনা ?

Shri M L. Bhowmik :—আমাদের ধারণা অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন তাদের দেওয়া হয়েছে।

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন নির্ভর করে টাকার উপরে নয় অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসনটা নির্ভর করছে যারা কাজ করবে তাদের উপর। যারা পাচ্ছে তারা যদি রিহেবিলিটেসনের ইচ্ছা নিয়ে রিহেবিলিটেড হতে চায়—সেই অনুযায়ী টাকা দেওয়া হয়েছে এবং স্কীম অনুযায়ী যেটা করা হয়েছে তার সবটাই equally দেওয়া হচ্ছে। কারণ স্কীমের মধ্যে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই স্কীম সাকসেস করার জন্য যথেষ্ট। এখন যারা পাচ্ছে তারা যদি রিহেবিলিটেসনের ইচ্ছা নিয়ে সেখানে রিহেবিলিটেড হতে চায় তাহলে এই টাকাতেই হতে পারে। সাধারণভাবে মানুষ তার সম্পূর্ণ পরিশ্রমটা দিলে যে টাকা পায় এবং যেভাবে যে গড়ে উঠতে পারে সেই অনুযায়ী টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এই জন্য এটা আমি adequate বলে মনে করি।

Shri Sudhanwa Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি জুমিয়াদের মধ্যে শতকরা কতজনের হালের বলদ আছে। সেই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় কোন খোঁজ রাখেন কি-না ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে ধেবর কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হবে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik :—ধেবর কমিশনের সুপারিশ আমরা হুবহু পালন করছি।

Mr. Speaker :—No further supplementaries. I would now call upon Shri Dinesh Deb Barma to put his next question.

Shri Dinesh Deb Barma : - Question No. 67

Shri M. L. Bhowmik :

Question—1) Names of the Jumia Rehabilitation Centres of Tripura.

2) Number of tribal Jumia rehabiliated in each of the colonies.

3) Number of Jumias deserted from each of the said colonies.

আমি statement থেকে পড়ে শুনাচ্ছি।

Total Number of Jhumia colonies হচ্ছে 42.

STATEMENT

Name of Jhumia Colonies	Number of families settled.	Number of families deserted till July, 1964.
1. Bisramganj.	62	24
2. Gandachera.	60	6
3. Shikaribari.	40	21
4. Karamcherra.	185	28
5. Nabincherra.	102	20
6. Ranikilla.	87	10
7. Kathaliacherra.	249	7
8. Bankaraibari.	50	29
9. Microsapara.	53	2
10. Muhuripur.	135	40
11. Tuisama.	60	8
12. Kachucherra.	50	2
13. Baithangbari.	40	2
14. South Hichacherra.	100	1
15. Kaladhepa.	100	1
16. Dalucherra	100	2
17. Damcherra-Kathalcherra.	213	-
18. Bhatimasmara.	155	14
19. Kalsi (Dalucherra)	78	4
20. Jagabandhupara.	124	11
21. Anandabazar.	75	-
22. Lalcherra.	107	-
23. Khetricherra.	99	-
24. Bhaiboncherra.	87	36
25. Ekcherra.	315	2
26. Harincherra.	62	9
27. Gaburcherra.	100	9
28. East Pillak.	100	3
29. Sonacherra.	150	-
30. Dalapatipara.	66	-
31. Balarambari.	359	1
32. Mendhihour.	126	2
33. Jalaya.	200	-
34. Charakbari.	128	5
35. Bulangbasha.	108	-
36. Lebacherra.	125	-
37. Karbook.	147	-
38. Devipur.	50	-

	Name of Jhumia Colonies	Number of families settled.	Number of families deserted till July, '64.
39.	Radhanagar.	265	—
40.	Rangkang.	137	—
41.	Khedacherra.	105	—
42.	Taijiling.	88	—

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত desertion এর কথা এখানে বলা হয়েছে তার কারণ কি ?

Shri M. L. Bhowmik :—The cause of desertion এর প্রশ্ন ছিল তার উত্তর হচ্ছে —

QUESTION :—(4) The cause of their desertion.

ANSWER :— Jhumias are accustomed to shifting cultivation for generations and inspite of our earnest efforts to settle them on land as permanent cultivators, some of them cling to their age old habits. Such families revert to Jhuming even after their settlement under Jhumia Rehabilitation Scheme.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত কলোনীতে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত কলোনীর কোন্ কলোনীর মধ্যে কতজন জুমিয়াকে এবং কত পরিমাণ cultivable land দেওয়া হয়েছে ?

Shri M. L. Bhowmik :—তাদের সকলকেই cultivable landই দেওয়া হয়েছে।

Shri Aghore Deb Barma :—সকলকেই cultivable land দেওয়া হয়েছে ?

Shri M L. Bhowmik :—All families.

Shri Aghore Deb Barma :—বিশ্রামগঞ্জ কলোনীর জুমিয়াদের আপনারা চাষোপযুক্ত লুঙ্গা জমি দিয়েছেন একথা কি আপনারা জানেন ?

Shri M. L. Bhowmik :—লুঙ্গা জমিই cultivable land নয়, তবে যেইসব জমিতে ধান হচ্ছে,পাট হচ্ছে কাজেই সেই সমস্ত জমি চাষোপযুক্ত জমি।

Shri Aghore Deb Barma :—রোপণ করার উপযুক্ত জমির কথাই আমি বলছি।

Shri S. L. Singh :—মাননীয় সদস্য cultivable land এর কথা বলছেন এবং তার উত্তর সেখানে দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত লোককেই cultivable land দেওয়া হয়েছে এবং সেই জায়গাতে cultivation করার জন্য যে যে উপাদান আছে তারা তা করেছেন। তারা আলু করেছেন, পাট করেছেন, সরিষা করেছেন ইত্যাদি তারা করেছেন। আলু, পাট, সরিষা তরিতরকারী ইত্যাদি করা এটাও কৃষির অন্তর্ভুক্ত। তারা টিলাতে তা করছেন। টিলাতে ধানও হয়, আলুও হয় অতএব সমস্ত জিনিষগুলিই টিলাতে হতে পারে। যদি মাননীয় সদস্যরা সেই ভাবে কার্য্য করেন তাহলে পরে আমরা তাদের সেই সমস্ত জায়গায় রাখতে পারি এবং একটা desertion ও হবে না।

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি বাংখুরাই বাড়ী কলোনীর ৩২% যে desertion হয়েছে তারা বর্ত্তমানে কোথায় আছে ?

Shri M. L Bhowmik :—তারা এখন কোথায় আছে আমাদের জানা নেই—তাদের whereabouts আমাদের জানা নেই।

Shri Ramchandra Deb Barma :—কোথাও Tribal landless colony করা হয়েছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik :—মাননীয় সদস্য কি প্রশ্ন করলেন আমি বুঝতে পারিনি।

Shri Ramchandra Deb Barma :—Landless Tribal colony কোথাও করা হয়েছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand Notice.

Shri Ramchandra Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি কলোনী ছাড়া পৃথক ভাবে Tribal এবং ভূমিহীন জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik :—আমাদের out of ১১, ৫২৬ জুমিয়া settled outside colony.

Shri R. Ch. Deb Barma :—Families ?

Shri M. L. Bhowmik .—হ্যাঁ, families.

Mr. Speaker :—No other supplementary. Then I would call on Shri Dinesh Deb Barma to put the next question.

Shri Dinesh Deb Barma :—Question No. 68

Shri M. L. Bhowmik :—

Question	**Reply**
1) Total number of petitions received by the District Magistrate and Collector, Tripura from the Tribals for permission to sell land to non-tribals and their division-wise break up.	450 from January, 1963 to 31st May, 1964. Division wise breakup is shown in the statement enclosed.

STATEMENT

Name of Sub-Division	No. of petition received	No. of case in which permission accorded.
Sadar	87	52
Sonamura	4	—
Amarpur	1	—
Sabroom	3	—
Belonia	9	5
Udaipur	6	2
Khowai	13	7
Kamalpur	1	—
Kailashahar	2	1
Dharmanagar.	5	4
	131	71

	1963 (January to December, 1963) :	
Sadar	96	79
Sonamura	3	3
Amarpur	—	—
Sabroom	17	16
Belonia	31	19
Udaipur	2	1
Khowai	12	6
Kamalpur	3	2
Kailasahar	8	6
Dharmanagar	1	1
	173	143
	1964 (January to May. 1964) :	
Sadar	91	18
Sonamura	—	—
Amarpur	2	1
Sabroom	11	9
Belonia	19	14
Udaipur	5	3
Khowai	11	7
Kamalpur	2	1
Kailasahar	5	3
Dharmanagar	—	—
	146	56
Total :	450	270

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি Permission পেয়েছে কে কে ?

Shri M. L. Bhowmik :—আচ্ছা এখানে যা প্রশ্ন আছে তার সব কয়টির উত্তরই আমি পড়ছি।

Question	Reply
2) in how many cases such permission has been granted.	270 cases.
3) whether the number of such petitions is daily increasing ;	There has been a reasonable increase in such petitions.
4) If so, what are the reasons for such a rush for sale of land among the tribals ?	The reasonable increase cannot be considered as "a rush". With more enlightenment, more education, more tendency to urbanisation and ceiling on holding imposed with the passage of land Reforms Act, such reasonable increase in one's self interest should be regarded as a normal phenomenon.

Shri Hlura Aung Mag : মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি উপজাতীয়দের জমি অনউপজাতীয়দের মধ্যে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর থেকে এ পর্য্যন্ত কত হস্তান্তরিত হয়েছে ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand Notice.

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি Dhebar Commissionএর সুপারিশে যে আছে যে সমস্ত জমি ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর থেকে হস্তান্তরিত হয়েছে

Non-Tribalদের কাছে সেটা কমিশনারের আদেশে আবার ফেরত দিতে হবে। সে সম্পর্কে সরকারের কি অভিমত ?

Shri M. L. Bhowmik :--I demand Notice.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি কোন কোন জায়গায় জুমিয়াদের সঙ্গে গোলমাল থাকা সত্ত্বেও সেখানে District Magistrate উপজাতীর জমি বিক্রী করার আদেশ দিয়াছেন ?

Shri M L. Bhowmik : এই প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে না।

Shri Aghore Deb Barma :—কেন –it is related to Jhumia.

Shri S L. Singh :—Previously told it is a Subjudiced case.

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি permission দেওয়ার ব্যাপারে Tribal Welfare Advisory Committeeর কোন মতামত রাখেন কিনা এই সম্পর্কে।

Shri M. L. Bhowmik :—আইন অনুযায়ী District Magistrate & Collector empowered.

Shri Sudhanya Deb Barma : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি permission ব্যতীত, unregistered হস্তান্তরিত এবং বিক্রী প্রমাণিত হলে এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের কিছু করার আছে কিনা ?

Shri M. L Bhowmik :—I demand Notice.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি বর্ত্তমান D. M. যথেচ্ছভাবে উপজাতীয়দের জমি বিক্রয়ের permission দিতেছেন এবং যার ফলে নানাখানে dispute arise করছে।

Shri S. L. Singh :—Most probably Dhebar Commission empowered করেছেন D. M. & Collectorকে এবং সেই অনুসারে সে কাজগুলি করা হচ্ছে। অতএব আমরা এটা বলতেই পারিনা—চিন্তাই করতে পারি না। যদি করি তাহলে মকৰ্দ্দমা বা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি থাকে তাহলে অভিযোগ করতে পারেন।

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন Dhebar Commission একথা বলেছেন যে Tribal Advisory Committee এটা অনুমোদন করার অধিকার আছে। সে কথা আছে কিনা এবং সেই অনুসারে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik : --I demand Notice.

Shri Dinesh Deb Barma :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি উপজাতীয়দের জমি non-tribalদের নিকট বিক্রি করার permission কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় বলবেন কি, প্রাক্তন District Magistrate, Bhutalia পরবর্ত্তী Thanga এবং বর্ত্তমান D. M. Dubeyর আমলে কোন সময়ে কত পরিমাণ উপজাতীয়দের জমি বিক্রির permission দেওয়া হয়েছে ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Dinesh Deb Barma :—কোন groundএ permission দেওয়া হয় ?

Shri M. L. Bhowmik :—The question has already been replied.

Shri Sunil Ch. Dutta :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি, debt liquidation করার জন্য আদিবাসী জোতদারদের কতজনের ক্ষেত্রে permission চেয়ে permission পায়নি ?

Shri M. L. Bhowmik :—মাননীয় সদস্য মহোদয়ের প্রশ্নটা ঠিক বুঝা গেল না।

Shri S. C Dutta :—Debt liquidation এর জন্য আদিবাসী জোতদারদের ব্যক্তিগত জমি বিক্রি করার জন্য Permission চেয়ে পায় নি এই রকম case ত্রিপুরাতে কয়টা আছে ?

Shri M. L. Bhowmik : –I demand notice.

Mr. Speaker :— Now I would call on Shri Aghore Deb Barma to move the question asked by Shri Atiqul Islam.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I move the question No. 37.

Shri M. L. Bhowmik : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় question No. 37.

(a)	Whether the Govt. Propose to constitute a Secondary Education. Board in Tripura ?	No.
(b)	If so, what steps have been taken in the matter ?	Does not arise.

Shri Aghore Deb Barma :— Supplementary question No. 1 will the Hon'ble Minister be pleased to say whether the West Bengal Secondary Education Act has been extended to Tripura.

Mr. Speaker :— The question has not been cleared to the Minister.

Shri. A. Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি যে যদি West Bengal এ যে Secondary Education Act আছে সেটা ত্রিপুরাতে extended করা হয়েছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik :— No.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যদি West Bengal Secondary Education Act ত্রিপুরাতে extend করা না হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে ত্রিপুরার School Final এর Higher Secondary Examination গুলি control করা হয় ?

Shri M. L. Bhowmik :— ত্রিপুরাতে সমস্ত স্কুল under the control of the West Bengal Secondary Education Board.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—ত্রিপুরাতে যে Primary School এবং Higher Secondary school গুলি আছে, সেইগুলি West Bengal Secondary Education Board এর under এ আছে।

Shri Birchandra Deb Barma :—West Bengal Secondary Education Act ত্রিপুরাতে extend না হওয়া সত্বেও West Bengal Secondary Education Board কি ভাবে এখানকার High School এবং Higher Secondary School গুলির examination control করে ?

Shir M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Mr. Speaker :—It requires more notes.

Shri Sachindra Lal Singh :— West Bengal Secondary Education Act ত্রিপুরাতে extended হয় নাই তবে এখানকার স্কুলগুলি West Bengal Secondary Education Board এর আয়ত্বেই আছে। এই উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে যে West Bengal Secondary Education Act extended হয় নাই। অতএব আমি বুঝতে পারি না যে কি করে এই প্রশ্ন উঠে যে extended কি করে হল বা হল না।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—Extended না হলে পরে যে আইন বলে West Bengal Secondary Education Board constituted হয়েছে সেটাকে বলে West Bengal Secondary Act ; কাজেই সেই আইনটা যদি ত্রিপুরাতে extended না হয়ে থাকে, প্রবর্ত্তিত না হয়ে থাকে তাহলে West Bengal Secondary Education Board এর কার্য্যকারিতা কি ভাবে এখানে আসতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : - Already it existed কারণ মহারাজার আমল হতে Calcutta University control করেছে ত্রিপুরার education. ত্রিপুরার স্কুলগুলি Calcutta University অধীনে ছিল। সেই অনুসারে এখানকার স্কুলগুলির বর্ত্তমানে কাজ কর্ম চলছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি West Bengal Secondary Education Board আর Calcutta University এক নয় ইহা জানেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই উত্তরে বলা হয়েছে যে মহারাজার আমল থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলগুলি—Calcutta University র আওতায় ছিল।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি—মহারাজার আমলে West Bengal Secondary Education Board constitutionই যখন হয় নাই, West Bengal Secondary Education Act ইদানীং পাশ হইয়েছে এবং আইন প্রবর্ত্তন হয়েছে সেই আইন অনুযায়ী West Bengal Secondary Education Board constituted হয়েছ। মহারাজার আমলে সেইটা কি করে থাকবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— বার বার উত্তর দেওয়া হচ্ছে যে মহারাজার আমলে ত্রিপুরাতে High School প্রাইমারী school ছিল সেই সমস্ত School Calcutta Universityর আওতায় ছিল, Calcutta Universityর under এ ছিল।

Shri Bir Chandra Deb Barma :—I draw the attention of the Hon'ble Speaker whether the answer is relevent to the question. I am speaking about the West Bengal Secondary Education Board and not of Calcutta University. Rule No. 39 states that answers to questions shall be relevant to the subject matter of questions and may take form of laying statement on the table of the Asssembly if so dicided by the Speaker. I am not speaking about the University. I am speaking about the West Bengal Secondary Board.

Mr. Speaker :—What the Hon'ble Minister meant is that when the Secondary Education Board was not in existence there was only one affiliate authority and that was the Calcutta University. At that time schools of Tripura must have been affiliated to certain authority, be it a Board or a University, otherwise passing of the examination will not be counted anywhere in India. Before the Secondary Education Board came into existence the only affiliate authority was the Calcutta University and therefore during the regime of Maharaja of Tripura all the Schools of Tripura were affiliated to the Calcutta University When the separate Education Board was constituted all the Secondary Schools of Tripura must be affiliated to certain University or Board. The Schools of Tripura could have been affiliated to Assam Secondary Education Board or Assam University, but the authority of Tripura thought it better to seek affiliation from the West Bengal Secondary Board of Education, that is what the Hon'be Minister meant

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Member of Opposition, Shri Aghore Deb Barma to move the next question asked by Shri Atiqul Islam.

Shri Aghore Dev Barma :—Mr. Speaker Sir, Question No. 45.

Shri M. L. Bhowmik :—Question No. 45.

Question.	**Answer.**
(1) How many students, division-wise, who came out successful in the annual examination, 1963-64 of the primary school (Class V Schools) and annual examinations of the Senior Basic Schools and Class VIII Schools have been admitted in six and nine respectively in the High and Higher Secondary Schools and how many of them have been deprived of being admitted into the classes mentioned above ?	The number of students admitted to Classes VI & IX in different categories Sub-division wise, is given in the attached statement at Flag 'A' (statement).

Sl. No.	Name of Sub-Division.	No. of students who passed the annual Exm. of class V in 1963-64	No. of students admitted into class VI of		No. of students who passed the annual Exm. of class VIII in 1963-64	No. of students admitted into class IX of—	
1	2	3	4		5	6	
1.	Dharmanagar.	910	i) Sr. Basio —	412	413	i) High School —	189
			ii) Jr. Basic —	127		ii) Higher Secondary School —	243
			iii) High School —	189			
			iv) Higher Secondary School —	168			
2.	Belonia.	517	i) Sr. Basic —	184	300	i) High School —	32
			ii) Jr. High —	58		ii) Higher Secondary School —	89
			iii) High School —	141			
			iv) Higher Secondary School —	194			
3.	Kamalpur.	396	i) Sr. Basic —	180	186	i) High School —	73
			ii) Jr. High —	nil		Higher Secondary School —	122
			iii) High School —	115			
			iv) Higher Secondary School —	33			
4.	Udaipur.	510	i) Sr. Basic —	170	174	i) High School —	51
			ii) Jr High —	70		ii) Higher Secondary School —	65
			iii) High School —	179			
			iv) Higher Secondary School —	69			
5.	Amarpur.	81	i) Sr. Basic —	16	18	i) High School —	9
			ii) Jr. High —	Nil		ii) Higher Secondary School —	nil
			iii) High School ...	67			

1	2	3	4		5	6	
			iv) Higher Secondary School	nill			
6.	Kailasahar	657	i) Sr. Basic	286	334	i) High School	64
			ii) Jr. High	70		ii) Higher Secondary School	30
			iii) High School	138			
			iv) Higher Secondary School	151			
7.	Sabroom	267	i) Sr. Basic	188	91	i) High School	nil
			ii) Jr. High	29		ii) Higher Secondary School	nil
			iii) High School	nil			
			iv) Higher Secondary School	nil			
8.	Khowai	701	i) Sr. Basic	287	295	i) High School	62
			ii) Jr. High	147		ii) Higher Secondary School	54
			iii) High School	171			
			iv) Higher Secondary School	168			
9.	Sadar-B	1,410	i) Sr. Basic	171	997	i) High School	223
			ii) Jr. High	247		ii) Higher Secondary School	292
			iii) High School	474			
			iv) Higher Secondary School	475			
10.	Sadar-A	1,782	i) Sr. Basic	563	634	i) High School	43
			ii) Jr. High	38		ii) Higher Secondary School	291
			iii) High School	nil			
			iv) Higher Secondary School	426			

No report of deprival of admission in the classes mentioned have been reported to us, though representations were received in some cases for admission of a paticular student into a particular school.

Question No. 2 : What are the reasons of the students being deprived of admission and in this context what Government proposes to do.

Reply :—Students rush to some particular institution and due to obvious limitation of accommodation and capacity, admission have to be refused by a particular school, and students have to seek admission into some other schools.

The Government have been increasing the number of Middle and High School standard schools every year.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত ছাত্র এডমিশান নিতে পারে নাই তাদের মধ্যে কতজন টেষ্ট পরীক্ষায় এপিয়ার হয়েছিল ?

Shri M. L. Bhowmik :—এটা তো উত্তর দেওয়াই হয়েছে কয়জন এডমিটেড কয়জন না।

Mr. Speaker :—How many appeared in the test ?

Shri Aghore Deb Barma :—কতজন টেষ্টএ এপিয়ার হয়েছিল তাদের মধ্যে ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Sudhanya Deb Barma :—নিম্ন স্কুল হইতে পাশ করার পর উচ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হইতে কেন টেষ্ট পরীক্ষার প্রয়োজন হয় এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রমহাশয় বলবেন কি না ?

Shri M. L. Bhowmik :—এটা ষ্টাণ্ডার্ড বাড়াবার জন্য। Standard of the education.

Shri Sudhanya Deb Barma :—তাহলে কি নিম্ন স্কুলের পরীক্ষা বা পাশ করাটার কোন গুরুত্ব নাই ?

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—এটা প্রত্যেক স্কুল থেকে পাশ করে আসলেই আসার পর প্রত্যেক স্কুলে এডমিশানের জন্য একটা টেষ্ট নেওয়া হয় এবং এটা আমাদের কাছে এমন কোন ইনফরমেশন নাই যে কোন ছেলে পাশ করে আসার পরে হায়ার স্কুলে ভর্ত্তি হতে পারে নি। এই রকম কোন ইনফরমেশন আমাদের নাই। ব্যাপারটা হইতেছে যে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য আস্ছে উমাকান্ত একাডেমিতে হয়ত হাজার বারশ, তেরশ ছেলে ক্লাশ করতেছে। এখন সেখানে এতগুলো ছেলের ভর্ত্তি করার সিট থাকে না। সেজন্য টেষ্টের মেজার নেওয়া হয় এবং নিয়ে উমাকান্ত একাডেমি থেকে অন্যদের ডিরেক্সান দিয়ে দেওয়া হয় অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য এবং তারা ভর্ত্তি হয় বলেই আর কোন ইনফরমেশন এর পরে গভর্ণমেণ্টের কাছে বা ইনষ্টিটিউশনের কাছে থাকে না।

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি একজামিনেশানের মার্কস যেটা সেটা সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব এবং যারা বর্ণহিন্দু আছে তাদের সংগে সমানভাবে বিচার করা হয় কি না ?

Shri S. Sengupta :—সাধারণতঃ সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইবস্দের প্রেফারেন্স দেওয়া হয়। একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যাবে যে কলেজ পর্যন্ত থার্ড ডিভিশনে যদি সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবস হয় তাদের পর্যন্ত ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। কাজেই এখানে বাদ দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

Shri Aghore Deb Barma :—যে সমস্ত ছাত্র মানে এডমিশন যারা পেলেনা তাদের মধ্যে ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা কত বলতে পারেন কি ?

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—এডমিশন পাইল না এই যে কথাটা এই কথাটাই মানে এই সম্পর্কে কোন ইনফরমেশন আমাদেব এখানে নেই। আমরা দেখি হয়ত উমাকান্ত একাডেমিতে ভর্ত্তি হয় নাই। তারাই আবার হয়ত বোধজং স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে কিংবা অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। তারা এমন কোন ইনফরমেশান দেয় নাই যে আমি ভর্ত্তি হতে পারলাম না। এমন কোন ইনফরমেশান গভর্ণমেণ্টের কাছে নাই।

Shri Sunil Choudhury :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সাব্রুমে যে ক্লাশ এইট্ থেকে পাশ করেছে ৯টি ছলে তাদের এখন অবস্থা কি। তারা কোথায়— পড়ছে ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ক্লাস ফাইভ্ পাশ করে যে জুনিয়াব হাইস্কুলে কতজন উপজাতি ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হয়েছে এবং ক্লাশ এইট পাশ করে ক্লাশ নাইনে কতজন ভর্ত্তি হয়েছে প্রত্যেক Sub-division এ ?

Shri M L. Bhowmik :—হোল্ ষ্টেটের কথা বলছেন ?

Shri Hlura Aung Mag :—হাঁ।

Shri M. L. Bhowmik :—Then I demand notice.

Shri Sunil Choudhury :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যারা ক্লাশ এইট পাশ করেছে তারা যে ভর্ত্তি হতে পারেনি সাব্রুম তাদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি না ভর্ত্তি হওয়ার ?

Shri Sukhamoy Sen Gupta — এই রকম কোন ইফরমেশন আমাদের কাছে নাই যে তারা ভর্ত্তি হতে পারে নি। আমাদের এখানে--যদি কেউ ভর্ত্তি নাও হয়ে থাকে তবে আমাদের কাছে এ রকম ইনফরমেশন নাই যে আমরা ভর্ত্তি হতে চাই কিন্তু ভর্ত্তি হতে পারি না। অনেক ছেলে আছে সকলেই আর পড়ে না। কেউ কেউ পড়া ছেড়ে দেয়।

Shri Sunil Choudhury :—একানব্বইটি ছেলে পাশ করল একটা ছেলেও ভর্ত্তি হতে চাইল না ? এটা হতে পারে না।

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—একানব্বইটি ছেলে—

Mr. Speaker :—He has no information, the answer has already come that they have got no information about it.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—এটা যারা নাকি ভর্ত্তি হয় নাই তারা সাব্রুমে হাইস্কুলে ভর্ত্তি হতে পারে নাই বা ভর্ত্তি হয় নাই সেটা কথা নয়। তারা হয় ত বিলোনীয়ায় আছে। তারা হয় ত আগরতলায় আছে, কেউ হয়ত উদয়পুরে আছে। এমন কোন ইনফরমেশান আমাদের এখানে নেই যে তারা ভর্ত্তি হতে পারে নি। সে কথাটা বার বার বলা হয়েছে।

Mr. Speaker : I would call up to the Hon'ble Minister, simple answer will suffice. No. explanation.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বার বার একই উত্তর দেওয়া হচ্ছে। বার বার একই প্রশ্ন হচ্ছে।

Mr. Speaker ;—This is no scope of giving explanation in question hour.

Shri Sunil Choudhury :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সাব্রুমে যে স্কুল আছে, হাইস্কুল আছে তাতে আরও seat আছে কিনা ভর্তি হওয়ার মত ষ্টুডেন্ট।

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি খোয়াইয়ে উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য একটা বর্ডিং করা হয়েছিল কিন্তু সেই বোর্ডিং এ এখন স্কুলের কাজ চালানো হচ্ছে।

Shri M. L Bhowmik :—এমন কোন ইনফরমেশান সরকার রাখেন নি।

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি উপজাতীয় পোলারা শিক্ষার জন্য টাউনে আসে তাদের সেই রিজার্ভেশন সিট্ না থাকার ফলে তারা যে ফিরে যেতেছে একথা সত্যি কিন ?

Shri M. L. Bhowmik :—আমাদের সরকারের কাছে এরকম কোন ইনফরমেশান নাই।

Shri Hlura Aung Mag :—তাদের জন্য রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা আছে কিনা সেই সব স্কুলে ?

Shri M. L Bhowmik :—প্রত্যেক ব্যাপারেই উপজাতিদের প্রেফারেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি খোয়াইয়ে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড থেকে ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্য একটা বোর্ডিং করা হয়েছিল এ কথা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অস্বীকার করবেন ?

Shri M. L. Bhowmik :—আমাদের সরকারী কোন বোর্ডিং সেখানে নাই।

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কমলপুর সাবডিভিশনে ট্রাইবেল বোর্ডিং আছে কিনা।

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Dinesh Deb Barma :— কুলাইতে এবং সেলেমায় যে ট্রাইবেল বোর্ডিং আছে সেই বোর্ডিংএ কতজন ছাত্র পড়ে সেটা আপনি জানেন কি ?

Shri M L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Ram Charan Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি চেবরী সিনিয়র বেসিক স্কুলে যে বোর্ডিং বসানো হয়েছে সেটা কবে খোলা হবে।

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি বিলোনীয়াতে যে ছাত্রাবাস হচ্ছে সেখানে আরও ছাত্রাবাস করার জন্য, সেটা বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এই অবস্থায় ?

Shri M L Bhowmik :—পরিকল্পনা অনুযায়ীই বসানো হয়েছে।

Shri Sudhanya Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে Primary school এবং বোর্ডিং আছে কিন্তু ছাত্র নাই এমন কোন খবর জানেন কি না।

Shri M. L. Bhowmik :—সরকার এ সম্পর্কে অবগত নন।

Shri Ershad Ali Choudhury :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি সরকারী কর্মচারীদের ছেলেদের জন্য কোন কোন স্কুলে কয়েকটা সিট রিজার্ভ রাখা হয় ?

Shri M. L. Bhowmik :—এ রকম ব্যবস্থা এখনো provision নাই।

Shri Dinesh Deb Barma :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি মাণিকভাণ্ডারে যে ট্রাইবেল ছাত্ররা পড়ে সেখানে গভর্ণমেণ্ট কোন এইড দিতেছেন কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Mr. Speaker :—No other supplementary I would now call Shri Aghore Deb Barma to put up the next question. They have only five minutes.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 54 of Bulu Kuki.

Mr. Speaker :—Bulu Kuki.

Shri Aghore Deb Barma :—হ্যাঁ।

Shri M. L. Bhowmik :—

	Question	Answer
(i)	Whether any legal aid has been given to Scheduled Tribes, Schedule Castes and Backward Classes during the period of 1962-64.	Yes.
(2)	If so, the amount spent during the said period.	Rs. 50/-

Shri Aghore Deb Barma :—এই এইড পেতে হলে কার কাছে দরখাস্ত করতে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি who is the proper authority.

Shri M. L. Bhowmik :—District Magistrate.

Shri Hlura Aung Mag :—এই ফাণ্ডে কত টাকা আছে।

Shri M. L. Bhowmik :—ফাণ্ড তো লেখাই আছে সেখানে Rs. 5,500/-

Mr. Speaker :—Another question given notice of by Shri Atiqual Islam.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় question No 66.

	Question	Reply
1	Whether it is a fact that the pumping sets with arrangements of water supply in Bagafa Ashram school and Kakraban Basic Training College have been out of order since the very first day of their installation,	No.
2.	What was the amount of expenditure incurred to instal those pumping sets with arrangement of water supply at the said Bagafa School and at the said Kakraban College ?	(a) For installation of the pumping set at Kakraban Rs. 9,652·50. (b) For installation of the pumping set for drinking water arrangement and water works arrangement for irrigation of school agricultural plots at Bagafa Rs. 19,704.

3. If the question to (1) is affirmative what are the reasons ? — Does not arise.

QUESTION NO. 1. — By Shri Bulu Kuki.

Question.	Reply
A) The names of Pry. & Jr. Basic Schools that have applied for upgrading ;	a) NAME OF PRY. & JR. BASIC SCHOOLS. 1. Chandrapur Pry. School, Sadar. 2. Betaga Jr. Basic School, Belonia. 3. Aralia Jr. Basic School, Sadar. 4. Pechardhar Pry. School, Kailasahar. 5. Baijol Bari Pry. School, Khowai. 6. Amtila V. N. Jr. Basic School Dharmanagar. 7. Gamchakobra Pry. School, Sadar. 8. Debdaru Pry. School, Belonia. 9. Irani Jr. Basic School, Kailasahar. 10. Kalashi Jr. Basic School, Belonia. 11. Noabari Pry. School, Udaipur. 12. Behalabari Jr. Basic School, Khowai. 13. Falguni Choudhuri Bari Pry. School, Khowai.
b) Steps taken for their upgrading	b) The cases of the schools at Sls. 12 & 13 were considered for upgrading to Sr. Basic Schools.
c) The names of the Sr. Basic or Jr. High Schools that have applied for upgrading.	c) NAME OF SR. BASIC & JR. HIGH SCHOOLS. 1. (Amtilla Jr. High) Kadamtala, Dharmanagar. 2. Bodermocam Sr. Basic School, Udaipur 3. Padmapur Sr. Basic, Dharmanagar. 4. Muhuripur Sr. Basic, Belonia. 5. Anandanagar Sr. Basic, Sadar. 6. Charilam Jr. High School, Sadar. 7. Bisr[illegible]mganj Sr. Basic, Sadar. 8. Kalyanpur Jr. High, Khowai. 9. Ganganagar Sr. Basic School Dharmanagar. 10. Charipara Sr. Basic, Sadar. 11. K. C. Girls' Jr. High, Kamalpur. 12. Chebri Sr. Basic, Khowai. 13. Old Agartala Jr. High, Sadar. 14. Manu Sr. Basic, Sabroom.

15. Kanchanbari Jr. High, Kailasahar.
16. Katlamara Jr. High, Sadar.
17. Ledraidewa Jr. High, Dharmanagar.
18. Amtali Sr. Basic, Sadar.
19. Vidyanagar Sr. Basic, Kailasahar.
20. Chandrapur Sr. Basic, Udaipur.
21. Halhali Jr. High, Kamalpur.
22. Dalugaon Jr. High, Kamalpur.
23. Pabiachera Sr. Basic, Kailasahar.
24. Mirza Sr. Basic, Udaipur.
25. Kanchanpur Sr. Basic, Dharmanagar.

d) **Steps taken for their upgrading.** — d) Only the case of Kadamtala (Amtali Jr. High School), Dharmanagar has been considered.

e) Principles followed in upgrading a School : — e) Necessity of a school of a higher category as determined by absence of such facility in the area or neighbourhood and/or by maturity of a place attained by existence of an adequate number of feeder schools. All this is limited by availability of provision. It may be mentioned in this connection that on the basis of the above principle 67 Pry./Jr. Basic Schools have been upgraded into Sr Basic including the two mentioned above, and 11 Jr. High/Sr. Basic Schools have been upgraded into High/Higher Secondary Schools including the one mentioned above.

Question No. 8. **By Shri Dinesh Deb Barma.**

QUESTION	REPLY
a) Whether the Pilot Project scheme introduced in Kamalpur has stopped operating.	The first phase is over.
b) If so whether a study of the result of that scheme has been made ;	Yes.
c) If so, whether the said study report will be placed in the Assembly.	The reports is furnished herewith.

REPORT ON THE PILOT PROJECT ON COMPULSORY PRIMARY EDUCATION, KAMALPUR, TRIPURA.

BACK GROUND

Tripura was originally a native State under the rule of the Maharajas. The Maharajas of Tripura were interested in extending educational facilities as far as their limited resources available for the purpose could permit. At one stage they attempted to introduce compulsory primary education in the Agartala Municipal area which, however, ended in failure partly due to want of resources and partly to lack of enthusiasm on the part of the people.

After partition, Tripura acceded to India and at present it is a Centrally administered Territory. Tripura is surrounded by Pakistan on three sides and only one side which is mostly hilly, it is linked with India. Three-fourths of the total area of 4116 sq. miles of the Territory are hilly and thinly populated. Just after partition Tripura had no road link with the rest of India and only link was by Air Service. Subsequently Assam-Agartala Road was constructed and this has now been made an all weather road. Steps are also being taken to extend the N. E. F. Railway upto Dharmanagar, the northernmost Sub-divisional Headquarter of the Territory. But internal communication facilities are still inadequate; under Five Year Plans steps are being taken to improve the communication throughout the Territory

Population in the plain regions which mainly lie near the Pakistan border is much more dense than that in the interior hilly regions. Population in Tripura is heteregeneous, each group having its own distinct culture and tradition. There are various tribes mainly living in the hilly regions in their own social setting. There is a good number of muslims and above all there are the displaced persons from Pakistan who form the majority of the population in the Territory.

The displaced persons have less quantity of land under their possession than others. As a result of large number of displaced persons cannot depend on land only for their maintenance. Originally, population in Tripura was below optimum. The first influx of East Bengal Hindus in Tripura began during Raipur communal riots in East Bengal. It became vigorous after Noakhali riots in 1946 and rose to the peak after the partition in 1947. According to 1951 Census population in Tripura was 645707 (i. e. 339038 males and 306669 females). Since then the stream of displaced persons is pouring in Tripura without break and in 1961 interim Census Report the population has been shown to be 1141942 (i. e. 591214 males and 550728 females). This shows an increase of 496235 in 10 years This unusual and irregular increase of population in a small Territory like Tripura where land and other resources are very limited and which have little prospect of industrialisation in near future posses a grave economic problem to the local Administration.

Arrangement of Primary education in Tripura before the Five Year Plans were brought into being was quite inadequate in view of the rapid growth of population. This was mainly due to lack of resources of the Government. While the total revenue of the State was between 30 & 40 lakhs of rupees education budget alone required more than that amount. However, Government of India extended helping hands through Five Year Plans and otherwise which brought the situation under control. Previously the teachers were ill paid and underqualified and the standard of education in Schools was very low. Now the situation has been improved to a large extent. A comparative picture of 1950-51, 1955-56 and 1960-61 in respect of institution students and teachers respectively in primary stage education may show the progress of Primary education under 1st and 2nd Five Year Plans in Tripura.

INSTITUTIONS

TABLE-A.

1950-51			1955-56				1960-61			
Pry :	J. B :	Total :	Pry, :	J. B. :	Total :	Increase :	Pry :	J. B	Total :	Increase
1 :	2 :	3 :	4 :	5 ;	6 ;	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :
403	1	404	968	33	1001	+597	840	234	1074	+73

It may be seen that while the number of schools increased during the 2nd Five Year Plan was little in consideration of that during the 1st Five Year Plan, the qualitative change i. e. conversion of 201 Primary Schools into Basic was remarkable.

STUDENTS.

TABLE—B.

Details :	1950-51			1955-56				1960 61.			
	Boys :	Girls :	Total :	Boys :	Girls :	Total :	Incr-case :	Boys :	Girls :	Total :	Incr-case
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12
In Pry./ Jr. Basic Schools.	16001	3360	19361	42134	11832	53966	34605	53748	27610	81358	27392
In Pry. Stage (I to V)	18591	3960	22551	46964	14176	61140	38589	57114	29543	86657	25517

AGE GROUP—6-11

In Classes I to V	15598	3467	19065	44889	13399	58288	39223	48152	26752	75204	16916
In other Classes	2206	458	2664	1534	417	1951	713	1523	794	2317	366
TOTAL	17804	3925	21729	46423	13816	60239	38510	49975	27546	77521	17282

The above Table shows that at the end of 2nd Five Year Plan total number of children getting Primary stage education rose to about 87000 against the target of 81000 which was a remarkable progress.

TEACHERS (In Pry./Jr. Basic Schools).

TABLE—C.

Details :	1950-51			1955-56				1960-61			
	Male :	Female :	Total :	Male :	Fe-male :	Total :	Incr-ease :	Male :	Fe-male :	Total :	In-crese.
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12 :
Trained	46	1	47	271	14	285	238	493	107	600	315
Un-trained.	488	32	520	1787	212	1999	1479	1889	370	2259	260
Total—	534	33	567	2058	226	2284	1717	2382	477	2859	575

The above statistics show that under Five Year Plans Primary education developed very rapidly. Like the 1st Five Year Plan period the 2nd Five Year Plan period also met a large unrush of students in the Primary stage. Stress was also laid on the quality and standard of teaching. All seats that could be made available in training Colleges both in and outside Tripura were filled in by sending Primary teachers from the Territory. All other untrained teachers were given a short orientation training in basic pattern to make them better teacher.

COMPULSORY PRIMARY EDUCATION

In the Directive Principles of State Policy of the constitution of India it has been stated that The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. There is no denying that it is rather too ambitious to fulfil this pledge within the Scheduled time. Even in progressive Western countries it took many underdeveloped countries like India it will take some more time. Commendable progress has already been made with regard to children of the age-group 6-11 (i. e. Primary stage education) and it is expected that at the end of the 3rd Five Year Plan more than 80% of the children of that age group will be brought to School. In Tripura it is estimated to be more than 90%.

It will not be out of place to mention here that at this stage it is not considered possible to bring 100% children of the age-group 6-11 to School for various reasons. In Tripura there is no legislation in respect of Compulsory Primary Education. The topography and composition of the population in Tripura are such that abrupt introduction of any such legislation may result in many complications. The situation needs coutious handling preceeded by careful study as well as close scrutiny, before introduction of any such legislation. It does not, of course, mean that any section of the people in Tripura are averse to education or unwilling to send children to School. But the fact is that they are yet to be made aware of their responsibilities and willing to shoulder them. With a view to study these as well as other relative factors a Pilot Project--a research-cum-action project-for experimentation and application of universal free primary education for the children of the age-group 6-11 was started in the development block area at Kamalpur during 1959-60.

PILOT PROJECT SCHEME

Kamalpur Development Block area was considered to be the most representative area containing most of the special features of the Territory. It was expected that all types of problems that may have to be encountered in introducing Compulsory Primary Education in Tripura may be faced in the selected block area and the experiences gathered there in solving these problems may be most usefully utilised throughout the Territory. The Project was started during 1959-60 under a special officer for Pilot Project who was assisted by one Asstt. Inspector of Schools, two Sub-Inspectors of Schools and necessary office staff. He was also given the powers to function as Inspector of Schools for the area by the Council in order to facilitate his work.

Before starting of the Project during 1959-60 there were 64 Primary stage schools with 4946 students including 242 students of other age-groups in the Project area. As soon as the Project came into being 21 more schools were started to cover the major portion of the area which was then unserved.

The Primary work undertaken was the survey of the children of the age-group 6-11 together with all relevant data relating to family, habitation, population, topography etc This was more or less a socio-economic survey with special emphasis on education of children of that age-group. Care was taken so that almost all the problems that may be encountered in bringing all such children to school could be brought within view for analysis and finding out ways and means for their solution. A register was devised in view of the above points. A brief outline of the contents of the Register and the procedure of collecting data is given below.

The front page of the Register contains data in respect of the habitation or part thereof to which the Register relates. These data are named location, population—community and sexwise, area, number of families served by the

school collecting data or other schools as well as unserved by any school, schoolling arrangements proposed for families not served by a school, medium of instruction in the reporting school, languages spoken in the village, local languages known to the teachers of the school, topography, climate, literacy, communication and distance from nearest motorable road, town, bazar, Post Office, Police station, Hospital, school etc.

The inner sheets contain the name of the head of the family, community, sexwise number of members in the family, occupation principal and subsidiary and other sources of income, average monthly income, name and age of children below 6 years etc. The rest of the information relates to children of the age-group 6-11. That contains their name, age, sex, relationship with head of the family, mother tongue, name of other languages known, road distance from nearest school, communication with school, whether attending any school or attended any school and left. In case of non-attendance in any school reasons therefor and steps taken for bringing them to school and in case of failure further steps proposed as well as frequency of visiting the family by the teacher and his special remarks which may be of some importance were also included in the Register. Some specimen reasons and steps were also shown in the Register.

With regard to procedure of collection of data it was decided that the data will be habitation-wise. Each school will collect data in respect of each habitation that falls within its area separately.

When a habitation is served by two schools partially each school was to collect data for the portion that falls under it keeping a note on the front page stating the name etc. of the school where the rest of the data relating to that habition may be available. The unserved habitations were to be surveyed by the Sub-Inpector of Schools with the help of teachers of the nearest schools.

Meeting with teachers were held in order to make them aware of the importance of the scheme and their role in it. They were also trained about the procedure of collecting data and their duties in respect of bringing all children of the age group 6-11 to school.

Many public meetings in all market places were conducted in which teachers, members of Managing Committees of nearest schools, local leaders and members of the public were present. In these meetings importance of the scheme was explained and emphasis was laid on public co-operation and participation. A favourable atmosphere was created which immensely helped successful conducting of the survey and subsequent enrolment drives.

After collection of the data all the registers were brought from school to the office for consolidation. The survey revealed that 2723 children of the age-group 6-11 in the Project area remained unenrolled during 1959-60 for reasons given below :—

	REASONS	NO. OF CHILDREN.
1.	Poverty	1013
2.	Service utilised in earning	50
3.	Engaged in house work	426
4.	Does not like female education	102
5.	Does not like education itself	152
6.	Detriments social obligations	29
7.	Physically handicapped or sick	36
8.	Unsuitable communication	414
9.	Long distance from school	134
10.	Mentally handicapped	8
11	Not served by any school	234
12.	Other reasons	125
		Total 2723

On the basis of these data a vigorous enrolment drive was launched throughout the Project area at the beginning of the session 1960-61. The teachers held public meetings in their respective school areas in which members of the school managing committees, leading public, local employees of other Departments, particularly of the Development Department and local people were present. A programme for enrolment drive was chalked out and implemented. In some cases enrolment-cum-attendance committees were formed. There was a house to house approach by teachers together with other influential people which yielded encouraging results The drive resulted in bringing 1360 children of different age-groups to school. The number of new comers may be much more if number of children left school after completion of the Primary stage (i. e. Class V or Class IV in case of rural 4 Class Pry. Schools) are taken into account. Out of them number of Children of the age-group 6-11 brought to school was 1066 during 1960-61. Steps taken by teachers and local people brought 1001 children and 65 more were brought subsequently to school by further steps taken by superior authorities. The steps taken are shown below.

A. Steps taken by teachers and number of children brought to school :

	STEPS	NO OF CHILDREN BROUGHT
1.	Financial assistance given	95
2.	Impressed on value of education	180
3.	Impressed on value of female education	157
4.	Impressed on utility of having educated children.	166
5.	Economic benefit rendered by education	127
6.	Persuaded by personal influence	135
7.	Approached local leaders	115
8.	Utilised assistance of Gram Sevaks	26
		TOTAL 1001

B. Further steps taken by authorities and number of children brought to school.

	STEPS	NO. OF CHILDREN
1.	Further financial assistance	5
2.	Further propaganda	20
3.	Provision for mid-day meals	40
	Total	65

After these steps were taken it was found that the enrolment in the Primary stage education rose to 6306 (4011 boys and 2295 girls) during 1960-61 including 536 children of other age-groups than 6-11. Three more schools were started during that year to facilitate further enrolment of children where they cannot attend school due to want of suitable communication.

At the end of the year 1960-61 the Project area was surveyed again. The survey revealed that 1969 more children of the age-group 6-11 remained still unenrolled. The reasons for their non-attendance are given below.

	REASONS	NO. OF CHILDREN
1.	Poverty	719
2.	Service utilised in earning	160
3.	Engaged in house work	355
4.	Does not like female education	83
5.	Does not like education itself	50
6.	Detriments social obligation	21
7.	Physically handicapped or sick	39
8.	Unsuitable communication	51
9.	Long distance from school	130
10.	Mentally handicapped	7
11.	Not served by any school	234
12.	Other reasons	120
	Total	1969

During 1961-62 enrolment drive was intensified and 763 more children of the age-group 6-11 were brought to school. 4 more schools were started in areas where students could not attend school due to long distance of the school.

Steps taken and number of children brought to school by means of each step are given below.

STEPS	NO. OF CHILDREN BROUGHT
1. Impressed on value of Education.	272
2. Impressed on value of female education.	169
3. Economic benefit rendered by education.	86
4. Persuaded by personal influence.	178
5. Approached local leaders	58
Total.	763

At the end of 1961-62 the third round of the survey was completed and the final position at the end of that year is being explained together with all other relative data. The report given below will cover all the aspects of the relative factors as well as the suggestions given in view of the experiences gathered in the Project.

A proforma showing the enrolment in primary stage since 1957-58 and total number of children of the age group 6–11 attending and not attending school is given below :-

Enrolment in the Primary Stage Education (i e I–V) from 1957–58 to 1961–62.

Year :	Enrolment			Increase		No. of children of the age group 6–11.		
	Boys :	Girls :	Total.			Attending : not attending		
				No.	P. C.	No.	Increase.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1957–58	2719	881	3600	—	—	—	—	-
1958-59	3114	1260	4374	774	21 5·/.	—	—	—
1959-60	3245	1701	4946	572	131·/.	4707	--	2723
1960-61	4011	2295	6306	1360	29·5·/.	5770	1066	1960
1961-62	4309	2742	7051	745	11·9./·	6533	763	1261

Before giving an analysis of the result of the activities in the project upto 1961–62 in view of the final survey made during that year it will be convenient if a brief outline about the geographical and other factors, relating to the project activities is given at the outset.

The Sub-Division is situated between Longthorai ranges in the east and Atharamura ranges in the west as plank and river Dhalai is flowing from south to norrh throughout the sub-division having a strip of plain land on either side. The major portion of the population live in these areas. Only some tribal people are living in the hilly parts of the sub-division bordering Longthorai and Atharamura ranges. The Sub-division has Kailasahar in the East, Khowai in the south and west and Pakistan in the north covering 240 sq. miles and has a population of 61733 (32078 males and 29655 females).

The composition of the population and no. of families according te community and income-group is given in proforma A & B respectively.

A- POPULATION

Community	Income							P. C. to total
	1-99	100-199	200-299	300-399	400-499	500 above.	Total	
Scheduled tribe	15846	2620	772	62	18	6	19324	32·00
Scheduled Caste.	11095	1823	78	31	—	—	13027	21·00
Other Back Ward Community.	8979	1778	222	133	—	—	11112	18·00
Total.	3[illegible]20	6221	1072	226	18	6	43463	71·00
Others	13683	3[illegible]89	910	183	43	162	1[illegible]270	29·00
G Total	49603	9510	1982	409	61	168	61733	100·00

P. C. to total population of the Sub-Division.

B. —FAMILIES.

Sch. Tribe.	3071	389	70	5	1	1	3537	30·53%
Sch. castes.	2365	247	10	2	—	—	2624	22·64%
Other Back. Comm.	176[illegible]	219	20	[illegible]	—	—	1998	17·24%
Total	7188	855	100	14	1	1	8159	70·41%
Others	2805	514	68	27	4	11	3429	29·59%
G. Total.	9993	1369	168	41	5	12	11588	100·00

P. C. to total.

The above data shows that about 70% of the total population belongs to backward classes and the rest to other communities.

The occupational data of the people of the project area are given below :—

Name of occupation.	No. of Families			
	Number Principal			
	Number Principal :		Subsidiary Number.	P. C. to total.
	Number P. C. to total			
1	2	3	4	5
1. Cultivation	9747	83%.	132	1%.
2. Service.	328	3%.	57	5%.
3. Labour	350	3%.	326	3%.
4. Business	564	5%.	163	1·2%.
5. Begging	21	0·2%.	...	...
6. Priest-hood	42	0·4%.	27	0·2%.
7. Practitioners	7	0·1%.	...	...
8. Deed writers	18	0·2%.	5	0·1%.
9. Husking	9	0·1%.	...	...
10. Weaving	2	...	...	...
11. Rent Receivers	...	...	16	0 2%
12. Contractor	...	...	2	.
Total	11588	...	728	%6·2

From the above table it appears that 83% of the people depend upon agriculture as their principal source of livelihood and as subsidiary occupation. Hence it can safely be said that the people in the area are predominently agriculturists and their out-look towards life plays an important role in the sphere of Educational Development. This is of course in conformity with the occupational trend in Tripura which is industrially very backward and land is by and large the principal source of revenue.

Other occupations are business, service etc. which covers only 17% of the families. The average per capita monthly income in the project area is only Rs. 12.00 n. p.

The linguistic division of the population is as follows :-

LANGUAGE SPOKEN.

Name of languages.	No. of families speak.	No. of families knowing Bengali.	P. C. knowing Bengali	
			Of the group.	Of the total number of families.
1	2	3	4	5
a) Bengali	5641	5641	100·/.	48 /.
b) Manipuri	1325	1269	95 8·/.	11·/.
c) Tripuri	1987	1976	99 4 /.	17·/.
d) Hindi	878	838	95·4·/.	7·/.
e) Reang Noatia	763	634	83·/.	5·/.
f) Halam	406	406	100·/.	4·/.
g) Mog	107	95	88·.·/.	0·9·/.
h) Garoo	187	185	98·9·/.	1·8·/.
i) Kuki	51	40	78·4·/.	0·3·/.
j) Uria/Sautal	243	234	96 3·/.	2·/.
Total	11588	11318		98·/.

The figures given above reveal that 48·/ of the families have Bengali as their mother tongue and 98·/. families know Bengali. It is, therefore, presumed that there is no difficulty in making Bengali as medium of instruction. Next to Bengali comes Tripuri which is the mother tongue of 17·/. of the families Then comes Manipuri in which about 11·/. of the people speak. While Bengali can most usefully be used as the medium of instruction, it will perhaps be helpful if some Tripuri and Manipuri knowing teachers are placed in the school where students of the respective linguistic group are predominent. Of the teachers working in the project area 13 know Manipuri, 12 Tripuri, 4 Reang and 1 Hindi languages.

Out of the total population of 61733 about 24 5·/. i. e. 15161 (10952 males and 420) females) are literate.

There are 329 habitation in the project area of which 309 are served by a primary stage school and 20 are not served by any school. No. of families and population served or unserved by a school is given below community-wise.

Communities.	Families Served by schools. No.	Unserved No.	Population served by schools. No.	Unserved.
Sch. tribe	3309	228	17944	1380
Sch. caste	2624	...	13027	...
Back. Comm.	1998		11112	...
Total—	7931	228	42083	1380
Other—	3429	...	18270	...
G. total—	11360	228	60353	1380

Although the above data show that only 228 families with a population of 1380 in 20 habitations are not served by a school, there are habitations partially

served by a school and need some further provision of educational facilities. In view of the need of different localities 8 more schools have been proposed to be started to cover all the areas and population except a few isolated families for whom special measures, which will be stated later, have to be taken. Since 1959-60 various other steps for starting of schools were taken to cope with the increasing enrolment in schools.

There are mainly :—

a) Provision for additional accommodation in existing schools by means of extension of existing school building or constuction of a new building for which contribution was given from Council Fund.
b) running the schools in two shifts and
c) opening of additional sections by giving additional teachers etc.

Manifold problems were encountered when provision for school was considered. In sparsely populated hilly areas habitations are mostly isolated and in some of them the number of children of the age-group 6-11 is less than 20. In some places there are more than one habitation within the radius of 1 mile but there are no communication facilities between them. In other places although there are foot tracks, these areas are infested by wild animals and unfit for movement of school giving children. In other cases in which two or more habitations have to be served by one school the road distance happens to be between 1 and 3 miles. All these factors had to be considered in proposing schools. It was always kept in view that maximum benefit should be made available to the people at a reasonable cost. Even after that a small numbers of families may remain unserved and in their cases special measures have to be taken.

There is another kind of problem that was faced in proposing schools in some areas. That is in cases of Jhum Cultivation. They do not live in a place for more than 3 or 4 years. It also cannot be known in advance when they will desert a place and where they may re-settle. This is a peculiar case and has to be dealt with very carefully. It appears that some schools should be declared to be exclusively meant for them and Inspectors of schools may be given a little more power in cases of shifting etc. of these schools.

Provision for schools is a prerequisite for the compulsory education and unless provision is made for all children of the age group 6-11 no legislation on compulsory primary education can be given effect to. Hence provision for schooling facilities must be completed before compulsory primary education can be given effect to. Hence provision for schooling facilities must be completed before compulsion is introduced.

The above statement may be supported by the following proforma showing the road distance of the nearest school from the families residing in different habitations.

	Distance	No. of families.
a)	Below 1 mile	9579
b)	1 to 1½ miles	1280
c)	1½ to 2 miles	636
d)	2 to 2½ miles	48
e)	2½ to 3 miles	35
f)	More than 3 miles	10
	Total	11588

This shows that out of 11588 families road distance of the nearest school in case of 9579 families only is less than a mile. In some cases that distance is also not easily passable due to river or road infested by wild animals. These factors have to be considered when making provision for schools.

The total number of children below 6 has been calculated to be 10186 and that of the age-group 6-11 is 7794 at persent in the project area.

The mother tongue and other languages known to the children of the age-group 6- 11 are given below :

MOTHER TONGUE OF THE CHILDREN OF THE AGE GROUP 6-11

Language	No. of children speaking	No. of other children whose mother tongue is different knowing	Total	P. C. to Total children of age group 6-11(i. e. 7794)
(a) Bengali	3595	3898	7492	92%
(b) Tripuri	1639	15	1654	19%
(c) Hindi	474	16	490	5%
(d) Manipuri	683	10	693	9%
(e) Reang Noatia	651	...	651	9%
(f) Mog	99	...	99	1%
(g) Garoo	149	...	149	2%
(h) Halam	279	...	279	2%
(i) Kuki	46	...	46	0.5%
(j) Uria & Sautal	180	...	180	2%
Total—7794				

It may be seen from above proforma the 98·/. of children of the age-group 6--11 know Bengali and 19·/. know Tripuri. Percentage of Children knowing other language is quite small. There are a few small areas where Tripuri is the

major languarge and in respect of these areas possibility of making Tripuri the medium of instruction may be considered. Of course it may need to improve the standard and mode of expression of this language for the purpose, together with other relative steps, to make it suitable and competent to be used as a medium of instruct'on.

No. of children of the age-group 6-11 belonging to different communities is given below together with number of children among them attending school.

Community :	Total No. of : children.	Children attending school.		Children not attending school..	
		No.	P. C.	No.	P. C.
Sch. tribes.	2503	1768	71·/.	736	29·/.
Sch. caste	1602	1404	88·/.	198	12·/.
Other back ward comm	1392	1224	83·/.	166	12·/.
Total	5497	4398	80·/.	1099	20·/.
Others	2297	3135	93·/.	162	7·/.
G. total	7794	6533	84·/.	1261	16·/.

It may be seen from the above table that percentage of children attending school is the lowest i. e. 71 /. in case of tribal children while in case other than backward classes it is the highest i. e. 93 /.. This, of course, does not necessarily imply that people belonging to scheduled Tribes are reluctant to send their children to school. The principal reason for non attending of children to school is poverty rather than social backwardness as the following table may show.

No. of children belonging to families of different average monthly income groups enroled and unenroled in schools is shown below.

Income :	No. of : children	Attending school.		Not attending school	
		No.	P. C.	No.	P. C.
1-99	6249	5147	82 /.	1102	18·/.
100-199	1246	1225	90·/.	121	10·/.
200-299	200	168	84·/.	32	16·/.
300-399	66	60	91·/.	6	9·/.
400-499	11	11	100·/.	—	
500 and above.	22	22	100·/.	—	—
Total	7794	6533	84·/.	1261	16·/.

The above figures reveal that out of 1261 unenrolled children 1102 i. e. more than 87·/. belong to the families whose average monthly income is less than Rs. 100/- and the reasons for their non attendance in school are not far to seek.

This may be seen in the table in which reasons for non-attendance of children is given.

It may seem interesting to study the number of children belonging to each community seperately under every income group who are attending and not attending school. This may give a clue to study the difference in outlook of the people belonging to backward and other classes with similar Monthly income.

For the purpose a detailed proforma showing community and income group wise number of children and their enrolment is given below :-

Communities.	No. of families.	Population.	No of Children 6-11	Attending school.	P. C attending school.	No. attending school. No.	P. C.	Remarks
			INCOME GROUP 1-99					
S. T.	3071	15846	2059	1424	69·/.	635	31·/.	
S. C.	2365	11095	1366	1187	87·/.	179	13·/,	
O B. C.	1752	8979	1105	958	87·/.	147	13·/.	
Others	2805	13683	1719	1578	92·/.	141	8·/.	
Total	9993	49603	6249	5147	82·/.	1102	18 /.	
			INCOME GROUP 100-199					
S. T.	389	2620	350	282	81·/.	62	19·/.	
S. C.	247	1823	224	206	92·/.	18	8·/.	
O. B C.	219	1778	236	219	93·/.	17	7 /.	
Others.	514	5289	436	418	95·/.	18	4·/.	
Total	1369	9510	1246	1125	90·/.	121	10·/.	
			INCOME GROUP 200-299					
S. T.	70	772	75	47	64·/.	28	36·/.	
S. C	10	78	6	5	83·/.	1	17·/.	
O. B. C.	20	222	27	25	92·/.	2	8·/.	
Others	68	910	92	91	99·/.	1	1·/.	
Total	168	1982	200	160	84·/.	32	16·/.	
			INCOME GROUP 300-399					
S. T.	5	62	13	9	69%	4	31·/.	
S. C	2	31	6	6	100%	-		
O. B. C.	7	133	24	24	100%	-		
Others.	27	183	21	21	91%	2	9 /·	
Total.	41	409	66	60	91%	6	9·/.	

Communities	No. of families	Population	No. of Children 6-11	Attending School	P. C. attending school	Not attending school		Remarks
						No.	P. C.	
Income Group 400-499								
S. T.	1	18	5	5	100%	-	-	
Others.	4	43	6	6	100%	-	-	
Total.	5	61	11	11	100%			
Income Group 500 and above.								
S. T.	1	6	1	1	100%	-	-	
Others.	11	262	21	21	100%	-	-	
Total.	12	168	22	22	100%	-	-	
Total of Income Groups.								
S. T.	3537	19324	2503	1768	71·/.	735	29·/-	
S. C.	2624	13027	1602	1404	88·/.	198	12·/.	
O. B. C.	1098	11112	1392	1226	88·/.	166	12·/.	
Others.	3429	18270	2297	2135	93·/.	162	7·/.	
Total.	11588	61733	7794	6533	84·/.	1261	16·/.	

In the following Tables (Table A to E) number of unenrolled children of the age-group 6-11 belonging to Backward classes (i. e. Sch. tribes, Sch. castes & other backward communities separately) and other under each income group is given with reason in each case. This may show the difference in the number of unenrolled children between different classes of people under similar income group in respect of all possible reasons such as economic, social etc.

TABLE-A

REASONS	Income group (In Rupees) Rs. 1-99.				
	Total No. of Children	No. of children belonging to :			
		S. T.	S. C.	O. B. C.	OTHERS.
1	2	3	4	5	6
1. Poverty	269	95	45	76	53
2. Service Utilised in earning	158	90	28	16	24
3. Engaged in house work	255	131	52	38	34
4. School hours not suitable	2	2	—	—	—
5. School days not suitable	25	1	24	—	—
6. Cannot follow medium	—	—	—	—	—
7. Language difficulty with teachers	11	9	1	1	—
8. Does not like School environment	6	4	1	—	1
9. Does not like method of teaching	14	2	—	—	12
10. Does not like female Education	34	18	7	2	7
11. Does not like Education itself	24	15	1	8	—
12. Hurts religious sentiments	4	4	—	—	—
13. Detriments social obligations	8	8	—	—	—
14. The child will be spoilt	8	—	7	1	—
15. The child is physically handicapped	9	4	—	3	2
16. The child is mentally handicapped	5	1	2	1	1
17. The child is sick	4	2	—	—	2
18. The child is antisocial	2	2	—	—	—
19. The child is destitute	3	2	—	—	1
20. The family is nomadic	4	3	—	—	1
21. a) Not served by any school	232	232	—	—	—
b) Other reason	25	10	11	1	3
TOTAL	1102	635	179	147	141

TABLE B

REASONS (As) stated in Table-A	Total No. of children	Income group (In Rupees) Rs. 100-199 No. of children belonging to :			
		S. T	S. C.	O. B. C.	Others.
1	2	3	4	5	6
1.	24	15	7	—	2
2.	13	9	2	—	2
3.	45	20	4	13	8
4.	3	—	3	—	—
5.	—	—	—	—	—
6.	—	—	—	—	—
7.	1	1	—	—	—
8.	5	—	2	3	—
9.	1	—	—	—	1
10.	15	10	—	—	5
11.	7	6	—	1	—
12.	1	1	—	—	—
13.	4	4	—	—	—
14.	—	—	—	—	—
15.	—	—	—	—	—
16.	—	—	—	—	—
17.	—	—	—	—	—
18.	—	—	—	—	—
19.	—	—	—	—	—
20.	—	—	—	—	—
21. (a)	2	2	—	—	—
(b)	—	—	—	—	—
Total :	121	68	18	17	18

TABLE—C

REASONS (As stated in Table-A	Income group (In Rupees) Rs. 200-299				
	Total No. of children	No. of children belonging to :			
		S. T.	S. C.	O. B. C.	OTHERS
1	2	3	4	5	6
1.	3	3	-	-	-
2.	7	7	-	-	-
3.	8	5	1	2	-
4.	2	2	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-
7.	1	1	-	-	-
8.	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-
10.	3	3	-	-	-
11.	5	5	-	-	-
12.	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-
15.	3	2	-	-	1
16.	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-
21. (a)	-	-	-	-	-
(b)	-	-	-	-	-
TOTAL :	32	28	1	2	1

TABLE—D

1	2	3	4	5	6
1.	2	2	-	-	-
2.	1	1	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-
10.	3	1	-	-	2
11.	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-
13.	--	--	--	--	--
14.	--	--	--	--	--
15.	--	--	--	--	--
16.	--	--	--	--	--
17.	--	--	--	--	--
18.	--	--	--	--	--
19.	--	--	--	--	--
20.	--	--	--	--	--
21. (a)	--	--	--	--	--
(b)	--	--	--	--	--
TOTAL :	6	4	--	--	2

TABLE—E

REASONS (As stated in Table-A)	Total No. of children not attending Schools		S. T.		S. C.		O. B. C.		OTHERS	
	No.	P. C. to total unenrolled	No.	P. C. to total in Col. 2	No.	P. C. to total in Col. 2	No.	P. C to total in Col. 2	No.	P. C. to total in Col. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	298	23 6 %	115	38.6 %	52	17.4 %	76	25.5 %	35	18.5 %
2.	179	14.2 %	107	59.8 %	30	16.8 %	16	8 9 %	26	14.5 %
3.	308	24.4 %	156	50.7 %	57	18.5 %	53	17.2 %	42	13.6 %
4.	7	.5 %	4	57.1 %	3	42.9 %	—	—	—	—
5.	25	.2 %	1	.4 %	24	9.6 %	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	13	1 %	11	84.6 %	1	7.7 %	1	7·7 %	—	—
8.	11	·9 %	4	36.4 %	3	27·3 %	3	27·3 %	1	9·0 %
9.	15	1·2 %	2	13·3 %	—	—	—	—	13	86.7 %
10.	55	4.3 %	32	58.2 %	7	12·7 %	2	3·6 %	14	25.5 %
11.	36	3 %	26	72.2 %	1	2.8 %	9	25 %	—	—
12.	5	4 %	5	100 %	—	—	—	—	—	—
13.	12	1 %	12	100 %	—	—	—	—	—	—
14.	8	.6 %	—	—	7	87.5 %	1	12·5 %	—	—
15.	12	1 %	6	50 %	—	—	3	25 %	3	25 %
16.	5	·4 %	1	20 %	2	40 %	1	20 %	1	20 %
17.	4	.3 %	2	50 %	—	—	—	—	2	50 %
18.	2	1 %	2	100 %	—	—	—	—	—	—
19.	3	2 %	2	66·7 %	—	—	—	—	1	33·3 %
20	4	3 %	3	75 %	—	—	—	—	1	25 %
20. (a)	234	18·5 %	234	100 %	—	—	—	—	—	—
(b)	25	2.1 %	10	40 %	11	44 %	1	4 %	3	12 %
TOTAL :	1261	100 %	735	58.3 %	198	15.7 %	166	13·2 %	162	12·8 %

The figures given in Col. 3 of Table - E against each reason show the percentage of children not attending school due to that reason. It is revealed that about 62.% of the children of age group 6-11 do not attend School on economic grounds. It may also be seen that children belonging to Scheduled Tribes who form the highest number of unenrolled children i. e 735 out of 1261 do not attend school mainly on economic ground and next due to want of Schooling facilities in their area which lie mostly in hilly regions. Out of 735 children 378 do not attend School due to poverty and 234 for want of Schooling facilities. Only 123 children do not attend School for other reasons.

In case of Scheduled castes students, 139 out of 198 do not attend School for economic reasons and only 59 for other reasons. Similarly 145 out of 166 children belonging to other backward communities do not attend school due to economic reasons and only 21 children for other reasons. Likewise, in case of other communities also 123 out of 162 children do not attend school for economic reasons and 39 for other reasons. This clearly shows that economic difficulties constitute the Principal stumbling block in the way of Educational development and systematic attempts have to be made to do away with this problem.

The important steps that were taken and found valid in the project are stated in the following chapters with a view to apply the same in other areas if found suitable.

1. **Enrolment Drive :—** Enrolment drive is the most important feature of the universal free primary education for the children of the age-Group 6-11.

2. After making additional accommodation in existing schools and starting new schools a vigorous enrolment drive was undertaken. This was a house to house approach by the teachers and the members of the School managing commities and individual contact with the guardian of the unschooled children which yielded good result. In order to keep up them and to make the newly admitted children attend School regularly enrolment cum-attendance committees were formed in many School areas. These committees are composed of members coming from all sections of the people of the school area and having some influence over the local public. The main function of these committees was to approach the guardians of the unenrolled children as well as enrolled children who do not attend school reguarly and persuade them to send their children regularly to school. These committees were really helpful and did commendable service to raise enrolment and average daily attendance. In some cases managing committee took the initiative in this respect and actually played the part of enrolment and attendance committees. During 1961-62 the programme was revised and the new programme proved to be very effective and found general appreciation. The programme was as follows :—

1. General meetings were held in all schools areas at the initiattive of the teachers and the Managing committees in which public of all walks of life were present. In these meetings importance and programme of the enrolment drive were discussed and committees for the enrolment drive were formed These committees were entrusted with the work of organising the drive.

2. Basic Education week and the 1st week of February, 1962 were selected for the drive. During these two weeks teachers, members of these committies and as many local people as could be collected visited every family within their respective school areas with the Register for the children of the age-group 6-11 and corrected all entries in them which amounted to a re-survey.

They persuaded the guardians of the unenrolled children to send their wards to school. Steps were also taken to admit these children atonce. At least two days in each of these weeks, mostly first and last days, were observed by procession of students, teachers and members of the public with appropriate slogans, posters, songs etc. which visited, in addition village roads, houses of unenrolled children.

(3) Assistance was sought from local employ as of other Departments.

(4) Wherever more than one school served the same school area, joint drive was undertaken.

(5) After completion of the drive all concerned were requested to complete the survey including that of unserved areas within shortest possible time and submit the records to the office of the special officer, Pilot Project for completion, consolidation, preparation of report and further necessary action.

This may need mention here that the survey which has been explained in the foregoing chapters was undertaken just after the drive and it is presumed that it might have accrued more benefit subsequently which could not be brought within the purview of this report.

However, the importance of the enrolment drive cannot be overemphasised in view of the fact that it has brought a new life and enthusiasm in the minds of illiterate rural people which if pursued properly and the people are guided in the right direction, may bring into being a new era of alround development in respect of primary education. In such case legislation may not result in any difficulty at all.

When the children are brought to school by means of enrolment drive etc. three things become necessary ; (i) to keep them in school till they complete the primary stage education ; (ii) to make them attend school regularly ; and (iii) to make them capable to pass from one class to the next higher class every year. In this respect persistant efforts throughout the sessions by enrolment cum-attendance-committee which need be formed in every school area are helpful.

While studying the reasons for non attending of children to school it is found that principal reason in this respect is economic difficulties of the guardians and to do away with this problem certain steps appear to be imperative. (These are (i) attendance scholarships, (ii) mid- day meals, (iii) uniform grants, (iv) free books, slates, pencils etc., and (v) Cash grants.

Attendance scholarships :- Although attendance scholarships have not been introduced in the project area, discussion with all the enrolment cum-attendance committees which have been formed in many school areas reveal that this will be a very good incentive to the attendance of children to school. Prizes given by Block Development authorities for highest percentage of average daily attendance in school have acted very favourably on teachers directly and on students indirectly. Teacher and influential guardians also are of opinion that attendance scholarships will be very helpful in increasing average daily attendance in schools which will ultimately result in decreasing stagnation in the primary classes. Possibility of introducing attendance scholarships in schools has been examined and it appears that introduction of this schoolarship will greatly help to reduce wastage and stagnation in the primary stage of education with minimum cost. It may be annually @ Rs 5/-, 6/-. 7/-, 8/-, & 9/-, per child from class I to V respectively for the highest attendance, Re. 1/- less for the third highest attedance. The minimum percentage of attendance may be made 95·/. In case no scheduled Tribes student gets a scholarship under general calculation the third schorship may be reserved for them and the percentage of attendance in such case may be lowered down to 90·/. But in case no child belonging to scheduled tribes got that minimum percentage of attendance the scholarship may be declared unreserved and given to any child who may have the general minimum attendance. The

Scholarship may be given in cash or kind according to the local needs and suitability. The annual expenditure is calculated to be about Rs. 1·20 lacs if the number of primary stage schools is taken to be 1320 in Tripura. This may not be considered to be a very big amount in view of the volume of expenditure in the pry. stage education. But the result is expected to be very favourable in consideration of the expenditure for the purpose.

Mid-day meals :- Mid-day meals will no doubt be very helpful in increasing attendance in schools. It was introduced in many schools in the project area with equal contribution from Council fund and private funds. But the result was not equal in all places while response in some places was very favourable in other places it was very poor. In the beginning contributions were collected from the guardians by the teachers through students and subsquently through Managing Committee but soon many complications arose which reduced the initial enthusiasm. Some of them are stated below.

1. Contributing guardians began to feel that wards of non-contributing guardians began to feel that were exploiting them and soon number of contributions began to decrease.

2. In mixed areas some higher castes people did not like to take meals other than fruits etc. with lower classes people and began to absent from school.

3. Preparation of food also became a problem. Any meal worth its name in this part of country means cooked food and arrangement for cooking in a Pry. school, where there are to other staff than teachers, is difficult.

4. People in most of the areas are so poor that they cannot afford to spend for anything beyond the two principal meals for their children and whatever arrangement is made in the Pry. schools, these cannot substitute a principal meal. Hence they consider it to be an extra burden on them though at present more than 50% of the expenditure is to be borne by the Council. They are of opinion that the Government may bear the extra expences as they are not capable to pay.

5. Another point is that amount of expenditure for mid-day meal from the Government fund will be very large in consideration to attendance scholarships as may be found from the following calculation. The number of children in the pry, stage presumably during Third plan is 1 lac and when mid-day meals are introduced in all Schools it is expected that 80,000 children will attend school for 150 days in a year for which mid-day meal will be distributed. If Government pay @ 15 nP. per child per day the anuual expenditure for the purpose is calculatee at Rs. 18 lacs.

6. It may also need check-up by some medical or sanitary officers what kind of food is given to children particularly in backward areas where bad food from shops etc. may get into the meal and cause danger rather than enhance the purpose of giving the mid-day meal.

In view of the above it is suggested that midday meals may be introduced in some specially selected areas at the initial stage in consultation with the Managing Committee about all the relative factors such as contribution, nature of food to be given, cooking and distributing arrangements etc. It may be convenient if the Managing Committee is requested to collect their portion of the expenditure from the local people not on the basis of guardianship but as well wishers of the school and also to make arrangement for cooking etc., if and when necessary. Then on the basis of success in these places that may be extended to other places. It should be seen that the quality and quantity of the meal is good. The school hours may be extended so that the children may be kept in school for the maximum period necessary for proper education

Uniform grant :—The study in the field revealed that a large number of guardians cannot afford even to provide their wards with a dress with which they may attend school. There are children in a number of families in the rural areas who wear only towels at home and have a single set of dress, which also may not be said good, to use on special occasions only. Some such guardians say that they are willing to send their wards to schools but due to this reason they cannot send them to school. In such cases if the children are provided with free uniform they may attend school regularly. The number of such children will not be much. One set of dress annually at a cost between Rs. 8/- and 12/- to each of such children may do. Of course serious checking may be necessary for the purpose. If 5 children in each school are allowed to get uniform allowance @ Rs. 10/- each for 1320 schools it may come to Rs. 66,000/- annually .This appears to be a useful arrangement provided that there is no bungling in selecting appropriate cases.

The books, slates, pencils etc :—The survey has revealed that maximum number of children do not attend school due to economic reasons. Many guardians can not afford to purchase books etc. for their children. If text books, slates, pencils etc. are supplied to a larger number of children it may bring many hitherto unenrolled children to school. It may cost Rs. 5/- on average per child annually if the number of such additional children is 20,000 the annual expenditure for the purpose will be Rs. 1 lac approximately.

Cash Grant :—Cash grants can only be given to children of a limited number of every poor family who can ill afford to spare the services of their children due to acute poverty. The number of such children who may be given such grants is estimated to be 2000 and if they are given @ Rs. 5/- per month the annual expenditure will be Rs. 1·20 lacs.

Arrangements for medical examination of school children periodically need also be made. This need be made a regular feature with special staff for the purpose and care should be taken that the programme is followed strictly. Periodical reports may also be made to the authorities concerned so that necessary

steps may be taken by the parties concerned for upkeep of health of the children.

4. PROBLEM OF UNSERVED AREAS :—After starting all the proposed School some areas will remain still unserved. These areas do not justify a school in one hand and in the other there are no schools within walkable distance which could be traversed by the small children. There are a few such habitations in the Pilot Project area too. Peripatetic schools have been proposed in the Education Survey for such areas but in the context of the situation found in the project area such schools do not seem to be practicable. The situation has to be tackled according to local condition in individual cases. In the northern area there are two or three such habitations from which students can not come to school but a teacher can easily cover that distance. In these cases one of the following steps may be taken :—

a) Arrangement for an escort to accompany the children to and from school every day.

b) To keep one extra teacher in the nearest school who will go to the habitation in question four days in every week and hold classes there. For the rest of the week he will work in the school to which he is attached. It may be considered if such teachers, particularly those who may be found earnest and laborious, can be given some remuneration for their extra service.

In the southern area also there are some such habitations and in these cases also similar arrangement may be made. But in these areas there is another kind of habitations where similar step cannot hold good. These habitations are absolutely isolated and there are no schools within five or six miles from them. The only arrangement that can be made in these cases is to start a few, not more than two or three in the Project area, boarding houses in the nearest schools with a school mother in them, where students from the unserved areas will come and stay for four days in every week preferably between two market days so that guardians or other people from their own habitation may escort them from and to their home. This is advisable on the ground that minor children will not have to remain separated from their family for a too long time and also get almost same educational facilities as others.

In view of the conditions in Tripura this appears to be convenient. There is no denying the fact that these areas will pose to be a vexed problem when we shall come with the legislation on compulsion to be imposed on the people unless we take similar steps and as such solution of this problem should be a prelude to any legislative action.

5. SINGLE TEACHER SCHOOLS :—The number of single teacher schools is 49 at present in the Project area. In Tripura 3/4th of the area is hilly and sparsely populated. Most of these areas do not justify multiple teacher schools. Hence single teacher schools will continue to exist even after taking all steps

to avoid them. Even in most progressive western countries single teacher schools do exist and it is economically impossible to do away with them with our limited resources. There are many drawbacks of the single teacher schools. To run a school having five classes (i. e. I-V) with one teacher, particularly when education in the basic pattern is introduced, whatever be the number of students in each or any class, is educationally unsound. It is physically impossible for a teacher to take five classes at a time. To avoid these difficulties the teacher may be asked to run the school in two shifts, classes I & II in the morning for three hours (6 A. M. to 9 A. M. in Summer and 6-30 A. M. to 9-30 A M. in Winter) and III to V at noon for 4-30 hours (11-30 A. M to 4 P.M. in Summer and 12 A. M to 4-30 P. M. in Winter) for which they may be allowed a special pay to be fixed by the authorities.

Another problem of single teacher schools is the absence of teachers from duties for a short time. Single teacher schools are generally located in hilly and isolated places and it takes time to reach the news to the authorities who can depute a substitute. In the mean time the teacher concerned may join back. To solve this problem one teacher may be kept as leave reserve for a few single teachers school in the nearest multiple teacher school. The Head master or Teacher-in-charge of that school may be authorised to depute that teacher on receipt of the report from the teacher of any single teacher school within his specified area who may be going on leave under intimation to the authorities concerned.

With regard to quality of teaching and other special problems in the single teacher schools it is proposed that all teachers of single teacher schools should be trained teachers and need be selected from the teachers who have at least to some extent missionery zeal to serve the people inspite of hardships. They may be given a short course training in running single teacher schools dealing with all sorts of problems that may arise in them.

Another problem of such schools is residential accommodation of teachers. These schools being generally in the out-of the way places the teachers require to stay in the school area so that they may always be available at the time of need. The managing committees of the single teacher schools may be requested to make arrangement for residential accomodation for their teachers. In exceptional cases where the locality is very poor a subsidy for construction of such houses may be granted by the Government.

The problem of single teacher schools will become more acute when compulsion will be raised to the age-group 6-14. Setting up of a study group for thoroughly studying all sides of the problems of single teacher schools and finding out ways and means to solve them will be extremely helpful in Tripura where a considerable portion of the territory is hilly and a large number of single teacher schools will have to be maintained for all time to come. It is

always to be kept in mind that standard of education in single teacher schools shall have to be kept at par with the multiple teacher schools in other areas.

6. LEGISLATION :—After making provision of schools for all children persuasive measures and measures of economic assistance may be adopted to bring as many children as possible to school. But even after that a section of children will remain unschooled. Some of them are physically or mentally disables for whom special measures like putting them in appropriate schools may be taken. But there is another kind of guardians who, even after all the above steps are taken, cannot be pursuaded to send their wards to school, though their number may be small. For them and for those guardians whose wards, although enrolled fail to attend school regularly legislation will be necessary. Legislation will create an administrative machinery for supervision of enrolment and regularity of attendance as well as imposition of punishment for infringements.

Every article of the Law has to be prepared after giving much thought and consideration and in view of the backwardness of our rural people so that it does not in any way affect the willing guardians or wound the sentiment of the people and make them hostile which may mark the progress that have already been made. This does not mean that legal provisions are not necessary. It is certainly necessary in view of the fact that people should feel that it is incumbent on them to educate their children upto certain standard in a free country and any infringement in fulfilling this pledge is punishable by Law. It is not enough to provide with facilities of education but it also has to be seen that these facilities are utilised by the people properly so that they can get the minimum necessary education to attain their best solves. Moreover, legislation has a moral effect on the minds of the people which also helps to influence favourably the minds of the Law abiding people.

It is out of place here to discuss about the legal provisions but an outline in respect of the nature of steps that may be taken is given below.

Enrolment and attendance committees may be formed in every Primary School area with the Headmaster/Teacher-in-Charge as Secretary, and well represented by all sections of the people. They shall maintain a Register for children of the age-group 5-14 with certain family and individual particulars which may be revised every year. Firstly they will urge every guardian to get their children belonging to the age-group 6-11 enrolled in the school. They should report every case of non-compliance with required information to the the supervisory staff appointed for the purpose. The supervisory staff in their turn will visit every such family and take necessary steps to bring these children to school. In case they fail and feel that legal steps are necessary they will report such cases to the authorities concerned with their definite recommendations. In some cases they may suggest other

steps than legal to be taken by higher authorities. In cases of non-attendance also similar procedure may be followed.

Cases of physically and mentally handicapped, permanently disables, delinquent children etc. may be treated separately and special measures may be taken in their cases Provision for exemption of children who may be reading at home may be made on certain conditions.

With regard to attendance also absence for certain days may be allowed. It may be presumed that enforcement of regularity in attendance will not be less difficult than that of enrolment. Issue of false medical certificates should be made a punishable crime and the punishment may include cancellation of the diploma of the medical practitioner concerned in case of detected malpractice. Managing Committees and enrolment and attendance committees may play important part in checking non-attendance on false grounds. No. of days to be allowed for non-attendance may slighly differ according to profession of guardians. Encouragement of attendance by way of competition may greatly help in increasing attendance.

With regard to imposition of punishment of infringement of enrolment and attendance Laws it appears that classification of various kinds of offences and their respective punishments has to be made. Administrative arrangement for assessment, declaration and imposition of punishment also have to be made.

Present procedure of admission in schools is satisfactory. But provision should be made for admission of children of the people who may shift from one place to another in the course of a session during any part of the session in classes according to their merit and school certificate.

7. CONVERSION OF PRIMARY SCHOOLS INTO BASIC :— In the Pilot Project out of 92 Primary stage schools only 22 are Basic Schools. To keep the method and standard of teaching at a high level together with quantitative expansion it is necessary to convert as many Primary Schools as possible into Basic so that increase in the quantity does not deteriorate the quality. It it true that all the schools have been oriented into Basic pattern and all teachers, other than a few newly recruited teachers, have undergone short course training for the purpose.

8. TRAINING OF TEACHERS :– Out of 232 teachers (212 male & 20 female) in the Pilot Project 72 teachers (68 male and 4 female) are trained. Importance of putting more trained teachers in Primary stage schools cannot be ignored and as such volume of out-put of trained teachers need be increased as much as possible.

SUPERVISION :—For proper supervision and control of attendance in the selected compulsory area attendance officers need be appointed. They will be assisted by the enrolment and attendance committees in every school area. It may be seen if the Sub-Inspector of Schools can be entrusted with the work by reducing the area and number of schools under them. This may save a great

deal of administrative difficulty which may arise out of two sets of officers working in the same area and supervising the same school for the purposes inter-related with each other.

The attendance officers will visit every school and its area very frequently and not more than two months should pass between two visits in any particular school. They will check the register for children of the relative age-group, find out cases of unenrolled children and contact their guardians with a view to bringing these children to school by means of presuasion. He may be the Chairman of all the enrolment and attendance committees within his erea and when compulsion is introduced he may be authorised to give effect to the punishment imposed on offenders with the assistance of the enrolment and attendance committees powers of which also may be fixed by legislation.

Before introduction of compulsion he, with the help of the enrolment and attendance committees, may held public meetings, distribute pamphlets and take various other steps to acquaint the public with the articles of the compulsory primary education Act so that none can pretend to have no knowledge about the correct implication of the Act. He should also take every possible measure to get public co-operation in respect of application of the Act.

Inspectors of Schools may be vested with the powers of a magistrate to try offences with regard to compulsory education Act. This procedure will reduce the expenditure on application of law in this respect. In the level of Inspector of Schools also a committee like the attendance committees with Inspector of Schools as Chairman and 4 other members (2 official) may be formed. The business of this committee will be to scrutinise the case of violation of compulsory education Act forwarded by the Attendance Officers and sort out the deserving cases which may be granted exemption or pardon. Only the punishable cases may be forwarded to the Inspector of Schools when he acts as a magistrate.

Studies in Wastage and Stagnation : Present volume of wastage and stagnaation poses a problem to the development of education in the primary stage. Studies may show that less than 50% of the children enrolled in class I reach class V i. e, final year of the primary classes, and out of these children less than 50% reach in scheduled period (i. e. five years). Study of wastage and stagnation reveals that both wastage and stagnation are highest in class I. This a problem that needs further study with a view to reducing the menace of wastage and stagnation to the minimum. This is a collossal problem and needs a very careful handling so that the problem may be seen through in right perspective and attacked from the proper angle.

In Tripura, classwise extent of wastage and stagnation are being studied annually which covers only a small sphere of the problem and this does not go a long way to bring the real nature of the problem or its remedy.

Casual contact with teachers and some guardians of the students who left school or got plucked in primary classes in the pilot project area revealed that various factors are responsible for wastage and stagnation in the primary classes. These appear to be among others poverty, unfavourable home atmosphere, inadequate teaching in classes, unsound method of education delinquency, physical and mental sickness of children, use of school going children in house work and keeping of babies, social backwardness, distance of the school, difficulties of communication etc. These causes need be enumerated and graded according tc their respective importance extent etc, and appropriate steps should be taken to remove them. All these problems are inter-related and instead of taking piecemeal measures a comprehensive programme may be made and implemented with earnest zeal.

For proper study of wastage and stagnation various methods may be applied. Sample surveys are now-a-days accepted by all quarters and this can be conveniently used in this case also. A sample study of 1000 boys and 1000 girls in some selected areas which may be considered as representative of the territory either admitted on a particular date or dates in class I or by any other sampling method may be helpful. Their career need be followed for five years i. e. scheduled period necessary for the completion of primary stage education (I—V). The calculation may be made on the basis of wastage and stagnation among these children. Reason for wastage and stagnation in each case among these students need be recorded and studied.

More compulsion cannot be a remedy by itself and will not go a long away with the problem. compulsory education may make one attend school regularly but this cannot make him pass examinations. To know this requires a thorough study which only may lead us to the heart of the problem and bring before our eyes many hitherto unknown avenues that may help us in finding out the right solution.

Together with the study of wastage and stagnation suitability of school programme, curriculum, mental make up of teachers and students and their attitude towards their respective functions, school environment, home condition of students, school hours and periods etc. also need be studied.

Before concluding the report it may be appropriate to give a brief note on female education. Previously the number of girls students was small in the Project area but during the project period large number of girls began to come to School. The Primary Schools are co-educational and it has been noticed that people have no objection to send their girls children to co-educational schools. Hence it appears that no special arrangement for female education in the primary stage need be made. The Principal difficulty in bringing girl children to school was the attitude of some guardians—who like their girl children to do house

work rather than go to school. It has however been noticed in the Project that female education in the Primary stage does not pose a serious problem except in cases of a few socially backward and conservative families and if pursued systemetically and properly the girls may proceed in same stricks with the boys.

Unstarred Question No. 13—by Shri Sunil Kumar Chowdhury

Question	Reply
a) Whether there has been any assessment of basic education in Tripura by the Central Government ;	No.
b) If not, the reasons thereof ?	A Committee under the Chairmanship of Shri Ramchandran was formed by the Government of India for assessment of Basic Education in the Country. The Committee submitted its report in 1956 but did not visit Tripura in the course of its investigations. No other assessment of basic education was made by any Committee appointed by the Government of India.

Unstarred Question No. 15—by Shri Bulu Kuki

Question	Replies
a) Total number of families evicted from areas declared as Reserve Forest during last 5 years (upto Dec., 1963) :	37
b) Its divisionwise break-up :	Udaipur Sub-Division.
c) Whether any compensation was given to such evicted families ;	No.
d) If so, number of such case in which compensation was given :	Does not arise.

Unstarred Question No. 20 by Shri Bulu Kuki

Questions	Replies
a) Total number of fire accidents that took place in Reserved Forests and forest plantation during last three years ending in December, 1963 :	60 Nos.
b) approximate loss caused by such fire accidents :	9,350.00 approximately.
c) stope taken by the Government to prevent such accidents ?	During the fire season, fire watchers are posted in different areas for keeping watch over the forest areas against fire. Other executive staff of the department working in forest areas are specially instructed to remain alart specially during fire season when there is possibility of accidental fire.
	Fire lines are cut and maintained around the plantations for preventing fire damage.
	iii) Fire Brigades are also informed to control fire when possible. But such opportunities are rarely available.
	iv) The people in general are pursuaded not to carry fire through the Reserve Forests and plantations during the fire season.
	v) Plantation equipment such as bucket, spade etc. are supplied to prevent fire from spreading and for facility of water tube-wells and ring-wells are also made.

vi) The tribals are pursuaded not to cut Jhum in the Reserved Forest areas and not to burn the Jhums carelessly. Forest fire often originates and spreads from Jhum fire in the hills.

UNSTARRED QUESTION NO. 21—By Shri Bulu Kuki

Questions	Replies
(a) Total reserved forests area and percentage of total reserved forest area to geographical area in Tripura.	i) Total Reserve Forest area (Declared and proposed) 1,590·89 sq. miles including settled lands inside ii) Percentage of total Reserved Forest area to Geographical area in Tripura is 38·6./·
(b) Sub-Divisional break-up of such reserved forests areas and its percentage to the geographical area of each of the said sub-divisions.	(see table below)
(c) Whether the Govt. received any objection at any of these places against declaration of the areas as reserved foresta.	Yes.

Name of the sub-division	total area in sq mile	Total area of Reserved forests (declared and proposed) in sq. miles	·/. to the total area of the sub division
1	2	3	4
1. Dharmanagar	662	223·68	33·79
2. Kailasahar	464	303·02	65·30
3. Kamalpur	240	108·54	45·22
4. Khowai	538	200·39	37·34
5. Sadar	602	81·98	13·62
6. Sonamura	235	77·28	37·70
7. Udaipur	246	117·74	47·87
8. Belonia	394	211·37	53·65
9. Sabroom	238	114·89	48·19
10. Amarpur	527	152·20	28·88
	4,116	1,590·89	

(d) if so, what steps have been taken in that matter ?	These are being disposed off by the forest Settlement Officer as per provisions of the Indian Forest Act., 1927 (Act XI of 1927)

UNSTARRED QUESTION NO. 25—By Shri Sunil Kumar Choudhury

Question	Reply
1. Total number of Court cases instituted during last 5 years (upto December, 1963) under Indian Forest and other Act and Rules for following trees grown in the Jote land ;	310 Nos.
2. Number of such cases in which conviction was given ;	37 Nos.
3. Number of such cases still pending ;	240 Nos.

UNSTARRED QUESTION NO. 63—By Shri Aghore Deb Barma

Question	Reply
1. Whether the Govt. has any Plan to set up a tribal rest house in Agartala Town.	No. There is already a Tri-Tribal Rest House at Arundhutinagar, Agartala, set up in 1960-61.
2. If so, the details of that Plan.	Does not arise.
3. What are the steps, if any, taken in the matter ?	Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 70—by Shri Atiqul Islam

Question	Reply
1) Whether Govt. has been defeated in case nos. 39 to 49 cr. Appeal of 1962 of the Supreme Court involving Tripura Forests ;	Yes.
2) If, so, whether the defeat is for not observing the provisions of the Indian Forest Act (XVI of 1927) and rules made there-under by the Govt.	The case has been decided in the Supreme Court recently. The Govt. Advocate Supreme Court has already been requested to send copy of the

3) If so, whether the responsibility has been fixed for this defeat and consequential loss on the officer or the officers concerned ;

4) If not, what are the reasons ?

judgement. Before receipt of the said copy and a clear apprisal of the same, the position as required cannot be made clear.

Unstarred Question No. 71 by Shri Atiqul Islam

Question.	Reply.
(1) Whether Shri A. R. Chakraborty the D. F. O., Sadar was sent by the Govt. for undergoing superior Forest course training at Dehradun by Govt. cost ;	Yes.
(2) Whether the said Shri Chakraborty executed any bond to the effect that he would serve the Govt. of Tripura for 5 years after completion of training otherwise the whole cost of training would be realised from him by the Govt.	Yes.
(3) Whether he (Shri Chakraborty) tendered his resignation before completion of 5 years of service and the resignation was accepted without realising the cost of training from him ;	Resignation has been accepted before completion of 5 years of service. Realisation of cost as per terms and conditions of the bond is being arranged.
(4) If so, what are the reasons ?	Shri Chakraborty rendered service for 4 years 6 months against the bond period of 5 years.

Unstarred Question No. 80 by Shri Atiqul Islam

Question.

1. Total amount of loan and grant given to the Rudrasagar Fisheries Co-operative Society, Melaghar, Sonamura.

2. Whether the Society is being run at a loss or a profit.

3. Whether the Society has asked for further loans for the development of the fishery.

4. If so, the steps have been taken in the matter.

ANSWERS.

1. No loan or grant has so far been given by the Government to the Rudrasagar, Fisheries Co-operative Society, Melaghar, Sonamura.

2. The Society has been running at a profit.

3. No.

4. Does not arise.

Unstarred Question No. 18 by Shri Atiqul Islam.

Question.	Answer.
1. Whether the Government has any plan to develop the market Math-Chowmohani, Agartala	1. No. The Government has no such plan; but the Municipality has a market at Math-Chowmohani and the Municipality has prepared plan and estimates for establishing a new market at Dhaleswar near Math-Chowmohani market.
2 If so, the details of that plan.	2 Does not arise, as the Government has no plan to develope the Municipal market at Math-Chowmohani.
3. Whether any difficulty is there to implement the plan.	3. Does not arise.
4. If so, what is the nature of these difficnlties.	4. Does not aaise.

Sri Aghore Deb Barma : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলবেন কি এই নোটিশ পাওয়ার পরে তাড়াহুড়া করে মাত্র একটা পাম্পিং লাইন কি করে আনা হয়েছে—ঐ বগাফা এবং কাকড়াবন ?

Sri M. L. Bhowmik : এটা উত্তরেই বলা হয়েছে এটা যে ঠিক ছিল।

Sri S. L. Singh : মাননীয় সদস্যের উত্তর এখানের মধ্যে আছে "Whether it is a fact that the pumping sets with arrangements of water supply in Bagafa Ashram School and Kakraban Basic Training College have been out of order since the vety first day of their installation"—No.

Mr. Speaker : Question hour is over. I now would request the Hon'ble Minister to see that unstarred questions are placed on the table.

(Unstarred questions were placed on the table)

Discussion on Matters of urgent Public Importance.

Then we pass on to the next item. The next item is discussion on matters of urgent public importance for short duration to be raised by Shri Nripendra

Kumar Chakraborty on the problems created by serious anomalies and inconsistancies provided in the recent revisions of pay and allowances, of the Employees of the Tripura Government. As the Hon'ble member has not subscribed his Oath so this cannot be taken up. So we pass on to the next item. The next item is Government Business—Legislation.

Consideration of the contingency fund of the Union Territory of Tripura Determination of Amount Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964).

Mr. Speaker : To-day in the List of Business, the contingency fund of the Union Territory of Tripura (Determination of amount) Bill, 1964 (Bill no. 4 of 1964) is to be taken into consideration. I would call on the Hon'be Finance Minister to move his motion for consideration of the contingency fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. of 4 of 1964.

Sri S L. Singh (Finance Minister) : Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move the contingency fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Now if any member wishes to speak anything he may say so.

The Hon'ble Members of the Opposition yesterday raised certain points If the Bill is to be considered rather being discussed it may be done at this stage.

As no one is comming foward to speak, I would now put the question.

The question that the contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964) be taken into consideration at once was put and carried.

Mr. Speaker : Now that the Bill be taken into consideration has been carried, I would now put the Bill clause by clause.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The question that Clause I do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The question that the Title do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker : Next comes the passing of the Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No 4 of 1964).

The next item in the List of Business before the House is the passing of the Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount)

Bill, 1964 (Bill No, 4 of 1964). I shall now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for passing of the Bill

Shri S. L. Singh (Finance Minister) : Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker : I would now put this motion to vote. The question before the House is that the contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount), Bill 1964 (Bill No. 4 of 1964) as settled in the Assembly be passed.

The question was then put and agreed to.

Mr. Speaker :—The Bill is passed.

Mr. Speaker : The House stands adjourned 'SINE-DIE'.

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING
TRIPURA GOVERNMENT PRESS, AGARTALA, TRIPURA.